হাতেম তা'য়ী

ফররুখ আহমদ

হাতেম তা'য়ী

ফররুখ আহমদ

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা- চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী

ফররুখ আহমদ

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

দ্বিতীয় সংস্করণঃ জানুয়ারী-২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

স্বত্ব

কবি'র উত্তরাধিকারীগণ

প্রচ্ছদ

রকিব

মূল্য ঃ ৩৫০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

HATEM TAI BY: FARRUKH AHMED, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. **Price: Tk. 350/- US$:10/-**

ISBN -984-70241-0035-1

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট মৌলিক কবি। তিনি ইসলামী রেনেসাঁর কবি। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে তিনি অনেক অবদান রেখে গেছেন।

ফররুখ আহমদ ইসলামের তত্ত্ব, জীবন সন্ধান এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও তন্ময়তা হাতেম তা'য়ীর চরিত্রে প্রকাশ করেছে। হাতেম তা'য়ী কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু ফররুখ-এর হাতেম তা'য়ী একান্তভাবে মুসলমান। ইসলামের ত্যাগ, সত্যের অন্বেষণ এগুলোর মধ্য দিয়ে হাতেম তা'য়ী একজন ইসলামী ধ্যান-ধারণার জাগ্রত পুরুষ। হাতেম তা'য়ীর চরিত্রে ফররুখ এইভাবে একটি দিক-দর্শন দেখাতে চেয়েছে। হাতেম তা'য়ী কাব্যের যে অংশটুকুই আমরা উদ্ধৃত করি না কেন সেখানে ইসলামী সত্যবোধের চমৎকারিত্ব বিদ্যমান। এই পরিবর্তনটা কাব্যগত কারণে আমরা গ্রহণ করতে পারি। ফররুখের হাতেম একজন ন্যায়বান, নিষ্ঠাবান, সত্যসন্ধানী এবং প্রজ্ঞাবান চিন্তাশীল মুসলমান। তার ত্যাগের মধ্যে, কর্মের মধ্যে আল্লাহ্‌র ধ্যানের নিমগ্নতা আছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে 'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'সিরাজাম মুনীরা' পেরিয়ে হাতেম তা'য়ী কাব্য অবিসংবাদিতভাবে ইসলামী আদর্শের একটি মহিমান্বিত রূপকে প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ফররুখ আহমদের ইসলামী চেতনাবোধ সম্পন্ন কাব্যগন্থ "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশ করতে পেরে গর্ব অনুভব করছে। উত্তর আধুনিক কালের কবিতা ও সাহিত্য প্রেমিক মানুষের হাতে 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যগ্রন্থটি নতুন করে তুলে দিতে পেরে আনন্দবোধ করছি।

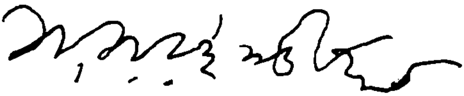

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	....	০৫
সূচনা খণ্ড	....	১৯
পহেলা সওয়াল	....	৫১
দুস্‌রা সওয়াল	....	৭৭
তিসরা সওয়াল	....	১২১
চাহারম সওয়াল	....	১৫৭
পঞ্চম সওয়াল	....	১৯৭
শশম সওয়াল	....	২৩১
আখেরী সওয়াল	....	২৭৯
শেষ খণ্ড	....	৩১৯
জীবনপঞ্জি	....	৩৪১
গ্রন্থপঞ্জি	....	৩৪৭

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ-এর ‘হাতেম তা’য়ী’

সৈয়দ আলী আহসান

এক সময় মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহে পুঁথি পাঠ করা হত। পুঁথি পাঠ করা হত কাহিনীর জন্য, রূপকের জন্য, অলৌকিকতার জন্য এবং অবাস্তব কাহিনী মাধুর্যের জন্য। এ সব কারণে পুঁথি পাঠ করতেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, তাঁর গৃহে প্রবীণরা মুসলমানদের পুঁথি পাঠ করে আনন্দ পেতেন। এগুলো বাস্তব কাহিনী ছিল না। এগুলো অবাস্তব লালিত্যে গঠিত হত। অধিকাংশ ছিল প্রেমের কাহিনী এবং সেই প্রেমের কাহিনীর মধ্যে পরীদের গল্প থাকতো, জ্বীনদের তাৎপর্যময় আচরণ থাকতো। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সকল মানুষ এগুলো পাঠে আনন্দ পেত। এ পুঁথিতে জীবনচর্চা থাকতো না, বাস্তব মানুষের আনাগোনা থাকতো না, এগুলোতে অবিশ্বাস্য কাহিনী মানুষের চিত্তে আনন্দ দিত। বাংলাদেশে একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে ইংরেজি চর্চা আরম্ভ হয়নি। সেকালেই পুঁথিগুলো পাঠ হত। ইংরেজি চর্চার ফলে আমাদের দেশে জীবনে নৈপুণ্য এসেছে, বাস্তব মানুষের প্রেম-ভালবাসার কাহিনী এসেছে এবং প্রখর বাস্তবতার ইঙ্গিত এসেছে। কিন্তু পুঁথির কাহিনী এরকম ছিলনা। তাতে অবাস্তবতার ইঙ্গিত ছিল, আনন্দ ছিল এবং উচ্ছ্বা ছিল, এগুলো পাঠ করে মানুষের আনন্দ জাগতো। কিন্তু এগুলোকে তারা বিশ্বাস করতো না। এসব পুঁথির অবাস্তবতা মানুষের মনে একটি মাধুর্য সৃষ্টি করতো। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এগুলো প্রচলিত হয়। উর্দুতে দাস্তান শ্রেণীর কাহিনী-কাব্য ছিল। বাংলা পুঁথির মূলে এই দাস্তানের কাহিনীগুলো কাজ করেছে। গুলে বাকাউলি, শিরি-ফরহাদ, হাতেম তা’য়ী, আমির হামযা ইত্যাদি কাহিনী দাস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দাস্তানই পুঁথির উৎস। পুঁথিকারগণ দাস্তান থেকে গল্প নিয়েছেন, কিন্তু হুবহু দাস্তানকে অনুকরণ

www.pathagar.com

করেননি। মৌল কাহিনীটি দাস্তান থেকে এসেছে, কিন্তু বাংলায় তা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজ আগমনের সময় এগুলোর চল ছিল। মূলত বলা যেতে পারে, আমাদের ভাষায় উপন্যাস ও ছোটগল্পের আগমনের পূর্বে এই পুঁথিকাহিনীগুলো সে স্থান পূর্ণ করেছিল। মানুষের জীবনে তখন কর্মের জটিলতা ছিল না, অবসর ছিল প্রচুর। এই অবসরের সময় চিত্তের প্রসাদের জন্য মানুষ পুঁথি বা দাস্তানের দ্বারস্থ হত। আমাদের পূর্ব প্রজন্ম যাঁরা, তাঁরা পুঁথি পাঠ করতেন এবং আনন্দ পেতেন। বাস্তব ঘটনার নিরিখে পুঁথি পাঠকদের আকর্ষণ করতো। যখন পুঁথির প্রচলন ছিল তখন মানুষের জীবন স্বচ্ছল ছিল, বিরোধ-বিসংবাদ কম ছিল এবং পুঁথি তাদের আনন্দের উপঢৌকন হিসেবে এসেছিল। যেভাবে পুঁথি পাঠ করা হত তার একটি কৌশল ছিল। একজন বয়স্ক লোক সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন এবং শ্রোতারা বিপুল আনন্দে তা শ্রবণ করতেন। আমার মনে আছে আমার মায়ের মুখে আমি হাতেম তা'য়ী এর গল্প শুনেছি। হুসনা বানুর সওয়াল এবং হুসনা বানুর বিভিন্ন কর্ম আমাদের অভিভূত করতো। পুঁথির ধারা এখন শেষ হয়ে গেছে। আগের দিনের পুঁথির পাঠকও নেই তার শ্রোতাও নেই। আমার যৌবনকালে আমি পুঁথি পড়েছি এবং পুঁথি পড়া শুনেছি। এখন এই পরিণত বয়সে পুঁথির কাহিনী আমাকে আর আকর্ষণ করে না।

ফররুখ আহমদ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পুঁথি পড়তো। দুটি পুঁথি সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতো। একটি কাসাসুল আম্বিয়া, অন্যটি হাতেম তা'য়ী। শুধু কাহিনীর জন্য সে পড়তো তা নয়, ঘটনাপ্রবাহ, কাহিনীর গঠন-প্রকৃতি এগুলো সে বুঝবার চেষ্টা করতো। সে আমাকে বলোত, "আলী, এইসব পুঁথির মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বাস্তব জীবনকে তারা গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু অন্য একটি জীবন তারা নির্মাণ করেছে, যার স্বাদ অফুরন্ত। ঘটনার বাস্তবতা কিংবা কৃত্রিমতা কোন বড় কথা নয়, চিত্ত অপহরণ করার কথাই বড় কথা। বাস্তব তো এই আছে এই নেই, কিন্তু অবাস্তবের রসাস্বাদ করতে পারলে আমরা প্রাত্যহিকতাকে অস্বীকার করতে পারি।"

হাতেম তা'য়ী -এর কথা ধরা যাক না কেন সে যথার্থ একজন মানুষ ছিল অবাস্তব কোন সত্তা নয়, কিন্তু তাকে ঘিরে অনেক অবাস্তব রহস্য তৈরী হয়েছে। মানবকল্যাণী একজন পুরুষ হিসেবে সে মানুষের মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে এবং কর্ম সম্পর্কে আগ্রহ

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছে। তার ঐশ্বর্যের তুলনা ছিল না। কিন্তু ঐশ্বর্য সে নিজের জন্য ব্যয় করেনি। যারা তার দরজার কাছে এসেছে তাকেই সে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। দুঃস্থ মানুষের কল্যাণের জন্য সে সর্বস্ব ব্যয় করেছে। আগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে তার শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। বিনয়ী, নির্বিরোধ, কামনাহীন এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হাতেম তা'য়ী একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। এ গ্রন্থের কাহিনী প্রবাহ জটিল আবর্তে আবির্তত। মানুষের কল্যাণের জন্য হাতেম তা'য়ী দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছেন, অসৌজন্য তাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু অসৌজন্য তাকে গ্রাস করতে পারেনি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হাতেম তা'য়ী-র জীবনযাত্রা ছিল করুণাপ্রবণ, বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সহজাত বিদ্রোহ এবং অনুকম্পা ও করুণায় সকলকে আপন করে নেয়া। সেজন্যই রাসূলে খোদার কাছে তাঁর কন্যাকে যখন বন্দী দশায় নিয়ে আসা হয় তখন তিনি যেই শুনলেন যে এই মহিলা হাতেম তা'য়ীর কন্যা তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দিলেন। এই হাতেম তা'য়ীর কাহিনী ফররুখ পাঠ করতো, শুধু পাঠ করতোই না, এর বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য সে অনুধাবন করবার চেষ্টা করতো। কাহিনীর মধ্যে অনেক রূপকের বিন্যাস আছে, অস্বাভাবিকতার মাধুর্য আছে এবং অলৌকিকতার তাৎপর্য আছে। ফররুখের সময় আমিও কিছু পুঁথি পড়েছি। চাহার দরবেশ-এর পুঁথি আমি পাঠ করে মুগ্ধ হই এবং সে কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে একটি কাব্য কাহিনী লিখি। আমাদের সময় কালের আরেকজন কবি আহসান হাবীব দোভাষী পুঁথির বাণী বিন্যাস গ্রহণ করে আধুনিক কবিতায় তা প্রয়োগ করেছেন। আমাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম শামসুদ্দীন পুঁথি সুর করে পড়তেন। এক সময় কবি কায়কোবাদকে দেখেছি পুঁথি পড়তে এবং পুঁথির কাহিনী উপভোগ করতে। এখন পুঁথি হারিয়ে গেছে। আমার পরে যারা এসেছেন এবং তারও পরে যারা আসছেন পুঁথির কাহিনীর মাধুর্য যে কি তা তারা জানেন না। আমিও যৌবনকালে পুঁথির কাহিনী উপভোগ করতাম। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সাহিত্যের গ্রাসে পুঁথির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। তবে এটা স্বীকার করি এককালে প্রেমের উপাখ্যানের লীলা বিলাসে পুঁথি মানুষের মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করতো। তখন পুঁথিতে স্বপ্ন ছিল এবং সে স্বপ্ন আমাদের কাছে সত্য ছিল।

www.pathagar.com

বর্তমানে পুঁথি আর গ্রাহ্য নয়, ইতিহাসের ধারায় এর একটি মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে গেছে। তার কতকগুলো কারণ আছে। সেগুলো আমরা নিম্নরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

১. বাংলা ভাষার রূপ বিবর্তন হয়েছে, সে বাংলা ভাষায় এক সময় আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের মিশ্রণ ছিল সে ভাষা সংস্কৃতির সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। এখন মূলত বাংলা ভাষা তৎসম স্বভাবের। ইতিহাসের ধারায় আমরা পুঁথির ভাষাকে এক সময়ের ভাষা প্রবাহের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু এখন তা নয়।

২. পুঁথির ছন্দ পয়ার ছন্দের প্রাচীন রূপ। পয়ার ছন্দের বিন্যাসের মধ্যে কখনও এটা দ্বিপদী, কখনও ত্রিপদী এবং সমগ্র ছন্দটি একই কাঠামোতে পড়া। তার ফলে কবিতা পাঠে একটি ক্লান্তি আসে। কবিতার সজীবতা নির্ভর করে বিচিত্র ছন্দের আবহে। কিন্তু তা না থাকার দরুণ পুঁথির ছন্দরূপ ক্লান্তিদায়ক এবং উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

৩. পুঁথির কাহিনীতে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে দৈত্য-দানব এবং প্রবীণদের রূপকথা। বর্তমানে যেসব কাহিনী আমরা পাঠ করি সেগুলো আধুনিক জীবনের বাস্তবতায় চিহ্নিত। সুতরাং আধুনিক জীবনে পুঁথির অনুপ্রবেশ একেবারেই অসম্ভব।

৪. পুঁথির কাহিনীতে যে আনন্দ এবং যে লালিত্যের সংক্রমণ সেগুলো শিক্ষিত মনকে আলোড়িত করে না। অনেকটা মধ্যযুগীয় পুঁথিতে আছে, কিন্তু আধুনিককালে সে রসাবেশের মূল্য নেই।

৫. আরব্য উপন্যাস যেমন বিভিন্ন কাহিনী একত্রে গ্রন্থিত হয়ে বিচিত্র কল্লোলের মত গতিধারা নির্মাণ করেছে পুঁথিতে তাই আমরা লক্ষ্য করি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাতেম তা'য়ীর পুঁথি। হুস্‌নাবানুর সাতটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হাতেম তা'য়ী বিভিন্ন রূপকথার সম্মুখীন হয়েছেন। সে রূপকথায় কোথাও বিভীষিকা, কোথাও সমুদ্র তীরে একাকী অপেক্ষমান যাত্রী, কোথাও ধ্বংসের লীলা, কোথা অগ্নুৎপাত, কোথাও বনভূমিতে বিচরণকারী বন্যপশু এ সমস্ত কথা ও কাহিনী হাতেম তা'য়ী

www.pathagar.com

পুঁথিতে এসেছে। তাই আজকের দিনে পুঁথির কাহিনীর সাহস ও সংকল্প অনেকটা প্রহসনের মত।

কিন্তু পুথিকে অবলম্বন করে নতুন কাহিনী নির্মাণ করা যায়। তার আশ্চর্য নিদর্শন হচ্ছে ফররুখ আহমদের হাতেম তা'য়ী। এই বইটিতে পুঁথিকারদের উদ্দেশ্যে কবি একটি সনেট লিখেছেন। সনেটটি নিম্নরূপঃ

"কাহিনী শোনার সন্ধ্যা মিশে যায় দূরে ক্রমাগত
নাতেকা পাখীর মত রঙ ধনু দিগন্তের পারে,
সহস্র সংশয় এসে হানা দেয় বক্ষে বারে বারে;
হাজার সওয়াল এসে তনু মন করে যে আহত।
যুগান্তের ঘূর্ণাবর্তে বেড়ে যায় হৃদয়ের ক্ষত,
মেলে না সান্ত্বনা, শান্তি, বাদগর্দ হাম্মামের ধারে,
অজানা মুক্তির পথ রুদ্ধ এক রাত্রির দুয়ারে
খুঁজে ফেরে অন্ধকারে শতাব্দীর কাহিনী বিগত।
নির্বাক বিস্ময়ে দেখি বিস্মৃতি প্রাণের ব্যাকুলতা
সঞ্চারিত এ মাটিতে, এই পাক বাংলার প্রান্তরে,
অথবা রাত্রির পটে জীবনের নব রূপকথা
পদ্মা মেঘনার দেশে বহমান ক্লান্তির প্রহরে।
পুঁথির পৃষ্ঠায় ম্লান মানুষের আর্তি;-মানবতা
উজ্জ্বল হীরার মত দেখি জ্বলে রাত্রির প্রহরে॥

ফররুখ আহমদ পুঁথিকে কিন্তু অনুসরণ করেনি, না পুঁথির ভাষা না পুঁথির জীবনদর্শন। সে হাতেম তা'য়ীকে বেছে নিয়েছে প্রভাবান মানুষ হিসেবে যিনি সর্বদা উন্মুখ মানব সেবার জন্য। ফররুখ সেজন্য বলেছে ইয়েমেনের শাহাজাদা তা'য়ীপুত্র হাতেম পথের নির্দেশ পেয়েছিলেন আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে। হাতেম তা'য়ীর কাছে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সেবা করা, সত্যকে দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত করা এবং মুক্ত প্রজ্ঞার সন্ধান লাভ করা। ফররুখ বলছে এটাই হাতেম তা'য়ীর পরিচিত এবং বিশ্ব-রহস্যের

www.pathagar.com

মূলে এটাই চরম সত্য। সে হাতেম তা'য়ী গ্রন্থের পরিচিতি পর্বে হাতেম তা'য়ীর আত্মজিজ্ঞাসার স্ফুরণ ঘটিয়েছে। সে বলছেঃ পৃথিবীতে বহু মনুষ্য আছে যারা হতাশাগ্রস্ত এবং দারিদ্র্যে নিপীড়িত। কল্যাণ কামনা করে হাতেম তা'য়ী তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর জিজ্ঞাসার মূলে সর্বদাই একটি প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নটি হচ্ছে দুর্গম পথে যাত্রা করতে হবে সৌজন্যের সন্ধানে এবং নিপীড়িত মানুষকে আশ্রয় দিতে হবে। ফররুখ আহমদ হাতেম তা'য়ীর প্রজ্ঞাবান চিত্ত এবং অহমিকাশূন্য মানব প্রীতিকে ব্যাখ্যা করেছে এইভাবেঃ

বাঁধ মুক্ত দরিয়ার টানে
ক্ষীণ ঝর্ণাধারা, নদী ছুটে আসে আনন্দে যেমন
তেমনি দরাজ দিল হাতেমের সাখাওতি আর
সুরাত, হিম্মাৎ দেখে এল কাছে জনতা মজলুম
এল নির্যাতিত প্রাণ। কেননা যে বান্দা এলাহির,
ঈমানের দীপ্ত শিখা যার দিলে, মুহব্বত মনে
যার অবারিত দ্বার পৃথিবীতে প্রেমে ও সেবায়
পুরায় প্রার্থীর চাওয়া যে মুমিন এলাহির নামে;
জেগে ওঠে মনুষ্যত্ব তার তপ্ত জিগরের খুনে
আরক্তিম (অন্ধকার শেষে যেন আফতাব নূতন
জাগায় জাহান সারা অকৃপণ রশ্মি বিনিময়ে)!

হাতেমের পরিচয় সূত্রে ফররুখ যেসব কথা বলেছে এবং বিশেষণ শোভিত করেছে সেগুলো কিন্তু আধুনিক কবিতার ভাষা এবং ছন্দ। দোভাষী পুঁথির অঙ্গীকারের চিহ্নমাত্র এখানে নেই। ফররুখ দোভাষী পুঁথি এখানে পুনঃনির্মাণ করেননি, কিন্তু দোভাষী সৌজন্যে আধুনিক জীবনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সূচনা পর্বে হাতেম তা'য়ীর যে পরিচয় আমি পাই সে পরিচয় পুঁথিতে নেই। পুঁথিতে শুধু সংক্ষেপে আছে তিনি একজন সৌখীন এবং মানুষের কল্যাণে সর্বদাই নিয়োজিত। এ সত্যটা ফররুখ

www.pathagar.com

ব্যাপক আকারে প্রকাশ করেছে উপমার পর উপমা এনে এবং এগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর সঙ্গতি রক্ষা করে ফররুখ যে হাতেম তা'য়ীকে নির্মাণ করেছে তিনি পুঁথির কাহিনীর হাতেম তা'য়ী নন। আধুনিক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন প্রজ্ঞাবান একজন মনীষীরূপে হাতেম তা'য়ীর আবির্ভাব। প্রাচীন কাহিনীর জের আছে সন্দেহ নেই, প্রাচীন তথ্যও অনেক আছে, কিন্তু চরিত্র জ্ঞাপনের জন্য ফররুখ যে হাতেম তা'য়ীকে নির্মাণ করেছে সে আমাদের মানস লোকের হাতেম তা'য়ী। অলৌকিকতা তার সামনে কিছু নয়, বন্য শ্বাপদ তার সঙ্গে কথা বলছে এটাও কোন বিস্ময়ের নয়। অতল সমুদ্রের কাছে যে হাতেম দাঁড়িয়ে আছেন সেটাও এমন কিছু নয়। এ সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে যে হাতেম আবিস্কৃত তিনি একজন সহজ, সরল পূণ্যবান পুরুষ। অলৌকিক ঘটনার প্রবাহ তাকে অলোকিক করেনি বরঞ্চ তাকে জীবনময় করেছে। সূচনা পর্বে ফররুখ একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে হাতম তা'য়ী একজন মানুষ, সুপুরুষ এবং সুমহান তার অভিব্যক্তি। সে দুর্বল নয়, কিন্তু তার অহমিকাও নেই। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সামনে তিনি স্বততই দন্ডায়মান। ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের সামনে থেকে তিনি নিরীহ মানুষকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন নিজের শরীরের মাংস কেটে দিয়ে। এ কাহিনী রূপকচ্ছলে বলা, কিন্তু এর অভিপ্রায় স্পষ্ট সকলের জন্য হাতেমের কল্যাণবহ সে মানুষ অথবা পশুই হোক। হাতেমের এই পরিচয় ফররুখ যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে তার তুলনা হয় না।

দোভাষী পুঁথিকার এর ধারে-কাছেও পৌছাতে পারেননি। ফররুখ খুব বিস্তারিত বর্ণনা করেছে সবকিছু। এই বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে মনোজগতের কথা, আত্মজিজ্ঞাসা এবং উপলব্ধিজনিত জিজ্ঞাসার কথা আছে। এগুলো কখনই পুঁথিতে থাকে না। পুঁথি ভাবের দিক থেকে নিস্তরঙ্গ, কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে অস্বাভাবিক। ফররুখ পুঁথির কাহিনীর অস্বাভাবিকতা বজায় রেখেছে, কিন্তু আধুনিক সময়ের চিন্তা ও মনন প্রবল প্রশ্রয় পেয়েছে তার রচনায়। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। বৃদ্ধা ধাত্রী হুসনা বানুকে উপদেশ দিয়েছিল যে কোন পুরুষকে বিনা সংজ্ঞায় এবং বিনা জিজ্ঞাসায় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। সে হুসনা বানুকে সাতটি সওয়াল বলে দেয়। যে ব্যক্তি এই সাতটি সওয়ালের উত্তর এনে দিতে পারবে তাকে যেন

www.pathagar.com

হুসনা বানু স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে। হুসনা বানুও তাই মেনে নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে হুসনা বানুর কোন অনুভূতি ছিল না। কাহিনীর ধারায় প্রশ্নগুলো এসেছে এবং মুনীর স্বামীর জন্য হাতেম তা'য়ী উত্তর খুঁজতে বেরিয়েছে দেশে-বিদেশে। ফররুখ এটাতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সে দেখিয়েছে যে প্রশ্নগুলো করছে তা নিয়ে তার মনে প্রতিক্রিয়া জাগছে। কেন সে প্রশ্নগুলো করবে এই জিজ্ঞাসাগুলো তার মনে উদয় হচ্ছে। হুসনা বানুর স্বগতোক্তি অধ্যায় ফররুখ এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছে। সেই দীর্ঘ বর্ণনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে হুসনা বানুর মানসলোকের উদ্‌ঘাটন। হুসনা বানু বলছেঃ

"প্রশ্ন, প্রশ্ন, শুধু, প্রশ্নের জটিল অন্ধকারে
বিভ্রান্ত এ মন ঘেরে ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির কিনারে,
পায় না সে পথ খুঁজে,
পায় না সে আলোর ইশারা;
অজ্ঞতার অন্ধকার ঝরোকায় ফোটে না সিতারা।
প্রশ্নের আবর্তে আজ আমার এ মন নিরাশ্রয়
আলোর সন্ধান করে, চায় পূর্ণ জ্ঞানের সঞ্চয়,
পৃথিবীর সাথে চায় পরিচিতি সান্নিধ্যে আত্মার;
তবু সে পায় না সাত সওয়ালের জওয়াব আমার।
প্রতি রাত্রে ভাবি আমি পরিপূর্ণ জীবনের কথাঃ
কি উপায়ে শেষ হবে অজ্ঞতার চরম ব্যর্থতা,
কোন্ পথে পাব খুঁজে জীবনের শান্তি ও সুষমা,
বুঝি না;-বিস্বাদ স্মৃতি ক্রমাগত মনে হয় জমা।"

মাসন-চৈতন্যের পরিচয় দোভাষী পুঁথিতে একেবারেই ছিল না। পুঁথিকারগণ অলৌকিক এবং অবাস্তব ঘটনা দিয়ে কাহিনী নির্মাণ করেছেন এবং সরল মানুষের মনে সে কাহিনী আনন্দের সঞ্চার করেছে। পাঠকের মনের মধ্যে একেবারেই কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। পাঠক শুধু কাহিনীর গতিধারা অনুসরণ করেছে এবং মুহূর্তের জন্য কাহিনীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করেনি। আধুনিক কালে কবি ও কবিতার পাঠক

www.pathagar.com

মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কবিকে পাঠক নির্মাণ করতে হল এবং পাঠকও কবির ধ্যান-ধ্যারণার সঙ্গে পরিচিত হলেন। দোভাষী পুঁথির ক্ষেত্রে তা ছিল না। সেখানে পাঠকের প্রজ্ঞা কাজ করেনি। সেখানে পাঠকের কৌতুহল কাজ করেছে। ফররুখ আহমদ পাঠকের সজাগ অনুভূতি, তাৎপর্য বোধ এবং প্রজ্ঞাগত জিজ্ঞাসাকে ব্যাপক আকারে ব্যবহার করেছেন। হাতেম তা'য়ী সে অর্থে একটি আধুনিক কাব্য-কাহিনী। আধুনিক মানুষের চিন্তা, ব্যাকুলতা এবং আগ্রহকে তিনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। আধুনিক মানুষ নির্বিকার নয়। সে শুধুমাত্র কথকতায় সন্তুষ্ট নয়। সে মানুষের মনের নিভৃত কক্ষে যেতে চায়। ফররুখ এই নিভৃত কক্ষের দরজা উন্মোচন করেছে। সে এক জায়গায় বলেছেঃ

"প্রাণের পেয়ালা তুমি পূর্ণ করো কানায় কানায়
ওগো সাকী! যে বিহঙ্গ ওড়ে আজ উন্মুক্ত ডানায়
নতুন প্রেরণা দাও সঞ্জীবিত করো তুমি তাকে
জীবন-মৃত্যুর মাঝে মহত্তর জিন্দেগীর ডাকে,
উদ্দাম ঝড়ের মুখে করো তাকে শংকাহীন, আর
জুলমাতের এলাকায় করো তাকে পূর্ণাঙ্গ সত্তার
অধিকারী। করো রক্ষা প্রসারিত প্রেমে ও প্রজ্ঞায়,
নূহের উজ্জ্বল দৃষ্টি দাও তাকে ঘূর্ণি ও বন্যায়,
অনাবাদী জমিনের বালু-বক্ষে ফলাতে ফসল
খিজিরের প্রাণৈশ্বর্য দাও তুমি ... সবুজ ... শ্যামল,
প্রশ্নের জটিল গ্রন্থি উন্মোচিত হয় যাতে; আর
তৃষিত মানসে যেন খোলে দ্বার প্রশান্তি-প্রজ্ঞার।"

হাতেম তা'য়ীর কাহিনী বিন্যাস অপূর্ব। সে কাহিনী বিন্যাসকে আধুনিক চিন্তা ও মানসের কাছে ফররুখ নিয়ে এসেছে। আধুনিক মানুষও এ কাহিনীটি উদগ্রীব হয়ে পাঠ করে। কবিতার ভাষা শ্লথ নয় এবং আড়ষ্টও নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মৌল কাঠামোতে ফররুখ এ কবিতা রচনা করেছে। প্রথম প্রশ্ন যখন হাতেম তা'য়ী শুনলেন তখন তিনি পথে বেরুলেন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে। বহু মরু প্রান্তর অতিক্রম করে

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী একটি মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করেন। সেখানে একজন প্রবীণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন তার কাছে দশ্‌তে হাবেদার প্রবেশ-রহস্য জানতে পারেন। প্রবীণ ব্যক্তি তাকে জানান, জুলমাতের এলাকায় পৌঁছালেই মায়াময়ী নারী এসে হাত ধরে পাতালে নিয়ে যাবে। সেই পাতালপুরীতে আগন্তক অনেক আশ্চর্য দৃশ্য আর অনেক তন্বী সুন্দরীকে দেখতে পাবে। সবচেয়ে সুরূপা তরুণীর হাত ধরলেই এক অদৃশ্য আঘাতে দশ্‌তে হাবেদায় নির্বাসিত হয়ে যাবে। দশ্‌তে হাবেদায় যাওয়ার এটাই সহজ পন্থা। এটা পুঁথির কাহিনী বটে। এর মধ্যে অলৌকিকতা এবং অস্বাভাবিকতা আছে সন্দেহ নেই। ফররুখ তার অনিন্দ্য সুন্দর ভাষায় এটাকে আধুনিক মনের কাছে গ্রাহ্য করেছে। তার প্রমাণ পাই ফররুখের বর্তমান বর্ণনায়ঃ

একবার দেখে যার জিন্দেগীর সাধ মেটে নাই
দশ্‌তে হাবেদার মাঠে তুমি তার দেখা পাবে ভাই,
সে অজানা মাঠ থেকে ফেরে নাই কেউ এ যাবত;
যে গেছে ভুলেছে সেই মোহমুগ্ধ পৃথিবীর প্রথা,
তবুও তোমাকে বলি দূর দেশী এসেছো যখন,
আশ্চর্য রহস্যময় মানুষের প্রথম যৌবন,
সামর্থ্যের অধিকারী নেমে যেতে পারে সে সহজে
কামনার নিম্নাবর্তে পাশবিক প্রবৃত্তির ভোজে,
কিম্বা পারে উঠে যেতে ঊর্ধ্ব স্তরে ... ঊর্ধ্বে ফেরেশ্‌তার
সমস্ত সৃষ্টির মাঝে দীপ্ত যেন কুতুব তারার
রোশ্‌নি চির অমলিন। ইঙ্গিত জানায়ে বলি আজ
হাবেদার মাঠে শেষ হয় নাই মানুষের কাজ।

হুসনা বানুর দ্বিতীয় প্রশ্ন দৌলত পানিতে ফেলে নেকি কর- এ কথার কি রহস্য? এই সওয়ালের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক অচিহ্নিত পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সফরের পথে প্রথম তিনি হলুকা নামক একটি দৈত্যের সম্মুখীন হন। কৌশলে হলুকা দৈত্যকে হত্যা করে তিনি উৎপীড়িত জনতাকে রক্ষা করেন। খরযমের গোরস্থানে

www.pathagar.com

তিনি শহীদ ও বখিলের আত্মাদর্শন করেন। দুর্গত বখিলের আত্মার অনুরোধে তাঁকে নতুন সফরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সম্পত্তি বন্টন শেষ হলে বখিলের আত্মা কবরের আযাব থেকে মুক্তিলাভ করে। অতঃপর হাতেম তা'য়ী নতুন সফর আরম্ভ করেন। সফরের পথে মুক্তিলাভ করে। অতঃপর হাতেম তা'য়ী নতুন সফর আরম্ভ করেন। সফরের পথে বেদাত শহরে উপস্থিত হলে জ্বীনের প্রভাবান্বিতা শাহাজাদী তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। হাতেম সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন। ইবলিশের অনুচর জ্বীনটিও হাতেমের অস্ত্রে নিহত হয়। পুঁথির ঘটনা এভাবেই গড়িয়ে চলেছে। আরও অনেক সংশয় ও উপদ্রূপ অতিক্রম করে হাতেম তা'য়ী শেষ পর্যন্ত হুসনাবানুর দ্বিতীয় সওয়ালের জবাব পান। পুঁথিতে কাহিনী বিন্যাস এরকমই। ফররুখ আহমদ এই কাহিনীর মধ্যে চিন্তা ও মানসলোকের পরিচর্যা এনেছে। ফররুখ এভাবে বর্ণনা দিয়েছেঃ

"দুসরা সওয়ালের পথে এই ভাবে চলে রাত্রি দিন, গ্রন্থি খুলে সমস্যার ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় হাতেম পৌছিল নগর প্রান্তে সম্পূর্ণ অচেনা; শুনিল সে লক্ষ সন্ত্রাসিত কণ্ঠে আর্তস্বর, আহাজারি করে। শুধালো হাতেম তা'য়ী যখন দেশের সমাচার বলিল প্রবীণ বৃদ্ধ, প্রাণী এক পাহাড় সমান হিংস্রতায় অতুলন পেরেশান করে প্রতিদিন ত্রস্ত জনপদ। আশ্চর্য রাক্ষস সেই মধ্যমুখ মরে না অস্ত্রের মুখে কিংবা হাতিয়ারে দুঃসাহসী জঙ্গী নৌ-জোয়ান যত মারা গেছে সম্মুখ সংগ্রামে রাক্ষসের হিংস্র নখে, ভয়ঙ্কর হিংস্র নখে, ভয়ঙ্কর হিংস্র সে পিশাচ এ শহরে হানা দিয়ে তুলে নেয় প্রত্যহ শিকার আদম-সন্তান এক প্রতি দিন যায় তার মুখে।"এ ফররুখ পুঁথির কল্পকাহিনীর ব্যতিক্রম ঘটায়নি। কিন্তু সেসব কল্পকাহিনী ভাষার সৌন্দর্যে এবং ছন্দের মাধুরিমায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পুঁথির শ্লথ ছন্দ-বিন্যাস এবং মিশ্রিত ভাষা-শৈলী আমাদের মনে চমক জাগায় না। আমরা আধুনিক সময়ে সে ভাষার আবেগে মুগ্ধ হই না। ফররুখের হাতে পুঁথির একটানা একঘেয়েমী একটি নতুন চাঞ্চল্যে আমাদের মনকে গ্রাস করে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভাষা সব কিছুকে সজীব করে। একটি দুর্বল বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষার চাতুর্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বাংলা ভাষাকে ফররুখ মার্জিত রুচির বাহন করেছে। নাগরিক সত্তা। ফররুখের কবিতাকে অনুমোদন করে কিন্তু পুঁথিকে অনুমোদন করে গ্রামীণ সত্তা। বাংলা ভাষাকে ফররুখ মার্জিত রুচির

www.pathagar.com

বাহন করেছে। গ্রামের লোকেরা অতীত থেকে জীবন দর্শন সন্ধান করে না, শুধুমাত্র অবাস্তব রহস্যের সন্ধান করে। পুঁথির অবাস্তবতা একটি চরম অবাস্তবতা। যা ঘটতে পারে না, তাই-ই পুঁথিতে ঘটতে থাকে। এটাই পুঁথির বৈশিষ্ট্য। পুঁথির সেই অবাস্তব অঙ্গীকারকে ফররুখ আহমদ ভাষার সাবলীলতা এবং ছন্দের চাতুর্থ এবং বরাভয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে, যার ফলে আমরা অবাস্তব ঘটনার জন্য প্রশ্ন করিনা, কিন্তু মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মাঝে তাকে গ্রহণ করি। পুঁথির সময় ফুরিয়ে গেছে, সেজন্য আমরা আক্ষেপ করিনা। বরঞ্চ বাংলা ভাষা-শৈলী নিরন্তর নতুন সম্মোহ সৃষ্টি করছে। এটাতেই আমরা প্রীত।

ফররুখ আহমদ ইসলামের তত্ত্ব, জীবন সন্ধান এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও তন্ময়তা হাতেম তা'য়ীর চরিত্রে প্রকাশ করেছে। হাতেম তা'য়ী কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু ফররুখ-এর হাতেম তা'য়ী একান্তভাবে মুসলমান। ইসলামের ত্যাগ, সত্যের অন্বেষণ এগুলোর মধ্য দিয়ে হাতেম তা'য়ী একজন ইসলামী ধ্যান-ধারণার জাগ্রত পুরুষ। হাতেম তা'য়ীর চরিত্রে ফররুখ এইভাবে একটি দিক-দর্শন দেখাতে চেয়েছে। হাতেম তা'য়ী কাব্যের যে অংশটুকুই আমরা উদ্ধৃত করি না কেন সেখানে ইসলামী সত্যবোধের চমৎকারিত্ব বিদ্যমান। এই পরিবর্তনটা কাব্যগত কারণে আমরা গ্রহণ করতে পারি। ফররুখের হাতেম একজন ন্যায়বান, নিষ্ঠাবান, সত্যসন্ধানী এবং প্রজ্ঞাবান চিন্তাশীল মুসলমান। তার ত্যাগের মধ্যে, কর্মের মধ্যে আল্লাহ্র ধ্যানের নিমগ্নতা আছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে 'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'সিরাজাম মুনীরা' পেরিয়ে হাতেম তা'য়ী কাব্য অবিসংবাদিতভাবে ইসলামী আদর্শের একটি মহিমান্বিত রূপকে প্রকাশ করেছে।

হাতেম তা'য়ী ফররুখের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। ভাষার কৌশলে, শব্দের বিন্যাসে এবং ছন্দের গতিধারায় এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রূপের কাব্য। এই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা ফররুখ বাংলা সাহিত্যে একটি চিরকালীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

www.pathagar.com

কবির জীবদ্দশায় হাতেম তা'য়ীর বিভিন্ন পৃষ্ঠায় কবি কর্তৃক সংযোজন-বিয়োজনের চিহ্ন লক্ষ্যনীয়। তারই একটি প্রমাণ এখানে তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

প্রাচীন পুঁথি রচয়িতাদের উদ্দেশে-

[বহু যুগের সাধনায় যাঁরা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার ঐতিহ্যবাহী চল্‌তি ভাষার পুঁথিতে সমৃদ্ধ করেছেন]

কাহিনী শোনার সন্ধ্যা মিশে যায় দূরে ক্রমাগত
নাতেকা পাখীর মত রঙধনু দিগন্তের পারে,
সহস্র সংশয় এসে হানা দেয় বক্ষে বারেবারে;
হাজার সওয়াল এসে তনু মন করে যে আহত।
যুগান্তের ঘূর্ণাবর্তে বেড়ে যায় হৃদয়ের ক্ষত,
মেলে না সান্ত্বনা, শান্তি, —বাদগর্দ হাম্মামের ধারে,
অজানা মুক্তির পথ রুদ্ধ এক রাত্রির দুয়ারে
খুঁজে ফেরে অন্ধকারে শতাব্দীর কাহিনী বিগত।

নির্বাক বিস্ময়ে দেখি বিস্মৃত প্রাণের ব্যাকুলতা
সঞ্চারিত এ মাটিতে, এই পাক বাংলার প্রান্তরে,
অথবা রাত্রির পটে জীবনের নব রূপকথা
পদ্মা মেঘনার দেশে বহমান ক্লান্তির প্রহরে।
পুঁথির পৃষ্ঠায় লক্ষ মানুষের আর্তি; — মানবতা
উজ্জ্বল হিরার মত দেখি জ্বলে রাত্রির প্রহরে।

www.pathagar.com

সূচনা খণ্ড

www.pathagar.com

[য়েমনের বনপ্রান্তে শাহ্‌জাদা হাতেম তা'য়ীর সঙ্গে মুনীর শামীর প্রথম পরিচয় এক আশ্চর্য পরিস্থিতির মধ্যে। মুনীর শামী তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দিওয়ানার হালে। হাতেম তা'য়ীর পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে তিনি তাঁর সংসার ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হলো এই :

অজস্র সম্পদ ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কারণবশত সওদাগরজাদী হুস্‌না বানু প্রতিজ্ঞা করেন যে, সাত সওয়ালের জওয়াব না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই শাদীর পয়গাম মঞ্জুর করবেন না। অনেক শাহ্‌জাদা, সওদাগরজাদা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে এসে শুধু ব্যর্থতার সম্মুখীন হন।

খরজমের শাহ্‌জাদা মুনীর শামীও একজন চিত্রশিল্পীর কাছে হুস্‌না বানুর তস্‌বির দেখে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন; কিন্তু পহেলা সওয়ালের জওয়াব দিতে না পেরে তাজ-তখ্‌ত ছেড়ে অরণ্যে প্রস্থান করেন। মহাপ্রাণ হাতেম তা'য়ীর সঙ্গে সেখানেই তাঁর প্রথম পরিচয়। মুনীর শামীর দুরবস্থা দেখে আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত-প্রাণ হাতেম তা'য়ী তাঁকে সাত সওয়ালের জওয়াব এনে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।]

www.pathagar.com

পরিচিতি

"এইরূপে হাতেম আল্লার রাহে থাকে।
এলাহির নামেতে সুপিল আপনাকে॥"

তামাম আলমে দেখি বেশুমার রহমত খোদার, —
যে রহমত পেয়ে বাঁচে জ্বিন ও ইনসান— আশ্‌রাফুল
মখ্‌লুকাত দু'জাহানে, অথবা পরেন্দা প্রাণীকুল
শূন্য স্তরে ভাসমান যে রহমে দিশা পায় খুঁজে,
মাটির মানুষ চলে সে রহমে পূর্ণতার পথে
সংশয়ের কালো বাধা যত দিন না জাগে সম্মুখে
(কো কাফ-কঠিন সেই সংশয়ের সুনিবিড় রাত
আবদ্ধ জিন্দান যেন, পথ খুঁজে না পেয়ে যখন
অন্তহীন অন্ধকারে ঘোরে একা শ্রান্ত রাহাগির
ক্লান্ত পেরেশান; অথবা হারায়ে লক্ষ্য আশাহীন
অথৈ শূন্যতা মাঝে জেগে থাকে সংশয়িত, ম্লান
দিগন্তে ভোরের রোশ্‌নি আঁধারে না ফোটে যতক্ষণ,
সংশয়-বন্ধন-মুক্ত যতক্ষণ না দেখে সম্মুখে
হারানো পথের চিহ্ন; কিম্বা মুক্ত প্রাণের সরণি
দূর মঞ্জিলের প্রান্তে নিয়ে চলে যে সহজে আর
খুশীর পয়গাম তার রেখে যায় সংশয়ের শেষে)।

'য়েমনের শাহ্‌জাদা তা'য়ী পুত্র হাতেম যে দিন
আত্মজিজ্ঞাসার মুখে পেল খুঁজে পথের নির্দেশ
(ইনসানের খিদমত আর মুক্ত প্রজ্ঞার সন্ধান
বিশ্ব রহস্যের মূলে), তন্দ্রাহারা মোরাকাবা শেষে
সত্যের ইশারা পেয়ে জেগে ওঠে উল্লাসে যেমন

www.pathagar.com

ধ্যানী সাধকের আত্মা, সেই মত 'য়েমনী হাতেম
সংকীর্ণতামুক্ত চিত্তে পেল ফিরে দীপ্ত অনুভূতি
জীবনের,— অন্ধ কূপে এল যেন সুবে উম্মীদের
মুক্ত রশ্মি-প্রবাহ বিপুল। অচিন্ত্য সে অনুভূতি
চেতনার প্রথম উন্মেষ (যখন সংকীর্ণ সত্তা
মুক্তি পায় সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে, কণিকা যখন
মিশে যায় তরঙ্গিত সমুদ্রে, করে সে অনুভব
প্রসারিত বক্ষে তার তরঙ্গ সংঘাত, অন্তহীন
গভীরতা; ঐশ্বর্য বিপুল। অথবা যে মুক্ত প্রাণ
প্রসারিত সত্তা দিয়ে অনুভব করে সে জীবনে
মখ্‌লুকের দুঃখ-সুখ; ব্যথা ও বেদনা)! হৃদয়ের
প্রতি প্রান্তে তা'য়ী পুত্র অনুভব করিল তেমনি
আল্লার সৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ তীব্র...তীব্রতর।
মিথ্যাময় মনে হলো সামান্য স্বার্থের রং-মহল
(সঙ্কীর্ণ পিঞ্জর যেন) ;— আভিজাত্য কৃত্রিম জীবন
মিথ্যা মনে হল তার। সঁপিল সে এলাহির নামে
নিজের সম্পূর্ণ সত্তা, এলাহির রেজামন্দি চেয়ে
নিল খুঁজে ইনসানের খিদমতের রাহা। বাধা দিল
সহস্র প্রমোদ-ঘেরা রং-মহলে সঙ্গীদল ; আর
বাধা দিল প্রতি পায়ে সুখতপ্ত অভ্যস্ত জীবন,—
কিন্তু শুনিল না মানা মুক্ত প্রাণ সেই নৌ-জোয়ান,
রহিল সংকল্পে স্থির; সুদৃঢ় ঈমানে। চেতনার
নবোন্মেষ হলো তার জিন্দেগির সে মুক্ত সড়কে
যেখানে উদ্বুদ্ধ প্রাণ দেয় তার সর্বস্ব বিলায়ে
বিশ্ব মানুষের কাজে।

বাঁধ-মুক্ত দরিয়ার টানে

www.pathagar.com

ক্ষীণ ঝর্ণাধারা, নদী ছুটে আসে আনন্দে যেমন
তেমনি দারাজ দিল হাতেমের সাখাওতি আর
সূরাত, হিম্মত দেখে এল কাছে জনতা মজ্‌লুম;
এল নির্যাতিত প্রাণ। কেননা যে বান্দা এলাহির,
ঈমানের দীপ্ত শিখা যার দিলে, মুহব্বত মনে,
যার অবারিত দ্বার পৃথিবীতে, প্রেমে ও সেবায়
পুরায় প্রার্থীর চাওয়া যে মুমিন এলাহির নামে;
জেগে ওঠে মনুষ্যত্ব তার তপ্ত জিগরের খুনে
আরক্তিম (অন্ধকার শেষে যেন আফতাব নূতন
জাগায় জাহান সারা অকৃপণ রশ্মি বিনিময়ে)!

সে মুক্ত প্রাণের কথা শুনেছিল লোকমুখে শুধু
দূরান্তর দেশে এক সওদাগরজাদী (হুস্‌না বানু
নাম সে নারীর)। সে ছিল অসূর্যম্পশ্যা, — হেরেমের
অর্ধস্ফুট কুঁড়ি এক পত্রপুটে অপূর্ব সুন্দর
লাবণ্য, সুষমা ঘেরা। পৃথিবীর সহস্র বঞ্চনা
চেনেনি সে জীবনের প্রথম প্রভাতে, জানে নাই
সহজ বিশ্বাসে তার, — জাল ফেলে কী কূট কৌশলে
তিক্ত প্রতারণা দিয়ে করে ধূর্ত প্রত্যহ শিকার
মুগ্ধ অসতর্ক প্রাণ, জানে নাই কত ছদ্মবেশে
সুনিপুণ ষড়যন্ত্রে ইবলিসের কত গুপ্তচর
পাপের বেসাতি করে দিনে কিংবা রাত্রির প্রহরে
সততার বুলি মুখে ! চেনেনি সে পৃথিবী তখন।
যেমন নিভৃতে লতা বেড়ে ওঠে নিশ্চিত বিশ্বাসে
অরণ্যের অন্তঃপুরে, তেমনি সে সওদাগরজাদী
বেড়েছিল পিতৃস্নেহে স্নিগ্ধ খোরাসানে। কিন্তু এক

www.pathagar.com

অলক্ষ্য আঘাত তাকে নিয়ে এল পৃথিবীর পথে
(মৃত্যু-তিক্ত বঞ্চনায় হুস্না বানু হলো সর্বহারা);
চলিল তবু সে ক্লান্ত ব্যথা-দীণ প্রাণে।

ফিরে পেল

নির্বাসিত সে তরুণী অরণ্যের পথে শাহাবাদে
বাদ্‌শাহী সামান ফের বারিতা'লা আল্লার রহমে।
পেল সে হাবেলি নয়া, পেল সে জমিনে সংগোপন
জমজাহার গুপ্তধন—দৌলৎ জ্বিনের ! কিন্তু প্রাণ
প্রশান্তি পেল না তার সংশয়িত কালো অবিশ্বাসে;
বিষ-তিক্ত ব্যথা বঞ্চনায়। শা'নজরের সঙ্গী
সহজ বিশ্বাসে তাই নিল না সে সওদাগরজাদী,
নিল সে সন্দিগ্ধচিত্ত এক দিন ধাত্রীর নির্দেশে
প্রশ্নের জটিল পথ তার জিন্দেগিতে। সওয়ালের
অন্তরালে সে তরুণী রাখিল নিজেকে সংগোপন
প্রশাখার প্রহরায় থাকে পুষ্প যেমন অলক্ষ্য
আঁধারে; অশেষ প্রশ্নে রয়ে গেল সে নারী তেমনি
লোকচক্ষু অন্তরালে। কিন্তু তার মাধুর্য হাসিন
সূরাতের কথা গেল সীমাবদ্ধ প্রান্তর ছাড়ায়ে
বহু দূর দেশান্তরে (বসোরার রক্ত গোলাবের
ছড়ায় সুরভি গাথা যেমন সহজে)! খোরাসান,
বোখারা, সমরকন্দ, বাদাকশান, গজ্‌নী, খিভা থেকে;
এল সে আরণ্যপুরী শাহাবাদে শা'জাদা, অনেক
সওদাগরজাদা এল পাণিপ্রার্থী; কিন্তু সওয়ালের
জওয়াব না দিতে পেরে গেল ফিরে ব্যর্থতায় তারা
পেরেশান।

www.pathagar.com

শুধু একা রয়ে গেল মুনীর,— আশিক
খরজমের শাহ্‌জাদা। অপরূপ যৌবনবতীর
পটে আঁকা ছবি দেখে এসেছিল— পতঙ্গ যেমন
প্রাণ দিতে ছুটে আসে দীপ্ত শামাদানে। সওয়ালের
জটিলতা প্রাণে তার দিল এনে হতাশা কেবল
বর্ণহীন। জ্বলে ছাই হয়ে গেল তার স্বপ্নসাধ।
গেল না সে দেশে ফিরে (কামনার নিকষ অঙ্গার
হিরা হয়েছিল যার হৃদয়ের আতশী দহনে)।
শাহী তাজ, বালাখানা ছেড়ে তাই দিউয়ানা আশিক
ঘুরিল বৎসর, মাস হতাশ্বাস অরণ্য বিজনে।
কাহিনীর সূত্র ছিল এই ভাবে প্রক্ষিপ্ত,— প্রান্তরে
বিচ্ছিন্ন প্রবাহ তিন ক্লান্ত, সঙ্গীহারা (নৈরাশ্যের
আঁধি ছিল এক প্রাণে, অন্য প্রাণ সন্দিগ্ধ, প্রজ্ঞার
অচেনা মঞ্জিল ছিল হাতেমের দৃষ্টির আড়ালে):
বিচ্ছিন্ন নদীর মত তিন প্রাণ ইঙ্গিতে খোদার
মিলিল কিভাবে এসে, চলে গেল কিভাবে হাতেম
উজীরজাদাকে তার জিন্দেগির শেষ লক্ষ্য বলে

'য়েমনের তাজ-তখ্‌ত্‌ ছেড়ে পৃথিবীতে, বহু দূরে
বনপ্রান্তে পেল দেখা কিভাবে সে ভারাক্রান্ত প্রাণ
শ্রান্ত মুনীরের, কিভাবে নিল সে সাত সওয়ালের
দায়িত্ব বিপুল, প্রশ্নের উত্তর পেল হুস্‌না বানু
কিভাবে প্রতীক্ষমানা শাহাবাদে, কিভাবে সফর

www.pathagar.com

দিলো খুলে একে একে প্রজ্ঞা, প্রেম, রহস্যের দ্বার
হাতেম তা'য়ীর চোখে (শুনেছে যা সহস্র বৎসর
মরুচারী যাযাবর অসমান বালু-রুক্ষ মাঠে
রাত্রির ডেরায়, কিম্বা সমতলে পাতার কুটিরে
সংখ্যাহীন নারী-নর যে কাহিনী উৎকর্ণ বিস্ময়ে);
খোদার রহম চেয়ে সে কাহিনী শোনাবে আবার
'দীপ্ত চিরাগের' পথে জেগে আছে তনু-আত্মা যার।

www.pathagar.com

উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী

"দূর দারাজের রাহা কি ডর আমার।"

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরু প্রশ্বাসের সাথে জেগে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা
রাত্রির অস্পষ্ট পাখি দেখি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে!
আশ্চর্য সে অনুভুতি ! দুনিয়ার দুঃখ-সুখ থেকে
বিদায় নিয়েছে যারা, তাদেরি সে হারানো কাহিনী
জ্যোতিষ্কের ক্ষীণালোকে ফোটে লক্ষ বুদ্বুদের মত।
সিতারা চেরাগ যত নেভে-জ্বলে রাত্রির ডেরায়।
দৃষ্টির সম্মুখে এসে ঘুরে যায় আদমসূরাত
অতন্দ্র প্রহরী! ... খতিয়ান করি আমি জিন্দেগির
লাভ, লোকসান, ক্ষয়, কামিয়াবি কিংবা বিফলতা,
উদ্দেশ্য অথবা অর্থ খুঁজি আমি পূর্ণ জীবনের।
স্রষ্টা ও সৃষ্টির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সব
বিস্মৃত আত্মার কথা। ছিল যারা কিন্তু আজ নাই,
টুকরো খড়-কুটো যত মিশে গেছে দিগন্তের পারে
ঝড়ের সংঘাতে, আর সংখ্যাহীন জাতি ও জনতা
উড়েছে বালুর মত লু' হাওয়ার মুখে ; অন্ধকারে
অস্পষ্ট ছায়ার সাথে ভাসে যেন নিশানা তাদের

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী

রাত্রি ঘন স্তব্ধতায় তারা ঘেরা গম্বুজের নীচে
হারানো অতীত মনে ভেসে ওঠে। মনে হয় কালো
অন্ধকার পটভূমি বিস্মৃতির আস্তরণ শুধু।
ডুবে গেছে সে আঁধারে ফেরাউন, কারুন, শাদ্দাদ
কিংবা যারা অত্যাচারী ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সত্তাকে;
জ্বালায়েছে পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল শুধু।
নিস্তব্ধ, নিখর রাত্রে মনে পড়ে ব্যর্থতা তাদের,
মনে পড়ে সেই সাথে— পেল যারা পূর্ণতা জীবনে,
মুক্ত হিলালের মত জাগে আজও তাদের ইশারা
শুক্লা পূর্ণিমার পথে বাঁকা রেখা রূপালি ইঙ্গিতে।

রাত্রিভর শুনি আমি অন্তহীন আলো-আঁধারের
আশ্চর্য রহস্যময় পরিবেশে ব্যর্থতা অথবা
সাফল্যের দুই সুর পাশাপাশি বয় খরস্রোতে;
ধ্যান-মৌন গিরি শৃঙ্গে ছিটে পড়ে নক্ষত্র রাত্রির;
জীবনের সার্থকতা কোন্ পথে ভাবি সে কাহিনী।

তারপর আসে দিন, মুক্ত ভোরে আলোর প্লাবনে
জেগে ওঠে আফতাব দিগ্বিজয়ী সেনানীর মত
নিঃসংশয়। রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে মুহূর্তের মাঝে।
কাফেলার ঘন্টা ধ্বনি, মিনারে মিনারে মুয়াজ্জিন
তখনি ঘোষণা করে মহিমা আল্লার; ডাক দেয়
খোদার বান্দাকে তারা ইবাদত বন্দেগীর পথে।
শুনেছি আমি সে ডাক, শুনেছি সে ভোরের আজান
রাত্রিশেষে, বজ্র আওয়াজের মত বলিষ্ঠ তাকিদ
পলকে জাগায়ে গেছে স্বপ্নালস সত্তাকে আমার

www.pathagar.com

কর্মময় পৃথিবীর পথে। বুঝেছি তখন আমি
রাত্রির প্রশান্তি, স্বপ্ন— প্রস্তুতির প্রথম অধ্যায়
খোলে দ্বার কর্মের প্রবাহে। যে হয় পশ্চাদগামী
অথবা চায় না নিতে সুমহান দায়িত্ব শ্রমের
সেই যাত্রী অন্ধকারে হারায় পলকে। ব্যর্থতার
নিষ্ক্রিয় শূন্যতা মাঝে দেখি তার হীন পরিণিত
ঘৃণ্য আত্মপ্রতারণা মাঝে। সুকঠিন দায়িত্বের
গুরুভার বয়ে তাই যেতে চাই শ্রান্তিহীন প্রাণে।
রাত্রি ও দিনের দীপ্ত দুই রঙা পটভূমিকায়
জীবন-মৃত্যুর ধারা বয়ে যায় তীর-তীব্র বেগে
এক সাথে। শোনে না কখনো কারো আহাজারি
চলন্ত প্রবাহ থেকে টানে মৃত্যু যাত্রীকে যখন
অকম্পিত। যে চলে পূর্ণতা খুঁজে জিন্দেগির স্রোতে
কর্মের প্রবাহে, তীব্র আঘাতে অথবা প্রতিঘাতে
থামে না সে হতাশ্বাস ; সংগ্রামী সে করে অতিক্রম
পথের দুরূহ বাধা, প্রতিরোধ আপ্রাণ প্রয়াস।
আসন্ন মৃত্যুর মুখে দেখি সে প্রাণের সার্থকতা
তারকা-উজ্জ্বল!
কিন্তু যারা নির্ধারিত সময়ের
বোঝে না কিম্মত, অথবা হারায়ে ফেলে অর্থময়
কর্মের প্রহর শুধু অফুরন্ত আলস্য-বিলাসে
পলায়নী বৃত্তি নিয়ে ; কিংবা যারা হয় পলাতক
মরে তারা অসম্পূর্ণ প্রাণে। জানি আমি অর্থহীন
অসার্থক সেই জিন্দেগানি। অপূর্ণ আমার সত্তা
এ প্রাণ-প্রবাহ চলে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সন্ধানে।

www.pathagar.com

শাহী দৌলতের মাঝে শান্তি আমি পাইনি কখনো,
তাইতো দুঃসহ দিন ; স্বপ্ন-রাত্রি দুঃসহ আমার
এ বালাখানায়। পাই না প্রাণের স্পর্শ। মানুষের
আনন্দ-বেদনা থেকে নির্বাসিত রঙ্গমঞ্চে আমি
চাই নি এ প্রবঞ্চনা জীবনের মিথ্যা অভিনয়ে।
অথচ এখানে এই মহলের কক্ষে কক্ষান্তরে
অর্থহীন জৌলুসের মাঝে দেখি কৃত্রিম ছলনা
প্রাণহীন। কৃত্রিম সৌজন্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে।
পাই না সহজ শান্তি কোনখানে। অন্ধ অহমিকা
এখানে চেনে না প্রেম, পণ্ডিতের ভ্রান্ত অহংকার
হৃদয়ের রাখে না সন্ধান। নাই সমবেদনার
অশ্রুকণা এ মহলে। অন্ধ এরা স্বার্থের জিঞ্জিরে
ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ ইব্‌লিসের কারাবন্দী যেন।
ঘৃণ্য এ জিন্দান থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি চাই আমি
প্রমুক্ত জ্ঞানের পথে;— ইনসানের খিদমতের পথে।

আল্লার আলম আর মখ্‌লুকাত আশ্চর্য সুন্দর,
সুন্দর পৃথিবী, ফুল, রাত্রির সিতারা, মাহ্‌তাব,
ভোরের আফতাব। সুন্দর বর্ষার মেঘ—সারি বাঁধা
কালো কবুতর। কিন্তু যা সুন্দরতর—সে মানুষ,
বান্দা এলাহির। দিনরাত্রি ঘুরি সেই ইনসানের
খিদমতের পথে। অতৃপ্ত আমার আত্মা খুঁজে ফেরে
শুধু মানুষের সঙ্গ। নিকটে অথবা দূর দেশে
চলি তাই অন্তহীন জনপদে কিংবা মরু-মাঠে
অজ্ঞাত সে আকর্ষণে ব্যথাতুর মানুষের খোঁজে
রাত্রিদিন। দেখেছি অভাব, দুঃখ, দেখেছি বেদনা
মানুষের এ সংসারে। পারি নাই মেটাতে, তবুও

www.pathagar.com

থামে না আমার মন, ছুটে চলে আরবী তাজীর
চেয়ে ঢের দ্রুতগতি দিগন্তের পানে। জানি না যা
জানি আমি সেই সাথে।
এই পথে ঝড়ের প্রশ্বাসে
সাইমুমের পক্ষচ্ছায়ে আসে দেও কোহে-কাফ থেকে
জনপদে, পলকে যায় সে পিষে শান্তি ও সুষমা।
আসে পরী যৌবনের অফুরন্ত পান-পাত্র নিয়ে।
সব ছেড়ে যেতে হয়, তুচ্ছ করে দৈত্যের শাসন
মৃত্যু কালো; অথবা ছলনা-জাল সুন্দরী পরীর।

'য়েমনের শাহ্জাদা' পরিচিত আমি এই নামে
পৃথিবীতে, শুনি নকীবের মুখে স্বর্ণ সিংহাসন
প্রাপ্য সে আমারি; প্রাপ্য শাহী তাজ। কিন্তু হাস্যকর
অর্থহীন মনে হয় সেই বিড়ম্বনা ; মনে হয়
মানুষের ঘৃণ্য অপমান। কে রাজা এ পৃথিবীতে?
ইনসানের মাঝে কোন্ প্রতারক, প্রভুত্ব-পিয়াসী
মিথ্যা পরিচয় দিয়ে করে তিক্ত শাসন, অথবা
শোষণের যাঁতা-কলে ধ্বংস করে সত্তা মানুষের?

অশান্তি দেখেছি যত স্বপ্নময় দুনিয়া জাহানে,
অকল্যাণ, অপমান যতবার দেখেছি, বিস্ময়ে
দেখেছি স্বার্থের চক্রে সংগোপন রয়েছে অলীক
স্বপ্ন প্রভুত্বের। তামাম জাহানে জানি মালিকানা
কেবলি আল্লার। আশ্চর্য পিপাসা তুব প্রভুত্বের
দেখি পৃথিবীতে! ধ্বংস হলো নমরুদ, ফেরাউন,
ধ্বংস হলো আত্মঘাতি প্রভুত্বের যে মিথ্যা দাবিতে

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী

সে অলীক অহঙ্কারে দেখি আজও ইব্‌লিসের চর
খোদার বান্দাকে চায় ক্রীতদাস বানাতে নিজের।
মানি না কখনো তাই বলদর্পী ঘৃণ্যের বিধান,
মানি না কখনো আমি অত্যাচার।

হাতেম তা'য়ীর

যতটুকু অধিকার পৃথিবীতে রয়েছে বাঁচার
পথচারী মজ্‌লুমের তিল মাত্র নাই তার কম
দুনিয়ায়। লোহুতে পার্থক্য নাই বনি আদমের।
শিরায় শিরায় আর ধমনীতে দেখি বহমান
এক রক্তধারা, তবু দেখি আমি শংকিত বিস্ময়ে
মিথ্যা আভিজাত্য নিয়ে কৌশলীরা গড়েছে এখানে
বিভেদের কী মৃত্যু দুঃসহ! সীমাহীন বঞ্চনায়
গড়েছে প্রলুব্ধ পাপী জুলুমের কী কালো জিঞ্জির!
কী কালো প্রাচীরে ওরা অবরুদ্ধ করেছে সত্তাকে!
তাই ছেড়ে চলি আমি তাজ-তখত্ অনায়াসে, আর
ছেড়ে চলি সালতানাত্ বেদনার অন্তহীন পথে,
দুর্গত সত্তার খোঁজে চলি আমি উত্তরাধিকারী
মানুষের। আমাকে বলে না আর ফিরে যেতে সেই
স্বার্থের সংকীর্ণ কূপে,— লুব্ধ প্রাণ যেখানে আঁধারে
অবরুদ্ধ। আমি এক বেদুইন, জীবন আমার
ভ্রাম্যমান। ঘুরেছি অনেক তপ্ত মরু পথে, আর
ঘুরেছি নির্জনে কিংবা অসংখ্য শব্দিত জনপদে,
দেখেছি,— জেনেছি আমি মানুষের আশ্চর্য কাহিনী;
রয়েছে অজানা তবু জীবনের রহস্য বিপুল
— শীতের প্রথম সূর্য কুহেলিতে আচ্ছন্ন যেমন
তাই জেনে যেতে চাই যে রহস্য অজানা আমার

www.pathagar.com

জিন্দেগিতে; মর্মমূলে পেতে চাই বিস্মৃত প্রাণের
সে মুক্ত প্রবাহ। আমার সত্তায় সুপ্ত যে সমুদ্র
আবর্তিত হয় নিত্য তাকে আমি জেনে যেতে চাই
আত্মার আলোকে।
খিজিরের অনুবর্তী এই পথে
চলে গেছে মঞ্জিলের দূর যাত্রী, থামেনি কখনো
সংকটে, সংঘর্ষে কিংবা প্রবৃত্তির লোভে। চলি তাই
তাদের ইশারা খুঁজে পৃথিবীর সকল সড়কে
শ্রান্তিহীন, চলি আমি খুঁজে তাই অজানা অধ্যায়
জীবনের ; চলি সংখ্যাহীন বাধা-বন্ধন পেরিয়ে।
যাব আমি এই ভাবে দূর হতে দূরে, দূরান্তরে
সম্পূর্ণ অচেনা পথে, অজানা সৃষ্টির মাঝখানে
অপরিচয়ের বাধা দীর্ণ করে যাব আমি একা
বনি আদমের মুক্ত বিচিত্র মিছিলে ; দেশে দেশে

যাব আমি মানুষের অফুরন্ত আত্মীয়তা নিয়ে
অগণন আত্মার দাবীতে। পাব খুঁজে এই পথে
পূর্ণ মনুষ্যত্ব, জ্ঞান,— জীবনের অভীষ্ট আমার ;
দূরত্বের নাই ভয়, চাই শুধু মদদ খোদার ॥

www.pathagar.com

হুস্‌না বানুর প্রতি বৃদ্ধা ধাত্রী

"ছওয়াল শিখায় দাই বিবির খাতির।"

পৃথিবীর লক্ষ পথ দুর্গম, জটিল ; জীবনের
পথ আরও জটিলতা ঘেরা। অচেনা যে জিন্দেগিতে
জ্ঞানের নিকষে তুমি পার নাই যাকে চিনে নিতে
দিয়ো না হৃদয় তাকে; নিয়ো না শরণ জাহিলের।
শোন সওদাগরজাদী ! দৌলত পেয়েছ তুমি ঢের
কিন্তু পাও নাই জ্ঞান— জীবনের দুর্লভ সম্পদ।
যে দেবে সন্ধান তার, যে দেখাবে আলোকের পথ
মেনে নিয়ো তার কথা ; পাবে খুঁজে প্রশান্তি প্রাণের।

সংকট মুহূর্তে আমি দিয়ে যাই সঞ্চয় আমার
— এ সাত সওয়াল, আর জানাই এ কথা সঙ্গোপনে,
যে দেবে উত্তর এনে নির্দেশ ভুলো না তুমি তার
হয়ো তার অনুবর্তী দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠিত মনে।
সত্যসন্ধ প্রাণ যার, ভোলে না যে মিথ্যার গহনে
সেই দুর্গমের যাত্রী দেবে এনে জওয়াব তোমার।

www.pathagar.com

চিত্রকরের প্রতি মুনীর শামী

"ছুরত দেখিয়া বাদশা হইল দীওয়ানা।"

যদি এ তস্‌বির হয় জানি না সে তন্বী রূপসীর
কী মাধুরি! জানি না কি ভাবে তাকে পরওয়ারদিগার
গড়েছেন কী আশায়। লাবণ্যের, দীপ্ত সুষমার
প্রতিচ্ছায়া দেখে মন মুহূর্তেই হয় যে অধীর।
ঘুরেছি অনেক আমি— হেরেমে অথবা পৃথিবীর
মুক্ত পথে, লোকালয়ে দেখেছি সৌন্দর্য বহুবার;
দেখি নাই কখনো এমন ! হুস্‌না বানু নাম যার
অন্তহীন অন্ধকারে রওশন সিতারা রাত্রির !

বলো কোন্ শাহাবাদে অপরূপ সওদাগরজাদী
গোলাবকুঁড়ির মত মেলেছে রূপের মুক্ত দল;
নিখুঁত, সুঠাম তনু, অতুলন মুখের আদল;
অমা অন্ধকার যার কেশপাশে হয়েছে বিবাদী ?
বন-হরিণীর মত চোখে যার লাগে না কাজল
বলো বলো চিত্রকর কোথায় সে সওদাগরজাদী !

www.pathagar.com

হুস্‌না বানুর স্বগতোক্তি

"সওদাগরজাদী ছিল বড় হোশমন্দ।
আপনার দেলে বিবি করিল পছন্দ।।"

কে জ্ঞানী ? অজ্ঞতা কার আত্মঘাতী ? জানি না তা আমি,
কিম্বা কার অভিজ্ঞতা দুনিয়ার চেয়ে ঢের দামী
জানি না, মেলেছি চোখ পৃথিবীতে স্বপ্নালোকে যেন ;
মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব তবু মনে জেগে ওঠে কেন?
সহস্র ঊর্ণার মত তবু কেন সংশয় হাজার
সূক্ষ্ম ঊর্ণনাভ জাল ফেলে প্রাণে ছায়া তিক্ততার?
সংখ্যাহীন প্রশ্ন কেন ভিড় করে মনে সারাক্ষণ?
কোথায় রাত্রির তীরে থাকে তারা রুদ্ধ সংগোপন?
পাই না জওয়াব। তবু কন্টকিত জিজ্ঞাসা আমার
জেগে থাকে রাত্রিদিন, চারপাশে কুয়াশা পর্দার
অভেদ্য আড়ালে প্রাণ পিঞ্জরের বিহঙ্গীর মত
পড়ে থাকে শান্তিহীন ;— প্রশ্ন শুধু ওঠে ক্রমাগত।

প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন শুধু,— প্রশ্নের জটিল অন্ধকারে
বিভ্রান্ত এ মন ঘোরে ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির কিনারে,
পায় না সে পথ খুঁজে, পায় না সে আলোর ইশারা ;
অজ্ঞতার অন্ধকার ঝরোকায় ফোটে না সিতারা।
প্রশ্নের আবর্তে আজ আমার এ মন নিরাশ্রয়
আলোর সন্ধান করে, চায় পূর্ণ জ্ঞানের সঞ্চয়,
পৃথিবীর সাথে চায় পরিচিত সান্নিধ্যে আত্মার;

www.pathagar.com

তবু সে পায় না সাত সওয়ালের জওয়ার আমার।
প্রতি রাত্রে ভাবি আমি পরিপূর্ণ জীবনের কথা
কি উপায়ে শেষ হবে অজ্ঞতার চরম ব্যর্থতা,
কোন্ পথে পাব খুঁজে জীবনের শান্তি ও সুষমা,
বুঝি না ;—বিস্বাদ স্মৃতি ক্রমাগত মনে হয় জমা।

যেদিন মৃত্যুর স্পর্শ নেমে এল শিয়রে পিতার,
যে দিন এতিম আমি পেয়েছি দৌলত বেশুমার,
বুঝিনি সে দিন আমি মানুষের অন্তহীন লোভ,
বুঝি নাই প্রবঞ্চনা; মুগ্ধ মনে ছিল না তো ক্ষোভ।
স্বপ্ন শেষ হলো তবু বাস্তবের কঠিন আঘাতে।
দেখি আমি এক দিন চল্লিশ খাদিম নিয়ে সাথে
চলে এক দরবেশ, কিন্তু পাও পড়ে না জমিনে !
সোনা ও রূপার পাত রেখে দেয় তার পথ চিনে
খাদিমেরা ! ভাবি আমি দেখে এই আজব তামাসা,
দৌলতের লোভ যার মুক্ত মনে বাঁধে নাই বাসা
এল সে ইনসান বুঝি! কোন দিকে ফিরে না তাকায়,
সোনা ও রূপার পাত সঙ্গে নিয়ে ভক্ত দল যায়!
জানালো আমাকে ধাত্রী : পীরজাদা, কামিল ফকির !
উজীর, নাজীর, বাদ্‌শা থাকে যার দরবারে হাজির !
দাওয়াত জানায়ে সেই ফকীরের করি ইন্তেজার,

বহু সাধ্য সাধনায় এল সুফি ডেরায় আমার,
নিল না সে সোনা-দানা, নিল না সে মোতি জওয়াহের,
জানালো দৌলত যত রেখেছে সে তলায় পায়ের।
উপদেশ, নসীহত দিয়ে সাঁঝে গেল সে হুজরায়;

www.pathagar.com

সোনা ও রূপার পাত ভক্ত দল জমিনে বিছায়।
অন্ধকারে সে ফকীর এল ফিরে ধরে অন্য পথ
'দরবেশ ছুরত আর মুনাফেক শয়তান সিফত',
চল্লিশ খাদিম তার এল সাথে ডাকাতের বেশে,
মাল-মাত্তা সরঞ্জাম লুটে নিল পাপীরা নিঃশেষে।
মানেনি দোহাই কোন দস্যুদল, 'মানে নি ফরমান',
ভৃত্যেরা জখম হল কারো বা আঘাতে গেল প্রাণ।

আশ্চর্য বিস্ময়ে দেখি সেই সুফি —লেবাসে ফকির
'রাতে করে ডাকুপনা দিনমান শোনায়ে জিকির',
সংগোপন থাকি আমি চিলাকোঠা মাঝে বহুক্ষণ;
ডাকাতেরা চলে গেল এসেছিল সহসা যেমন।
শাহী আদালতে আমি ফরিয়াদ করি পরদিন,
বাদ্‌শার জওয়াব এল শাস্তি আর সান্ত্বনাবিহীন,
ভণ্ড ফকীরের পক্ষে দিল রায়, বিপক্ষে আমার;
মানুষের কাছে আমি পেলাম দুঃসহ অবিচার।
মাল-মাত্তা সরঞ্জাম অবশিষ্ট ছিল যা তখনো
কেড়ে নিল সে জালিম ; কৃপা কণা পাই নাই কোন।
বিতাড়িত ক্লান্ত-প্রাণ তারপর ঘুরি পথে পথে
জানি না কোথায় যাব ; কি রয়েছে আমার কিস্‌মতে।

তিক্ত বঞ্চনার মুখে মনে হলো বিস্বাদ জীবন
যেন এক পোড়া মাঠ, নাই তাতে প্রাণের স্পন্দন,
সবুজের চিহ্ন নাই, আদিগন্ত করোটি ধূসর
ফুল-শস্য-তৃণহীন পড়ে আছে মৃত, অনুর্বর।
সেই নৈরাশ্যের দিনে প্রাণপণে ধাত্রী মা আমার

www.pathagar.com

পৃথিবীর মত স্থির শোনালো কাহিনী সান্ত্বনার।
দিশাহারা এক দিন দূর দেশে সফরের পথে
পেরেশান, বৃক্ষতলে ঘুমায়ে পড়েছি কোন মতে,
স্বপ্নযোগে সে মুহূর্তে জানি আমি রহ্‌মত খোদার ;
আল্লার রহ্‌মতে পাই গুপ্তধন ;— মাত্তা বেশুমার।
সে দৌলত তুলে নিয়ে গড়েছি মকাম শাহাবাদে,
দুর্দিনের বহু গ্লানি ভুলে গেছি সুদিনের স্বাদে।

বিষাক্ত ক্ষতের মত তবু মনে রয়েছে সংশয়,
বঞ্চনার তিক্ত স্মৃতি এ জীবনে হয়েছে অক্ষয়,
দুঃস্বপ্নের মত মনে জাগে ভণ্ড ফকিরের কথা,
মনে পড়ে সেই সাথে মানুষের ঘৃণ্য কপটতা।
তীব্র সংশয়ের মুখে সারা মন পাথর-কঠিন
রয়েছে এ ভাবে জেগে সঙ্গীহীন— সান্ত্বনাবিহীন।
মানুষের সততায় হারায়েছি আমি যে বিশ্বাস
ফিরে পাব কি উপায়ে, পাব মনে প্রশান্তি আশ্বাস,
মুক্তি পাব কোন্ পথে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে,—
জানি না ; বিভ্রান্ত দিন, ক্লান্ত রাত্রি যায় একে একে

সংশয়িত প্রাণ দেখে সঙ্গিনী সকল দুর্দিনের
ধাত্রী মা নির্দেশ দিল পথ নিতে সাত সওয়ালের।
সে নির্দেশ মেনে নিয়ে এ প্রতিজ্ঞা করেছি কঠিন,
প্রশ্নের উত্তর আমি না পাই জীবনে যত দিন,
সংশয়ের অন্ধকার যত দিন না যায় আমার
নিঃসঙ্গ, একাকী রবো ; দেব না প্রশ্রয় অজ্ঞতার।

www.pathagar.com

ফিরে যায় পাণিপ্রার্থী শাহ্‌জাদা, কত সওদাগর,
কে হবে জীবন সঙ্গী কার সাথে বেঁধে নেব ঘর?
জানি না, বুঝি না আমি ; থাকি তাই সংশয়িত প্রাণ;
জ্ঞানের আলোকে খুঁজি এই তিক্ততার অবসান।
কিন্তু পাণিপ্রার্থী যত শাহ্‌জাদা প্রশ্নের সম্মুখে
নিষ্প্রভ তারার মত ফিরে গেছে লজ্জানত মুখে।
পরীক্ষার এ অধ্যায় জানি আমি তিক্ত, ক্লান্তিকর ;
যারা আসে চলে যায় ; কোন দিন মেলে না খবর।

তবু প্রতীক্ষায় থাকে নিয়ে তার অশেষ জিজ্ঞাসা
আমার বিশ্রান্ত মন যেন মুক্ত ঈগলের বাসা,
দূর দিগন্তের বার্তা পাবে না হৃদয়ে যতক্ষণ,
যতক্ষণ পাবে না সে দূরাগত পাখার স্পন্দন
রবে চেয়ে নির্নিমেষ এ জীবনে সওয়ালের পথে।
কে জানে উত্তর কোথা সংগোপন অরণ্যে, পর্বতে,
কেউ এসে বলে নাই, জানি নাই রহস্য গোপন;
শুধু প্রতীক্ষার তীরে জেগে আছি আমি সারাক্ষণ।

এই ভাবে এক দিন এল এক পথশ্রান্ত প্রাণ
শা'জাদা মুনীরশামী—খরজমের শাহার সন্তান,
ছেড়ে এল তাজ-তখত্, ছেড়ে এল দৌলত, ইজ্জত!
জানায়েছি তাকে আমি জীবনের কঠিন শপথ।
পহেলা সওয়াল শুনে চলে গেছে শরমে, লজ্জায়;
তার ব্যর্থতার কথা লোকমুখে আজও শোনা যায়।
শুনেছি মুনীর শামী বুকে বেঁধে তস্‌বির আমার
দিউয়ানার হালে ঘোরে বনপ্রান্তে দিল বেকারার,

www.pathagar.com

খরজমের শাহ্জাদা কিন্তু আজ পথের ফকির,
জানি না এখনো কেন দেশে দেশে ঘোরে রাহাগির!

সে আশিক, সে প্রেমিক, চিনেছি তা মুখচ্ছবি দেখে,
তার ব্যর্থতার ছাপ এ জীবনে রেখেছে সে এঁকে ;
তার পেরেশানি দেখে ক্লান্ত মন। তবু আমি জানি
সাত সওয়ালের পথে জেগে আছে এই জিন্দেগানি।
কারার খেলাফ আমি করি নাই, করি না কখনো;
প্রশ্নের উত্তর ছাড়া প্রশান্তির পথ নাই কোন।
জওয়াব না পাই আমি যত দিন সাত সওয়ালের,
সংশয়ের অন্ধকার যত দিন না যায় মনের,
প্রতীক্ষায় রবে জেগে তত দিন এ প্রাণ আমার ;
প্রমুক্ত জ্ঞানের পথে তত দিন এই ইন্তেজার।

www.pathagar.com

মুনীর শামীর কথা

"নছিব সাবুদ যদি হয় কোন কালে।
মোরাদ হাছেল হয় পাহাড়ে জঙ্গলে।।
তবে সে বিবির কাছে আসিব ফিরিয়া।
নহেত মরিব শোকে বানুর লাগিয়া।।"

সাত সওয়ালের আড়ালে জাগে যে, সেই রূপসী
আবছা আঁধারে ঘেরা যেন চাঁদ পঞ্চদশী।।

জানি না কিভাবে কাটায় সে দিন প্রতীক্ষার,
কোন্ সত্যের পথ চেয়ে তার ইন্তেজার,
রহস্যময়ী সদাগরজাদী জানে না হায়
কাঁদে প্রশ্নের অন্তরালে কে ব্যর্থতায়।

যে দিন দেখেছি ছবি তার আমি সুষমাময়
সেই দিন থেকে আমার হৃদয় আমার নয়,
সেই দিন থেকে মানে না শাসন এ মন আর;
ছুটে যেতে চায় কোন্ দুরাশায় নির্বিচার।

খোদার আলমে এমন সুরাত দেখিনি আর
ফুল-মৌসুমে দেখেনি কখনো নওবাহার,
দেখেনি কখনো বর্ষার মেঘ বিজলি জ্বেলে,
দেখেছি যেমন সেই রূপ আমি দু' চোখ মেলে।
যত দেখি সেই তস্‌বির তত আঁখি সজল,
পাঁপড়ির মত খোলে হৃদয়ের রক্ত দল,

www.pathagar.com

'অচেনা' — আমার মন বলে তবু 'সে চির চেনা' ;
হৃদয়ের ঋণ আছে তার কাছে অশেষ দেনা।

হুস্‌না বানুর জানা ছিল নাম, ঠিকানা তার
শুনেছি শিল্পী পটুয়ার কাছে বারম্বার।
'পাব কি পাব না'— ভাবি আমি যত রাত্রিদিন
আশা নিরাশায় স্বপ্ন আমার ব্যথা-বিলীন।

বুঝিনি তখন সাত সওয়ালের সবক মনে
রয়েছে তন্বী গোলাবের মত সংগোপনে,
গোলাবের মত রেখেছে সে পথ কন্টকিত !
জানি নাই আগে, ছিল না এ মন সংশয়িত।

ছেড়ে তাজ-তখ্‌ত্‌ শাহাবাদে যাই ঘোড়সোয়ার,
ছিল না সঙ্গী, স্বজন-বন্ধু সাথে আমার।
অচেনা শহরে সরাইখানায় কাটায়ে রাত
প্রিয়ার মহলে যাই ভোরে আমি অকস্মাৎ।

আমার শাদীর পয়গাম শুনে তন্বী সেই
জানালো রয়েছে প্রতিবন্ধক উপায় নেই।
সাত সওয়ালের জওয়াব নারীর না হলে জানা
শা' নজরে সে হবে না শরিক ; রয়েছে মানা।
পহেলা সওয়াল শুনে আমি তার অকল্পিত
দিশাহারা হয়ে চলি পৃথিবীতে দ্বিধান্বিত ;
ঘুরি পথে পথে একা রাহাগির ক্লান্ত প্রাণ!
পাব উত্তর কার কাছে? দেবে কে সন্ধান?

www.pathagar.com

শুধালে সে কথা চেয়ে থাকে কেউ সবিস্ময়ে,
মাতাল, পাগল ভেবে পথচারী তাকায় ভয়ে!
এই মত হায় চলেছি কোথায়, জানি না আর;
জানি না কোথায় শেষ হবে এই অমা আঁধার।

চলি ভূখা-ফাকা, পেরেশান দিল অজানা দেশে,
দেখি চেনা পথ হাজার অচেনা সড়কে মেশে,
মরু-বিয়াবান, পর্বত বাধা রয়েছে ঢের;
পাব উত্তর কোথায় আমি তা পাই না টের।

ছিল প্রশান্ত যে হৃদয়, হলো রক্ত-ক্ষরা,
কোন্ অজ্ঞাত বেদনায় হলো অশ্রু ভরা,
কোথায় রয়েছে সেই রূপবতী তন্বী সেই ;
তার ধ্যান ছাড়া তবু এ মনের স্বস্তি নেই।

আজ মনে হয় রুদ্ধ সকল মনের দ্বার,
শুক্লা সাঁঝের আসমানে ছায়া অমানিশার!
আনন্দময় ছিল যার দিল, খোশ নসিব,
এক লহমায় হল দেউলিয়া; হল গরিব।

জানি না জাহানে কে আছে এমন রিক্ত প্রাণ,
ভাগ্যের হাতে পেল যে চরম তিক্ত দান,
ব্যর্থতা লেখা জানে যে জীবনে সুনিশ্চিত;
তবু চলে পথ অজানা আঁধারে অকল্পিত।

জানি না তো কেন নাজুক প্রিয়ার কঠিন প্রাণ,
শিরায় শিরায় ধমনীতে তোলে লহুর বান!
হিরার রোশ্নি দুই চোখে যার তবু সে যেন
বোঝে না আমার মনের বেদনা ! — জানি না কেন।

www.pathagar.com

সে তো বুঝবে না প্রশ্নের পথে সংগোপন
হলো কন্টক-ক্ষত কেন কার হৃদয়, মন,
ছেড়ে তাজ-তখ্‌ত্‌ এলো যে সহজ অবহেলায়
বিদায় দিল সে তাকে সওয়ালের কালো ছায়ায়।

পথে পথে আর সরাইখানায় কত যে রাত
কেটেছে তন্দ্রা-হারানো, জানে না তার প্রভাত !
ফিরবো না আমি, হয়তো সে নারী জানে এ কথা,
হয়তো জানে না; জানে না গোপন মনের ব্যথা।

দোলে মাঝখানে আঁধারের মত প্রশ্ন সাত,
জানি না কখন খুঁজে পাব ভোর, কাটবে রাত;
তবু তস্‌বির বুকে নিয়ে তার সংগোপনে
ঘুরবো একাকী পাহাড়ে অথবা বিজন বনে।

'নসীব সাবুদ' যদি কোন দিন হয় ধরায়,
যদি প্রশ্নের উত্তর পাই বন-ছায়ায়,
ফিরবো তা' হলে শাহাবাদে আমি,— নয়তো শেষ;
শা'জাদা মুনীর হলো চিরতরে নিরুদ্দেশ!

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী ও মুনীর শামীর আলাপ

হাতেম

কি লাভ আমার,— সে কথা শুধাও কেন?
যদি অধিকার দিয়েছ খিদমতের
বল তবে কেন টানো এ ব্যথার জের ;
পথে পথে ঘুরে দিউয়ানা সুরাত যেন !

মুনীর

আমার বেদনা বুঝবে সহজে
দেখ যদি তস্‌বির,
বন্দী রয়েছি কেন, কার রূপে
এ পথে জিন্দেগির।

হাতেম

শীত রাত্রির মত কুহেলিকাময়
তোমার কথায় জমে ওঠে সংশয়।

মুনীর

ভেবো না দিলির এই তস্‌বির
শুধু কুয়াশায় ঘেরা ;
হুস্‌না বানুর দরজায় ভিড়
করে আজও স্বপ্নেরা।

www.pathagar.com

হাতেম

কেন বল নাই হুস্‌না বানুর নাম?
কোথায় দেখেছো ? সেই রূপবতী
জানে কি প্রাণের দাম?

মুনীর

দেখি নাই আমি আজও সে নারীকে
দেখেছি এ তস্‌বির,
এই রূপ দেখে নিজ হাতে আমি
পরেছি এ জিঞ্জির।
বুঝবে না, কেন শা'জাদা খরজমের
হয়েছে ফকির,— রাহাগির এ পথের।

হাতেম

দৌলত যাকে পারে নাই কিনে নিতে
সেই শা'জাদীকে চাই আমি চিনে নিতে।

মুনীর

জানার সওয়াল যেখানে করেছে ভিড়,
কি করে সহজে খুঁজে পাবে সেই নীড়?

হাতেম

জ্ঞানের সড়কে থামি নাই, থামবো না ;
জানি না কোথায় পাবে তুমি সান্ত্বনা।

www.pathagar.com

মুনীর

তবে জেনে নাও দুনিয়ার সেরা হাসিন সে আওরত,
সাত সওয়ালের জওয়াব পেলে যে দিতে পারে কিস্মত,
কিন্তু এ কথা জেনে রেখো, তাতে চাই জাহানের জ্ঞান,
কি আশায়, কোন্ লাভ খুঁজে বৃথা হবে তুমি পেরেশান?

হাতেম

কি লাভ আমার— সে কথা শুধাও কেন?
খোদার বান্দা মানুষের যদি হয় কোন খিদমত
জানবো আমার বুলন্দ্ নসীব, রওশন কিসমত;
দোয়া কোরো শুধু এ পথে আমার জিন্দেগি যায় যেন।

মুনীর

তুমি কি হাতেম? 'য়েমনের সেই
শা'জাদা দারাজ দিল,
মুক্ত মনের প্রসারণ যার
ছোঁয় আকাশের নীল?

হাতেম

খিদমতগার জেনে রাখো মানুষের।

মুনীর

অপরিচয়ের আঁধার ঢাকে না স্ফুলিঙ্গ আগুনের!
তবু বলি, শোন— প্রশ্নের পথ জটিল, ভয়ঙ্কর ;
পাবে পায়ে পায়ে হতাশার দেখা; মৃত্যুর স্বাক্ষর।

www.pathagar.com

হাতেম

জীবনে মৃত্যু আসবেই এক দিন,
পাব এক দিন মওতের দেখা জিন্দেগানির পথে।
আশিক মুনীর ! কেন হও বে-চঈন,
কবে মর্দমী হারায়েছে পথ দুরারোহ পর্বতে ;
মৃত্যুর ভয়ে যাত্রী থেমেছে কবে?
জানি না যা আমি দুনিয়া জাহানে—তাকে জানতেই হবে।
হায়াত-মওত এ দু'য়ের মাঝে অন্তবিহীন পথ
জানি না কি ভয়ে সহসা এখানে নিভে যায় হিম্মত !
অগ্রবর্তী চলে গেছে যারা—সত্যের রাহাগির,
তাদের দেখানো পথে যেতে চাই জেহাদে জিন্দেগির,
আর আমি চাই প্রতিজ্ঞা সেই শিলা-সুকঠোর পণ;
মৃত্যুর আগে যেন এই বুকে জেগে থাকে সারা ক্ষণ।
চলেছি এ ভাবে প্রাণপণে করে খিদমত মানুষের,
ইনসানিয়াত চাই শুধু আমি—পূর্ণতা এ প্রাণের।
সব গুরুভার বয়ে যেতে চাই .... আশিক মুনীর শোন
দুর্গমতার পথে তুমি আর প্রশ্ন তুলো না কোন।

মুনীর

শরম আমার তোমাকে জানাতে কথা,
মহান ত্যাগের সম্মুখে প্রাণ দেখে শুধু ব্যর্থতা।

হাতেম

কথা বলবার ফুরসত পাবে ভাই,
হুস্‌না বানুর কঠিন সওয়াল এবার জানতে চাই।
খোদার রহমে যদি সে জওয়াব খুঁজে পাই দশ দিকে
আশিক মুনীর ! তবে নিশ্চয় পাবে তুমি সে নারীকে।

www.pathagar.com

মুনীর

চল তবে যাই দূরান্ত শাহাবাদে
যেখানে হুস্‌না বানু বন্দিনী সাত সওয়ালের ফাঁদে !
মুক্ত জ্ঞানের সম্মুখে যদি কাটে মেঘ-সংশয়
পাবে অপূর্ণ সত্তা জীবনে পূর্ণতা প্রাণময়॥

[সূচনা খণ্ড সমাপ্ত]

www.pathagar.com

পহেলা সওয়াল

www.pathagar.com

[হুস্‌না বানুর পহেলা সওয়াল ঃ "একবার যাকে দেখেছি আর একবার তাকে দেখে যেতে চাই"— এ কথা কে বলে, কেন বলে?

এই সওয়ালের পথে হাতেম তা'য়ী প্রথমে এক প্রান্তরে উপনীত হন। সেখানে নিজের শরীরের গোশ্‌ত কেটে দিয়ে তিনি এক ক্ষুধিত বাঘের কবল থেকে একটি হরিণীকে রক্ষা করেন। হাতেমের আত্মত্যাগে মুগ্ধ হয়ে বাঘ জানায় যে, হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদায় সওয়ালের জওয়াব পাওয়া যেতে পারে।

অতঃপর বহু মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে হাতেম তা'য়ী একটি সুন্দর বাগিচায় প্রবেশ করেন। সেখানে একজন প্রবীণ জ্ঞানীর নিকট দশ্‌তে হাবেদার প্রবেশ-রহস্য জানতে পারেন। পীর মর্দ তাঁকে জানান যে, জুলমাতের এলাকায় পৌঁছুলেই মায়াময়ী নারী এসে হাত ধরে পাতালে নিয়ে যাবে। সেই পাতালপুরীতে আগন্তুক অনেক আশ্চর্য দৃশ্য আর অনেক তন্বী সুন্দরীকে দেখতে পাবে। সব চেয়ে সুরূপা তরুণীর হাত ধরলেই এক অদৃশ্য আঘাতে দশ্‌তে হাবেদায় নির্বাসিত হতে হবে। দশ্‌তে হাবেদায় যাওয়ার এটাই সহজ পন্থা।

পীর মর্দের নির্দেশ অনুযায়ী হাতেম তা'য়ী দশ্‌তে হাবেদায় প্রবেশ করে পূর্বোক্ত আওয়াজ বা সওয়ালের রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হন।]

www.pathagar.com

শাহাবাদে

প্রাণের পেয়ালা তুমি পূর্ণ করো কানায় কানায়
ওগো সাকী ! যে বিহঙ্গ ওড়ে আজ উন্মুক্ত ডানায়
নতুন প্রেরণা দাও, সঞ্জীবিত করো তুমি তাকে
জীবন-মৃত্যুর মাঝে মহত্তর জিন্দেগির ডাকে,
উদ্দাম ঝড়ের মুখে করো তাকে শংকাহীন, আর
জুলমাতের এলাকায় করো তাকে পূর্ণাঙ্গ সত্তার
অধিকারী। করো বক্ষ প্রসারিত প্রেমে ও প্রজ্ঞায়,
নূহের উজ্জ্বল দৃষ্টি দাও তাকে ঘূর্ণি ও বন্যায়,
অনাবাদী জমিনের বালু-বক্ষে ফলাতে ফসল
খিজিরের প্রাণৈশ্বর্য দাও তুমি .... সবুজ .... শ্যামল,
প্রশ্নের জটিল গ্রন্থি উন্মোচিত হয় যাতে; আর
তৃষিত মানসে যেন খোলে দ্বার প্রশান্তি-প্রজ্ঞার।

মুক্ত সফরের মুখে সিতারার আলোক যেমন
পাড়ি দিয়ে আসে পথে আঁধারের স্তর অগণন,
সংখ্যাহীন মাঠ আর বেশুমার বিয়াবান ঘুরে
দুর্গম পাহাড় শেষে অরণ্যের সুপ্ত অন্তঃপুরে
মুনীর শামীর সাথে শাহাবাদ পৌঁছিল হাতেম।
প্রিয়ার শহর দেখে আশিকের উচ্ছ্বসিত প্রেম
আঁসু ধারা হয়ে চোখে দিল দেখা অঝোর ধারায়
(যেমন তৃষিত বন্দী দরিয়ার তীরে এসে চায়
তাকালো মুনীর শামী তেমনি সে বালাখানা পানে,
উদ্‌ভ্রান্ত, আকুল দৃষ্টি ফিরিল কি আলোর সন্ধানে)!

www.pathagar.com

মনে পড়ে গেল তার—পটে আঁকা যার ছবি দেখে
এসেছিল এক দিন খরজমের তখ্‌ত পিছে রেখে
উদাসীনা সে রূপসী কঠিন প্রশ্নের অন্তরালে
সেদিনও আবদ্ধ ছিল অন্ধকার পর্দার আড়ালে।
পায় নাই দেখা তার, শুধু এক প্রশ্নের নির্দেশ;
দুর্বিষহ গুরুভার আজও যার হয় নাই শেষ
নির্মম উপেক্ষা নিয়ে ছিল আঁকা রুদ্ধ ঝরোকায়;
এখনো তা খোলে নাই ; এখনো তা রুদ্ধ তমসায়।

দেখিল হাতেম তা'য়ী—আরণ্য শহর শাহাবাদ
(অপরূপ সে নগরী—অফুরন্ত ঐশ্বর্য অগাধ),
মর্মর পাথরে গড়া ইমারত মাঝখানে তার
যেন এক শ্বেতপদ্ম সুগঠিত রূপ শুভ্রতার,
নহরের পাশে পাশে সংখ্যাহীন ফুটেছে চামেলি,
দেখিল হাতেম তা'য়ী সবিস্ময়ে সে নয়া হাবেলি।

বালাখানা দেখে তারা এল ফিরে সরাইখানায়,
কেটে গেল দীর্ঘ রাত্রি সংশয়ের মুখে প্রতীক্ষায়,
আশিক মুনীর শামী বে-চঈন, ... চিন্তিত হাতেম
গণিল রাত্রির ক্ষণ দেখি' সেই সর্বগ্রাসী প্রেম।

রাত্রির শিকারী— ভোর পূর্বাচলে দাঁড়ালো যখন
প্রশ্নের সন্ধানে একা তা'য়ী পুত্র চলিল তখন।
মহলের দরজায় দাঁড়ায়ে সে পাঠালো খবর,
জটিল প্রশ্নের কথা শুধালো সে নির্ভীক অন্তর।
সবুজের অন্তরালে তোতা পাখী নিভৃত যেমন

www.pathagar.com

পর্দার ভিতর থেকে হুস্‌না বানু বলিল তেমন,
"আমার সওয়াল জেনে লাভ নাই, শোন নামদার !
কেননা প্রশ্নের খোঁজে যে গিয়েছে ফেরেনি সে আর,
জহরের মত তিক্ত মনে হয় সওয়াল কঠিন।"
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'যদি আসে বাধা অন্তহীন
তরঙ্গ-সংঘাত কেটে চলে মাঝি—বান্দা যে খোদার ;
বলে যাও অসংশয়ে শাহ্‌জাদী সওয়াল তোমার।'

বলিল হাসিন বানু, 'আছে সাত সওয়াল আমার,
জওয়াব না পেয়ে যার দীর্ঘ দিন আছি বেকারার,
শুধায়েছি বহু জনে কিন্তু কেউ দেয়নি উত্তর ;
অথবা পারেনি দিতে ঘুরে এসে দূর দূরান্তর !
অথচ প্রশান্তি, স্বপ্ন—যা আমার একান্ত আপন
প্রশ্নের উত্তরে শুধু অন্তর্লীন—আছে সংগোপন।

'বলি তাহ মুখ্‌তাসার, যে আমার সাত সওয়ালের
জানাবে জওয়াব, আর জানাবে যে সাত সফরের
সুকঠিন অভিজ্ঞতা ;— অনুবর্তী হবো আমি তার,
কেননা এ জিন্দেগিতে সংশয়ের আছে অন্ধকার,
আছে তিক্ত অবিশ্বাস,— সঞ্চিত মনের স্তরে স্তরে।
পেয়েছি বঞ্চনা আমি জীবনের প্রথম প্রহরে,
ধর্ম-ব্যবসায়ী, ভণ্ড, স্বার্থান্বেষী করেছে বঞ্চনা ;

পেয়েছি অহেতু আমি এ জীবনে অশেষ লাঞ্ছনা ;
তাই দ্বিধাগ্রস্ত মন করে মুক্ত জ্ঞানের সন্ধান ;
যত দিন পাব না তা রবে জেগে সংশয়িত প্রাণ।

www.pathagar.com

'জানি না এ পৃথিবীতে ছদ্মবেশী ডাকাতের মত
কে রেখেছে মুখ ঢেকে সুফির লেবাসে অনাহত,
কিম্বা সততার বুলি মুখে নিয়ে আদর্শ-বিহীন
কে ঘোরে সুযোগ-প্রার্থী শিকার-সন্ধানে রাত্রিদিন,
চিনি না স্বরূপ আমি, তিক্ততম সংশয় আমার
মানুষের মাঝে গড়ে ব্যবধান সাত দরিয়ার।

'আরো এক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণ জীবন
কূপমণ্ডুকের মত বোঝে না যে বিশ্বের স্পন্দন,
বোঝে না যে অতি ক্ষুদ্র, গণ্ডীবদ্ধ সীমানার পারে
বিশাল পৃথিবী কোন্ পড়ে আছে দিগন্ত কিনারে,
জ্ঞানের ঐশ্বর্য, মুক্তা কী রয়েছে ছড়ানো সেখানে
বোঝে না ; মুক্তির রশ্মি পায় না সে দ্বিধাগ্রস্ত প্রাণে।

'অথবা কি সাধনায় পায় খুঁজে পূর্ণতা মানুষ,
বিপথে বিভ্রান্ত হয়ে মরে ফের কোথায় বেহুঁশ,
কি উপায়ে, কোন্ পথে কামালাত পায় খুঁজে প্রাণ,
কোথায় অপূর্ণ সত্তা হয় পূর্ণ কামিল ইন্‌সান,
অসত্যের অন্ধকার,—পার হয়ে তরঙ্গ ফেনিল
কোথায় জীবন-তরী পায় খুঁজে অভীষ্ট মঞ্জিল

কিম্বা হয় বানচাল কোন্‌খানে, কেন কি কারণে
জেনে নিতে চাই আমি প্রাণের নিগূঢ় প্রয়োজনে।
সঠিক স্বরূপ তাই চিনে নিতে সত্যের নিকষে
প্রশ্নের জটিল পথ নিয়েছি জীবনে দুঃসাহসে,
জওয়াব না পাই আমি যত দিন সাত সওয়ালের
একাকী নিঃসঙ্গ রবো পথ চেয়ে প্রমুক্ত জ্ঞানের।

www.pathagar.com

'পহেলা সওয়াল তাই বলি আমি, শোন মেহেরবান
এই পৃথিবীর মাঝে আছে এক প্রবঞ্চিত-প্রাণ
যে বলে, 'স্বপ্নের মত দেখেছি যা আমি একবার
দেখে যেতে চাই তাকে অন্যবার জীবনে আমার'।
কে বলে এমন কথা, কেন বলে অতৃপ্ত অন্তর
জেনে এসে রাহাগির শাহাবাদে জানাবে খবর।।'

www.pathagar.com

দূরের পথে

"নেকালিয়া যায় মর্দ ময়দানে ময়দানে।"

বানুর সওয়াল জেনে গেল ফিরে সরাইখানায়
'য়েমনের শাহ্‌জাদা ! নিল চেয়ে হাতেম বিদায়
মুনীর শামীর কাছে, তারপর রহস্য-সন্ধানে
চলিল আল্লার নামে সে নির্ভীক দিগন্তের পানে
সম্পূর্ণ অচেনা পথে (যে পথের শুরু আছে, যার
শেষ খুঁজে পায় নাই কোন দিন যাত্রী হুশিয়ার,
অস্পষ্ট যে পথ-চিহ্ন হয় নাই চেনা কোন দিন,
দূরের কাফেলা যত যে পথের আঁধারে বিলীন,
আবিষ্কৃত হয় নাই যে পথের রহস্য অশেষ,
বিসর্পিল জিজ্ঞাসায় যে পথ হয়েছে নিরুদ্দেশ
জীবন-মৃত্যুর মাঝে প্রসারিত সে দূরের পথে
নেমে এল তা'য়ী পুত্র বুক বেঁধে অশেষ হিম্মতে)।
অজানা সড়কে একা দিগন্তের যাত্রী রাহাগির
নির্ভয়ে আল্লার নামে চলিল সে বান্দা এলাহির।

সকল আবাদ বস্তি পিছে ফেলে, সহসা কখন
দেখিল হারায়ে গেছে রাহা তার অরণ্যে নির্জন!
বিশাল দৈত্যের মত বেশুমার দরখ্‌তের মাঝে
রাত্রির নৈঃশব্দ যেন সংখ্যাহীন ঝিল্লী সুরে বাজে।
তারপর সে অরণ্য শেষ হয় রহমতে খোদার,
হাতেম তাকায়ে দেখে মাঠ এক দিগন্ত-বিস্তার।
ভাবে সে দুর্গম পথে এই মত দিলে আপনার,

www.pathagar.com

'দুনিয়া, দৌলৎ যত দেখি চেয়ে সকলি আল্লার !
খোদার বান্দার কাজে আজ আমি বেঁধেছি কোমর,
অজানা সড়কে শুধু তাঁরি দিকে করেছি নির্ভর,
আল্লা ছাড়া কেউ নাই নেগাহ্‌বান এ পথে আমার
মুরাদ হাসিল যদি করেন সে পরওয়ারদিগার।'

এই কথা ভেবে মনে পাড়ি দেয় প্রান্তর, ময়দান,
তারপর দেখে এক অন্তহীন মরু অফুরান,
পড়ে না সীমানা চোখে, চারদিকে ঘূর্ণির দাপট,
পায় না প্রাণীর দেখা, শোনে না সে পাখার সাপট,
পাখীরা মেলে না পর রৌদ্রতপ্ত মরুর আকাশে
লু'হাওয়ার অগ্নিশ্বাস দূরান্তর হতে ভেসে আসে,
বৃক্ষ নাই, ছায়া নাই, যেন এক হতাশা ভীষণ
হাওয়ার প্রশ্বাসে শুধু আহাজারি করে সারাক্ষণ।
মুরু-পথে তা'য়ী পুত্র চলে একা তবু তিন দিন,
মরীচিকা ছায়া যত ডাক দিয়ে দিগন্তে বিলীন ...

অকস্মাৎ সে মরুতে দেখে এক সন্ত্রস্ত হরিণী
ছুটে যায় তীর-বেগে মৃত্যুমুখে যেন সে শঙ্কিনী,
হানা দিয়ে ছুটে আসে শের নর পিছু থেকে তার;
জ্বলন্ত শিখার মত ধাবমান খোঁজে সে শিকার।
হাতেম হাঁকিয়া বলে, 'শের নর এখানে দাঁড়াও,
ছেড়ে দাও হরিণীকে ; শিকারের জীবন বাঁচাও।'

দাঁড়ালো চলন্ত বাঘ হাতেমের ডাক শুনে, আর
দাঁড়ালো হরিণী সেই দ্বিধাগ্রস্ত মৃত্যুর শিকার,
জবান খুলিল বাঘ তারপর ফরমানে খোদার,

www.pathagar.com

বলিল, 'হাতেম ! কেন কেড়ে নিলে মুখের আহার?'

বিস্মিত হাতেম তা'য়ী ব্যাঘ্র মুখে নাম শুনে তার
শুধালো, 'কিভাবে তুমি পরিচয় জেনেছো আমার,
কার কাছে পরিচয় পেলে তুমি ; কে দিল খবর?'
হাতেমের প্রশ্ন শুনে বলিল তখন শের নর,
'চিনেছি রহম দিলে, চিনি আমি নরম জবানে।
খোদার সৃষ্টিকে যারা মুহব্বত করে মুক্ত প্রাণে
তুমি যে তাদের দলে এ কথা তো জানে সকলেই;
মানুষের পরিচয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না বা নেই।
মর্দমির কথা যার দুনিয়ায় হয়েছে প্রকাশ,
যার ত্যাগে, সততায় মখ্‌লুকের রয়েছে বিশ্বাস,
তুমি সে হাতেম তা'য়ী ; সহজেই চিনেছি তোমাকে।
তাই এক ফরিয়াদ জানাই কঠিন দুর্বিপাকে,
মুখের খোরাক যদি কেড়ে নিলে খাদ্য কিছু দাও,
ভূখা ফাঁকা আছি আমি সাত দিন ; জীবন বাঁচাও।'

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'মাংসভোজী ! শোন শের নর
কোথায় আহার্য পাব ? অন্তহীন এ মরু প্রান্তর,
এখানে কোথায় পাব খাদ্য-কণা কোশাদা ময়দানে?
সমস্যার মুখে তবু সমাধান এই জাগে প্রাণে
মাংসাশী, আমার মাংস—ইচ্ছা হয় যদি তুমি খাও,
এ ছাড়া উপায় নাই ; এই ভাবে জীবন বাঁচাও।'

বলিল ক্ষুধিত বাঘ, 'কেটে দাও গোশ্‌ত শরীরের;
অসহ্য দহনে জ্বলে ক্ষুধাতুর জ্বালা জঠরের।'

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর কাছে ছিল এক দু'ধারী খঞ্জর,
নিজের উরুর মাংস কাটিল সে নিষ্কম্প অন্তর,
নিজ হাতে ফেলে দিল সেই গোশ্‌ত চোখের পলকে;
হরিণী তাকায়ে থাকে বেদনার্ত, অশ্রুভরা চোখে।

হাতেমের গোশ্‌ত খেয়ে সেই বাঘ,—পরিতৃপ্ত প্রাণ
শোকর গোজারী করে, তারপর বলে, 'মেহেরবান
'য়েমন মুলুক ছেড়ে বিয়াবানে কেন এলে আজ,
যাবে তুমি কত দূরে ; রয়েছে তোমার কোন্‌ কাজ ?'

বলিল হাতেম, 'শোন, সেই কথা সংক্ষেপে জানাই,
শা'জাদা মুনীর শামী,—যার মত দুঃখী কেউ নাই,
সওয়ালের ইশারায় যে আশিক আছে পেরেশান
প্রশ্নের ইঙ্গিতে তার পাড়ি দিয়ে চলেছি ময়দান।
পহেলা সওয়াল এই : আছে এক প্রবঞ্চিত-প্রাণ
কোথায় বা কোন্‌ দেশে, কেউ তার জানে না সন্ধান
যে বলে 'স্বপ্নের মত দেখেছি যা আমি একবার
দেখে যেতে চাই তাকে অন্যবার জীবনে আমার।'

কে বলে এমন কথা? কে অতৃপ্ত? কোন্‌ দেশে ঘর?
যদি জানো শের নর তবে তার জানাও খবর।'

বলিল বিশাল বাঘ, 'দেশে দেশে ঘুরি রাত্রিদিন
দেখি না এমন প্রাণী শান্তিহীন, সান্ত্বনা-বিহীন।
শুধু একবার জানি তৃষাতপ্ত মরু সাহারায়
অশান্ত হাওয়ার মাঠ অন্তহীন দশ্‌তে হাবেদায়
পড়েছিল দুই চোখে ভ্রান্ত এক উন্মাদ, দিউয়ানা,

www.pathagar.com

কি নাম, কি পরিচয় কিছু তার হয় নাই জানা;
চকিতে ছায়ার মত চলে গেল বলে ওই কথা,
বুঝি নি তখন আমি সংগোপন কী তার ব্যর্থতা।
যদি আজও বেঁচে থাকে সে অতৃপ্ত অশেষ তৃষ্ণায়
পেতে পারো তার দেখা মরু মাঠ—দশ্‌তে হাবেদায়।

শুধালো হাতেম তা'য়ী, 'কোন্ পথে যাব সে ময়দানে?'
বলিল তখন বাঘ, 'যাবে যদি মাঠের সন্ধানে
দিগন্তের রেখা ধরে সুনিশ্চিত যাও পূর্ব মুখে,
যেখানে পথের রেখা থেমে যাবে, যেখানে সম্মুখে
পাবে না পায়ের চিহ্ন, পাবে শুধু প্রশ্বাস হাওয়ার ;
মনে রেখো সেখানেই শুরু হলো দশ্‌তে হাবেদার।'

পথের খবর দিয়ে গেল বাঘ বিজন কান্তারে,
হরিণী করিল দোওয়া বারিতা'লা আল্লার দরবারে।।

www.pathagar.com

আরো দূরে

'একেলা যাইব আমি এলাহি ভাবিয়া।'

হরিণী বিদায় নিল, শের নর চলে গেল; আর
তীব্র ক্ষত-যন্ত্রণায় তা'য়ী পুত্র হলো বেকারার।
তখন শৃগাল এক বহু দূর মাজেন্দ্রান হতে
পরীরু পাখীর মজ্জা দিল এনে অস্পষ্ট আলোতে।
দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হলো হাতেম নিমেষে,
দশ্‌তে হাবেদার খোঁজে চলিল সে আরো দূর দেশে।

আরো দূরে ... আরো দূরে ... দূর হতে দূরান্তের পথে
চলে যায় তা'য়ী পুত্র, থামে না সে অরণ্য-পর্বতে,
যেখানে পথের চিহ্ন বিন্দু হয়ে দিগন্ত রেখায়
মিশেছে অস্পষ্ট হয়ে সেই দিক চক্র ছেড়ে যায়,
পায় খুঁজে অন্য পথ আচম্বিতে অজানা নূতন ;
পায় সে অচেনা দেশে সফরের তীব্র আকর্ষণ।

*

চলে সে এলাহি ভেবে, কেহ নাহি যায় তার সাথে,
পৌঁছিল একদা এসে বন্য ভল্লুকের এলাকাতে !
বন্দী করে বিদেশীকে নিল তারা ; কৌতূহলী প্রাণে
অপরূপ বালাখানা তা'য়ী পুত্র দেখিল সেখানে,
দেখিল সুঠাম তনু কন্যা এক অপূর্ব সুন্দর
(মানুষের ঘরে জন্ম কিন্তু সেই তন্বী বে-খবর
এনেছিল চুরি করে দোলনার শিশুকে শৈশবে

www.pathagar.com

অরণ্যের কোন্ প্রাণী, জানে নাই কি উপায়ে, কবে
ভল্লুক-রাজার স্নেহে পালিতা সে সহজ, সরল
মুক্ত প্রকৃতির কোলে ওঠে বেড়ে আনন্দ-চঞ্চল)!...
হাতেম তা'য়ীকে দেখে সেই কন্যা মানিল বিস্ময়...

পালক-পিতার মনে রহিল না যখন সংশয়
শা'দীর মহ্ফিল ডেকে যৌতুক, দেহাজ দিয়ে দান
দূর বিদেশীর হাতে দিল তার পালিতা সন্তান।

সেখানে হাতেম পেল মোহ্রা (তার হয় না কিস্মৎ,
যার সাথে থাকে, -পায় সেই প্রাণী অশেষ হিম্মৎ,
আগুনে পোড়ে না কিংবা দম বন্ধ হয় না পানিতে)!
মোহ্রা নিয়ে তা'য়ী পুত্র চলিল অচেনা সরণিতে।

*

নিঃসঙ্গ হাতেম তা'য়ী শ্রান্তিহীন চলে রাহা 'পর
বেবাহা ময়দান দেখে এক দিন ওঠায়ে নজর,
পার হয়ে সেই মাঠ বালু ভূমি দেখে এক দিন;
মরু সাহারার মত মনে হয় যেন অন্তহীন।

বিরান, বেবাহা মাঠে কোনখানে দেখে না আবাদ,
জনশূন্য মরু পথে করে বীর আল্লাকে ইয়াদ।
সুরাহিতে পানি আর দুই রুটি নিয়ে সাথে তার
জোব্বা-পোশ বৃদ্ধ এক প্রতি সাঁঝে পৌঁছায় আহার,
গায়েবী মদদ পেয়ে তা'য়ী পুত্র জানায় শোক্‌রানা !
কোথা হতে আসে বৃদ্ধ কিছু তার নাহি যায় জানা,
কোথায় মিলায়ে যায় সে কথাও জানে না তেমনি ....
দশ্‌তে হাবেদার খোঁজে চলে একা হাতেম 'য়েমনী।

www.pathagar.com

*

এক দিন দেখে পথে চলমান পাহাড়ের মত
আসে হিংস্র অজগর, ... পশু, পাখী, প্রাণী শংকাহত
পালানোর পথ খোঁজে, কিন্তু কেউ পারে না পালাতে;
সম্মোহিত পড়ে থাকে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কাতে।
বিশাল আজদাহা টানে তারপর যখন নিঃশ্বাস,
হাতেম তা'য়ীর সাথে প্রাণীকুল, শুষ্ক খড়, ঘাস
পলকে ঝড়ের বেগে যায় সেই সাপের উদরে !
যেমন ঘূর্ণিত কিশ্‌তী ডুবে যায় সমুদ্র-গহ্বরে
নেমে গেল সব প্রাণী আজদাহার পাকস্থলী মাঝে
সুপ্রবল আকর্ষণে। গায়েবী সে মোহ্‌রা ছিল কাছে
হাতেম বাঁচিল তাই, অন্য প্রাণী মরিল পলকে;
আগুনের তপ্ত শ্বাস লাগে তবু ঝলকে ঝলকে।

*

তিন দিন-রাত ছিল হাতেম সে সাপের উদরে
যেন সে বিকারগ্রস্ত সংজ্ঞাহীন সান্নিপাত জ্বরে,
মোহ্‌রার গুণে তবু মরে নাই হাতেম মর্দানা;
অকল্পিত মুসিবতে বারিতা'লা দিল তাকে পানা।
দুষ্পাচ্য শিকার জেনে উদ্গীরণ করে তাকে শেষে
দরিয়ার তীরে, গেল অজগর অজানা প্রদেশে;
খোদার রহমে পেল তা'য়ী পুত্র হারানো কুয়ত ;
স্নানার্থী সে মুসাফির নিল খুঁজে সমুদ্রের পথ।

*

যখন হাতেম তা'য়ী গেল সেই দরিয়ার ধারে
দেখিল আশ্চর্য দৃশ্য অন্তহীন পানির কিনারে,

www.pathagar.com

ওজুদ মাছের মত কিন্তু উর্ধ্বে তনু মানবীর
অপূর্ব সুন্দরী কন্যা (মুখে যার সুরাত পরীর)
অপাঙ্গে বিদ্যুৎ আর তনু দেহে লাবণ্য মুক্তার ;
লীলাচ্ছলে সেই তন্বী করে একা সমুদ্র বিহার।

ভাবিল হাতেম তা'য়ী : মীন পরী নিখুঁত গঠন
যাদুকরী রূপ নিয়ে করে মাঝি-মাল্লাকে উন্মন,
অতলান্ত দরিয়ায় তারপর ডোবায় যাত্রীকে ;
পায় না সে মগ্নপ্রাণ জমিনের চিহ্ন কোন দিকে।
আদম-সূরত দেখে জানালো সে পরী আমন্ত্রণ,
অসংকোচে করিল সে অকুণ্ঠিত প্রেম নিবেদন।
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'মীন পরী পাবে না আমাকে,
লালসার অন্ধকারে বিকাবো না মানব-সত্তাকে।'
ফিরে গেল মীন কন্যা নতমুখে সমুদ্রের তলে;
দশ্‌তে হাবেদার খোঁজে আবার সে রাহাগির চলে।

*

ময়দানে, সড়কে ফের বহু দিন চলে সে দিলির
অজানা পাহাড়-প্রান্তে পৌঁছিল একদা রাহাগির,
সেখানে ঝর্ণার ধারে দেখিল আশ্চর্য গুলশান,
নহরের ধারা যেন কলস্বরে গেয়ে যায় গান,
প্রাচীন অরণ্য দূরে জেগে আছে নিঃশব্দ, নিঝুম;
হাতেম তা'য়ীর চোখে নেমে এলো দুনিয়ার ঘুম।
ছায়াচ্ছন্ন বনতলে জানে না পথিক কতক্ষণ
একাকী ঘুমায়েছিল, দিন শেষে জাগিল যখন
তির্যক সূর্যের রশ্মি দেখিল সে অরণ্যের 'পরে ...
সন্ধ্যার পাখীরা যায় নীড়ে ফিরে দূরে, দূরান্তরে ...

www.pathagar.com

অকস্মাৎ সেই বনে শুনিল সে মৃদু পদধ্বনি !...
মানুষের সাড়া পেয়ে আনন্দিত হাতেম 'য়েমনী
সম্মুখে তাকায়ে দেখে পীর মর্দ,— বয়সে প্রবীণ
(সুবে সাদিকের রোশ্‌নি যেন তার দু'চোখে বিলীন)...

সালাম জানায়ে তাকে তা'য়ী পুত্র শুধায় খবর।
বৃদ্ধ সেই নেক মর্দ সালামের দিল প্রত্যুত্তর
তারপর শুধালো সে, 'দূর দেশী কেন এ নির্জনে
এসেছো নিঃসঙ্গ, যাবে কোন্ দেশে তুমি কি কারণে?

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'খুঁজে ফিরি প্রশ্নের উত্তর,
নির্জনে বা লোকালয়ে কোন্‌খানে মেলে না খবর।'

শুধালো আবার বৃদ্ধ, 'কি তোমার সওয়াল কঠিন?'
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'আছে এক প্রাণ শান্তিহীন,
যে বলে: 'স্বপ্নের মত দেখেছি যা আমি একবার
দেখে যেতে চাই তাকে অন্যবার জীবনে আমার'।

কে অতৃপ্ত, কি কারণে এই কথা বলে বারম্বার,
কোথায় বসতি তার ;— এই শুধু সওয়াল আমার।।'

www.pathagar.com

পহেলা সওয়াল প্রসঙ্গে

"এক বার দেখেছিনু দেখিব আবার।
বহুত খাহেশ রাখি দেখিতে দিদার ॥
কে কহে এমন কথা, কোন দেশে ঘর
জানিয়া আমার আগে কহিবে খবর ॥"
(হুস্না বানুর পহেলা সওয়াল)

একবার দেখে যার জিন্দেগির সাধ মেটে নাই
দশ্তে হাবেদার মাঠে তুমি তার দেখা পাবে ভাই,
সে অজানা মাঠ থেকে ফেরে নাই কেউ এ যাবত;
যে গেছে ভুলেছে সেই মোহমুগ্ধ পৃথিবীর পথ।
তবুও তোমাকে বলি দূর দেশী এসেছো যখন,
আশ্চর্য রহস্যময় মানুষের প্রথম যৌবন,
সামর্থের অধিকারী নেমে যেতে পারে সে সহজে
কামনার নিম্নাবর্তে পাশবিক প্রবৃত্তির ভোজে,
কিংবা পারে উঠে যেতে ঊর্ধ্বস্তরে ... ঊর্ধ্বে ফেরেশ্তার
সমস্ত সৃষ্টির মাঝে দীপ্ত যেন কুতুব তারার
রোশ্নি চির অমলিন। ইঙ্গিত জানায়ে বলি আজ
হাবেদার মাঠে শেষ হয় নাই মানুষের কাজ।
'যখন যাবে সে মাঠে, মনে রেখো, তখন তোমাকে
ঘিরবে 'জুলমাত' এসে ; পারবে না ছেড়ে যেতে তাকে।
মায়াবিনী পরী এসে বহুবার শিরিন জবানে
ভোলাবে, ভুলো না তুমি; দৃঢ় থেকো নিজের ঈমানে।
'মাহ্তাব-সূরাত' নারী কাছে এসে দাঁড়াবে যখন
ধোরো তার হাত,—পাবে দশ্তে হাবেদায় নির্বাসন ;
আর যদি ভুলে থাকো পাবে মিথ্যা, মৃত্যুর ব্যর্থতা।'
হাতেম তা'য়ীর কাছে পীর মর্দ বলিল এ কথা ॥

www.pathagar.com

পহেলা সওয়ালের রহস্যভেদ

এক

দশ্‌তে হাবেদার খোঁজে চলে পথ হাতেম 'য়েমনী,
দু'পাশে শোনে সে তার জীবন-মৃত্যুর পদধ্বনি।
আধো আলো-অন্ধকারে এক দিন দেখে মুসাফির
অতলান্ত দীঘি এক, ... মনে হয় নাই কূল, তীর !
অগাধ পানির নীচে কারা যেন করে যাওয়া-আসা ;
তালাবের তীরে বসে দেখিল সে আজব তামাসা।

তারপর দেখিল সে অপরূপ হাসিন সুরত
উঠে এল এক নারী ..... নগ্ন তনু সেই আওরত।
নির্লজ্জ সে সাহসিকা হাত ধরে হাতেম তা'য়ীর
দীঘির পানিতে নেমে ডুব দিল চঞ্চল অধীর,
নামিল বিদ্যুৎ শিখা রাত্রির অতলে পথ চিনে;
পাতাল পুরীতে চায় তা'য়ী পুত্র অচেনা জমিনে।

বিস্মিত হাতেম তা'য়ী দেখে শেষে ফেরায়ে নজর
পানির নিশানা নাই; আছে এক বাগিচার 'পর
(কোথায় তালাব আর কোন্‌খানে গেল সেই পানি) !
বুঝিল হাতেম তা'য়ী জুলমাতের তামাম নিশানি! ...
আচম্বিতে সেই তন্বী মিশে গেল নিমেষে কোথায়
বোঝে না হাতেম তা'য়ী ; মন তার দোলে আন্দেশায়।

নাজ্‌নি সুরাত ঢের অকস্মাৎ চারদিক থেকে
কাছে এসে হাত তার ধরিল সকলে একে একে

www.pathagar.com

লাস্যময়ী, ... কথা কয় সারাক্ষণ যেন গানে গানে ;
হাতেম বলে না কথা দেখে শুধু নীরব জবানে।
বারবার মনে করে পীর মর্দ— প্রবীণের কথা,
'ভোলালে, ভুলো না তুমি'— তাই সে ভাঙে না নীরবতা।

হাতেমের হাত ধরে নিল তারা মহলের মাঝে,
মৃত্যুস্তব্ধ সে মহলে নৈঃশব্দের সুর যেন বাজে,
দেয়ালে রয়েছে নগ্ন চিত্রপট হাজার হাজার ;
নাজ্‌নি সুরাত দেখে পটে আঁকা দিল বেকারার।
এনেছিল যত নারী হাত ধরে হাসিন সূরাত
মিলালো ছবির মাঝে অকস্মাৎ ছেড়ে দিয়ে হাত।

দুই

হাতেম ভাবিল একা তেলেস্‌মাতি যাদুর মহলে,
'যারা এল কায়া নিয়ে,— ছায়া হয়ে মিলালো সকলে
তবু দেখে যাব শেষ।'— এই কথা ভেবে মনে মনে
হিরা-জওয়াহের-মোড়া বসিল জরিন সিংহাসনে।

দেয়ালের ছায়া সব কায়া ধরে দাঁড়ালো তখনি,
নাচে, গায়, কথা কয় দল বেঁধে আপনা আপনি।
পীর মর্দ প্রবীণের কথা ভেবে প্রতি পায় পায়
ভোলে না দানেশমন্দ্‌ নাজ্‌ দেখে কিংবা নাখরায়।
ঘনতর হলো রাত মহলের ছায়ায় যখন
গায়েবী মশাল যেন লক্ষ লক্ষ হলো রওশন

কায়া ধরে সব ছায়া যোগ দিল সে পরীর নাটে।
এইভাবে হাতেমের তিন দিন, তিন রাত কাটে ...

www.pathagar.com

পিপাসা মেটে না তবু দিল তার থাকে বে-চঈন
ছায়ার মিছিলে মন ঘুরে মরে সান্ত্বনা-বিহীন।
তিন দিন, তিন রাত দেখে সেই যাদুর তামাসা
ভাবিল হাতেম তা'য়ী ভেঙে যাব কুহকের বাসা।

মাহ্‌তাব-সুরাত নারী ! ... হাতেম ধরিল সেই হাত
অমনি কাটিল তার স্বপ্নঘোর, সংশয়ের রাত।
কঠিন আঘাতে কার পড়িল সে কোন্ বিয়াবানে;
গায়েবী আওয়াজ বলে : দশ্‌তে হাবেদার ময়দানে।

তিন

হাতেম খুঁজিয়া ফেরে ক্রমাগত ময়দানে ময়দানে,
পায় না প্রাণীর দেখা, তবু খোঁজে শ্রান্তিহীন প্রাণে।
এক রাত্রে শুনিল সে দূরাগত আর্তকণ্ঠ কার,
'একবার যা দেখেছি, দেখিতে চাই তা অন্যবার।'
আওয়াজ নিশানি ধরি হাতেম নামিল ফের পথে
(অতন্দ্র রাত্রির মাঠে পেরেশান চলে কোন মতে)!
তারপর রাত্রিশেষে দেখিল সে বেবাহা ময়দানে
বসে আছে বৃদ্ধ এক পরিশ্রান্ত আশাহীন প্রাণে,
একবার যে দেখেছে অন্যবার দেখিতে যে চায়
অতৃপ্ত সে প্রাণ এই নির্বাসিত দশ্‌তে হাবেদায়।

চার

হাতেম শুধালো তাকে, 'কেন তুমি আছো বে-খবর?'
উত্তর করিল বৃদ্ধ, 'বলি, যদি না ছাড়ো সবর।
দরখ্‌তের ছায়াতলে অজানা সে তালাবের ধারে

www.pathagar.com

একদা ছিলাম আমি মুগ্ধ চিত্তে পানির কিনারে।
আচম্বিতে এক নারী উঠে এল নগ্ন, অপরূপ,
আমার সত্তার মাঝে জ্বালালো সে কামনার ধূপ,
তারপর নিয়ে গেল তালাবের নীচে এক দেশে
যেখানে দিনের ছবি কথা কয় রাতে ভালবেসে।
মাহ্‌তাব-সূরাত নারী সেই দলে .... ধরে তার হাত
নির্বাসিত হয়েছি এ মরু মাঠে; পুড়েছে বরাত।
একবার দেখেছি যে পরী-মূর্তি, আর একবার
দেখে যেতে চাই তাকে এ জীবনে শ্রান্তি ও তৃষ্ণার।'
এই কথা বলে বৃদ্ধ উন্মাদের মত বে-চঈন
তাকালো উদ্ভ্রান্ত চোখে আশাহীন, সান্ত্বনা-বিহীন,
প্রাচীন বৃক্ষের মত শীর্ণকায় তনু অসহায়
শীতের হাওয়ায় যেন কাঁপিল অব্যক্ত যন্ত্রণায়,
তারপর ছুটে গেল দিশাহারা, কাঁপায়ে কান্তার
বলিল, 'দেখেছি যাকে দেখে যেতে চাই অন্যবার।

পাঁচ

আওয়াজের গূঢ় অর্থ তা'য়ী পুত্র বুঝিল তখন,
মোহাচ্ছন্ন প্রাণ দেখে মরু মাঠে হলো সে উন্মন,
শব্দের নিশানা ধরে চলিল সে পশ্চাতে বৃদ্ধের ;
দিগন্ত-রেখার কাছে দেখা পেল আবার আর্তের।
অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তারপর বলিল হাতেম,
'ভুলে যাও প্রবঞ্চিত, ক্লান্ত-প্রাণ,—কুহকের প্রেম !
এ মিথ্যা ছলনাময়ী জুলমাতের শিখা চির দিন
মোহাচ্ছন্ন সত্তাকে যে ঘোরায়েছে পথে আশাহীন।
ঘোরাবে সে চিরকাল ছলনায়, নাজে বা নাখরায়,

www.pathagar.com

দেবে না কখনো ধরা এ মাঠের উদ্দাম হাওয়ায়।
কুহকের এই খেলা, জেনে রেখো এ তার স্বভাব,
প্রেম-প্রশ্নে কোন দিন দেয় না সে সঠিক জওয়াব।
অথবা ছলনাময়ী পৃথিবীর মত সেই নারী
যে চায়, ধরে যে হাত হানে তাকে মৃত্যু তরবারি;
কিন্তু যে চায় না তাকে, হয় না যে ভ্রান্ত মায়াজালে
বিকায়ে নিজের সত্তা পিছে তার চলে সর্বকালে।
মোহাচ্ছন্ন জীবনের মাঠ ছেড়ে তাই এস আজ,
কি লাভ এখানে তুলে ব্যর্থতার এ রিক্ত আওয়াজ?'

হাতেমের কথা শুনে তাকালো সে উদ্‌ভ্রান্ত দিউয়ানা,
দুঃসহ আবেগে শুধু ইশারায় করিল সে মানা,
তারপর বলিল সে, 'অসম্ভব .... রাহাগির, শোনো
হাবেদার স্বপ্ন ছেড়ে দূরান্তর যাব না কখনো।'

ছয়

নির্বাক হাতেম তা'য়ী এক প্রান্তে দশ্‌তে হাবেদার
ভাবিল বৃদ্ধের কথা, দূরাগত উদ্দাম হাওয়ার
দীর্ঘশ্বাস বলে গেল মোহাচ্ছন্ন জীবনের কথা

(অলীক মিথ্যার বর্ণে দেখে যায় যে শুধু ব্যর্থতা
সমস্ত পৃথিবী ভুলে, সকল দায়িত্ব রেখে দূরে
যে শুধু বেড়ায় ঘুরে স্বপ্নচ্ছেন্ন কুহকের সুরে
কিংবা এক মরুপ্রান্তে মরে খুঁজে রাহা তালাবের
যেখানে সে পেয়েছিল দেখা সেই আশ্চর্য স্বপ্নের,
যেখানে সে শুনেছিল কুহকের গান একবার)!

www.pathagar.com

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'স্বপ্ন নিয়ে এক লহমার
কল্পকুঁড়ি ফুটে ওঠে, তারপর হাওয়ায় মিলায়,
যে রূপ-পিয়াসী, ভ্রান্ত — সে শুধু বর্ণের স্পর্শ চায়,
জানে না, মানে না মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তি তমসার।'
বলিল তখন সেই মরুপ্রান্তে বৃদ্ধ বেকারার,
'জুল্‌মাতের যে কুয়াশা খুলেছে স্বপ্নের কারা দ্বার
অপরূপ বর্ণ ধনু আঁকা আছে সে রঙ লেখায়,
সেহেলি পরীরা জাগে কলকণ্ঠ রাত্রির ছোঁওয়ায়।
হোক সে অলীক তবু শুনে যাব কুহকের গান।'

হাবেদা মরুর তীরে দেখিল হাতেম, ছায়া-ম্লান
অস্পষ্ট আলোকে বৃদ্ধ ধরিল সে তালাবের পথ,
জুল্‌মাতের সেই পরী (নগ্ন তনু, হাসিন-সুরাত)
আবার বৃদ্ধকে নিয়ে করিল আঁধারে অন্তর্ধান !

দেখিল সে,— লালসার অন্ধকারে মোহাচ্ছন্ন প্রাণ
পৃথিবী, মানুষ ভুলে নেমে গেল বিহ্বল অজ্ঞান।

সাত

জুল্‌মাতের এলাকায় মিশে গেলে নিশানা বৃদ্ধের
নিল খুঁজে তা'য়ী পুত্র পরিত্যক্ত পন্থা সুদূরের,
দীঘল বর্শার মত (বাঁকেনি যা দক্ষিণে ও বামে)
চলিল হাতেম তা'য়ী সেই পথে এলাহির নামে,
পিছে রেখে ক্লান্ত স্মৃতি অবসন্ন হাওয়ার মাঠের,
পিছে রেখে ক্লান্ত স্মৃতি বৃদ্ধ আর পরীর নাটের
আবাদ বস্তির পানে চলিল সে ধীর, মুক্তপ্রাণ

www.pathagar.com

সফেদ সূর্যের রশ্মি মুক্ত ভোরে জাগালো আস্‌মান।
হাবেদার মরু মাঠ ছেড়ে যেতে দূর শাহাবাদে
দুর্গত বৃদ্ধের কথা তা'য়ী পুত্র ভাবিল বিষাদে,
ভাবিল হাতেম তা'য়ী, 'যে আলেয়া দিক ভ্রান্ত করে
সে নয় সত্যের শিখা,— জনশূন্য নির্জন প্রান্তরে
যে চায় মুক্তির পথ সে আলোকে, হয় সে শিকার
মৃত্যুর ; মিথ্যার। তাই সওয়ালের জওয়াব আমার,
— বন্দী যে অতৃপ্ত মন কুহকে বা মিথ্যা লালসায়
পৃথিবীর পথে পথে প্রান্তরে বা রাত্রির ছায়ায়
লুব্ধ পতঙ্গের মত মরে সে আগুনে দুর্নিবার,
অথবা অসত্য স্বপ্নে নেয় খুঁজে অপমৃত্যু তার,
আত্মঘাতী হয় ভ্রান্ত ভাগ্যহীন বৃদ্ধের মতন;
হাবেদার মরু মাঠে যে রহস্য হলো উদ্‌ঘাটন।।'

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর প্রত্যাবর্তন ও নূতন সওয়াল

শস্যদানা ওষ্ঠপুটে যেমন জালালী কবুতর
দূর দারাজের রাহা পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে তার
পরিচিত নীড়ে, ফিরিল হাতেম তা'য়ী শাহাবাদে
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষপুটে। দশ্‌তে হাবেদার
মরু মাঠ পার হয়ে, পার হয়ে অরণ্য, পাহাড়
ফিরে এলো শাহ্‌জাদা জনাকীর্ণ শহরে,—যেখানে
নিভৃতে সন্দিগ্ধ চিত্তে হুস্‌না বানু ছিল দীর্ঘ দিন
একাকী প্রতীক্ষমানা ; সংশয়িত। হাতেম তা'য়ীর
উত্তর শুনিল বানু উৎকর্ণ বিস্ময়ে, রং-মহলে
পোষা তোতা পাখি শোনে যেমন সুদূর প্রত্যাগত
মুক্ত শাহীনের স্বর, কিংবা শোনে ক্ষীণস্রোতা নদী
দরিয়ার প্রাণাবেগে উচ্ছ্বসিত জোয়ার যখন
আনে বয়ে দূরান্তের শুক্তি,— মুক্তা (সমুদ্রে যা ছিল
সংগোপন এত কাল) ! জিন্দা দিল হাতেমের কাছে
শুনিল সে হাবেদার বিড়ম্বিত মোহমুগ্ধ প্রাণ
বৃদ্ধের, তৃষ্ণায় হলো কি ভাবে মিথ্যার অনুগামী
অন্তহীন অন্ধকারে (চেয়েছিল শুধু যে স্বপ্নের
কুয়াশা, অলীক সত্তা পেল তাই বিভ্রান্ত আঁধারে);
পেল না মুক্তির পথ সত্য আর প্রশান্তির তীরে।
কাহিনীর অর্থ জেনে সুন্দরী সে সওদাগরজাদী
জানালো কঠিনতর দ্বিতীয় সওয়াল,— স্বপ্নপুরী
শাহাবাদে। ক্ষণ অবসর ছেড়ে চলিল আবার
(মুনীর শামীর যত বার্তা নিয়ে সরাইখানায়)
'য়েমনের শাহ্‌জাদা দূরান্তের পথে ; নীড় ছেড়ে
যেমন বিহঙ্গ যায় নবতর শস্যের সন্ধানে।

[পহেলা সওয়াল সমাপ্ত]

www.pathagar.com

দুসরা সওয়াল

www.pathagar.com

[হুস্না বানুর দুস্‌রা সওয়াল : 'দৌলৎ পানিতে ফেলে নেকি করে।'—এ কথার কি রহস্য।]

এই সওয়ালের পথে হাতেম তা'য়ীকে অনেক অচিন্তিত পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সফরের পথে প্রথমত: তিনি 'হলুকা' রাক্ষসের সম্মুখীন হন। কৌশলে হলুকা রাক্ষসকে হত্যা করে তিনি উৎপীড়িত জনপদ রক্ষা করেন। তারপর খরজমের গোরস্তানে তিনি শহীদ ও বখিলের আত্মা দর্শন করেন। দুর্গত বখিলের আত্মার অনুরোধে হাতেম তা'য়ীকে নতুন সফরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সম্পত্তি-বন্টন শেষ হলে বখিলের রূহ গোর-আজাব থেকে মুক্তি লাভ করে। অতঃপর হাতেম তা'য়ী নতুন সফর শুরু করেন। সফরের পথে বেদাদ শহরে উপস্থিত হলে জ্বিনের প্রভাবান্বিতা শাহ্‌জাদী হাতেম তা'য়ীকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। হাতেম সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন। ইব্‌লিসের অনুচর জ্বিনটিও হাতেমের অস্ত্রে নিহত হয়।

এই ঘটনার পর হাতেম যখন বেদাদ শহর ছেড়ে অনিশ্চিত পথে অগ্রসর হন, তখন কুলজুম নদীর কিনারায় হাস্‌না পরী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। আদম-সন্তানের প্রতি আসক্ত হওয়ার অপরাধে পরী-রাণী হাস্‌না পরীকে কারারুদ্ধ করেন; হাতেম তা'য়ীকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। মহাজ্ঞানী হাতেম এ সময় পরী-রাণীর একমাত্র পুত্রের চিকিৎসার জন্য দৈত্যের দেশে একটা দুর্লভ ওষধি নির্দেশ করায় হাস্‌না পরী নিজের জীবন বিপন্ন করে দৈত্যের এলাকা থেকে নূররেজ গাছের ফুল নিয়ে আসেন। আর এ ভাবেই পরী-রাণীকে প্রসন্ন করে নিজেকে ও হাতেম তা'য়ীকে মুক্ত করেন।

সব শেষে দরিয়া-তীরের বৃদ্ধের নিকট হাতেম সওয়ালের জওয়াব পান।

www.pathagar.com

সওয়াল ও সফর

এক

'নেকি কর দওলত পানিতে ফেলিয়া।
কহিবে এহার ভেদ মোরে বুঝাইয়া ॥'
(হুস্‌না বানুর দুস্‌রা সওয়াল)

'দৌলৎ পানিতে ফেলে নেকি করো' কে লিখেছে, কেন
কি কারণে এই কথা?'— প্রশ্ন শুনে হলো রাহাগির
আবার হাতেম তা'য়ী, ডাক দিল অজানা সড়ক
আবার দূরান্ত দূরে, কেননা এ সফরের পথে
জিন্দেগির গূঢ় অর্থ পায় খুঁজে সত্তা গতিমান,
নদী পায় সমুদ্রের দেখা, মঞ্জিলের দিশা পায়
মুসাফির। চলে তাই অবিশ্রাম তীব্র প্রাণাবেগে
হাতেম জিজ্ঞাসা নিয়ে— যেমন দুর্মদ গতিস্রোতে
দীর্ণ করে শিলাতল, অন্ধকার পাহাড় পেরিয়ে
জীবন্ত প্রবাহ চলে স্থির লক্ষ্য পানে,— জিন্দা দিল
'য়েমনের শাহ্‌জাদা সেই মত চলে একা পথে :
চলে একা রাত্রিদিন দ্বিধাহীন অচেনা জগতে ॥

দুই

'কহ ভাই তোমার দেশের সমাচার।'
দুস্‌রা সওয়ালের পথে এইভাবে চলে রাত্রিদিন,
গ্রন্থি খুলে সমস্যার, ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় হাতেম
পৌঁছিল নগর-প্রান্তে সম্পূর্ণ অচেনা ; শুনিল সে

www.pathagar.com

লক্ষ সন্ত্রাসিত কণ্ঠে আর্তস্বর, আহাজারি কারো।
শুধালো হাতেম তা'য়ী যখন দেশের সমাচার
বলিল প্রবীণ বৃদ্ধ, 'প্রাণী এক পাহাড় সমান
হিংস্রতায় অতুলন পেরেশোন করে প্রতি দিন
ত্রস্ত জনপদ। আশ্চর্য রাক্ষস সেই মধ্যমুখ
মরে না অস্ত্রের মুখে কিংবা হাতিয়ারে। দুঃসাহসী
জঙ্গী নৌ-জোয়ান যত মারা গেছে সম্মুখ সংগ্রামে
রাক্ষসের হিংস্র নখে, ভয়ঙ্কর হিংস্র সে পিশাচ
এ শহরে হানা দিয়ে তুলে নেয় প্রত্যহ শিকার;
আদম-সন্তান এক প্রতি দিন যায় তার মুখে।
পারি না তাড়াতে আর। দুর্বিষহ এই জিন্দেগানি
যেখানে আউলাদ যায় প্রতি দিন রাক্ষসের গ্রাসে
পালাক্রমে। এ ভাবে হয়েছে শেষ সংখ্যাহীন প্রাণ
একে একে অন্ধ অপমৃত্যুর সম্মুখে ; যাবে আজ
আমার চোখের আলো রাক্ষসের মুখে।' দূর-দেশী
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'যাব আমি পুত্রের বদলে
রাক্ষসের কাছে, শুধু জানাও আমাকে নামদার
কেমন গঠন আর রাক্ষসের কেমন আকার।।'

তিন

" জমিনে লিখিয়া নক্সা করে নমুদার।"

হাতেমের কথা শুনে নক্সা এঁকে দেখালো জমিনে
বাশিন্দা বস্তির (মধ্যমুখ সেই প্রাণী ভয়াবহ
মূর্তি হিংস্রতার)। বলিল হাতেম তা'য়ী চিত্র দেখে

www.pathagar.com

'হলুকা প্রাণীর নাম, হাতিয়ারে মরে না কখনো।
হিংস্র এ রাক্ষস। তবু প্রাণ নিতে চাও যদি আজ
সুকৌশলে দুঃসাহসী হাতিয়ার আনো হিকমতের।'
বলিল প্রবীণ বৃদ্ধ, 'জানি না কেমন হাতিয়ার
চাও তুমি সর্বাত্মক সংগ্রামের পথে।' 'য়েমনের
শা'জাদা বলিল ফের, 'আনো লক্ষ শিশাগর ডেকে
এ ময়দানে। দারাজ আর্শি চাই,— যাতে রাক্ষসের
প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে মুখ আর পূর্ণ শরীরের॥'

চার

"হেকমত করিয়া ওকে মার দাগা দিয়া।"

বানালো দারাজ আর্শি মধ্য দিনে শিশাগর ডেকে
বস্তির বাশিন্দা যত, তারপর সফেদ চাদরে
রাখিল সে আর্শি ঢেকে হাতেমের ইঙ্গিতে (ভোরের
কুয়াশা যেমন ঢাকে রওশন সূর্যকে)। ভয়ংকর
যখন রাক্ষস এল, চলে গেল প্রাণভয়ে ওরা
দূরে .... বহু দূরে, শুধু রয়ে গেল নিষ্কম্প নির্ভীক
একাকী আল্লার নামে তা'য়ী পুত্র কোশাদা ময়দানে।
হাতেম দেখিল চেয়ে সবিস্ময়ে—পাহাড় সমান
উদরের মধ্যে মুখ—বীভৎস রাক্ষস হিংস্রতম
অতি ক্ষুদ্র দুই চোখে জিঘাংসার আগুন জ্বালায়ে
প্রচণ্ড গতিতে আসে তীব্র বেগে সে প্রান্তরে ; আর
সামান্য সংঘাতে তার পড়ে ভেঙে পাষাণ-প্রাচীর

www.pathagar.com

ক্ষিপ্ত মহিষের পথে বালকের উদ্যান যেমন।
আরো কাছে এলো প্রাণী .... আরো কাছে ... মধ্যমুখ হতে
আগুনের হল্কা এসে মুখে তার লাগিল যখন
দারাজ সে আর্‌শি থেকে নিল খুলে সফেদ চাদর
পলকে হাতেম তা'য়ী (দূর হতে দেখিল বিস্ময়ে
বস্তির বাশিন্দা যত .... চমকালো হলুকা রাক্ষস
বিশাল দর্পণে তার প্রতিচ্ছায়া দেখে) .... তারপর
বিকট গর্জনে সেই শংকাহত প্রান্তর কাঁপায়ে
বিশাল পাহাড় যেন পড়ে গেল জমিনে লুটায়ে ॥

পাঁচ

"আপন ছুরত দেখে হইল তামাম।"

হলুকার মৃত্যু দেখে দলে দলে ভয়মুক্ত প্রাণ
কৌতুহলী নারী-নর কাছে এসে শুধালো তখন
'কি ভাবে বিকট প্রাণী মারা গেল, কি ছিল হিকমত
আর্‌শিতে গোপন ?'— প্রশ্নের উত্তর দিল তা'য়ী পুত্র
শোকর-গোজারী করে আল্লার দরবারে। বলিল সে,
'হলুকার মত প্রাণী মরে না কখনো হাতিয়ারে।
ব্যর্থ হয় তলোয়ার, কিংবা তীর অথবা খঞ্জর
শিলা-সুকঠিন অঙ্গে রাক্ষসের, শুধু যায় প্রাণ
যখন কদর্য প্রাণী দেখে তার নিজের স্বরূপ
আর্‌শিতে পানিতে, নদ-নদীতে ; সাগরে। ছায়া দেখে
দর্পণে সে মারা গেছে আতংকিত কদর্য স্বরূপে।'

www.pathagar.com

বলিল প্রবীণ বৃদ্ধ, 'এই মত রয়েছে ইনসান
কিন্তু মরে না তো তারা মুখ দেখে আর্‌শিতে কখনো।'
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'যদি তারা বিকৃত স্বরূপ

দেখে নিত কোন দিন আত্মার দর্পণে, যদি তারা
দেখে নিত প্রবৃত্তির পাশবতা,—যা রেখেছে ঘিরে
বিকৃত কর্দয সত্তা পশুত্বের কাছে ; তবে তারা
মারা যেত সে মুহূর্তে আতংকিত, বিকৃত স্বরূপে,
কিম্বা বান্দা গোনাহ্‌গার ক্ষমা চেয়ে দরবারে আল্লার
ফিরে যেত ইনসানের সুমহান স্বভাবে স্বরূপে।'

*

শেষ কথা বলে দিয়ে তা'য়ী পুত্র হলো রাহাগির
আবার দূরান্ত পথে, মঞ্জিল মঞ্জিল রাহা চলে
পৌছিল সন্ধ্যায় এক প্রান্তরের পারে। দেখিল সে
নির্জন, নিস্তব্ধ মাঠ, নাই কোন নিশানা প্রাণের ;
অনাদৃত গোরস্তান পড়ে আছে প্রান্তে সে মাঠের॥

www.pathagar.com

খরজমের গোরস্তানে

"আল্লার জেকের করে বসিয়া ময়দানে।
আওয়াজ আসিয়া লাগে হাতেমের কানে।।"

যখন রাত্রির ছায়া ঘনালো বিরান গোরস্তানে
আল্লার জিকির করে তা'য়ী পুত্র শূন্য ময়দানে,
ঝিল্লি সুরে মুখরিত রাত্রির প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা
এক সাথে বয়ে আনে প্রশান্তি ও বিস্মৃত ব্যর্থতা ;
যখন প্রহর শেষে দ্বিতীয় প্রহর হলো রাত
জীবনের সাড়া যেন জাগিল কবরে অকস্মাৎ।
বিস্মিত হাতেম দেখে জড়োয়া-জড়ানো শাহী তাজ
শাহানা লেবাসে কারা উঠে এলো নওশার সাজ !
বুঝিল হাতেম তা'য়ী শহীদী রূহের এ জামাত
লহুর বদলে পেল পরিপূর্ণ রৌশন সুরাত
কবরের অন্ধকার ছিঁড়ে এলো জীবন্ত ;—যেমন
মৌসুমী ফুলের দল আসে ফুঁড়ে মাটির বাঁধন।
শুধু সে জামাতে এক চীরধারী বৃদ্ধ পেরেশান
যেন শস্য-ফলহীন প্রান্তরের পরিত্যক্ত প্রাণ
নাঙ্গা পাও, নাঙ্গা শির বসিল সে যেয়ে কিছু দূরে;
আহাজারি, আফসোস ফোটে তার ব্যথা-দীর্ণ সুরে।
অন্তহীন হাহাকার ফুটে ওঠে সে কান্নার মাঝে
: করি নি এমন নেকী এখন লাগিতে পারে কাজে।
দ্বিতীয় প্রহর রাত শেষ হলো এ ভাবে যখন

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ খাঞ্চা এলো সকলের সম্মুখে তখন,
জান্নাতের নেয়ামত খাঞ্চায় সাজানো থরে থরে ;
সফেদ ফিরনী, জর্দা, মেওয়াজাত দেখে তার পরে।
মেহ্‌মান তা'য়ী পুত্র সে-ও এক পূর্ণ খাঞ্চা পায় ;
খুশীর রোশ্‌নি যেন ঘোরে সেই মাঠের হাওয়ায়।

শুধু তার কণা মাত্র পেল না জয়িফ ইনসান,
দুর্গতি, দুর্ভাগ্যে তার কেঁদে ওঠে হাতেমের প্রাণ।
ব্যথিত হাতেম তা'য়ী তাকায়ে সে মিসকিনের পানে
বুঝিতে পারে না অর্থ; বোঝে না এ রহস্যের মানে।
'দেবে সে নিজের খাঞ্চা'— এ কথা ভাবিল যেই মনে;
বৃদ্ধের সম্মুখে দেখে পাত্র কে রেখেছে সঙ্গোপনে !
মানুষের তাজা খুনে পরিপূর্ণ সে-পেয়ালা ; আর
দ্বিতীয় পেয়ালা দেখে পূঁজে ভরা কদর্য আকার !

এ দিকে তাকায়ে দেখে কলহাস্যে উল্লসিত প্রাণ
জান্নাতি সওগাত তোলে পরিতৃপ্ত ওষ্ঠে শহীদান!
খোশ্‌বুদার মেশ্‌ক্ আর সুরভিত জান্নাতি পেয়ালা,
রওশন চমক লাগে খাঞ্চাপোশে যেন জ্যোতির্জ্বালা !

শেষ হলে খানাপিনা গায়েবের খাদিম সেখানে
তুলিয়া দস্তরখান মিলালো কোথায় আস্‌মানে।

মানুষের রক্তে যার পূর্ণ পাত্র সেই বীতরাগ
ম্রিয়মান বৃদ্ধ যেন ধূমাচ্ছন্ন, স্তিমিত চিরাগ
ধূলি-ম্লান শামাদানে, জলসার প্রান্তে বিষাদের

www.pathagar.com

ছবি এক অভিশপ্ত, ভারগ্রস্ত ব্যর্থ জীবনের
নাঙ্গা পাও, নাঙ্গা শির, নতমুখে বসে আছে দূরে;
আহাজারি, আফসোস ফোটে তার ব্যথা-দীর্ণ সুরে।

শহীদের মজলিসে মুসাফির ব্যথাহত মন
শুধালো হাতেম তা'য়ী বিভেদের নিগূঢ় কারণ।
শুধালো, 'মস্‌নদ আর শাহানা লেবাস পাও সবে,
কেন, কি কারণে বলো জয়িফের ছিন্নবস্ত্র হবে?
জান্নাতি সওগাত পাও, কেন পায় রক্তের পেয়ালা
চীরধারী ইনসান? কেন থাকে দূরে সে নিরালা?'

হাতেম তা'য়ীর কাছে বলিল এ কথা শহীদান,
'জানি না রহস্য এর, জানে শুধু ঐ ক্লান্ত-প্রাণ
বৃদ্ধ পেরেশান। যদি জেনে নিতে চাও অর্থ তার
শুধাও বৃদ্ধকে ; তবে জানাবে সে হাল আপনার।'

তখন হাতেম তা'য়ী শুধালো বৃদ্ধকে, 'মেহেরবান
কেন, কি কারণে তুমি আছো আজ এত পেরেশান?
জান্নাতি সওগাত পায় জামাত যখন জলসায়
ইনসানের তাজা খুন কেন তুমি পাও পেয়ালায় ?'

উত্তরে জানালো বৃদ্ধ, 'শোন তুমি, শোন রাহাগির,
জিন্দেগির মাঝে আমি করেছি হাজার তকসির,
আমার অধীন ছিল এই সব আনন্দিত-প্রাণ;

ভাগ্যহীন আমি; ওরা পেয়েছে ইজ্জত অফুরান,
ভুলে গেছে তিক্ত স্মৃতি তাই আজ ওরা বে-খবর

www.pathagar.com

উজ্জ্বল সোনালি দিনে যেমন জালালী কবুতর। ...

'ইউসুফ আমার নাম, চীন দেশে মাকান আমার,
দূরান্ত সফরে আমি করেছি অঢেল কারবার,
ইনসানের লহু চুষে বাড়ায়েছি দৌলত কেবল;
ভাবিনি কখনো আমি আখেরাতে পাব প্রতিফল।

'জীবনে করি নি দান, ... ভূখা ফাঁকা পেরেশান দিল
পায় নি আমার কাছে শস্য-দানা, ছিলাম বখিল।
শুধু বাড়ায়েছি পুঁজি, করি নি কখনো নেক কাজ;
বরং বিপক্ষে তার ক্রমাগত তুলেছি আওয়াজ।

'যে করেছে খিদমত, যে দিয়েছে পিয়াসীকে পানি
এই বখিলের কাছে পেয়েছে সে অন্তহীন গ্লানি;
ভুখা গরীবের মুখে যে দিয়েছে তুলে এক কণা
পেয়েছে আমার কাছে বিষ-তিক্ত সহস্র গঞ্জনা।

ওরা শোনে নাই মানা, মাল-মাত্তা পেয়েছে যেমন
দিয়েছে জাকাত ; আর মানে নি পুঁজির প্রলোভন।
'নির্বোধ,'— ভেবেছি আমি। বলেছি সে কথা উচ্চস্বরে।
উত্তরে বলেছে ওরা ক্রমাগত ব্যথিত অন্তরে
: আল্লার সৃষ্টিকে যারা খিদমত করে মুক্ত প্রাণে

আল্লার রহমত, রেজা পেয়ে থাকে তারা দু'জাহানে।
'হেসেছি সে কথা শুনে ধনগর্বে। — দূরে দূরান্তরে
পুঁজির বাসনা নিয়ে গেছি আমি লোলুপ অন্তরে,
শিকারের লোভ নিয়ে যায় দূরে আজদাহা যেমন
তেমনি ঘুরেছি আমি দেশে দেশে প্রলুব্ধ কৃপণ,

www.pathagar.com

গঞ্জের সড়ক আমি বিষাক্ত করেছি লোভাতুর
অতৃপ্ত মুনাফাখোর— গোত্রভুক্ত শ্বাপদ পশুর।

'মানুষের রক্ত শুষে ভরেছি আমার বালাখানা,
শুনিনি দোস্তের মানা ; শুনি নাই বিবেকের মানা।

'এইভাবে দিন যায় মুনাফা ওঠায়ে তেজারতে
দিনার, দিরহাম পাব ভেবে চলি খরজমের পথে।
সঙ্গী দল ছিল আর মাল-মাত্তা ছিল বেশুমার।
রাহাজানি করে মাল কেড়ে নিল লুটেরা সবার।
কাফেলার সঙ্গী দল আর আমি,— রাত্রির ছায়াতে
সকলে হয়েছি খুন এক সাথে ডাকাতের হাতে।

'জীবনে যা বুঝি নাই, মরণে তা হয়ে গেছে বোঝা;
পেয়েছি খুনীর পদ, এরা পেল শহীদী দরজা।
বুলন্দ নসীব পায় পরিপূর্ণ জান্নাতের ডালা;
বখিলের তক্‌দিরে জোটে শুধু রক্তের পেয়ালা !

'কতকাল পড়ে আছি, কতকাল করি সোরসার,
শোনে না কখনো কেউ আহাজারি কৃপণ আত্মার।
এবার সাহেবে-কাশ্‌ফ এলে যদি ইঙ্গিতে খোদার
তা'হলে হয়তো শেষ হবে এই কান্না ব্যর্থতার।'
শুধালো হাতেম তা'য়ী, 'বলো হবে কিভাবে ভালাই,
কি ভাবে তকসির আর গুণা খাতা মাফ হবে ভাই?'

বলিল ইউসুফ, 'যদি রাহাগির কর মেহেরবানি,
নাজাতের পথ পাবো, ঘুচে যাবে এই পেরেশানি।

www.pathagar.com

আমার আউলাদ ঘোরে বদহালে চীন দেশ মাঝে,
শুধায়ে তাদের নাম যাবে তুমি হুজরার কাছে।
সেখানে মাটির নীচে মাল-মাত্তা রয়েছে আমার,
আউলাদ, ফরজন্দ পাবে শুধু মাত্র এক হিস্যা তার;
দৌলতের তিন ভাগ পাবে সব বান্দা এলাহির ; —
এইভাবে যদি মাফ হয় গুণা অধম পাপীর।'

হাতেম বলিল, 'আমি এই কথা করি যে কারার
চীন মুল্লুকেতে যাব যদি থাকে জিন্দেগি আমার।
খোদার রহম হলে মুছে যাবে ব্যর্থতার জ্বালা,
জান্নাতি সওগাত পাবে; মিটে যাবে রক্তের পেয়ালা।'

চতুর্থ প্রহর রাত্রি শেষ হয়ে গেলে তারপরে
আশ্চর্য স্বপ্নের মত রূহ্ দল মিলালো কবরে,
সুবে সাদিকের পর্দা পার হয়ে জাগিল আফতাব;
হাতেম তা'য়ীর চোখে জাগে চীন সফরের খ্বাব৷৷

www.pathagar.com

সফরের পথে

(হাতেম তা'য়ীর স্বগতোক্তি)

বিগত রাত্রির কথা স্বপ্ন বলে মনে হয়, তবু
স্বপ্ন নয় জানি। শহীদী দস্তরখানে এল যারা
পেল তারা জান্নাতের নেয়ামত ; আর দোজখের
আলামত দেখি সেই শোষকের পাত্রে ভয়াবহ।

প্রথম প্রহর রাত্রি শেষ হলে নওশার বেশে
উঠে এলো শহীদান রওশন শাহানা লেবাসে,
সাত তারা উঠে আসে এক সাথে যেমন রাত্রির
কাল আস্তরণ ছিঁড়ে, এলো তারা উজ্জ্বল তেমনি
আলোর পয়গাম নিয়ে অন্ধকারে। এলো সেই সাথে
অন্তহীন হতাশায় চীরধারী আত্মা শোষকের
শংকিত সিয়াহি যেন বিকলাঙ্গ রাত্রির আঁধারে।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি শেষ হলো কান্না শুনে সেই
বখিলের,— কাঁদালো যে পৃথিবীতে সংখ্যাহীন প্রাণ।
তৃতীয় প্রহরে এলো নূরানী খাঞ্চায় সুরভিত
জান্নাতের নেয়ামত শহীদের তরে, আর এলো
পাত্র সেই ভয়াবহ পরিপূর্ণ ইনসানের খুনে
কঞ্জুষ বখিল এক অভিশপ্ত ভাগ্যে শোষকের।

দেখেছি অনেক দৃশ্য পৃথিবীতে, কিন্তু ভাবি নাই
দুঃস্বপ্নের অগোচর এই দৃশ্য জীবনে কখনো,

www.pathagar.com

ভাবিনি কখনো আমি শোষণের এই প্রতিফল
এ লাঞ্ছনা অন্তহীন জীবনের পারে। বখিলের
আর্তস্বর বলে গেল সব লুব্ধ প্রাণের ব্যর্থতা;
আহাজারি আফসোসে ভরালো সে জমিন-আসমান।

চতুর্থ প্রহর রাত্রে শুনে তার নাজাতের রাহা
রাত্রিশেষে চলি আমি নিশান্তের রক্তিম আলোকে
দূরান্তের পথযাত্রী সঙ্গীহীন। কিন্তু এখনো যে
সেই রক্ত ভয়াবহ ঘিরে আছে চেতনা আমার;
সেই দুঃস্বপ্নের ছাপ দেখি আমি দুনিয়া জাহানে।

এখন উজ্জ্বল ভোর, মুক্তপক্ষ স্বর্ণ ঈগলের
অবাধ গতিতে জাগে জীবনের গান; মুক্তা বিন্দু
দু' পাশে ঘাসের শীষে প্রোজ্জ্বল শিশির। সূর্যালোকে
তবু কেন পৃথিবীতে অন্ধকার বিষাদের ছায়া?
ছায়াম্লান নারী-নর কেন চলে বিষণ্ন পথের
দুই প্রান্তে ? আর্ত কণ্ঠস্বর কেন শুনি জনপদে?

'আদমের আউলাদ,— এক খান্দানের গোত্রভুক্ত
নারী-নর, দেশে দেশে দূরান্তরে রয়েছি ছড়িয়ে
বহু বর্ণ অসংখ্য জবান; কিন্তু রক্তধারা এক;
এক অনুভূতি হৃদয়ের। হাসি ও কান্নার অশ্রু
বয়ে যায় এক ভাবে নীড়-বাঁধা জীবনে, অথবা
মরুচারী বেদুইন যাযাবর জীবনের স্রোতে।

আল্লার রহমত, রেজা ঘিরে আছে এক ভাবে এই
দুনিয়া জাহান। মুক্ত আলো বায়ু নামে এক ভাবে

www.pathagar.com

জনপদে, এক স্নেহচ্ছায়া ঘিরে আছে এ পৃথিবী
— আল্লার সংসার। তবু কেন এ বিভেদ? ইবলিসের
কী দুরাশা ধ্বংস করে মানুষের ঘর? কেড়ে নেয়

শিশুর মুখের হাসি, মুছে ফেলে শক্তি তরুণের,
স্তব্ধ করে বলদর্পী কি আশায় জ্ঞানীর জবান?

রক্ত শোষণের পালা চলেনি কি অব্যাহত আজও
এই পৃথিবীতে? সভ্যতা গর্বিত মন জনপদে
দেখে না কি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের,
ষড়যন্ত্রজাল শোষকের? দেখে না কি চারপাশে
অনাহার-ক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে? মাটি, মাঠ
কিম্বা অরণ্যের প্রান্তে ছিল যত কৃষাণ, সহজ
সরল জীবন নিয়ে প্রকৃতির মতন উদার,
উজ্জ্বল আনন্দময় পরিতুষ্ট শ্রমের ফসলে
পড়েনি কি তারা আজ শোষকের ফাঁদে? পথে পথে
কেন ব্যর্থ হাহাকার? স্বপ্ন আর প্রশান্তির ঘর
পৃথিবী হারালো কোন্ অন্ধকারে?

চলে জুয়া খেলা
মজ্‌লুমের ভাগ্য নিয়ে; শান্তির মঞ্জিলে ওঠে তাই
অশান্তির অট্টহাসি। জিন্দেগানি হয়েছে বিস্বাদ,
মৃত্যুও অশান্তিময়। মানুষের রক্তের বেসারিত
চালায় নিশ্চিন্ত মনে শোষক-সন্ততি। উর্ণনাভ

www.pathagar.com

শিকারের প্রত্যাশায় জাল পেতে কৌশলে যেমন
থাকে প্রতীক্ষায়, তেমনি প্রতীক্ষমান শোষকের
লুব্ধ দৃষ্টি জেগে থাকে শিকার-সন্ধানে। সে শিকার
মজ্‌লুম ইনসান;— আদমের আউলাদ সে শিকার !

নিকটে অথবা দূর দেশান্তরে অভিন্ন তবুও
হৃদয়ে, আত্মায় এক মানুষের সেই সহোদর ;
অথচ পায় না অংশ !— দাবি তার চক্রে শোষকের
মিটে যায় রুদ্ধশ্বাস, ইব্‌লিসের পাঞ্জায় যেমন
ন্যায়, নীতি মরে। .... তবে কেন শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান,
কোন্ মুখে চাই বলো পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব আজ
প্রাপ্য যার যতটুকু দিতে যদি না পারি ফেরায়ে।

www.pathagar.com

সওদাগরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী

বনি আদমের প্রাপ্য দাও তাকে ফেরায়ে আবার,
দাও ইনসানের হক। যে দৌলত আছে সঙ্গোপন,
পাবে যা সামান্য শ্রমে ;— মনে রেখো একমাত্র তুমি
তার অধিকারী নও। দিলো যারা স্বেদ ও শোণিত,
যাদের রক্তের মূল্যে বেবাহা দৌলত, সম্পদের
অধিকারী তারা, তারাই ঐশ্বর্য পাবে,— জিন্দেগিতে
পেল যারা ক্রমাগত বঞ্চনা; অথচ শ্রমশীল
প্রবঞ্চিত সেই সব বান্দা এলাহির।

মরু মাঠে

জেনেছি এ কথা আমি রাত্রিশেষে। শুনেছি সেখানে
দুর্গত আত্মার কান্না !... ধূলিম্লান শামাদানে আমি
দেখেছি স্তিমিত শিখা ধুমাচ্ছন্ন দীপের আকুতি
নাজাতের রাহা খোঁজে অন্ধকারে, কিন্তু পায় না সে
অসহ্য উত্তাপ আর ধূম্রজালে আবদ্ধ প্রদীপে।
মানুষের তাজা খুনে পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যার
মৃত্যু দুর্বিষহ, ... খরজমের মরু মাঠে, গোরস্তানে
দেখেছি আত্মাকে সেই মাথা কুটে মরে অন্ধ রাতে
স্তিমিত শিখার মত সমাচ্ছন্ন নিজের আঁধারে।
পারে না, পায় না মুক্তি। চেয়ে থাকে নির্ণিমেষ চোখে।
খাদ্যের সামানা দেখে দুই পাশে শৃঙ্খলিত প্রাণী
যেমন তাকায় ভয়ে ভারগ্রস্ত, তেমনি সে ভীরু
চেয়ে আছে শংকিত সত্তায়। তুমি তার ফরজন্দ্
তোমার কর্তব্য করো; মুক্ত হোক আত্মা মানুষের ॥

www.pathagar.com

গোরস্তানের অভিজ্ঞতা

স্বপ্নেরও যা অগোচর, জীবনে যা ভাবেনি কখনো
পেলো সওদাগরজাদা অকল্পিত, জমিনের নীচে
মাল-মাত্তা বেশুমার। হাতেমের নির্দেশে নির্লোভ
দিলো সে বণিক-পুত্র বঞ্চিতের প্রাপ্য যা ফেরায়ে
নিজের সামান্য অংশ দিলো দুঃস্থ আত্মার কল্যাণে।

খরজমের গোরস্তানে গেল ফিরে জুমা'রাতে একা
'য়েমনী হাতেম; শ্রান্ত। ঘন হলো রাত্রির আঁধার
দেখিল শহীদী রূহ্ এলো সেই গোরস্তান ফুঁড়ে
এল সে বৃদ্ধের আত্মা রওশন, শাহানা লেবাসে
(চীরধারী নয় আর)। মধ্য রাত্রে এল মেওয়াজাত
জান্নাতের নেয়ামত সুরভিত খাঞ্চায় সাজানো
('য়েমনী হাতেম তা'য়ী অংশ পেল যার), পেল বৃদ্ধ
শহীদী জামাতে সেই আনন্দিত; -খাদ্যের সামানা।

রাত্রিশেষে তা'য়ী পুত্র শুধালো বৃদ্ধকে সমাচার,
শুধালো সে হাল হকীকত। বলিল তখন বৃদ্ধ
(মুক্ত আত্মা), ! 'সুখে আছি, বেশুমার শোক্‌রিয়া জানাই
আল্লার দরবারে। যে মুহূর্তে প্রাপ্য তার পেল ফিরে
মজ্‌লুম ইন্‌সান, মুক্ত আমি সে মুহূর্তে, মুক্ত আমি
অভিশপ্ত জীবনের সেই শাস্তি থেকে। আসে নাই
রক্তের পেয়ালা কিংবা পূঁজে ভরা পাত্র ভয়াবহ
বঞ্চিত মানুষ পেলো প্রাপ্য তার সম্পূর্ণ যখন।'

নিশান্তের তীরে আত্মা শোক্‌রিয়া জানালো আবার,
দুস্‌রা সওয়ালের পথে চলিল হাতেম নামদার।।

www.pathagar.com

বেদাদ শহরের শাহ্‌জাদী

এক

স্বপ্নে ও বাস্তবে ঘেরা যে কাহিনী,—গ্রন্থি খুলে তার
দুস্‌রা সওয়ালের পথে চলিল হাতেম নামদার
(কেননা সে জেনেছিল যে পথিক জিজ্ঞাসা-বিধূর
অচেনা সড়কে পায় অফুরন্ত জীবনের সুর)।
অন্তহীন সফরের পথে তাই অজানা শহরে
পৌঁছিল হাতেম তা'য়ী এক দিন উৎসুক অন্তরে,
মধ্যপথে শাহী ফৌজ অকস্মাৎ বাধা দিল এসে
বলিল, 'জওয়াব দিয়ে সওয়ালের যাও দূর দেশে।'
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'এ কেমন দস্তুর তোমার,
রাহী মুসাফির ডেকে অকারণে করো অত্যাচার?'
বলিল তখন দ্বারী, 'শোন তবে বলি সব হাল,
মুলুকের শাহ্‌জাদী অপরূপ সূরাত জামাল
রূপসী তরুণী সেই। ... কিন্তু তার প্রশ্ন আছে তিন
রহস্যের অন্তরালে সেই প্রশ্ন নির্মম কঠিন।
কৈশোরের দিন-শেষে করেছে সে এ কঠিন পণ
তিন সওয়ালের মর্ম—জওয়াব না পাবে যতক্ষণ
রবে সে কুমারী হয়ে ; পায় যদি সঠিক উত্তর
খুঁজে নেবে সেই তন্বী নিজে তার প্রাণের দোসর।
প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুল যদি করে কেউ ফিরে
মওতের দেখা পায় রাত্রি-শেষে প্রভাতের তীরে।
তাই বলে রাখি আজ, দিতে যদি না পারো উত্তর
সুবে সাদিকের আগে পাবে কাল মৃত্যুর খবর।'

www.pathagar.com

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'জানি না তো প্রশ্নের খেলায়
নিভে গেছে অকারণে কত প্রাণ, কত অবেলায়,
তবু যদি নিতে চাও চলো আগে বাদশার দরবারে;
শুধাবো সুফল কোন্ পাবে শাহা এই অত্যাচারে।'
হাতেম তা'য়ীকে দেখে মুলুকের শাহা পেরেশান।
শুধালো সে পরিচয় নতমুখে শিরিন জবান।
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'লাভ নাই জেনে তা তোমার,
শুধু বলি রাহী জনে ডেকে তুমি দিও না আজার।'
বলিল তখন শাহা ক্ষীণ কণ্ঠে, 'এ দোষ কন্যার,
তবু তার অপরাধে আমি সাথে হই গুনাহ্‌গার,
প্রশ্নের উত্তর দিতে হল যারা ব্যর্থ মনোরথ
তাদের লহুতে আজ খুন-রাঙা এ দেশের পথ,
'আদল-আবাদ' ছিল একদা এ শহরের নাম,
'বেদাদ শহর' হলো ; -শা'জাদীর তক্‌সির তামাম।'
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'শা'জাদীকে পাঠাও খবর
এলো এক মুসাফির দিতে তার প্রশ্নের উত্তর।'

দুই

যখন বাদশা'জাদী বিদেশীর পেলো সমাচার
হাতেম তা'য়ীকে ডেকে মহলের মাঝে নিলো তার,
ধাত্রীকে পাঠায়ে দিয়ে অন্তরালে রহিল সে একা;
হাতেমের পেশানিতে ওঠে ফুটে দিনান্তের রেখা।
ধাত্রীকে হাতেম তা'য়ী শুধালো এ প্রশ্ন অবশেষে,
'কি ভাবে মানুষ মরে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এসে ?'

www.pathagar.com

বলিল সে বর্ষিয়সী, 'নেমে এলে রাতের আঁধার
হুঁশহারা শাহ্‌জাদী রূপ নেয় ক্ষিপ্ত দীউয়ানার,
ঘনতর হলে রাত্রি তারপর শুধায় সওয়াল,
জওয়াব না দিতে পেরে মুসাফির মরে হামেহাল।'
শুধালো হাতেম তা'য়ী ; 'জানো কি প্রশ্নের জটিলতা?'
বলিল সে বৃদ্ধা নারী, 'জানাতে পারি না সেই কথা।'

তিন

মৃত্যুর নিকষ ছায়া রাত্রি নেমে এলো সে মহলে ;
অনিশ্চিত আশংকায় জোনাকিরা নেভে আর জ্বলে,
কালো সিয়া অন্ধকারে আকাশের বিশাল গম্বুজে
অসংখ্য সিতারা আর উল্কা-পিণ্ড মরে পথ খুঁজে,
হাতেম তা'য়ীর মনে লক্ষ প্রশ্ন করে আনাগোনা ;
ছাড়াতে পারে না বীর দুঃসাহসী সহস্র ভাবনা।

চার

রুদ্ধ দ্বার খুলে গেলো অকস্মাত, নববধূ বেশে
জিনাত সিঙ্গার শেষে শাহ্‌জাদী দেখা দিল এসে !
নেকাব তুলিল নারী মহীয়সী, অকম্পিত ধীর,
হাতেম তাজ্জব হলো রূপ দেখে বাদশা' জাদীর,
দীপ্ত মহিমায় যেন শামাদানে শিখা সে রওশন;
দেখিল হাতেম তা'য়ী অপরূপ ; অনিন্দ্য আনন।
তবু মনে হলো তার কালো রেখা সে আলোর কাছে
আবছায়া আবরের মত শুভ্র মুখ ঘিরে আছে।
'খোশ আমদেদ' বলে শুধালো সে কুশল বারতা,
আশ্চর্য রহস্যময়ী শাহ্‌জাদী বলিল না কথা,

www.pathagar.com

সকল প্রশ্নের মুখে রহিল সে স্তব্ধ নিরুত্তর;
এই ভাবে কেটে গেলো নিশীথের প্রথম প্রহর...

প্রথম প্রহর-শেষে হলো কন্যা দিওয়ানার মত,
বলিল উদ্‌ভ্রান্ত নারী অর্থহীন কথা ক্রমাগত,
কাঁদিল কখনো, আর কখনো সে অবরুদ্ধ রোষে
বর্ষার মেঘের মত কাল চুল ছিঁড়িল আক্রোশে।

দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়ে গেল যখন রাত্রির
দিউয়ানার হাল ছেড়ে হলো নারী আশ্চর্য গম্ভীর,
দৃপ্ত কণ্ঠে অকস্মাৎ শুধালো সে, কে তুমি বেগানা
মওতের মুখে এলে, বন্ধুজন করে নাই মানা?
তিন প্রশ্ন করে যাব, মনে রেখ কঠিন সওয়াল,
জওয়াব না দাও যদি ফিরে তুমি পাবে না সকাল।'

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'শাহ্‌জাদী সওয়াল তোমার
বলে যাও একে একে, রাত্রি খোলে দিনের দুয়ার।'

একে একে তিন প্রশ্ন শুধালো সে নির্মম সুন্দরী;
হাতেম জওয়াব দিল এলাহির পাক নাম স্মরি ...

www.pathagar.com

সওয়াল- জওয়াব

সওয়াল

বল তুমি রাহাগির, সেই কাত্‌রা কোন দরিয়ার
সকল ওজুদ পয়দা হলো যাতে আলমে আল্লার।

জওয়াব

সে এক তরল বিন্দু থাকে মেরুদণ্ডে যা পিতার
যা থেকে হয়েছে সৃষ্টি জাহানের বিচিত্র সংসার।

সওয়াল

নর-নারী, জীব-জন্তু ফেরে কোন্‌ মেওয়ার সন্ধানে,
সে ফল হারায় যদি কেন মরে আশাহত প্রাণে?

জওয়াব

দুনিয়া জাহান মাঝে পুত্র-কন্যা সেই দুই ফল
হারালে যা জিন্দেগানি হয়ে যায় ব্যর্থ; নিঃসম্বল।

সওয়াল

কি আছে এমন, যাকে মখ্‌লুকাত পারে না ছাড়াতে,
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধরা দিতে হয় যার হাতে?

জওয়াব

কুল মখ্‌লুকের মাঝে নাই কোন প্রাণীর কুওত
ছাড়াতে অপরিহার্য আযলের লেখা সে মওত।

www.pathagar.com

পাঁচ

যখন হাতেম তা'য়ী দিলো তিন প্রশ্নের উত্তর
কাঁপিল বিষম ভয়ে সেই নারী শংকিত অন্তর,
সংজ্ঞাহারা হয়ে শেষে পড়ে গেল পালঙ্কের 'পরে
হাতেম দেখিল চেয়ে মৃত্যুস্তব্ধ সেই শূন্য ঘরে!
সুবিশাল ফণা মেলে সেই ক্ষণে আজদাহা বিশাল
শা'জাদীর পাশ থেকে উঠে এলো বিক্ষুব্ধ ভয়াল
(বুঝিল হাতেম তা'য়ী এতক্ষণে জ্বিনের কৌশল,
সওয়ালের নাম নিয়ে কি কারণে, কেন এই ছল)!

মুহূর্তে আল্লার নামে তা'য়ী পুত্র ওঠায়ে খঞ্জর
হানিল সর্পের শিরে অকম্পিত, নিঃশঙ্ক অন্তর,
পলকে খণ্ডিত ফণা পড়ে গেল মাটিতে সাপের;
রেখে দিল এক পাশে তা'য়ী পুত্র চিহ্ন সে পাপের।

ছয়

নিস্তব্ধ রাত্রির শেষে শুনিল সে ভোরের আজান
সুবে সাদিকের দ্যুতি এল নেমে প্রশান্ত, অম্লান।
যেমন গোলাব কুঁড়ি ওঠে জেগে আলোর ঝলকে
সংজ্ঞা পেয়ে শাহ্‌জাদী তাকালো সে ভোরের আলোকে।
জিঞ্জির খুলিয়া এলো ধাত্রী,— যেন মুর্ছাতুর ভয়ে;
হাতেম তা'য়ীর পানে তাকালো সে পরম বিস্ময়ে।

ধাত্রীর আওয়াজ শুনে এল বাদ্‌শা, আরকান দওলত,
বলিল বিস্মিত কণ্ঠে, 'এ কেবল খোদার রহ্‌মত
যারা এলো এ মহলে বাঁচে নাই কেউ রাত্রি-শেষে ;
গায়েবী মদদ পেয়ে মওতের মুখে বেঁচেছে সে।'

www.pathagar.com

বলিল উজীর এসে, 'মানুষের কিম্বা মানবীর
সত্তা যদি ঘিরে রাখে শয়তানের কুহক জিঞ্জির
অসংখ্য সওয়ালে তার মরে মূর্খ অন্ধকার স্রোতে।
কিন্তু যে পেয়েছে পথ সত্য আর জ্ঞানের আলোতে,
খোদার রহ্‌মত যাকে আছে ঘিরে,— দেয় সে উত্তর
সাচ্চা দিল;—যার হাতে মরে ইব্‌লিসের অনুচর।'

রাত্রির কাহিনী যত তা'য়ী পুত্র বলিল তখন,
বলিল কিভাবে পাপ ছিল সে আঁধারে সংগোপন,
আজদাহার রূপ নিয়ে কিভাবে সে জ্বিনের সর্দার
প্রশ্নের আড়াল টেনে চালায়েছে এই অত্যাচার!
খণ্ডিত সাপের ফণা তুলে নিয়ে দেখাল যখন
শোকর-গোজারী করে সকলে তখন এক মন।

সাত

লক্ষ মুবারকবাদ দিয়ে শাহা বলে, 'রাহাগির
রাত্রির লানৎ আর শেষ হলো সওয়াল নারীর,
শা'জাদীর খিদমত পাবে, যদি থাকো এ মঞ্জিলে,
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কে ফিরেছে পেরেশান দিলে?'

সাত দিন, সাত রাত্রি সে মহলে থেকে তারপর
দুস্‌রা সওয়ালের পথে তা'য়ী পুত্র ছাড়িল শহর॥

www.pathagar.com

পরীর প্রেম

বর্ণনা

[দুস্‌রা সওয়ালের পথে চলিল হাতেম রাহাগির
পৌঁছিল একদা এসে এলাকায় সে পরী-রাণীর,
লশ্‌কর, সিপাহী যার আদমের জানের দুশ্‌মন
কুলজুম দরিয়া তীরে বন্দী তারে করিল তখন,
অচেনা জমিনে সেই শাসনের কঠিন জিঞ্জিরে
দিনরাত্রি, রাত্রিদিন হাতেম তা'য়ীকে রাখে ঘিরে।

জিন্দানখানার মাঝে আচম্বিতে এল এক দিন
নাজুক উজীরজাদী হাস্‌না পরী— উল্লাস রংগিন,
হাতেম তা'য়ীকে দেখে হলো পরী বন্দিনী প্রেমের,
প্রেমের বেদনা তার মুছে নিল আনন্দ প্রাণের,
বনি আদমের কাছে এলো নেমে সুরূপা সে পরী;
পারিল না বাধা দিতে পথে তার অসংখ্য প্রহরী।

মৃত্যুর সম্মুখে এসে কিভাবে হলো সে সাহসিকা,
কিভাবে জ্বলিল তার অবরুদ্ধ হৃদয়ের শিখা,
জীবন মুঠিতে পুরে মৃত্যুকে মুছিয়া পদতলে
কিভাবে পেলো সে তার দয়িতেরে রিক্ত অশ্রুজলে
সবুজ পরীর গাথা বলে যায় সে কথা সহজে ;
যে জানে প্রেমের মর্ম কাহিনীর অর্থ সেই বোঝে।।]

www.pathagar.com

কাহিনী

বনি আদমের রূপ দেখে ভুল হয়েছে যার
জাহেরি সূরাতে পেয়েছে সে দেখা ব্যর্থতার
বনি আদমের দিল চিনে ভুল হয়নি যার
চিনেছে সে পরী ঈশ্‌কের রঙ পূর্ণতার,
প্রাণ-সঞ্চয়ে পেয়েছে পাথেয় অকূলে তরী !
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

দূর সফরের পথে রাহাগির—দারাজ দিল
চলেছিল খুঁজে একাকী যখন সারা নিখিল
বন্দী হলো সে পরীস্তানের বিরান মাঠে,
মৃত্যুর ছবি দেখে শুধু তার সময় কাটে;
জিন্দানে আর জিঞ্জিরে মন ওঠে শিহরি' !
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

সাড়া পড়ে গেল যখন শহরে, 'আদম জাত
হয়েছে বন্দী, পুড়বে এবার তার বরাত'
পাঠালো হাস্‌না সেহেলিকে তার নিতে খবর
জেনে নিতে সেই বন্দীর কথা পূর্বাপর
আদম জাতির রূপ দেখে ভোলে সেই নাগরী !
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

জানালো সেহেলি হাস্‌নার কাছে, 'বনি আদম
হয়েছে বন্দী কয়েদখানায় সুনির্মম!
যারা কুলজুম দরিয়ার তীরে পাহারাদার
তাদের হাতেই ধরা পেল সেই রূপকুমার;

www.pathagar.com

আছে মৃত্যুর যন্ত্রণা তার ভাগ্য ভরি।'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

জানালো হাস্‌না সেহেলিকে তার যে ব্যথা মনে
কি করে সে ব্যথা নিয়ে ফিরে যাবে সংগোপনে,
দয়িতের রূপে পূর্ণ যে ছিল—সে বালাখানা
কোঠায় কোঠায় রাখে ছবি তার মানে না মানা;
দূরে যদি যায় জেগে ওঠে হায় সে মুখ স্মরি'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাসনা পরী।

গভীর নিশীথে ঘুমালো যখন পাহারাদার
দশ পরী সাথে নিয়ে গেল সখী বন-কিনার,
সুপ্তিমগ্ন হাতেম তা'য়ীকে ওঠায়ে খাটে
তুলে নিয়ে এল মহলের মাঝে পরীর নাটে;
পালঙ্কে তার তুলে দিল সেই রসিকা গোরী।
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

ঘুম ভেঙে গেলে বোঝে না হাতেম কাহিনী আর
বখ্‌তের খেলা ... বসেছে এখন তখ্‌তে কার !
দুঃখের দিন দিগন্ত-লীন বিন্দুপ্রায়
মিশে গেছে যেন অনাবাদী দ্বীপ নভঃ ছায়ায় ;
স্বপ্ন রাতের সায়রে ভেসেছে রূপালি তরী।
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।
হাজার তারার রোশ্‌নির মাঝে পঞ্চদশী
আস্‌মান থেকে যেন দুনিয়ায় পড়েছে খসি !
সখী দল মাঝে হাস্‌নাকে দেখে নিশি-জাগর

www.pathagar.com

শুধালো যখন য়েমনী হাতেম পেল খবর,
নাচে উল্লাসে সেহেলির হার সপ্ত নোরী
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাসনা পরী।

বনি আদমের রূপ দেখে ভুল হয়েছে যার
জাহেরি সূরাতে সে পেয়েছে দেখা ব্যর্থতার,
বনি আদমের দিল চিনে ভুল হয়নি যার
চিনেছে যে পরী ঈশ্‌কের রঙ পূর্ণতার ;
প্রাণ-সঞ্চয়ে পেয়েছে পাথেয় অকূলে তরী !
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

*

জান্‌লো যখন পরী-রাণী— সেই আতশজাত,
শিখার মতই কাঁপে রোষ ভরে আঁখি ও হাত ...
জিঞ্জিরে বাঁধা পড়লো হাস্‌না, হাতেম তা'য়ী।
ভাবে পরী দল ঈশ্‌কের খেলা এ পথে দায়ী,
আহাজারি করে ; এলো দরবারে যে সহচরী।
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

ঘাসের ডগায় শিশিরের মত অনিশ্চিত
কেঁপে ওঠে প্রাণ, সেহেলিরা ভয়ে মরণ-ভীত !
এমন সময় 'দস্ত-বন্দা' উজীর কয়,
'জানাবো দিলের আরজু এখানে পেলে অভয়;
জানে বিমারীর দাওয়াই আদম দেশান্তরী।'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।
বিস্ময়ে দেখে তখন সকলে 'বন্দীয়ান'
হাতেমের কাছে বলে পরী-রাণী মৃদু জবান,

www.pathagar.com

বলে সে বিদেশী হাতেম তা'য়ীকে, 'বনি আদম
আঁখের আজার—অন্ধত্বের জ্বালা বিষম ;
এক ফরজন্দ্ সেই বিমারীতে পড়ছে ঝর।'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্না পরী।

বলিল হাতেম, 'আঁখের এলাজ বিহানে কাল
দেব আল্লার ফরমানে, রাত হোক সকাল;
শুধু নূররেজ তরুর আরক আমার চাই,
সে আরক ছাড়া এই বিমারীর এলাজ নাই;
এনে দিয়ো তাই কাল ভোরে তুমি ভরা গাগরি।'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্না পরী।

শুনে চম্‌কায় পরী-রাণী সেই তরুর নাম,
বলে, 'এ জীবনে পূরবে না বুঝি মনস্কাম,
দেও-দানবের পাহারা যেখানে—সে জুল্‌মাতে
বাঁচে নাই পরী পড়লে কখনো দেওয়ের হাতে;
তবুও শুধাই যাবে কোন্ পরী এ ব্যথা স্মরি?'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্না পরী।

কথা শুনে তার যত পরীজাত আনত শির
জানায়, 'সে মাঠে যেতে হিম্মত নাই পরীর,
যদি আচানক হাতে পায় দেও পরীকে, তবে
পাঁপড়ির মত ছিঁড়ে ফেলে দেয় বজ্র রবে;
ফেরে নাই কেউ সেই মাঠ থেকে অকালে মরি।'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্না পরী।

www.pathagar.com

পেরেশান হালে থাকে পরী-রাণী শুনে সে কথা,
কেঁদে বলে শুধু, 'মিট্‌বে না তবে এ ব্যর্থতা,
লুব্ধদৃষ্টি মরবে আঁধারে বদ নসীব;
শা'জাদা হয়েও সকলের চেয়ে সেই গরীব।'
ফরজন্দের ব্যথা বাজে তার বক্ষ ভরি।
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

সেই বেদনায় সকল পরীরা গুমরি মরে
সান্ত্বনাহীন কারু মুখে আর কথা না সরে
তীব্র হতাশা জমে ওঠে যেন সে মজলিসে
বোঝে না বিপুল এই ব্যথাভার মুছবে কী সে,
ডুবন্ত যার আশা বাঁচবে সে কী তৃণ ধরি?
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

মওতের ভয়ে কাঁপছে যখন আতশজাত
অচপল শিখা— দাঁড়ালো হাস্‌না অকস্মাত,
সেই মজ্‌লিসে জানালো কণ্ঠ অকম্পিত,
'যাবো আমি সেই মৃত্যুর মাঠে, হবো না ভীত
আমার দয়িত হাতেম তা'য়ীর মুক্তি স্মরি।'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

বলে সে আবার, 'পরী-রাণী কর অঙ্গীকার
ফিরে আসি যদি দেবে তুমি এই পুরস্কার,
আমার প্রেমিক শা'জাদা হাতেম আমারি হবে;
শাহী রোষ আর শৃঙ্খল ভার সুদূরে রবে।'
ইঙ্গিত পেয়ে, সে পরী শূন্যে তোলে গাগরি!
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

www.pathagar.com

জাগে মিশ্রিত উল্লাস-ভয় সেই কথায়,
চোখের পলকে কোথায় হাস্‌না মেশে হাওয়ায় !
পারেনি যেখানে যেতে কোন প্রাণী শক্তিমান
কি করে সেখানে যাবে ঐ পরী নাজুক-প্রাণ !
প্রেমের শক্তি কাট্‌বে কি তবে এ শর্বরী?
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

অস্ফুট স্বরে পরী-রাণী তবে এ কথা বলে,
'প্রেমের পন্থা মানে নি তো বাধা জগদ্দলে,
মাশুকের পথ চেয়েছে জাহানে আশিক যদি
পারেনি কখনো বাধা দিতে তারে পাহাড়, নদী;
পারেনি কখনো থামাতে সে গতি গিরি ও দরি।'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

*

চল্লিশ দিন বাদে উড়ে এল প্রেমিকা সেই,
আত্‌শি পাখায় আর ওড়বার শক্তি নেই,
হাতেমের বুকে পড়ল লুটায়ে সংজ্ঞাহারা,
নতুন রোশ্‌নি চোখে ঝরে তবু অশ্রুধারা;
এনেছে সে বয়ে এলাজের সেই ভরা গাগরি !
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

পরী-রাণী এসে বলে উল্লাসে, 'পাওনা যার
যে চায় যেমন পায় সে সুফল— প্রত্যাশার,

www.pathagar.com

চোখের এলাজ পাবে ফরজন্দ্,— প্রেমিকা এই
পাবে প্রেমিকের সঙ্গ,—বাধা ও বন্ধ নেই;
তরুণ প্রেমিক চল্‌বে প্রেমের পন্থ্ ধরি।'
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।

বনি আদমের রূপ দেখে ভুল হয়েছে যার
জাহেরি সূরাতে পেয়েছে সে দেখা ব্যর্থতার,
বনি আদমের দিল চিনে ভুল হয় নি যার
পেয়েছে সে পরী ঈশ্‌কের রঙ পূর্ণতার,
প্রাণ সঞ্চয়ে পেয়েছে পাথেয়— অকূলে তরী !
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।।

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী ও হাস্‌না পরী

(শেষ আলাপ)

পরী

ভোরের সিতারা ওঠেনি এখনো, দেখ রাত্রির
বেদনা জমেছে তৃণের শিয়রে— অশ্রু শিশির।

হাতেম

তবু যেতে হবে, জাগে সম্মুখে প্রশ্ন কঠিন;
পাবো উত্তর যে-দিন হাস্‌না ফিরবো সে-দিন।

পরী

পরীর এ প্রেম হবে না সে পথে প্রতিবন্ধক
নিয়ে যাও তুমি পূর্ণ আশার মুক্ত ঝলক।

হাতেম

শেষ হলে কাজ ফিরবো এখানে হাওয়ার পাখায়;
ভোরের সিতারা ওঠে আস্‌মানে ;— হাস্‌না বিদায়।।

www.pathagar.com

দুস্‌রা সওয়ালের পথে

"মঞ্জেল মঞ্জেল রাহা নেকালিয়া যায়।
উচা বালাখানা দেখে নদী কিনারায়।।"

পরীর মহল ছেড়ে এক দিন দেখে মুসাফির
উঁচু বালাখানা এক পূর্ব পারে অচেনা নদীর,
মর্মর পাথরে গড়া ইমারত, দিনান্ত রশ্মিতে
প্রশান্তির ছবি যেন (ছায়া তার পড়েছে নদীতে)!
দেখিল হাতেম তা'য়ী মহলের শাহী দরজায়।
লেখা আছে, 'নেকি করো দওলত ফেলে দরিয়ায়।'
দীর্ঘ সফরের ফল চোখে দেখে হাতেম মর্দানা
আল্লার দরবারে করি মুনাজাত, জানালো শোক্‌রানা।
বিদেশী মেহ্‌মান দেখে খাদিমেরা এলো তার কাছে,
হাতেম তা'য়ীকে তারা নিয়ে গেল মহলের মাঝে,
শাহী খানা এনে দিলো, দিলো এনে সাজ-সরঞ্জাম;
শেষ হলে খানাপিনা জলসার করিল আঞ্জাম।
দেখিল হাতেম তা'য়ী তারপর সুপ্রশস্ত ঘরে
বৃদ্ধ তার মেযবান (চোখে যার স্নিগ্ধ রোশ্‌নি ঝরে)!
মোমের আলোকে আর লোবানের সুরভি ধোঁয়ায়
দূরাগত রহস্যের খোশ্‌বু যেন পেলো সে হাওয়ায়।
অচেনা সে, তবু তাকে ডেকে নিলো তাজিমের সাথে,
শুধালো, 'বিদেশী তুমি কি কারণে এসেছো ডেরাতে?'
বলিল হাতেম তা'য়ী 'মেহেরবান, বলো সমাচার
লিখেছ যা দরজায় কী রহস্য অন্তরালে তার,
বহু দূর দেশ থেকে এসেছি এ দরিয়ার বাঁকে;
সংশয়ী নারীর প্রশ্ন আজ আমি শুধাই তোমাকে।'

www.pathagar.com

দুস্‌রা সওয়ালের জওয়াব

(হাতেম তা'য়ীর প্রতি দরিয়া-তীরের বৃদ্ধ)

সন্ধ্যার আসরে যদি বল তুমি কাহিনী আমার
বিস্মিত হবে সে নারী প্রশ্ন শুধু মনে জাগে যার,
সংশয়িত যার প্রাণে জাগে শুধু সওয়াল কঠিন
হয়তো বা তার কাছে মনে হবে : কল্পনা রংগিন,
অবিশ্বাস্য, অবাস্তব মনে হবে কাহিনী আমার;
কিন্তু তাকে বলো তুমি সামান্য এ খিদ্‌মতগার
রুটি ফেলে দরিয়ায় বদ্‌লা পেল কি তার জীবনে
সন্ধ্যার আসরে যদি কোন দিন পড়ে তা স্মরণে।

সময়ের রেখাংকন দেখ চেয়ে ললাটে বৃদ্ধের,
শূন্য কিংবা পূর্ণ মাঠে দেখ এ স্বাক্ষর সময়ের,
—কুল মখ্‌লুকের পরে বিজয়ী সে ! আমীর, ফকীর
কঠিন নির্দেশ তার মেনে নিয়ে চলে নতশির,
জীর্ণ ডেরা, বালাখানা তার কাছে সকলি সমান,
যায় সে সহজে পিষে মানুষের দম্ভ-অভিমান,
ঐশ্বর্য, বিলাস যত, রং-মহল, সুদৃঢ় মিনার
ধ্বংস করে অনায়াসে সময়ের তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

সময়ের সেই ছাপ দেখ চেয়ে ললাটে বৃদ্ধের,
পাবে না কুঞ্চিত চর্মে চিহ্ন আর নও-বাহারের,
কিন্তু মনে রেখো তুমি জ্বরা-চিহ্ন ছিল না ললাটে
যখন কেটেছে দিন যৌবনের পরিপূর্ণ নাটে,

www.pathagar.com

যখন খুশীর সুর বেজেছিল জীবনের তারে,
খঞ্জন-চপল দিন ছিল এই নদীর কিনারে,
সঙ্গ-দোষে লক্ষ্যহারা পথে রাত্রি কেটেছে যখন
অনুদার নয়; -তবু উচ্ছৃঙ্খল ছিল তনু-মন।

জানি না সে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বোঝা বয়ে আমি
পার হয়ে গেছি কত প্রবৃত্তির সড়ক বেনামী;
মানুষের নগ্ন রূপ বহু নিম্নে পাশবিকতার
দেখেছি সভয়ে আমি খুলে ক্লান্ত মনের দুয়ার,
আজদাহার মত লোভ পৃথিবীতে দেখেছি, লোভীর,
ইব্‌লিসের ভূমিকায় হিংস্র রূপ দেখেছি চক্রীর,
দেখেছি স্বার্থান্ধ প্রাণ, সংকীর্ণতা দেখেছি প্রচুর;
পায়নি কখনো তাতে জিন্দেগানি আনন্দের সুর।

'দৌলৎ জমায়ে রেখে, কি লাভ পুঁজির বোঝা বয়ে
শান্তিহীন রাত্রিদিন কারুণের অনুবর্তী হয়ে,'
ভেবেছি এ কথা যত মিটে গেছে তত লুব্ধ আশা।
মানুষের রক্ত শুষে সম্পদের বাড়াতে পিপাসা
যে প্রয়াস, মিটেছে তা বেহিসাব উচ্ছল যৌবনে;
সঞ্চয়ের কোন তৃষ্ণা ছিল না তো বেখেয়াল মনে।

এ জীবনে সাধ ছিল,—পাব আমি দাতার সম্মান,
ছিল না আমার সাধ্য। বিত্তহীন দরিদ্র সন্তান
পাই নাই ইনসানের খিদ্‌মত করার যোগ্যতা,
কুল মখ্‌লুকের তরে ছিল তবু সংগোপন ব্যথা,
ভুখা থেকে বহু দিন খাদ্য-কণা দিয়েছি বিলায়ে
পথের পশু বা পাখী পেয়েছে তা সুপ্ত বনচ্ছায়ে

www.pathagar.com

যে নদী সম্মুখে দেখ নাই তাতে খোরাক মাছের,
স্ফটিক পানিতে মাছ প্রতি দিন মারা পড়ে ঢের,
প্রথম কৈশোর থেকে দুই রুটি গড়ে তাই হাতে
সামান্য খোরাক ভেবে প্রত্যহ ফেলেছি দরিয়াতে;
নিজের সামান্য দানে অথবা নিজের দীনতায়
বলিনি সে কথা আমি কোন দিন শরমে, লজ্জায়।

তারপর এক বার কঠিন ব্যাধির তাড়নায়
ঠাঁই নিতে হল ক্লিষ্ট, রোগতপ্ত, নির্জন শয্যায়।
আশ্চর্য আমার স্মৃতি অবিকল বাস্তবের মতো
বাঁচায়ে রেখেছে সেই যন্ত্রণার রাত্রি ভারানত,
অদ্ভুত স্বপ্নের মতো, তবু জানি আমি স্বপ্ন নয়;
স্বপ্নেরও যা অগোচর সেই সত্যে জাগে না সংশয়।

মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা নেমে এক রাত্রে শয্যার শিয়রে
আমার আত্মাকে নিয়ে উড়ে গেল শূন্যে বায়ু-ভরে,
মুক্তপক্ষ শাহ্‌বাজ হানা দিয়ে নিঃশংক যেমন
নেয় সে শিকার তুলে, নিলো তুলে আত্মাকে তেমন
বজ্রবেগে হানা দিয়ে মুহূর্তের মাঝে শূন্য স্তরে,
তারপর উড়ে গেল বহু দূর দেশে... দূরান্তরে ...
ছায়াচ্ছন্ন সে দেশের পথে ভিড় অপূর্ণ সত্তার,
কেউ বিকলাঙ্গ, কারু ক্লান্ত চোখে মৃত্যু অন্ধকার,
কেউ অন্ধ, খঞ্জ কেউ, ব্যাধিগ্রস্ত তনু সকলের;
বীভৎস, কদর্য আর ক্লেদাচ্ছন্ন প্রতীক পাপের।

মনে হলো জিন্দেগিতে দেখেছি এদের বহুবার,
এনেছে অশান্তি কেউ, ছড়ায়েছে জঞ্জাল মিথ্যার,

www.pathagar.com

মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী কেউ বা করেছে অভিনয়,
সুফীর খোলসে কেউ বাড়ায়েছে অহেতু সংশয়,
বৃশ্চিকের মত কূট অতুলন কেউ হিংস্রতায়।
কদর্য হিংসার বিষ ছড়ায়েছে এই দুনিয়ায়,
গলিত লাশের দেহে পরিপুষ্ট কৃমির মতন
সমাজ সত্তাকে কেউ রাত্রিদিন করেছে শোষণ,
কুষ্ঠ জীবাণুর মত লালাসিক্ত কামুক ইল্লৎ
গলিজ, খবিস যারা কলঙ্কিত করেছে মিল্লত,
নর্দমার প্রাণী যত, আবর্জনা স্তূপে যারা লীন
নির্লজ্জ মাতাল আর অত্যাচারী কাণ্ডজ্ঞানহীন
ঘৃণ্য কুকুরের চেয়ে আরো ঘৃণ্য ;— রাত্রির ছায়ায়
প্রাণহীন, পড়ে আছে অনির্দেশ পথে হতাশায়।

মুর্দার মুলুকে সেই কোনখানে মেলে না তো প্রাণ,
মৃতের মিছিল দেখে চার পাশে থাকি পেরশান,
চারপাশে দেখে শুধু কাল ছায়া কদর্য মৃত্যুর
আমার উদ্‌ভ্রান্ত আত্মা নিমেষেই হল শংকাতুর।
মনে হলো সে মুহূর্তে অনুগামী মুর্দা মিছিলের
আমি এক ব্যর্থ প্রাণ, ক্ষমা নাই আমার পাপের,
অপূর্ণ আমার সত্তা,—মনে হল অস্পষ্ট আঁধারে
হারায়ে ফেলেছি ভাষা ব্যর্থতার অশেষ কান্তারে,
মনে হ'ল জাহান্নাম লক্ষ শিখা মেলে চার পাশে
প্রলুব্ধ,—আমার পানে বিদ্যুতের মত ছুটে আসে।

সেকি লেলিহান শিখা চতুর্দিকে ! .... কিন্তু সে আগুন
দেয়না আলোক, শুধু বাড়ায় আঁধার লক্ষ গুণ,

www.pathagar.com

গুণাহ্‌গার বান্দা যত সে আঁধারে লানতের মত
তোলে শুধু আর্তনাদ প্রতিক্ষণে কণ্ঠ শংকাহত,
অনির্বাণ সে আগুন লক্ষ-কোটি সাপের গর্জনে
আজদাহার মতো টানে নিম্নাবর্তে মৃত্যু আকর্ষণে।

ভয়ংকর সে বহ্নির মুখোমুখি কাঁপি শংকাতুর
আমার হৃদয় থেকে মুছে যায় সব স্বপ্ন, সুর,
তরঙ্গিত আগুনের সীমাহীন অগ্নি-সিন্ধু দেখে
প্রশান্তির সব আশা মুছে যায় ত্রস্ত মন থেকে,
মৃত্যু-তিক্ত আর্তনাদ শুনি আমি তখন আত্মার
হিংস্রতম অন্ধকারে পাইনা তো খুঁজে কূল, পার।

ব্যর্থ হ'ল আর্তনাদ হতাশার সম্মুখে যখন
খোদার রহ্‌মত এলো ফেরেশ্‌তার রূপে দুই জন,
চাঁদের আলোর চেয়ে স্নিগ্ধ আর নূরানী সূরত
জুল্‌মাতের অন্ধকারে নেমে এসে দিল খুলে পথ।
দুই জন এসে তারা নিতে চায় জান্নাতে আমাকে
প্রথম ফেরেশ্‌তা শুধু রাখে টেনে দোজখের বাঁকে।
চতুর্থ ফেরেশ্‌তা এসে সেই ক্ষণে সফেদ লেবাসে
তাকালো আমার পানে, তারপর নিশ্চিত বিশ্বাসে
শুধালো, "এ কোন রূহ্‌ নিয়ে যাও দুনিয়া ছাড়ায়ে?
রয়েছে হায়াত এর, দিয়ে এসো মাটিতে ফেরায়ে।"

'দোজখের বিভীষিকা দূর হলো'—বলে কানে কানে
দ্বিতীয় ফেরেশতা বলে, 'ফিরে যাও শংকাহীন প্রাণে
দুনিয়ার বুকে ; আর জেনে রাখো খিদ্‌মত প্রাণীর
ফেলেছো যা দরিয়ায় তারি ফল পেয়েছে তক্‌দির।'

www.pathagar.com

এই কথা বলে তারা দিয়ে গেল মাটিতে ফেরায়ে,
আশ্চর্য স্বপ্নের মত গেল শূন্যে নিমেষে মিলায়ে,
জরতপ্ত দৃষ্টি মেলে পাই নাই তাদের নিশানা ;
খোদার রহ্‌মত শুধু এই টুকু গেল শুধু জানা।

ব্যাধিমুক্ত হয়ে দেখি অফুরন্ত রহ্‌মত খোদার
দৌলৎ, হাশ্‌মত যেন ভেসে আসে জীবনে আমার,
উচ্ছ্বল বন্যার মতো বেড়ে ওঠে রিজিক, দৌলত,
শোকর জানায়ে আমি মখ্‌লুকের করি খিদ্‌মৎ।

দরিয়া কিনারে তাই গড়েছি এ দু'দিনের ঠাঁই,
সৃষ্টির সেবায় যদি ক্ষণিকের অবসর পাই
নিজ হাতে রুটি গড়ে ফেলি আমি পানির অতলে,
দরিয়ার প্রাণী যতো প্রতিদিন আসে দলে দলে,
আর আসে দূরান্তের মুসাফির—মজ্‌লুম ইন্‌সান,
তাদের খিদ্‌মতে জাগি নদী তীরে শ্রান্তিহীন প্রাণ।

মরণের অভিজ্ঞতা পেয়েছি যা এই জিন্দেগীতে
আশ্চর্য স্বপ্নের মত ফেরেশ্‌তার দুরূহ্ ইঙ্গিতে
যে কথা জেনেছি আমি দিশাহারা রাত্রির ছায়ায়
মখ্‌লুকের খিদ্‌মতে দুই রুটি ফেলে দরিয়ায়
যে ফল পেয়েছি আমি খোদার রহমে অসংশয়;
জানাই তোমাকে আজ— জীবনের স্মৃতির সঞ্চয়

'দৌলৎ পানিতে ফেলে নেকি করো'— লিখেছি এ কথা,
অর্থহীন নয় জেনো জীবন-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা,
সংশয়িত প্রাণে তবু প্রশ্ন যদি জাগে দীর্ঘকাল

www.pathagar.com

অথবা জিজ্ঞাসু মনে জাগে যদি নতুন সওয়াল
বলো তাকে তা'য়ী পুত্র এ কাহিনী দরিয়া তীরের,
প্রশ্নের আঁধারে দ্বার খোলে যেন বিশ্ব-রহস্যের,
অথবা সৃষ্টির মূলে আছে যাঁর শক্তি ও হিক্‌মৎ
সীমিত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে যেন খুঁজে পায় তার পথ,
ফিরে পায় কামিয়াবি জিন্দেগীতে অথবা মরণে;
সন্ধ্যার আসরে যদি কোন দিন পড়ে তা স্মরণে॥

www.pathagar.com

হুস্‌না বানুর মন্তব্য ও নূতন সওয়াল

[দরিয়া তীরের সেবাব্রতী বৃদ্ধের নিকট থেকে হাতেম তা'য়ী যখন শাহাবাদ ফিরে আসেন, হুস্‌না বানু তখন তাঁর কাছে দ্বিতীয় প্রশ্নের মর্ম জেনে নিম্নোক্ত মন্তব্য ও তৃতীয় প্রশ্ন করেন ।]

জেনেছি সৃষ্টির সেরা মানুষের সৌভাগ্য মহৎ,
যারা গেল ঐ পথে, মেনে নিলো যারা ন্যায় নীতি
খালিকের রেজামন্দি আর পেলো জাহানের প্রীতি;
ভোরের আলোর মত মখ্‌লুকের পেলো মুহব্বত ।
সব ক্ষুদ্রতার পরে বিজয়ী সে, পেয়েছে হিকমত, —
সামান্য ভেবেছি যাকে দেখি আজ সামন্য সে নয়,
প্রেমে ও সেবায় তার করেছে বিশ্বের চিত্ত জয়;
পারে নি থামাতে তাকে কোন দিন বাধার পর্বত ।

দূর দূরান্তর থেকে এনে দিলে প্রশ্নের উত্তর, —
তিস্‌রা সওয়াল তুমি জেনে নাও আজ নামদার,
জানি না কোথায় আর কোন্‌ দেশে আছে তার ঘর
যে বলে, 'করো না ক্ষতি, বদ কাজে বদী ফলে আর
মন্দ কাজ দেয় না সুফল ।'— কেন বলে বার বার
অতন্দ্র রাত্রি ও দিন ; জেনে এসে জানাবে খবর ॥

[দুস্‌রা সওয়াল সমাপ্ত]

www.pathagar.com

তিস্‌রা সওয়াল

www.pathagar.com

[হুস্না বানুর তিস্রা সওয়াল,— 'বদ কাজে বদি ফলে এ কথা কে বলে, কেন বলে?'

এই সওয়ালের পথে পরী-রাণী আলগুনের প্রেমাসক্ত এক বিরহী সওদাগরের সঙ্গে হাতেম তা'য়ীর সাক্ষাৎ হয়। হাতেমের অনুরোধে কোহে-আলকাবাসিনী আলগুন পরী বিরহী প্রেমিকের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। আলগুন পরীর কাছেই হাতেম জানতে পারেন যে, দুর্গম হামির ময়দানে এক পিঞ্জরাবদ্ধ অন্ধ কয়েদী সওয়ালের কথাগুলি দীর্ঘকাল আবৃত্তি করছে।

আলগুন পরীর সহযোগিতায় হাতেম সেই প্রান্তরে উপনীত হন, আর পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদীর মুখে সওয়ালের জওয়াব শুনতে পান। অতঃপর বহু কষ্টে নজ্জুম বর্ণিত নূরজের ফুলের নির্যাস এনে দিয়ে পিঞ্জরের কয়েদীকে অন্ধত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে হাতেম শাহাবাদে ফিরে আসেন।]

www.pathagar.com

ভ্রাম্যমাণ

তিস্‌রা সওয়াল হুস্‌না বানুর জেনে মুসাফির নাম্‌লো মাঠে
(অন্তবিহীন আকাশ নীলায় জ্যোতিষ্ক যেন ভ্রাম্যমাণ),
পূর্ব আসমানে জেগে আফতাব মিলালো আবার অস্তপাটে
অজানা আঁধার রহস্য মাঝে চলে তবু সেই তৃষিত প্রাণ
(আশা-নিরাশার জোনাকি শিখার আলো-ছায়া
ঘেরা বন কিনার)

সাত দিন চলে দেখিল হাতেম জাগে সম্মুখে খাড়া পাহাড় !
নাই ইনসান কোনখানে, তবু আহাজারি কার শুনলো যেন,
'এস, এস'-বলে পাহাড়তলীতে কে কাঁদে বিজন বনছায়ায়
জনপ্রাণীহীন শূন্য কাননে বোঝে না হাতেম কে কাঁদে, কেন;
পেরেশানি ভুলে কান্নার সুরে তবু রাহাগির সে দিকে যায় !
দেখে সম্মুখে কিছু দূর যেয়ে মর্মরে গড়া আজব ঘর
তার মাঝখানে মাথা কুটে কাঁদে দূর দেশী এক সওদাগর।

মুখের আদল দেখে মনে হয় যেন সে তরুণ নওজোয়ান
ক্লান্ত, বেহাল, বেখেয়াল তবু পড়ে আছে একা কোন্‌ ব্যথায়;
আতশী দহনে ঝলসানো তরু—ক্লান্ত, শীর্ণ, শুষ্ক, ম্লান
বিজন দেশের প্রান্তে একাকী কেঁদে মরে ঘন বন-ছায়ায়।
দিশাহারা চোখ মেলে চারদিকে কার সন্ধানে তাকায় যেন,
'এস, এস' —বলে ডাক দেয় ফের দূরের।
পথিক বোঝে না কেন,

www.pathagar.com

দূর 'য়েমনের রাহাগির দেখে বেকারার সেই প্রাণের হাল
সালাম জানায়ে শুধায় খবর (তবু সে তরুণ নিরুত্তর
যেন সে দীওয়ানা, আছে কার ধ্যানে, কোন দিকে
তার নাই খেয়াল)
বোঝে না হাতেম কেন সে এখানে নির্জনতায় বেঁধেছে ঘর।
তবু সে শুধায় সান্ত্বনা দিয়ে অশ্রু মুছায়ে দরদী প্রাণ
বলো কি হারায়ে কারে ডাকো তুমি, কেন এ কান্না-ব্যথার বান।

সান্ত্বনা সুরে সে নওজোয়ান ফিরে পেল যেন সংজ্ঞা তার
(বাদল হাওয়ার স্পর্শে যেমন জেগে ওঠে বনে শীর্ণ ডাল
অথবা শুষ্ক মরু মাঠ ভোলে দহন-ক্লিষ্ট বেদনা ভার),
বলিল তরুণ, 'আলগুন পরী করেছে আমার এমন হাল।'
বলিল হাতেম, 'ব্যথার কাহিনী বল তুমি যদি পূর্বাপর
খোদার রহমে সফরের পথে দিতে পারি এনে তার খবর।।'

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী ও আশিক সওদাগর

সওদাগর

দুচোখে তোমার দরদের ছায়া যেন মেঘ মায়া মরুর বুকে
দেয় সান্ত্বনা সফরের পথে পান্থ জনারে অশেষ দুখে,
মনে হয় চেনা দরদী অচেনা ! জানি না তোমার কি পরিচয়,
কেন, কি কারণে জেনে যেতে চাও কাহিনী আমার বেদনাময়?

হাতেম

তিস্‌রা সওয়াল হুস্‌না বানুর, 'বদ কাজে শুধু ফলবে বদী'
কে বলে এ কথা জেনে যেতে হবে পাড়ি দিয়ে ঢের মাঠ ও নদী
জেনে যেতে হবে কেন, কি কারণে বলে সে হামেশা
'কোরো না বদী
মন্দ, কুকাজ দেয় না সুফল ; লাভ নাই চল ও পথে যদি।'

শাহাবাদ ছেড়ে সাত দিন আর সাত রাত তার অন্বেষণে
ঘুরেছি কখনো মাঠে ময়দানে, ঘুরেছি কখনো বিজন বনে,
সপ্তাহ শেষে বহু পথ ঘুরে আজিম পাহাড়ে এসেছি যেই
মনে হলো আর পাহাড়ে ওঠার বিন্দু আমার শক্তি নেই;
কিন্তু তখনি তোমার আওয়াজ ভেসে এল কানে ঝড়ের মত
তাই ঘুরি আমি পাহাড়তলীর ঘন বনে ফের ইতস্তত।
'জহর মোহরা' সাথে আছে, আর সেরা হাতিয়ার জানি ঈমান,
'এস, এস'—বলে কেন কাঁদ আর কারে ডাক তুমি নওজোয়ান ;
কেন আহাজারি ওঠে আস্‌মানে, কেন পিরহান ধূলি ধূসর,
কে তুমি শ্রান্ত, কোন মুলুকের বাশিন্দা, বল কোথায় ঘর?

www.pathagar.com

দাও পরিচয় মানুষের কাছে, নইলে বিবেক থাকবে দায়ী;
কর না শঙ্কা হে অচেনা ! শোন খাদিমের নাম হাতেম তা'য়ী।

সওদাগর

'য়েমনের সেই শা'জাদা হাতেম ! চিনেছি নরম জবান শুনে,
রহম দিলের ঐ পরিচয় পেলাম অশেষ ভাগ্য গুণে !
দুনিয়া জাহানে জাহের তোমার মর্দমী ! আর ত্যাগের কথা
জানে সকলেই, তাই সহজেই জানাই আমি এ মনের ব্যথা।
ভীরু অসহায় হরিণীর প্রাণ বাঁচাতে বাঘের নখর থেকে
শরীরের গোশ্‌ত দিলে তুমি বীর ; সে কাহিনী মনে রেখেছি এঁকে
ইনসানিয়ত আছে যার দিলে সেই শুধু পায় এ হিম্মৎ
বনি আদমের সেরা ইজ্জত— আজাদ প্রাণের মুক্ত পথ।

হাতেম

ধূলির সমান এই খাকসার। সকল তারিফ জেনেছি তাঁর
সামান্য অণু ণিকারে যিনি দিলেন সহজে নর আকার।

কেন আহাজারি কর তুমি বনে, কেন এই বেশ শুনতে চাই;
দশের মতন অতি সাধারণ আমার কাছে তো শঙ্কা নাই।

সওদাগর

দিলের দরদ যে বোঝে তাকেই বলি: আমি এক সওদাগর,
বহু মাঠ, বন, পাহাড়, কানন পেরিয়ে সুদূরে আমার ঘর।
ভাই বেরাদর দোস্তের দলে নিয়ে সদাগরি সরঞ্জাম
পথে যেতে দেখি সফেদ পাথরে গড়া আলিশান এক মকাম।
গঞ্জের পথে যেতে বলে দিয়ে কাফেলাকে আমি হলাম খাড়া
এই ছায়াদার গাছের তলায় যেন জীবনের পেলাম সাড়া।

www.pathagar.com

পেরেশান আমি ছিলাম তখন মরু সূর্যের প্রখর তাপে,
আগুনের মতো খর রশ্মিতে যেন এ কলিজা, পরাণ কাঁপে,
মনে হল তবু গাছের তলায় ঘুম আসে যেন দু'চোখ জুড়ে
এমন সময় পরীজাত এক হঠাৎ সেখানে আস্‌লো উড়ে।
আগুনের মতো রূপ দেখে তার দিল বেকারার সংজ্ঞাহীন,
মনে হল বুঝি খাবের খুমার এনেছে আমার মধ্য দিন।

হরিণীর মতো দুই চোখ মেলে তাকালো যখন আমার পানে
জানি না তখন রবাবের কোন সুর বেজেছিল আমার প্রাণে !
বেহুঁশ হালতে জমিনের 'পরে পড়ে যাই আমি সংজ্ঞাহারা;
জেগে দেখি পরী দু'চোখে আমার ছিটায় গোলাব পানির ধারা।

দেখি বিস্ময়ে কোলে তুলে নিল সেই পরীজাত আমার শির,
আতশের মতো রূপ দেহে তার আকুল পরাণ, কাঁপে শরীর !
জানালো সে পরী,— সাহেব জামাল সূরাত আমার নজরে দেখে
আস্‌মান ছেড়ে নেমেছে জমিনে কো'কাফের সুর সুদূরে রেখে।
জানালো আমাকে ইশারায়,— কেন এ দুনিয়া তার ধরেছে মনে
মুহব্বতের পেয়ালা নিয়ে সে থাকবে এখানে সংগোপনে।

দিন চলে গেল, সপ্তাহ গেল, গেল শেষ হয়ে তৃতীয় মাস,
পরীর সঙ্গে কাটায়েছি আমি এখানে,— করো না অবিশ্বাস।
রঙিন গোলাব ফুটেছে তখন নির্জনতার এ মরু মাঠে,
বুঝি নি তখন কিভাবে, কখন, কেমন করে যে সময় কাটে।
কোথায় হারালো সঙ্গীরা আর ভাই বেরাদর গেল কোথায়
রাখি নি সে খোঁজ, জানি না কাফেলা মিশে গেল কোন্‌ বন-ছায়ায়।

www.pathagar.com

পরীর ঈশ্‌কে ভুলে গেছি আমি সওদাগরীর সরঞ্জাম,
প্রেমের পিয়াসী কে চেয়েছে কবে দৌলৎ আর খ্যাতি ও নাম?

ভুল হয়ে যেত গুলনার ফুল দাঁড়ালে সাম্‌নে নৃত্যপরা,
ভাবিনি তখন কেন সে অধরা আমার কাছেই দিয়েছে ধরা।
এইভাবে দিন হয় গুজরান, শুধাই একদা পরীর কাছে,
— আবাদ বস্‌তি ছেড়ে বিয়াবানে থাকার কি আর অর্থ আছে?
রাজী হও যদি বিয়াবান ছেড়ে শহরের মাঝে বালাখানায়
থাক্‌বো দুজনে বিলাস ভবনে ; —ঐ রূপ সে কি বনে মানায়?

রাজী হলো পরী। জানালো সে শুধু সম্মতি তার এনে পিতার
সপ্তাহ শেষে আমার সঙ্গে ছেড়ে যাবে এই বন কিনার।
মেহেদীর ছোপ জাগেনি তখনো নীল আস্‌মানে নিশি শেষের
হাওয়ায় উড়েও জানালো সে পরী ; চেয়ে থাকো পথ সাত দিনের !

সাত দিন গেল, গেল সাত মাস, মাস ঘুরে শেষে বছর যায়
সাত সাল আমি আছি বিয়াবানে তবু নিষ্ঠুর আসে না হায় !
ছেড়ে যেতে আমি পারি না এ বন যদি আসে পরী ভেবে এ কথা,
দিনে দিনে হায় দিন বেড়ে যায় ; নামে নিরাশায় এ ব্যর্থতা।

আঞ্জির বন কাঁপলে হাওয়ায় জেগে ওঠে মন অধীর হয়ে
নও বাহারের মুজ্‌দা এ বনে আবার বুঝি সে আন্‌লো বয়ে !
হাওয়ার আওয়াজ মেশে হাওয়াতেই শূন্যতা নিয়ে অপরিমাণ ;
প্রতিটি নিমেষ তবু তার পথে জেগে থাকে মন ;— ক্লান্ত প্রাণ।
দানা পানি নাই এ বিরান মাঠে, খোরাক আমার গাছের পাতা;
জানি না কোথায় ফিরে পাব তাকে ; যদি জানো তুমি কও তা দাতা

www.pathagar.com

হাতেম

তোমার ব্যথায় পাথরের দিল গলে যায় বুঝি মোমের মত,
জাহাজারি তুমি করেছ অনেক হ'ও সুস্থির ; — বেদনাহত !
দাও আলগুন পরীর ঠিকানা, সন্ধানে তার দুনিয়াময়
ঘুরবে 'য়েমনী হাতেম ; বন্ধু আজ থেকে হ'ও অসংশয় ॥

পরীর দেশে

লালা ফুল যেথা পরীর বাগানে জেগে ওঠে নিষ্কম্প
বহু বিয়াবান পার হয়ে সেথা গেল একা তা'য়ী পুত্র ;
হুস্‌না বানুর তিস্‌রা সওয়াল— মনে জাগে তবু প্রশ্ন !

পাহাড়তলীর প্রান্তে সেখানে সবুজ গালিচা বিছানো,
— সবুজ ঘাসের শিষ দোল খায় নও-বাহারের আবেশে;
ফুল ফুটে ফুল ঝরে না কখনো নিভৃত বন বিজনে !

গোলাবের লাল পাপড়ি সেখানে হৃদয় রক্তে রাঙানো,
বুঁদ হয়ে গায় যত বুলবুল সেখানে সুরের আমেজে ;
চুনি পান্নার বেসাতি সেখানে পথে প্রান্তরে ছড়ানো।

গুলনার বনে পরীর সেহেলি ভরে নেয় পান-পাত্র
যাদুকরী রূপে ভুলে যায় তার পথহারা যত পান্থ,
'য়েমনী হাতেম রূপ দেখে তার প্রান্তরে হল মুগ্ধ।

তবু সে আশিক সওদাগরের নিকটে কারার -বদ্ধ
গেল আলগুন পরীর মুলুকে নির্ভীক, নিঃশংক ;
হুস্‌না বানুর তিস্‌রা সওয়াল মনে জেগে রয় প্রশ্ন ॥

www.pathagar.com

আলগুন পরী

আগুনের মতো রূপ আলগুন পরীর। শুনেছি সে
আতশী মাটির প্রেমে কোন দিন পড়ে নাই বাঁধা
—রূপৈশ্বর্যে গরবিনি (পথে যার সওদাগরজাদা
দীর্ঘ প্রতীক্ষার তীরে কেঁদে মরে ব্যর্থতার বিষে)।
ক্ষণিক খেলার শেষে জানে না সে গেল পায়ে পিষে
এক লহমার এই হাসি, গান, স্বপ্ন অফুরান,
তবু তার পথে আজও কেঁদে মরে আশিকের প্রাণ;
ঝরে আঁসু ধারা শুধু ব্যর্থতার মাঠে যেতে মিশে।

যখন হাতেম তা'য়ী নিল সেই পরীর ঠিকানা
(কোহে আল্‌কা কত দূর? কারা জানে তার পরিচয় ?)
পেল না সে কোনখানে সে পরীর প্রেমের নিশানা ;
তবু তার দৃঢ় মনে কোন দিন জাগে নি সংশয়।
প্রবৃত্তির পাশবতা অনায়াসে যে করেছে জয়
তার কাছে ধরা দেয় চেনা কিম্বা সম্পূর্ণ অজানা ॥

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর প্রতি আল্‌গুন পরী

প্রতিজ্ঞা ভোলে না পরী, ভুলে যায় আদম-সন্তান,
দু'দণ্ডের ভালবাসা শুধু তার আত্মপ্রতারণা,
দেখে না হৃদয় চেয়ে পায় তাই রূপের ছলনা;
বঞ্চনার বর্ণধনু দেয় না বৃষ্টির প্রতিদান।
দীর্ঘ সাত সাল ছিল বিয়বানে যার ইম্‌তেহান।
দেখেছি, চিনেছি তাকে ; শেষ হলো দিন প্রতীক্ষার।
আশিকের কাছে তাই ফিরে যাবে আল্‌গুন এবার ;
মুবারকবাদ তবু জানাই তোমাকে ইনসান।

যে বিশাল মরু মাঠ পার হয়ে এসেছ এখানে
স্বার্থ পূজারীর প্রাণ পারে না, পারে নি কোন দিন,
তিস্‌রা সওয়ালের পথে চলেছ যে শূন্য ময়দানে
আরো ভয়াবহ সেই তপ্ত মাঠ দিগন্তে বিলীন;
পিঞ্জরে আবদ্ধ এক অন্ধ আত্মা সহস্র তুফানে
জেগে আছে সে প্রান্তরে নৈরাশ্য-আশার দ্বন্দ্বে লীন॥

www.pathagar.com

তিস্‌রা সওয়ালের পথে

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'চিনি না সে রাহা দুর্গমের,
কি উপায়ে, কার সাথে, যাব কোন্ দীর্ঘ পথ ধরি;
যদি জানো বলে দাও।'— আল্‌গুনের সাত সহচরী—
রাণীর ইশারা পেয়ে নেমে এল প্রান্তে সে পথের।
তারপর একদিন দেখা গেল সীমান্ত মাঠের
—দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, জনশূন্য, মৃত্যুর প্রশ্বাসে
কার ব্যর্থতার সুর বহু দূর হতে ভেসে আসে,
মধ্য মাঠে দেখা যায় ছায়া শুধু বিশাল বৃক্ষের।

হাতেম দেখিল সুবিশাল দরখ্‌তের ডালে
পিঞ্জরে আবদ্ধ এক দৃষ্টিহারা বন্দী অসহায়
কঠিন আঘাত করে ক্রমাগত নিজের কপালে,
তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠ তার দূরান্তের হাওয়ায় মিলায় ....
'বদ কাজে বদি ফলে'— বলে ক্লান্ত পেরেশান হালে;
তিস্‌রা সওয়ালের কথা তা'য়ী পুত্র অন্ধকে শুধায়॥

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর প্রতি পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদী

অন্ধের দুষ্কৃতি এই সওয়ালের জওয়াব তোমার।
কোর না অন্যের ক্ষতি, কোর না অন্যায় ... পৃথিবীতে
যে করে অন্যের ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিজে আর
বদ কাজে বদি ফলে; মন্দ কাজ দেয় না সুফল
কোন দিন। যে করে কদর্য পাপ অথবা অন্যায়
ধ্বংস করে নিজ সত্তা নিজ হাতে; পায় প্রতিফল
এক দিন হুকুমে আল্লার

আমার কাহিনী শোন

রাহাগির ! পিঞ্জরে আবদ্ধ আমি দরখ্তের ডালে
শূন্যাশ্রয়ী। কী এক অদৃশ্য হাত যেন ঘিরে আছে,
মুক্ত পৃথিবীর পথ পাই নাই ; পাব কি জানি না।
অথচ হারানো দিন জেগে থাকে হৃদয়ে আমার,
যেমন শীতের পাখী উড়ে গেলে রক্তিম পালক
পড়ে থাকে ক্ষীণ-স্রোতা নদী তীরে, সূর্য অস্ত গেলে
প্রাণস্পর্শ থাকে তার নারঙ্গী আনারে, ফসলের
দিন শেষে রিক্ত মাঠে থাকে শস্য দানা, তেমনি এ
হৃদয়ের অন্ধকারে জেগে থাকে হারানো দিনের
ঐশ্বর্য ; হিরার মতো চম্‌কায় দীপ্ত ক্ষণগুলি
বিগত দিনের স্মৃতি অসহন বন্দীর জিন্দানে।

এ বদনসীব, যার বেশুমার দৌলৎ একদা
জাহানে মশহুর ছিল, যে ওয়ারিশ আমীর পিতার
জ্বালায়েছে নিজ হাতে নিজের তক্‌দির শোন তুমি
তার ব্যর্থতার কথা। ... যে শহর পিছে রেখে এলে,

www.pathagar.com

পার হয়ে এলে তুমি সাত দিন, সাত রাত যত
বাগিচা, আঙ্গুর ক্ষেত, স্বর্ণ শীষে নত ফসলের
যত মাঠ দেখে এলে, ছিল সব একদা আমারি।
রইসের আউলাদ, মালমাত্তা বেশুমার আমি
পেয়েছি ওয়ারিশী সূত্রে, এ কথাও জেনেছি তখন
দূর দেশে ইন্তেকাল করেছেন পিতা, তবু তাঁর
বেবাহা দৌলৎ আছে সংগোপন জমিনের নীচে।
কিন্তু পাই নাই খোঁজ সে গুপ্তধনের। শ্রান্তিহীন
করেছি সন্ধান আমি, দিনরাত্রি খুঁজেছি অনেক,
ধূর্ত মূষিকের মত মাটি খুঁড়ে অলক্ষ্যে সবার
জমায়েছি ব্যর্থতার স্তূপ, কিন্তু পাইনি অস্থির
কখনো সন্ধান সেই গুপ্ত সম্পদের। পৃথিবীতে
অভাব ছিল না, তবু মনে যার অতৃপ্তির দাহ
পায় না স্থিরতা; শান্তি পায় না সে খুঁজে।
একদিন
জানালো নজ্জুম এক গুপ্তধন পারে সে ফেরাতে।
অঙ্গীকার করে আমি চতুর্থাংশ লুপ্ত সম্পদের
অগণিত ধন রত্ন পেলাম যখন, তখনি তো
ভুল হলো অঙ্গীকার ; ভুল হলো প্রতিজ্ঞা আমার।
জওয়াহের, যমুররদ, মারওয়ারিদ, রত্নের ভাণ্ডারে
ভুল হলো সে কারার নজ্জুমের সাথে। যে বাসনা
দৌলতের, যে পিপাসা পরিপূর্ণ ভাণ্ডার পেলেও
নতুন ভাণ্ডার চায়, যদি পায় সম্পূর্ণ পৃথিবী
দ্বিতীয় পৃথিবী খোঁজে ; প্রলুব্ধ সে বাসনা আমাকে
বানালো স্বর্ণের দাস—স্বেচ্ছাবন্দী জরিন জিঞ্জিরে।
দেখিনি সম্মুখে চেয়ে, দেখি নাই পশ্চাতে তাকিয়ে

www.pathagar.com

কারুণের অন্ধ লোভ পরিতৃপ্ত হবে কি হবে না;
কি রয়েছে পরিণামে ভাবি নাই। ভাবিনি কখনো
স্বর্ণের আসক্তি এক সর্বগ্রাসী দাবানল এসে
কিভাবে ফেলেছে ঘিরে আমার সত্তাকে। শুধু লোভ,
শুধু আত্মঘাতী লোভ চলে গেছে কিভাবে মাড়িয়ে
মানুষের পরিচিতি, নামায়েছে কি কৌশলে টেনে
পশুত্বের নিম্ন স্তরে, দেখেনি তা প্রলুব্ধ বাসনা
তৃপ্তিহারা, ইচ্ছা অন্ধ। বল্গাহারা অসংযত শিখা
যেমন উদ্দাম হয় শামাদান ছেড়ে সে যখন
নামে শুষ্ক তৃণাশ্রয়ে অশেষ প্রান্তরে, লুব্ধ প্রাণ
স্বর্ণের উদগ্র রূপে উন্মত্ত তেমনি। পায় না সে
প্রশান্তি কখনো নিজে, ধ্বংস করে শান্তি সে অন্যের;
লোভীর অতৃপ্ত মন অগ্নিময় অশান্তির বাসা !
দরিদ্র নজ্জুম হলো সে লোভের প্রথম শিকার।
হিস্যা পাবে চৌথা ভাগ যে নজ্জুম পেল সে বঞ্চনা
—তিরস্কার। চলে গেল নির্যাতিত অশ্রুকণা চোখে।...
সঞ্চিত স্বর্ণের স্তূপে তারপর জানি না কখন
মুছে গেল নজ্জুমের অশ্রুসিক্ত মুখ, মিশে গেল
আহাজারি বঞ্চিত প্রাণের। সঞ্চয়ের লোভ শুধু
ক্ষুধিত সাপের মতো রয়ে গেল জীবনে আমার
তৃপ্তিহীন বাসনায়। জানি নাই অতন্দ্র রাত্রিরা
কিভাবে কখন গেছে দুই পাশে স্বর্ণস্তূপ দেখে,
সন্ধ্যার সিতারা ভোরে নিবে গেছে অনাদৃত, আমি
দেখিনি কখনো চেয়ে; অবসর হয়নি দেখার।
সে এক আশ্চর্য নেশা, শারাবের চেয়ে উগ্রতর
তার তীব্র মাদকতা, মুহূর্তেই করে সে মাতাল,

www.pathagar.com

পাপের লালসা পঙ্কে মুহূর্তে ডোবায়। মানে না সে
ন্যায়, নীতি, প্রীতি ও সততা। অন্ধ লোভ একদিন
টেনে নিল অনায়াসে ঘৃণিত সে বিপথে আমাকে।
এতিমের শেষ কড়ি, বিধবার অন্তিম সম্বল
নিষ্কৃতি পায়নি সেই অনির্বাণ স্বর্ণ-তৃষ্ণা থেকে।
এই ভাবে দিন কাটে, রাত্রি যায় আনন্দে পুঁজির
বাধাবন্ধহীন স্রোতে সঞ্চিত স্বর্ণের স্বপ্ন দেখে;
স্বপ্ন দেখে কারুণের ঐশ্বর্য বিপুল ! অকস্মাৎ
ভেঙে গেল সেই স্বপ্ন একদিন আচম্বিতে, ঝড়ে,
লোভীর সম্মুখে এলো অতি লোভ ; অপমৃত্যু সাথে।
অনেক মুদ্দত পরে এল সেই নজ্জুম আবার
সুর্মাদানী হাতে নিয়ে ! জানালো সে দুনিয়া জাহানে
যেখানে রয়েছে যতো গুপ্তধন দৃষ্টির আড়ালে
জানা যাবে সে সুর্মার আশ্চর্য শক্তিতে, ধরা দেবে
কারুণের মালমাত্তা সংগোপন জমিনের নীচে
কেউ যা দেখেনি চোখে। গুপ্তধন পাওয়ার আশ্বাসে
বিভ্রান্ত আমার মন ছুটে গেল নজ্জুমের কাছে
দ্বিধাহীন,— যেমন প্রলুব্ধ পাখী ধরা দেয় ফাঁদে
যখন শিকারী তাকে ডাক দেয় চাতুর্যে, তেমনি
অতৃপ্ত আমার মন ছুটে গেল নজ্জুমের ডাকে
নিঃসংশয়, শুধালো না কতটুকু সত্যতা সুমার;
কিম্বা উৎপীড়িত প্রাণ প্রতিরোধ নিতে পারে কী-না।
মজ্‌লিস, দরবার ছেড়ে রাজী হ'ল সে নজ্জুম দিতে
সুদুর্লভ সুর্মা কণা, তারপর বেবাহা ময়দানে
এই দরখ্‌তের নীচে সঙ্গে নিয়ে এল সে আমাকে
পিঞ্জরের কাছে। শুধালাম পিঁজরার হকিকত,

www.pathagar.com

দিল না জওয়াব; শুধু সুর্মা তার তুলে দিল চোখে।
যে মুহূর্তে সেই সুর্মা তুলে দিল দু' চোখে আমার
কুল মখ্‌লুক যেন মুছে গেল মৃত্যুর আঁধারে,
মুছে গেল তামাম আলম, নিভে গেল আফতাব;
দুনিয়া রওশন। মওতের আলামত মনে হলো
সুর্মার আতশী দাহ। বিদ্যুতের চাবুক যেমন
জ্বলায় মেঘের ঘন প্রশান্তি নিমেষে, সুর্মা কণা
শিরায় শিরায় আর স্নায়ু কেন্দ্রে তেমনি পলকে
জাগালো দুঃসহ জ্বালা, মনে হলো হাভিয়ার শিখা
মুহূর্তে ফেলেছে ঘিরে ছায়াচ্ছন্ন পাপীর সত্তাকে
সহস্র সর্পিল পাকে। সর্পাহত নিঃসঙ্গ পথিক
যে ভাবে বিকারগ্রস্ত ভুলে যায় অস্তিত্বের কথা,
ভোলে চৈতন্যের ক্ষণ, ভুলে গেছি সেই ভাবে আমি
বিষতিক্ত যন্ত্রণায় মুহূর্ত জ্ঞানের, জানি নাই
নজ্জুমের প্রতিহিংসা তারপর কিভাবে, কখন
ওঠালো আমাকে শূন্যে বন্দীর পিঞ্জরে। ফিরে এলো
যখন চেতনা, জ্ঞান দৃষ্টি ফিরে এলো না আমার।
মনে হয়েছিল রাত্রি তারাহীন, জাগরণ ক্ষণ;
কিন্তু সে ধূমল পর্দা সরে নাই মুহূর্তের তরে
অন্ধ দৃষ্টি থেকে।
শিশির, সমুদ্র, ঝর্ণা, দিগন্তের
বাঁকা রেখা দেখি নাই তারপর আমি কোন দিন;
দেখি নাই সবুজের প্রাণ-বন্যা নিঃসীম আঁধারে।
সব চেয়ে মূল্যবান, কিম্মতী যা এই দুনিয়ায়
হারায়ে স্বর্ণের লোভে সেই দৃষ্টি বন্দী হয়ে আছি
বিরান মাঠের বুকে সঙ্গীহারা পিঞ্জরে। ... এখানে

www.pathagar.com

বিশ বার ঘুরে গেছে বাহারের শামা ও বুলবুল,
বিশ বার গোলাবের এসেছে মৌসুম ; দেখি নাই
দেখি নাই আমি। শুকায়েছে শবনাম, শূন্য মাঠে
শুক্‌নো খড় কুটো ঘোরে—ক্লান্তিকীর্ণ হতাশা আমার
ঘূর্ণাস্রোতে। বিলুপ্ত নদীর কান্না শুনেছি বালুতে।
সন্ধ্যার করুণশ্বাসে শান্তিহারা, সুপ্তিহারা আমি
শুনেছি বিশ্রান্ত প্রাণে শব্দ ব্যর্থতার। অন্ধকারে
শুনেছি ঝড়ের রাত্রে আজদাহার প্রশ্বাস আমার
পিঞ্জরের কাছে। আতংকে উন্মাদ আমি দিশাহারা
জিন্দানের প্রতি প্রান্তে ক্রমাগত খুঁজেছি আশ্রয়,
প্রতিহত সে প্রত্যাশা কংকাল-কঠিন এ গরাদে
চূর্ণ হয়ে গেছে। যায় নি রাত্রির ছায়া রাত্রি শেষে
শংকা-ম্লান রুদ্ধ দৃষ্টি থেকে, পাইনি ভোরের আলো;
পেয়েছি বিস্বাদ দিন অগ্নিতপ্ত যন্ত্রণায় ঘেরা।

দুঃসহ দহনে আমি ক্রমাগত ভেবেছি নিজেকে
অভিশপ্ত,—জীবনের সব আলো, সব বর্ণ থেকে
বিচ্ছিন্ন। একদা যারা ছিল প্রিয়, অন্তরঙ্গ,— আজ
মনে পড়ে না তো আর স্পষ্ট কারো মুখের আদল।
অস্পষ্ট গালের টোল, আবছায়া সুর্মা আঁকা চোখ,
আশ্চর্য ভ্রূ ধনু, তিল, অপরূপ বাকভঙ্গী আর
মর্মরে খোদিত বাজু ভাসে কারো কখনো অলক্ষ্য
আঁধারে; মেহেদী রাঙা পাই কারো হাতের আভাস।
মুহূর্তের স্থিতি নিয়ে জাগে তারা অন্ধের মানসে,
মুহূর্তেই মুছে যায় ঘন অন্ধকারে ; — অরণ্যের
শাখা অন্তরালে যেন হরিণীর গতি চলমান।
অথবা আচ্ছন্ন মেঘে আকাশের মতো এই প্রাণে

www.pathagar.com

—অন্ধের মানসে জাগে বিস্মৃত সিতারা, মুছে যায়
আকস্মিক মেঘে অতর্কিতে; মিশে যায় রেখাচিত্র
আঁধারে। পায় না ছবি পূর্ণ রূপ তার। খুঁজে মরে
যত অন্ধকারে মন দিশাহারা হয় সে ততই,
স্মৃতির অস্পষ্ট ছবি মিশে যায় বিস্মৃতির তীরে
রেখে যায় স্মরণের ক্লান্তি আর তিক্ততা অশেষ।
কিন্তু যা চরম তিক্ত, তিক্ততম অন্ধের জীবনে
দুর্বিষহ, কি করে জানাবো আমি তীব্র জ্বালা তার
অনির্বাণ! শুনি এক জাহান্নাম হৃদয়ে পাপীর
আতশী স্তম্ভের মত রাত্রিদিন জ্বলে লেলিহান
সর্বগ্রাসী তীব্র জ্বালা নিয়ে ; জ্বলে ওঠে তিক্ততম
সে যন্ত্রণা জীবনে আমার।

ঝরা শিশিরের স্পর্শে

স্নিগ্ধ সান্ত্বনায় ঘুম নেমে আসে কখনো জিন্দানে।
স্বপ্নালোকে ফিরে যাই পরিচিত পৃথিবীর বুকে
যবের সবুজ মাঠে, কখনো বা বন্ধুর মজ্‌লিসে,
কখনো সুঠাম তনু প্রিয়ার বাজুতে ! হাস্যোজ্জ্বল
দেখি মূর্তি কারো আমি অকুণ্ঠিত, দেখি আমি কারো
অভিমান ! কথা কয় কেউ এসে, নিষেধ জানায়
যেতে কেউ দূরান্তরে! শিশু কণ্ঠে আধো আধো বোল
শুনি চির পরিচিত জীবনের শান্ত পরিবেশে ;
প্রিয় বাহু-ডোরে পাই শান্তি জান্নাতের। মানুষের
লক্ষ অভিনয় দেখি ঘুমঘোরে, আর পৃথিবীতে
দেখেছি সৌন্দর্য যত ... ফুল, পাখী, অরণ্য, প্রান্তর
শিশির, সমুদ্র, নদী দেখি স্বপ্নলোকে। দেখি আমি
উজ্জ্বল আলোর ঝর্ণা,— যা দেখেছি প্রথম ভোরের

www.pathagar.com

সফেদ রোশ্‌নিতে, আর যা দেখেছি সূর্যাস্তের তীরে
উজ্জ্বল আগুন রঙ, পাটল অথবা আরক্তিম
সন্ধ্যার মেঘের অন্তরালে, জরিন জরির আভা
দেখেছি যা বে-নেকাব পূর্ণিমার প্রথম প্রকাশে
প্রদীপ্ত, রূপালি স্রোতে দেখেছি যা জ্যোৎস্না-ঝরা মাঠে
নিস্তব্ধ, নিথর রাত্রে বাধাহীন অকুণ্ঠ যেমন
বন্যাধারা, তরুণের কলহাস্যে যে আলো দেখেছি
হৃদয়ের, দেখেছি শিশুর মুখে যে আলো উচ্ছল,
অশেষ ইঙ্গিতময় আঁখিপ্রান্তে দেখেছি প্রিয়ার
যে আলো চকিতে; ঘুমন্ত দেখি তা আমি স্বপ্নঘোরে
আশ্চর্য সজীব আর পরিপূর্ণ মাধুর্যে প্রাণের!
        কিন্তু ঘুম ভেঙে যায় অকস্মাত, হারায় পলকে
সমস্ত অলীক স্বপ্ন মৃত্যু-তিক্ত কিংবা মৃত্যু কালো
আদিগন্ত ঘন অন্ধকারে, মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করে
চেতনার তীব্র কশা স্বপ্নলোক থেকে, মনে পড়ে
দৃষ্টিহারা পরিত্যক্ত আছি মরু মাঠে, মনে পড়ে
আমি অন্ধ, আমি অন্ধ, আমি অন্ধ;— বন্দী এ জিন্দানে।
        শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে পিঞ্জরের কঠিন গরাদে
সে মুহূর্তে। মনে হয় পাহাড়ের দুর্ভেদ্য আড়াল
দাঁড়ালো সম্মুখে এসে নির্বিকার,— চেনা দুনিয়াকে
পলকে সরায়ে দিয়ে মনে হয় জগদ্দল চাপে
নিমেষে হারায়ে গেল আঁধারের কঠিন শাসনে
পৃথিবী চকিতে, মনে হয় অসম্ভব, ... অসম্ভব
এ আঁধারে আর বেঁচে থাকা। কিন্তু কী কঠিন প্রাণ
মানুষের, যায় না সহস্র দুঃখে ; লক্ষ মুসীবতে।
সকল দরজা যেন খুলে যায় সাত দোজখের

www.pathagar.com

এক সাথে সে মুহূর্তে, জ্বলে ওঠে সব আজদাহার
সকল সঞ্চিত বিষ পুঞ্জীভূত ... মস্তিষ্কে ও মনে
দৃষ্টিহারা ব্যর্থতায় ! ... কি করে বোঝাবো রাহাগির
অন্ধের যন্ত্রণা সেই স্বপ্নশেষে প্রভাতের তীরে।

রয়েছে অজস্র আলো আল্লার আলমে, আছে আলো
মুক্ত নীলে,— রওশন দিনের শামাদানে; আছে আলো
রাত্রির চিরাগ লক্ষ গ্রহে সিতারায় ; আছে আলো
আশ্বাস-প্রদীপ্ত মনে চোখের তারায় ; ... আলো নাই
পাপ-সিয়া অন্ধের জীবনে। অচিন্তিত সে ব্যর্থতা
তিক্ত লানতের মতো দিনরাত্রি জেগে আছে এই
পিঞ্জরে ; এখানে পথ থেমে গেছে আঁধারে সহসা।
আঁধারের বিভীষিকা অগণন ছায়া মূর্তি যেন
রেখেছে আমাকে ঘিরে শান্তিহীন জিন্দেগীর তীরে।

পাপ-মুগ্ধ যে জীবনে বোঝে নাই একদা যৌবনে
আচ্ছন্ন যখন দৃষ্টি ছিল তার অন্তহীন লোভে,
বুঝেছে সে ভুল তার, চিনেছে সে বিকৃত সত্তাকে
এত দিনে নিরন্ধ্র পিঞ্জরে। অন্ধত্বের কী যন্ত্রণা,
কী ব্যর্থতা দৃষ্টিহারা জীবনের, বুঝেছি জিন্দানে
দীর্ঘ দিন পরে। কিন্তু, মনে হয় প্রান্তে অবেলার
কত অসময়ে ভুল ধরা দিল দিনান্তে ! ভোরের
আলোকে যা বুঝি নাই, অবলুপ্ত সে আলোর তীরে
বুঝেছি তা পরিত্যক্ত অন্ধকারে আমি,—আকস্মিক
ঝড়ে নিভে যাওয়া দীপ অতলান্ত আঁধারে যেমন।
সমগ্র সত্তার চাওয়া কাঁদে তাই রাত্রির পিঞ্জরে
দিশাহারা ; খোঁজে পথ আলোকের অথবা মুক্তির।

www.pathagar.com

কারুণের যে দৌলৎ তিলে তিলে করেছি সঞ্চয়
অনির্বাণ বাসনায় প্রলুব্ধ, দেব তা রাহ্‌গির
পথের ধূলিতে ফেলে মূল্যহীন কাঁকরের মত
আর একবার যদি দৃষ্টি ফিরে পাই পৃথিবীতে ;
আর একবার যদি ফিরে আসে আলো দু' চোখের।
জানি না আলোর তৃষ্ণা কোন দিন পূর্ণ হবে কী-না
অন্ধের জীবনে, আঁধারের কাল পর্দা অনস্থির
রয়েছে যেমন আজও আদিগন্ত ছায়ায় ধূমল
জানি না সে বিভীষিকা কোন দিন দীর্ণ হবে কী-না
এই পৃথিবীতে, জানি না পাব কি ফিরে মুক্ত দৃষ্টি
— আলোকের মুক্ত বন্যা এ জীবনে।
কুদরত খোদার
যা এনেছে পৃথিবীতে অনস্তিত্ব অন্ধকার থেকে
অস্তিত্বের পরিপূর্ণ আলোকে, স্বাক্ষর আছে যার
প্রতি ধূলি-কণা থেকে অন্তহীন সম্ভাবনাময়
নীহারিকা-লোকে, সামান্য ভ্রূণের চোখে এনে দেয়
যে সহজে চেনার আলোক, খোলে পূর্ণতার পথ
একদা সে প্রজ্ঞার আলোকে; ... চিনি নাই সেই শক্তি
পাপীর আচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে। কিম্বা দাস প্রবৃত্তির
স্রষ্টার বিধান ভুলে চলেছি বিপথে। বজ্রবেগে
শাস্তি এলো অতর্কিতে নেমে।
এখন রাত্রির স্রোতে
কাল সিয়া অন্ধকারে, দিক্‌ভ্রান্ত উদ্দাম তুফানে
মনে হয় সব-ই আবছায়া। ছায়াচ্ছন্ন এ জীবনে
প্রচণ্ড সংঘাতে আজ লুপ্ত হয় চেতনা আমার
দুর্বিষহ অন্তর্দ্বন্দ্বে; ক্রমাগত বিক্ষত আঘাতে।

www.pathagar.com

নদীর ভাঙনে জেগে অসতর্ক গৃহস্থ যেমন
সদ্য ঘুমভাঙা চোখ মেলে দেখে আশ্রয় মৃত্তিকা
চিড়-খাওয়া চারপাশে, ভেঙে পড়ে সে মাটি যেমন
ভাসায়ে প্রবল স্রোতে মুহূর্তে সে গৃহহারা জনে
যখন মেলে না ঠাঁই পদনিম্নে, মেলে না আশ্বাস,
ধরে সে দুর্গত প্রাণ তৃণখণ্ড আপ্রাণ প্রয়াসে
তেমনি আমার মন জেগে আছে শূন্য অন্ধকারে
সর্বশেষ প্রয়াসে আত্মার। নৈরাশ্যে, আশায় তীব্র
প্লাবনের মুখে তার সে প্রত্যাশা যেন সত্তা এক
ডুবন্ত, ধরেছে ব্যগ্র তরঙ্গে যা পেয়েছে সম্মুখে ;
আঁধারে তুলেছে ব্যর্থ শংকাহত আর্তকণ্ঠ তার।
অন্তহীন নীলিমার এ গম্বুজ আস্‌মান শুনেছে
দুর্গত আত্মার কান্না, সাইমুমের প্রশ্বাস ঘুরেছে
দূর দূরান্তের পথে জ্বালা নিয়ে অশান্ত মনের
উচ্ছ্বসিত দরিয়ায় ব্যথা-তিক্ত এসেছে জোয়ার;
নেভাতে পারেনি কেউ এ প্রাণের প্রদাহ বিপুল।
উধাও হয়েছে শূন্যে মরু তপ্ত ছায়া আবরের;
সমবেদনার অশ্রু সাহারায় ঝরেনি কখনো।

মৃগতৃষ্ণিকার মত দোলায়েছে দুরাশা তবুও
নিঃসঙ্গ বিজনে। যত বার শুনেছি এ মরু-মাঠে
দূরাগত যাত্রিকের পদধ্বনি, পেয়েছি পিঞ্জরে
প্রমুক্ত প্রাণের সাড়া যত বার আমি, সফরের
স্থির লক্ষ্যে সওদাগর যত বার গেছে এই পথে
অগ্রবর্তী কাফেলায় ; ... তত বার, তত বার জানি
তীক্ষ্ম দুরাশায় মনে ছুঁয়ে গেছে চকিতে বিদ্যুৎ
প্রতীক্ষার মেঘে শুধু আঁধারের ব্যর্থতা বাড়াতে।

www.pathagar.com

এসেছে অনেকে কাছে। প্রশ্ন কেউ করে নাই, তবু
বলেছি চিত্তের দাহে ব্যর্থতার এ তিক্ত কাহিনী।
শুনে ফিরে গেছে তারা পারে নাই জানাতে সান্ত্বনা।
আবার এসেছে ফিরে অন্ধকার, নৈরাশ্যের ছায়া
ঘনায়েছে এ জিন্দানে; লুটায়েছে ব্যর্থতার বিষে
ক্লান্ত মন বিক্ষত পিঞ্জরে। ... আবার উঠেছি জেগে
বঞ্চিত যেমন প্রার্থী জেগে ওঠে ক্লান্ত প্রত্যাশায়।
সেই প্রতীক্ষার পথে একবার এসেছিল ফিরে
নজ্জুম, নিজের চোখে দেখে যেতে পরিণতি এই
প্রবঞ্চক, প্রলুব্ধ পাপীর। ক্ষমা চেয়ে অপরাধ
বহু সাধ্য সাধনায় তার কাছে জেনেছি তখন
— সমস্ত রোগের মত এ ব্যাধিরও আছে প্রতীকার;
কিভাবে হারানো দৃষ্টি ফিরে আসে শুনেছি সে কথা।
কিন্তু সে যে অসম্ভব ! ... বহু দূরে মৃত্যুময় মাঠে
নূররেজ ফুল ফোটে সুগভীর রাত্রির প্রহরে;
শুনেছি অন্ধের দৃষ্টি ফেরে সেই ফুলের নির্যাসে।
কিন্তু কে যাবে সে মাঠে সুখ-তপ্ত গৃহ কোণ ছেড়ে?
কে আছে এমন যাত্রী ; আছে কার মর্দমী এমন
রাত্রির বিলাস শয্যা ছেড়ে যেতে পারে যে সহজে
দুর্গম সড়কে? কে আছে দারাজ দিল; মুক্ত মন
অন্যের দুর্বহ বোঝা নিতে পারে প্রাণান্ত প্রয়াসে
সর্বত্যাগী ? কে আছে প্রবৃত্তি-জয়ী, তীব্র লালসায়
স্খলিত হয় না যার স্থির সত্তা দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে?
দৌলৎ, ইজ্জৎ, খ্যাতি অনায়াসে মাড়িয়ে কে পারে
মৃত্যুর সম্মুখে যেতে ব্যথা-দীর্ণ ইনসানের কাজে?
পাই নাই সাড়া তার এত দিন ; জিন্দানখানায়

www.pathagar.com

আসে নাই সে এখনো পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যার;
তবু দীর্ঘ বিশ সাল আছি আমি তার ইন্তেজারে।
বর্ষার মেঘের পথে চেয়ে থাকে আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
যেমন ফাটল-ধরা মরু মাঠ, অথবা তুফানে
বিধ্বস্ত অমূল তরু চায় দীর্ণ শিকড়ে যেমন
পরিচিত জমিনের স্পর্শ, ... এই পরিত্যক্ত মাঠে
শান্তি চায় হৃদয় তেমনি। হিম রাত্রে কুয়াশায়
যখন নিজের বাহু মনে হয় জমাট আঁধারে
অচেনা, বিপথগামী কিশ্‌তী ঘোরে উদ্‌ভ্রান্ত যখন
দরিয়ায়, হতাশ্বাস মাল্লা-মাঝি, একাগ্র তবুও
মাস্তুলে পাঞ্জেরী জাগে আলোর সন্ধানে; সেই মতো
দৃষ্টির প্রত্যাশী আমি দু'চোখের আলো চেয়ে শুধু
পিঞ্জরের অন্ধকারে জেগে আছি এ শূন্য আশ্রয়ে।
যে ভুল করেছি আমি, অন্তহীন যে লোভ আমাকে
করেছে সহজে অন্ধ, তৃপ্তিহারা সে লোভের ফাঁদে
না পড়ে খোদার বান্দা যেন আর, প্রতারণা দিয়ে
প্রবঞ্চিত যেন কেউ করে না কখনো জ্ঞাতসারে।
আদমের এ সংসার অন্তহীন পৃথিবীর বুকে
প্রাপ্য যেন পায় ফিরে নারী, নর — সকল ইনসান
যত ভাই, যত বোন অকারণে প্রবঞ্চিত যারা।
অন্ধ জীবনের এই বিষ-তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে
মুক্তির ইশারা যেন পায় খুঁজে সত্তা চক্ষুষ্মান।
তাই আমি ক্রমাগত বলে যাই কাহিনী আমার,
কোরো না অন্যের ক্ষতি, কোরো না অন্যায়। পৃথিবীতে
যে করে অন্যের ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিজে, আর
বদ কাজে বদী ফলে; মন্দ কাজ দেয় না সুফল

www.pathagar.com

কোন দিন। যে করে কদর্য পাপ অথবা অন্যায়
ধ্বংস করে নিজ সত্তা নিজ হাতে ; পায় প্রতিফল
এক দিন বিচারে আল্লার।
পিঞ্জরে আবদ্ধ আমি
অন্তরীণ, জানায়েছি দীর্ঘ দিন এ তিক্ত কাহিনী
ব্যর্থতার। আশা করে আছি তবু দরবারে আল্লার
কখনো মঞ্জুর হবে গুনাহ্‌গার বান্দার প্রার্থনা,
অতৃপ্ত লোভের শাস্তি শেষ হবে পিঞ্জরে একদা।
তারপর পাব দৃষ্টি, পাব মুক্তি, পাব শান্তি ফিরে;
হয়তো হবে না ব্যর্থ জিন্দানের এই ইন্তেজার ॥

www.pathagar.com

নুররেজ ফুলের সন্ধানে

এক

জনশূন্য বিয়াবানে দৃষ্টিহারা বন্দী অসহায়
যখন জানালো তার জীবনের ব্যর্থতা, হাতেম
দেখিল সম্মুখে চেয়ে অস্ত যায় দিনের আফতাব
(জিগরের তাজা খুন ঢেলে ক্লান্ত শহীদের মত)
দিকপ্রান্তে। রাত্রির কাফন — কাল আঁধার নীরবে
পড়িল ছড়ায়ে সেই মরু মাঠে। শুনিল পথিক
অতন্দ্র,— অস্ফুট কান্না অনুতপ্ত প্রাণের ; আকুল
আহাজারি (মৃত্যুভীত কণ্ঠস্বর রাত্রির আঁধার
পিঞ্জরে); শুনিল জেগে ঝড়-শ্রান্ত ব্যর্থতার শ্বাস।
অন্তহীন বেদনায় সে তখন আল্লার দরবারে
জানালো প্রার্থনা তার, 'ক্ষমা করো সব অপরাধ
মানুষের, শান্তি দাও শান্তিহারা প্রাণে; আলো দাও
দৃষ্টিহারা চোখে। শক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি খোদা
কুঅত, হিম্মৎ দাও যেতে পারি যেন দূর পথে
ইনসানের খিদমতে সব চেয়ে দুর্গম প্রান্তরে।'

দুই

পিঞ্জরের পাশে থেকে মুনাজাত করিল হাতেম
সারা রাত্রি অশ্রু ঝরা চোখে—রোগজীর্ণ সন্তানের
শিয়রে যেমন পিতা করে যায় ব্যাকুল প্রার্থনা
তন্দ্রাহারা চোখে (যখন ব্যাধির তাপে হতাশ্বাস
তিক্ত যন্ত্রণায় শিশু অসহায় চায় চারদিকে);

www.pathagar.com

হাতেম করিল দোওয়া ব্যথিত তেমনি। রাত্রিশেষে
পেল সে প্রশান্তি প্রাণে; নূররেজ ফুলের প্রান্তর
দেখিল যেন সে দূর বহু মাঠ, অরণ্যের শেষে
দুর্গম পাহাড় পারে (দখিল সে ধ্যানমৌন চোখে)।
সুবে সাদিকের আলো তারপর নেমে এলো মাঠে।
সান্ত্বনা জানায়ে সেই পিঞ্জরের অন্ধকে তখন
চলিল হাতেম তা'য়ী অচেনা সে ফুলের সন্ধানে।

তিন

যে পথে যায় না যাত্রী, রাহাগির যায় না সহজে
'য়েমনী হাতেম তা'য়ী যাত্রা শুরু করিল আবার
অন্তহীন সে দুর্গম পথে। সে পথে রয়েছে মৃত্যু,
নিবিড় ছায়ার মত মৃত্যু আসে পিছে পিছে সাথে
অবিচ্ছিন্ন, আর আসে প্রলোভন (অতৃপ্ত বাসনা
জিন্দেগির); ফিরে যেতে বলে তাকে পৃথিবীর মাঝে
সুখতপ্ত বিলাস শয্যায়, বন্ধুর মজ্‌লিসে, আর
ঐশ্বর্য খ্যাতির বুকে (কাম্য যা সকল মানুষের)।
ফেরে না হাতেম তা'য়ী দূর যাত্রী যে চলেছে পথে
অন্ধ জীবনের এক আঁধার কাটাতে, ফেরে না সে
কঠিন সঙ্কল্প ছেড়ে পৃথিবীর লক্ষ প্রলোভনে।
দিনরাত্রি শেষ হয়, যায় মাস শওয়াল, জিল্কদ,
শেষ হয় জিলহজ্জ (বর্ষ চক্র চলে শুধু ঘুরে);
অথচ হয় না শেষ নূরজের ফুলের সন্ধান।
তবু সে থামে না পথে, চায় না বিরতি; বিশ্রামের
অবসর নাই। দুর্গত আত্মার টানে যে চলেছে
(কিম্বা চলে যারা) সুদুর্গম শিলারণ্যে; শোনে তারা

www.pathagar.com

ব্যথিত প্রাণের কান্না রাত্রিদিন। পারে না দাঁড়াতে,
ভোলে না, ভুলের পথে থাকে তিক্ত স্মৃতির কণ্টক ;
আর থাকে মানুষের অন্তহীন দায়িত্ব বিশাল।

চার

সে দায়িত্ব নিয়ে চলে 'য়েমনের শাহ্‌জাদা একা
নিঃসঙ্গ (কেননা এই শিলাবর্ত্মে আসে না কখনো
রঙ মহলের সঙ্গী—সমতল পথের বন্ধুরা;
প্রমোদ-বিলাসী আর সুখান্বেষী আসে না এ পথে)।
এ পথে মেলে না যাত্রী সহগামী ; নিঃস্বার্থ নির্ভীক
পথের দিশারী, মেলে না ক্ষুধার মুখে আব-দানা
অথবা আশ্রয়। যারা গেছে এই পথে—চিরকাল
গেছে সঙ্গীহীন। পেয়েছে লাঞ্ছনা কেউ প্রতিদানে,
পেয়েছে গঞ্জনা, অপমান; পিপাসার্ত ওষ্ঠপুটে
কত যাত্রী এই পথে জহরের পেয়ালা পেয়েছে,
পেয়েছে দুঃসহ জ্বালা তিক্ততম দারিদ্র্যের, আর
পেয়েছে অলক্ষ্যে কেউ জালিমের সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর।
ছদ্মবেশী বন্ধুদল কুমন্ত্রণা দিয়েছে এ পথে
(খান্নাসের অস্‌ওয়াসা চিরদিন চেয়েছে যেমন
কৌশলে ফেরাতে টেনে ইনসানের মুক্ত রাহা থেকে),
তবুও থামেনি পথে ; গেছে তারা খোদার মদদে।

পাঁচ

অশেষ দুঃখের পথে শ্রান্তিহীন চলে এক মনে
বহু বিয়াবান আর মরু মাঠ পাড়ি দিয়ে একা
পৌঁছিল হাতেম তা'য়ী অরণ্যের সংকট-সংকুল

www.pathagar.com

আঁধারে (ভ্রান্তির মাঝে অকস্মাৎ হলো দিশাহারা)
সূচীভেদ্য অন্ধকারে পেল বাধা সংখ্যাহীন, আর
পেল সংকটের দেখা তিক্ততর, পেল না সে শুধু
পথের সন্ধান সেই অরণ্যের ঘন সিয়াহিতে।
অজানা দ্বীপের খোঁজে দুঃসাহসী নাবিক যেমন
হারায়ে সন্ধানী আলো ঘুরে মরে দিক-চিহ্ন হীন
অন্ধকারে, ঘুরিল হাতেম তা'য়ী আঁধারে তেমনি
ক্রমাগত পথ ভুলে, পথ খুঁজে অজস্র সংঘাতে
ক্ষতপদ, ক্ষুধায় বিশীর্ণ দেহ, তন্দ্রাহারা প্রাণ
শান্তিহীন। ভূখা ফাকা চলে তবু একা রাত্রিদিন
খোদার মদদ চেয়ে তা'য়ী পুত্র সেই মুসীবতে।
অকস্মাৎ সে অরণ্যে পেল এক পরীর সাক্ষাৎ
(আল্‌গুনের সহচরী—রূপ যার আগুনের মত
রওশন), দিশারী তারা পেল যেন নাবিক রাত্রির
তুফানে ! জানালো পরী এসেছে সে রাণীর নির্দেশে
নিয়ে যেতে তাকে দূর নূররেজ ফুলের বাগানে।।

www.pathagar.com

নুররেজ ফুল

জানালো সঙ্গিনী পরী, 'নূররেজ ফুলের বাগান
দেখাব ইঙ্গিতে শুধু, যাব না কখনো গুলশানে,
আজাদাহা বিরাটকায় ঘোরে সে বেবাহা ময়দানে
উদ্যত, বিশাল ফণা হিংসা-বিষ-জর্জরিত প্রাণ
(যেন সে ভয়াল জ্বিন অথবা বখিল ইনসান
দৌলৎ জমায়ে রাখে আমরণ প্রাণপণে তার) ;
যে যায় মাঠের কাছে মুহূর্তেই হয় সে শিকার
পাপ আজদাহার ! যদি যেতে চাও দেখ গুলশান।'

হাতেম দেখিল চেয়ে নূররেজ ফুলের রৌশন
পাঁপড়ি উঠেছে যেন জমিনের আস্তরণ ফুড়ে,—
দীপ্ত মশালের মতো ঘন অন্ধকার বন জুড়ে,
দূরান্তরে ছিটে পড়ে বিচ্ছুরিত আলোর প্লাবন, —
হাওয়ায় খোশ্‌বু তার দিগন্তের পথে যায় উড়ে;
ভাবিল হাতেম তা'য়ী এতো দিনে সার্থক নয়ন।।

www.pathagar.com

পুষ্প চয়ন

পরীর উক্তি

মৃত্যু-আঁধারের মত অজগর কুণ্ডলীর মাঝে
যেখানে ছড়ায় রশ্মি নুররেজ ফুলের স্তবক,
যেখানে মৃত্যুর বুকে জীবনের দীপ্ত সুর বাজে
সেই মাঠে গেল একা 'য়েমনের নির্ভীক সাধক।
যায় না সেখানে ভীরু, ক্লীব, আত্মপূজারীর দল,
যায় না সেখানে লোভী, ভারবাহী সঙ্কীর্ণ স্বার্থের,
যায় না সেখানে — যারা মেনে নিলো মোহের শৃঙ্খল
অথবা শোনেনি ডাক কোন দিন দুর্গম পথের।
ঈমানের শিখা নিয়ে সেই মাঠে গেল নেমে একা
'য়েমনী হাতেম তা'য়ী, দাঁড়ালো না শংকার তুফানে;
মুক্তির সংগ্রামে পেল সে মুক্ত প্রাণের রক্ত রেখা
যে ফিরেছে চিরদিন ব্যথা-দীর্ণ ইনসানের টানে।
জীবন মুঠিতে পুরে মরণের মুখে সে সাধক
নিল তুলে অকম্পিত নূররেজ ফুলের স্তবক ॥

www.pathagar.com

দৃষ্টি

যখন অন্ধের চোখে দিল এনে ফুলের নির্যাস
(জমাট আঁধার যেন চিড় খেলো রাত্রির আস্‌মানে)
সুবে কাযিবের দ্যুতি মনে হল শংকাহত প্রাণে;
ঘন অন্ধকারে ফের মুছে গেল নিরন্ধ্র আকাশ!
ডুবন্ত প্রাণীর মত ভারগ্রস্ত, সেই হতাশ্বাস
অন্ধ প্রার্থী ঊর্ধ্ব পানে জানালো আত্মার ফরিয়াদ,
ফুলের নির্যাসে তার পূর্ণ হয়ে ওঠে স্বপ্নসাধ ;
সুবে সাদিকের দীপ্তি দৃঢ়তর করিল বিশ্বাস ।

ফুলের নির্যাস দিল আবার যখন দুই চোখে
কেটে গেল দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, লুপ্ত হলো তিমির প্রাকার,
পরিপূর্ণ দীপ্ত দিন সমুজ্জ্বল সূর্যের আলোকে
উদ্ভাসিত হলো যেন আদিগন্ত, ... ঝলকে ঝলকে
প্রমুক্ত আলোক আসে ; নদী, মাঠ, অরণ্য-কিনার
আল্লার আলম জাগে দৃষ্টি ফিরে পাওয়া মুগ্ধ চোখে ॥

www.pathagar.com

শোকরিয়া

(সদ্য-দৃষ্টিপ্রাপ্ত মুক্ত মানুষের উক্তি)

যে পায় হারানো দৃষ্টি বোঝে সেই কুদরত খোদার,
জানাই শোকরিয়া তাই বারিতা'লা আল্লার দরবারে !
যে দৃষ্টি পেয়েছি ফিরে সমাচ্ছন্ন ঘন অন্ধকারে
শুধু দু'চোখের নয় ; সেই দৃষ্টি ঘুমন্ত আত্মার।

এখন পড়েছে ভেঙে অন্ধের সঙ্কীর্ণ কারাগার,
প্রমুক্ত আলোক আসে পিঞ্জরের গহন আঁধারে,
পরিচিত পৃথিবীকে দেখি আমি চেয়ে বারেবারে,
মনের দিগন্তে খোলে অপরিচয়ের স্বর্ণদ্বার।

লক্ষ মুবারকবাদ জানাই সে আল্লার বান্দাকে
জীবন মুঠিতে পূরে এনে দেয় যে আলো চোখের,
খালিকের রেজামন্দি চিরদিন ঘিরে থাকে তাকে
যে নেয় সহজে তুলে ব্যথা-দীর্ণ ভার মখ্‌লুকের,
মুখে যা যায় না বলা, হারায়েছি ভাষা প্রকাশের ;
পূর্ণতার পথে প্রাণ চায় শুধু প্রমুক্ত আত্মাকে।।

(হাতেম তা'য়ীর উক্তি)

শোকর-গোজার বান্দা হও তুমি দরবারে আল্লার,
খালেক, মালেক, রব তামাম আলম সৃষ্টি যাঁর !
দৃষ্টি চাও তাঁর কাছে, দৃষ্টি চাও নিরুদ্ধ আত্মার ;
খোদার সৃষ্টিকে জেনে জানো তুমি রহস্য স্রষ্টার।
মখ্‌লুকের খিদমত জানি আমি দায়িত্ব সবার ;
অগ্রগামী হও তুমি সেই পথে দোস্ত্ দিলদার ॥

www.pathagar.com

শাহাবাদে

শেষ কথা বলা হলে জুমা'রাত সফরের চাঁদে
য়েমনের শাহ্জাদা হাতেম চলিল শাহাবাদে,
পৌঁছিল মঞ্জিল পথ পাড়ি দিয়ে সরাইখানায়
যেখানে মুনীর শামী দীর্ঘ দিন ছিল প্রতীক্ষায়।

ব্যথা-দীর্ণ তা'য়ী পুত্র দেখিল সে আশিকের হাল
বিমর্ষ (তুফানে যেন ছিঁড়ে গেছে জাহাজের পা'ল)
কিম্বা শীর্ণ মাহ্তাব সূর্যালোকে নিষ্প্রভ যেমন
বিরহী মুনীর শামী শয্যালীন রয়েছে তেমন।

হাতেম তা'য়ীকে দেখে পেল ফিরে হারানো হিম্মৎ,
দিক্ভ্রান্ত অন্ধকারে মুসাফির পেল তার পথ,
আনন্দের ক্ষীণ রেখা দেখা দিল তার অশ্রুজলে;
উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলিল সে বানুর মহলে।

'পর্দার ভিতরে বানু তায়ী পুত্র হাতেম বাহিরে'
প্রশ্নের উত্তর, হাল হকিকত বলে যায় ধীরে;
তৃপ্তিহীন লোভ আর বঞ্চনার তিক্ত পরিণতি
বলিল অভিজ্ঞ পান্থ পিঞ্জরের অন্ধের দুর্গতি।

শেষ হলে সে কাহিনী (লাভ, ক্ষতি, জীবনের সুর)
শুধালো হাতেম তা'য়ী চাহারম সওয়াল বানুর ॥

[তিস্‌রা সওয়াল সমাপ্ত]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চাহারম সওয়াল

www.pathagar.com

[হুস্না বানুর চাহারম সওয়ালঃ "সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব কি ভাবে জানা যায়? সত্য কথার অর্থ কি ? লাভ কোথায় ? —'যে সত্য কথা বলে সে কোন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, '— এ কথা কেন একজন মানুষ নিজের দরজায় লিখে রেখেছে?"

এই সওয়ালের পথে এক নির্জন নহরে রক্তস্রোত দেখে হাতেম বিস্মিত হন। নহরের রক্তধারা অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে, জনশূন্য বিয়াবানে এক বিরাট গাছের ডালে ডালে অসংখ্য নারীমুণ্ড ঝুলে আছে। সদ্য-কর্তিত সেই সব মুণ্ডের রক্তেই নহরের স্রোত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। এই সব ছিন্ন মুণ্ডের মাঝখানে পূর্ণিমার মত দীপ্তিময়ী এক নারীর মুখ হাতেম তা'য়ীকে বিহ্বল করে তোলে। এই ভয়াবহ কাণ্ডের মূল আবিষ্কার করতে যেয়ে তিনি পাতালে প্রবেশ করেন। সেখানে সবুজ খেলকা পরিহিত এক দরবেশের কাছে তিনি জানতে পারেন যে, কুখ্যাত যাদুকর কাম্‌লাকের শাগরিদ শাম আহ্‌মরের কারসাজিতে তার দুহিতা জরিনপোশ জীবন্মৃত অবস্থায় সহস্র সঙ্গিনীর সাথে বিয়াবানে দিন গুজরান ক'রছে। হৃদয়হীন পিতার যাদুর প্রভাবেই তাদের ছিন্ন শির সারা দিন গাছের ডালে ঝুলে থাকে।

অতঃপর দরবেশের কাছে থেকে হাতেম তা'য়ী মিথ্যা যাদুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঠিক পন্থা জেনে নেন। আর কঠিন সংগ্রামে যাদুকর কাম্‌লাক ও শাম আহ্‌মরকে বিধ্বস্ত করে জরিনপোশের সঙ্গে মিলিত হন। এরপর কোর্রম শহরে একজন প্রবীণ বৃদ্ধের নিকট তিনি চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর জানতে পারেন।]

www.pathagar.com

মালেকা জরিনপোশের কিস্‌সা

এক

প্রশ্ন শুনে জাগে প্রাণে
হাতেম তা'য়ীর
অচিন্তিত দ্বন্দ্ব ; তবু
যায় মুসাফির।

কোথায় পাবে সাচ্চা সে প্রাণ
নাই জানা তার,
একলা তবু যায় সে দূরে
বান্দা খোদার।

পথ মিশে যায় প্রান্তরে আর
ঘুর পথে,
শংকাবিহীন পথিক তবু
একলা চলে দূর পথে।

কখনো তারার আলোয় চলে
কখনো চলে দীপ্ত দিনে,
রাত্রিশেষের পথ চলা তার
হয় যে ভোরের রোশ্‌নি চিনে।
কখনো চলে বিরান দেশে
শূন্য যে পথ মড়কে,
কখনো চলে প্রাণ-জোয়ারে
উচ্ছ্বসিত সড়কে।

www.pathagar.com

এই ভাবে সে তৃষিত প্রাণ
একদা এক দিনান্তে
বনের ছায়ায় নহর দেখে
চম্‌কে ওঠে অজান্তে ॥

দুই

ভয়ের শিহর কাঁটার মত
জাগে সে ভয়শূন্য বুকে
সামনে পেয়ে তৃষার পানি
পারে না সে তুলতে মুখে।

সেই নহরের খরস্রোতে
বয় মানুষের রক্তধারা,
দিনের শেষে দূরের পথিক
দেখে যেমন সংজ্ঞাহারা।

রক্ত রেখা ধরে তবু
যায় অজানা কৌতূহলে,
দেখে দূরে রক্ত-সায়র
প্রাচীন বিশাল গাছের তলে।

ডালে ডালে দুলছে গাছে
সংখ্যাবিহীন নারীর শির,
ফুটন্ত সব গোলাব যেন
বৃন্ত-বিহীন (নাই শরীর)।
ছিন্ন শিরের লহু ঝরে
দীঘির বুকে অঝোর ধারে

www.pathagar.com

(অতল গভীর সেই দীঘি, যার
নহর দেখে পূব কিনারে)।

যায় নহরের স্রোতে মিশে
ছিন্ন শিরের রক্তধারা,
শূন্য মাঠে একলা পথিক
তাকায় ; —দু' চোখ পলক হারা।

দৃষ্টি তুলে শূন্যে হাতেম
হয় সে যেন মূর্ছাহত
হাজার তারার মধ্যমণি
জ্বলে শুক্লা চাঁদের মত।

অচিন্ত্য সেই মুখ দেখে ফের
দূরের পথিক হয় অধীর,
শুক্লা সাঁঝে পূর্ণিমা চাঁদ
(রূপবতীর নাই শরীর) ॥

তিন

অনিশ্চিত শংকা নিয়ে
সেই মুসাফির সান্ত্বনাহীন
দীঘির ধারে রয় বে-চঈন
সাঁঝের ছায়ায় শেষ হলে দিন।

ঘনিয়ে এলে রাতের আঁধার
মন্থর পায়, সেই দীঘির
নিতল পানির বুকে ঝরে
একে একে ছিন্ন শির।

www.pathagar.com

অবাক হয়ে দেখে হাতেম
রৌশনিতে ঝলমল
দীঘির বুকে গালিচা আর
জ্বল্‌ছে আলোর শতদল।

সেই আলোকে দেখে চেয়ে
যেন রূপের তৃণ ভরি'
তারার মতো তন্বী সুঠাম
আসলো হাজার হুর পরী।

হাজার পরীর মধ্যমণি
নায়িকা এলো সেই ক্ষণে
তন্বী নারী, পঞ্চদশী;
পূর্ণিমা চাঁদ যৌবনে।
পাঁপড়ি মেলে পদ্ম যেমন
রূপের আলোয় নীল হ্রদে,
সব সেহেলির মধ্যে রাণী
বস্‌ল শাহী মস্‌নদে।

গানের আসর শুরু হলো,
নাচের আসর সব শেষে,
অবাক হয়ে সেই মুসাফির
ম'ফিল দেখে দূর দেশে।

প্রহর শেষে সেহেলি আসে
ভোজ্য নিয়ে খাঞ্চাতে
খাদ্য সামান হরেক রকম

www.pathagar.com

খোশ্‌বু কিছু সেই সাথে।

বলল তাকে হাতেম তা'য়ী,
'দাও পরিচয় এবার এসে !'
জওয়াব দিল সেই রূপসী,
'জানবে সবই রাত্রিশেষে।'

চার

অচিন্তিত সুখের সোয়াদ
মানুষ যেমন পায় খাবে
রঙ্গ রাগে বাদশা 'জাদা
মগ্ন হলো সেই ভাবে।
রাত্রিশেষে পানির বুকে
ঝাঁপিয়ে পড়ে এক সাথে
ভোরের আলোয় হাজার নারী
মিলালো এক লহমাতে।
হারিয়ে গেল হাজার নারী
ভোর বিহানের কূল ঘেঁষে
আকাশ নীলায় চাঁদ সিতারা
হারায় যেমন রাত শেষে।
প্রাচীন গাছের শাখায় শাখায়
আবার হাজার ছিন্ন শির
উঠলো ফুটে গোলাব যেমন
বৃন্ত-বিহীন (নাই শরীর)।
পূর্ণ চাঁদের মত যে মুখ
রয় সে উজল মাঝখানে,

www.pathagar.com

দূর বিদেশী পথিক দেখে,
শান্তি যে তার নাই প্রাণে।
পড়ে না তার পলক চোখে
রয় সে চেয়ে এক ধ্যানে,
দেখলে তাকে যায় না বোঝা
আছে কি নেই সজ্ঞানে।
হয়তো আছে ছিন্ন শিরের
মালার মাঝেই তার প্রাণ,
এমন ভাবে রয় তাকিয়ে
দীওয়ানা সে দিনমান।।

পাঁচ

আবার আঁধার রাত্রি এল
দিনান্তে,
মায়ার খেলা জাগলো বনের
সীমান্তে।

পানিতে ফের পড়ল ঝরে
হাজার শির,
তলিয়ে গেল কোন্ অতলে
সেই দীঘির !

সেহেলি সব আস্লো উঠে
এক সাথে,
রূপের রাণী জাগলো সুরের
জলসাতে।

www.pathagar.com

বিরান দীঘির বুক হলো ফের
রৌশনিতে ঝলমল,
বিছিয়ে দিল গালিচা; আর
জ্বল্‌ল আলোর শতদল।

তন্বী নারী, নায়িকা সেই
বস্‌ল যেয়ে মস্‌নদে,
নৃত্য-গীতে রাত্রি মুখর
যৌবনেরি সেই মদে।
প্রহর শেষে সেহেলি আসে
ভোজ্য নিয়ে খাঞ্চাতে,
খাদ্য সামান হরেক রকম
খোশ্‌বু কিছু সেই সাথে।
দূরের পথিক বলে তখন,
'আজকে নেব পরিচয়,
কাল বুঝি নি, ছিলাম ভুলে
আজকে হব অসংশয়।'
কথার জওয়াব না দিয়ে সে
পানির উপর পা ফেলে
এগিয়ে গেল তন্বী, যেমন
মেঘ ভেসে যায় গা মেলে।
অবাক হলো হাতেম তা'য়ী
চলার সহজ ভঙ্গীতে,
দীঘির পানি ঝিলিমিলি
ডাকলো অচিন সঙ্গীতে।

www.pathagar.com

পা দিল যেই পানির বুকে
এসে দীঘির সীমান্তে
তলিয়ে গেল কোন্ অতলে
পথিক নিজের অজান্তে !
তাকিয়ে দেখে কোথায় দীঘি !
পাতালে এক ময়দানে
দাঁড়িয়ে আছে ; ব্যর্থ রাতের
তীরের আঘাত তার প্রাণে ।।

www.pathagar.com

যাদুর ময়দানে

দিল-দীওয়ানা একলা হাতেম
ঘোরে যাদুর ময়দানে,
দৃষ্টি ব্যাকুল, দিশাহারা
রূপবতীর সন্ধানে!

কোন্ আঁধারে হারিয়ে গেল
রূপের রাণী,—রঙ্গিণী?
হারিয়ে গেল কোন্ আঁধারে
হাজার লীলা-সঙ্গিনী?

কোথায় গেল বৃক্ষ প্রাচীন,
কোথায় রূপের বন্দর
(লক্ষ্যহারা কিশ্‌তী যেন
বিমর্ষ তার অন্তর)!

হারায়ে সব পথের দিশা
ঘোরে যাদুর ময়দানে,
দূরের হাওয়ার শ্বাস বয়ে যায়
ক্লান্ত, ব্যাকুল তার প্রাণে !

সাত দিন রাত ঘুরলো হাতেম
যাদুর মাঠে বেবাহা,
পায়না খুঁজে পথের দিশা ;
বাত্‌লে দেবে কে রাহা?
পথের দিশা খুঁজে হাতেম

www.pathagar.com

বেড়ায় যেন ঘূর্ণমান,
খোদার রহম, ... ফকীর এসে
করল তাকে অভয় দান।

খেল্‌কা সবুজ, নূরানী মুখ
চেহারা তার দরবেশী,
ব্যাকুল ব্যথায় সকল কথা
জানায় তাকে দূর দেশী।

সকল কথা জেনে তখন
ফকীর বলে অকস্মাৎ,
'মিথ্যা যাদু, কুহক ঘেরা
দীঘির বুকে তেলেসমাত।

'ছিন্ন শিরের মধ্যমণি
নাম মালেকা জরিনপোশ,
শাম যাদুকর পিতা যে তার,
মেয়ের 'পরে বিষম রোষ !

'দারুণ রোষে বন্দী করে
রাখে জালিম কন্যাকে,
যাদুর জোরে মুর্দা সমান
রাখে জীবন-বন্যাকে।
'হাজার সখীর সঙ্গে দোলে
সারাটা দিন ছিন্ন শির,
দিন ফুরালে সাঁঝের ছায়ায়
দীঘির বুকে পায় শরীর।'

www.pathagar.com

শুধায় তখন হাতেম তা'য়ী,
'কি কারণে কও এবার
আধ ফোটা ফুল পড়ে ঝরে
দারুণ রোষে সেই পিতার।'

ফকীর বলে, 'শোন পথিক,
পাষাণ-হৃদয় শাম যাদুকর
করল তাকে বন্দিনী,— যে
চেয়েছিল প্রাণের দোসর।

'চেয়েছিল সত্য সঠিক
চায়নি নিতে কুহক শামের,
তাইতো জালিম যাদুর জোরে
দেয় জ্বালিয়ে স্বপ্ন প্রাণের।

'যে পাবে সেই সত্য, পাবে
নিষ্পাপ সে কন্যাকে,
মুক্তি দেবে সত্য পথের
পথিক জীবন-বন্যাকে।'
হাতেম বলে, 'এবার তবে
সত্য পথের দাও নির্দেশ,
যাব আমি তার কাছে,— যে
তাকিয়ে আছে নির্ণিমেষ।'

ফকীর বলে, 'দূর বিদেশী
সত্য সে পথ কঠিন অতি,
মিথ্যা, কলুষ, কুমন্ত্রণা

www.pathagar.com

দেয় সে পথে থামিয়ে গতি।

'সেই পথে বীর যাবে যদি
শিক্ষা তবে নাও সততার;
নাও শিখে ধীর 'এছমে-আজম' ;
নাও জীবনে শুদ্ধ আচার।

'আত্মা যদি হয় বলীয়ান
সত্য বিভায়,—সাচ্চা দিলীর;
মিথ্যা, কুহক জ্বালিয়ে দিয়ে
পথ পাবে ঠিক নির্ভীক বীর।

'সত্য পথে জিন্দেগানি
পেলে খুঁজে মদদ খোদার,
মিথ্যা যাদু, কুহক থেকে
মুক্তি পাবে কন্যা আবার।।'

www.pathagar.com

যাদুর লড়াই

এক

যাদুর জোরে জানলো খবর শাম যাদুকর
(কাম্‌লাকেরি শাগ্‌রিদ সে নাম আহ্‌মর),
জানলো যখন কন্যাকে তার ছিনিয়ে নিতে
সত্য-সাধক হাতেম চলে অভয় চিতে,
বিষম ক্ষোভে কাঁপলো যে তার মাথার জটা,
চোখের কোণে উঠ্‌লো জেগে অগ্নি ছটা,
বস্‌ল যেয়ে তখন যাদুর আস্তানাতে ;
পাপের সাথী শয়তানকে ডাকলো সাথে।

মন্ত্র বলে পায় সে দেখা ইব্‌লিসের,
জানায় কেঁদে, 'মওত এল দূর দেশের।'

ইব্‌লিস কয়, 'শাম আহ্‌মর নাই ফিকির
জয়ী হবে সাচ্চা জবান হাতেম বীর।
সত্য পথের সন্ধানী যে, ... হক তা'লার
পায় সে মদদ ; চায় না যে জন মিথ্যাচার,
পার যদি করতে তাকে বিপথগামী
মিথ্যা মায়ায় তোমার সাথে চল্‌ব আমি।'

শাম যাদুকর বিছায় তখন মায়ার ফাঁদ,
শত্রুকে ফের করতে সে চায় রূপোন্মাদ,
পাঠিয়ে দিয়ে সাত রূপসী, মোহিনী সাত
আপন মনে মন্ত্র পড়ে — তেলেস্‌মাত।
উঠ্‌লো রুখে সত্য সাধক হাতেম বীর;
যাদুর মুখে সূর্য সমান রইল থির,
মিথ্যাভাষণ, কলুষ থেকে মুক্ত প্রাণ

www.pathagar.com

সত্য জ্ঞানের রোশ্‌নিতে ফের করল স্নান,
নফসানিয়াৎ-মুক্ত সে বীর দিল আজাদ
যায় মাড়িয়ে লালসা আর পাপের ফাঁদ ...

সাত রূপসী হারিয়ে গেল অশ্রুজলে
হারায় যেমন শিশির কণা দূর্বাদলে ...

দুই

যাদুর লড়াই করেল শুরু শাম যাদুকর
(কাম্‌লাকেরি শাগরিদ সে নাম আহ্‌মর),
বিষম ক্রোধে ছুঁড়লো যাদুর অগ্নিবাণ,
আতশ তাপে উঠ্‌লো কেঁপে সবার প্রাণ।

যায় সে আগুন যায় দূরে
বিজন পাহাড় দেশ ঘুরে,
বন-বিনালি যায় পুড়ে,
পাখ-পাখালি যায় উড়ে,
দেও দানালি যায় পুড়ে,
দেও দানারা যায় সাথে,
ডাল ভাঙে সব ঝটকাতে,
দেয় ফেলে সব বিষম ঘের
শক্তি পেয়ে আফছুনের।
সাচ্চা-জবান হাতেম বীর
যাদুর মুখে রইল থির !

সত্য বলেই রুখলো সে,
ভয়ের পথেই ঝুঁকলো সে,
কাট্‌লো যাদু অসত্যের,
কাট্‌লো সে ডোর সব পাপের,

www.pathagar.com

কাট্‌লো সে ডোর আফছুনের,
কাট্‌লো আঁধি মায়ার ঘের।

সাচ্চা-জবান হাতেম বীর
যাদুর মুখে রইল থির।।

তিন

যাদুর লড়াই করল শুরু বিষম রোষে শাম যাদুকর,
'বাজ বিজ্‌লি' চমক যেমন তেমনি দারুণ ভয়ঙ্কর,
যাদুর পাহাড় আস্‌লো ছুটে, আস্‌লো যাদুর আজদাহারা;
আলোর মুখে আঁধার যেন হাতেম তা'য়ীর সামনে তারা।
পালিয়ে গেল শাম যাদুকর নাম আহ্‌মর সব শেষে
যাদুর গুরু কাম্‌লাক তার আছে যেথায় সেই দেশে।।

চার

শাম, কাম্‌লাক শিষ্য-গুরু গড়লো যাদুর কেল্লা শহর
আঁধার বিভীষিকায় আবার চম্‌কে ওঠে রাতের প্রহর,
চম্‌কে ওঠে মিথ্যা মায়ায় বালাখানায় ঘুমন্তেরা,
শাম কাম্‌লাক দুনিয়াকে চায় বানাতে পাপের ডেরা,
মিথ্যা যাদু চায় ছড়াতে এই পৃথিবীর মুক্ত বুকে;
খোদার নামে হাতেম তা'য়ী সে জুলমাতে উঠ্‌লো রুখে।

পড়ল ভেঙে যাদুর গড়,
বইলো প্রাণে মুক্ত ঝড়,
পাপের মুলুক পাঁচ শহর
লুটিয়ে গেল ধূলার 'পর।

ধ্বংস হলো শাম কাম্‌লাক যাদুর সাথে মিথ্যাময়;
মুক্ত হলো মায়ার ফাঁদে বন্দিনীরা সেই সময়।।

www.pathagar.com

যুদ্ধ শেষে

যাদুর লড়াই শেষ হয়ে গেল (মিথ্যার যত দ্বন্দ্ব),
নতুন দিনের নতুন আকাশে জাগলো নতুন সূর্য ;
সারা বনে জাগে সবুজ পরীর প্রাণময় গীতি-ছন্দ ॥

মিলন-মধুর সুরে প'ল ঢাকা যুদ্ধের জয় তূর্য,
খোশ্‌বু ছড়ায় নূররেজ ফুল ; জেগে ওঠে নিশিগন্ধা;
লতা বল্লবী চায় তরু শাখা, বন্ধন চায় ভূর্জা ।।

রঙের সুরাহি ঢেলে নেমে আসে মুক্ত প্রভাত, সন্ধ্যা,
জরিনপোশের জীবনে রঙিন নীড়ের স্বপ্ন জাগলো,
জাগে খঞ্জনা নদী তীরে যেন নৃত্য-চটুল ছন্দা ।।

'য়েমনের বীর হাতেম তা'য়ীর বুকে সেই দোলা লাগলো
(মনের অতলে মেশ্‌কের বাস জেগে ওঠে মৃদু মন্দ);
তৃষিত প্রাণের প্রান্তর ফের মিলনের রঙে রাঙলো ।।

যাদুর লড়াই শেষ হয়ে গেল, মিথ্যার যত দ্বন্দ্ব,
নতুন দিনের নতুন আকাশে জাগলো নতুন সূর্য;
সারা বনে জাগে সবুজ পরীর প্রাণময় গীতি-ছন্দ ॥

www.pathagar.com

জরিনপোশ

(সবুজ পরীর গাথা)

রাতের আঁধারে রোশ্‌নি তারার—ইশারা তোমার জরিনপোশ !
তোমাকে পেয়েছে 'য়েমনী হাতেম— সেরা যার ত্যাগ, দুঃসাহস ।।

আর্শির মত দীঘির পানিতে পাহাড় যেখানে ফেলেছে ছায়া
সেখানে লহুর নহরে হাতেম দেখেছিল এক যাদুর মায়া,
দেখেছিল এক উর্ধ্ব শাখায় জোছনা-জমাট নারীর মুখ,
নিপুণ শিল্পী গড়েছে যত্নে সুঠাম ললাট, আঁখি, চিবুক।

রাতের আঁধারে রোশ্‌নি তারার ইশারা তোমার জরিনপোশ,
তোমাকে পেয়েছে 'য়েমনী হাতেম ; সেরা যার ত্যাগ, দুঃসাহস।

আজিম দরখ্‌ত, শাখায় শাখায় দেখে সে নারীর ছিন্ন শির,
মাঝখানে সেই জোছনা-জমাট অপরূপ মুখ, নাই শরীর,
ঝলমল করে রূপের আভায় যেন সে চাঁদনি রাতের মত;
তবু সে ছিন্ন শির থেকে দেখিলহু ঝরে যায় অনবরত।

রাতের আঁধারে রোশ্‌নি তারার, ইশারা তোমার জরিনপোশ !
তোমাকে পেয়েছে 'য়েমনী হাতেম ; সেরা যার ত্যাগ, দুঃসাহস।।

পায়ের তলায় মেলে না জমিন, শূন্যাশ্রয়ী শাখায় শির,
লহু চুয়ে যায়, জানে না কখন মিলায়েছে তনু সে তন্বীর,
শুধু দেখে চেয়ে রক্ত পদ্ম হলো যেন সেই রক্তধারা,
নহরের স্রোতে মিশে ভেসে যায় ; চলে যায় ছুঁয়ে বন কিনার।

রাতের আঁধারে রোশ্‌নি তারার, ইশারা তোমার জরিনপোশ।
তোমাকে পেয়েছে' য়েমনী হাতেম ;— সেরা যার ত্যাগ, দুঃসাহস।

www.pathagar.com

দিন শেষ হলে 'নিমাশাম' কালে শাখা হতে সব ছিন্ন শির
হারায়ে দীঘির অতলে কোথায় খুঁজে পায় ফের তনু,—শরীর!
মেহ্‌মানদারী করে সব নারী অজ্ঞাত এক বালাখানায়,
রাত শেষ হলে শান শওকত স্বপ্নের মত মেশে ধূলায়।

রাতের আঁধারে রোশ্‌নি তারার, ইশারা তোমার জরিনপোশ।
তোমাকে পেয়েছে 'য়েমনী হাতেম ; সেরা যার ত্যাগ দুঃসাহস।।

জেনেছে হাতেম 'য়েমনী এ কথা—সুদূর পাহাড়ে বসতি যার
শাম যাদুকর দুহিতাকে তার করেছে বন্দী নির্বিকার,
কঠিন যাদুতে বন্দিনী নারী শূন্য শাখায় কাটায় দিন ;
হাওয়ায় হাওয়ায় বেলা কেটে যায় ; পায়ের তলায় নাই জমিন !

রাতের আঁধারে রোশ্‌নি তারার, ইশারা তোমার জরিনপোশ !
তোমাকে পেয়েছে 'য়েমনী হাতেম ; সেরা যার ত্যাগ দুঃসাহস।।

সেরা ত্যাগ বীর, দাতা ও দিলীর থামে না অলীক যাদুর ফাঁদে,
সত্যের শিখা হয় না বন্দী কখনো অন্ধরাতের বাঁধে,
সংঘাতে আর সংগ্রামে তার পূর্ণ প্রকাশ— অকুতোভয় ;
পায় কামিয়াবি, সফলতা খুঁজে—সত্যের পথে যে দুর্জয়।

রাতের আঁধারে রোশনি তারার, ইশারা তোমার জরিনপোশ!
তোমাকে পেয়েছে 'য়েমনী হাতেম ; সেরা যার ত্যাগ দুঃসাহস।।

www.pathagar.com

কোর্‌রম শহরে হাতেম তা'য়ী

ধ্বংস হলো যাদুকর,—তারা হলো শাম কাম্‌লাক ;
হারালো যাদুর গড়, লুপ্ত হলো যাদুর শহর,
বন্দিনী জরিনপোশ পেল মুক্ত প্রাণের খবর
(খুশীর পয়গাম নিয়ে উড়ে যায় পায়রার ঝাঁক,
অশেষ মাধুর্যে গড়ে বনপ্রান্তে মক্ষিকা মৌচাক
মক্ষিরাণী ভরে তোলে সেই ডেরা স্বপ্নে সুষমায়)!
দু' দণ্ডের অবকাশ তা'য়ী পুত্র পথে খুঁজে পায় ;
তারপর শোনে যাত্রী অন্তহীন পৃথিবীর ডাক।

তাই সে বিদায় নিল। সুখ-স্বপ্ন ছেড়ে জিন্দেগীর
নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড়ালো সে অজানা সৈকতে
অজ্ঞতার অন্ধকারে ; সংখ্যাহীন অরণ্যে পর্বতে
বাধা পেল দুর্গমের পথযাত্রী ; হলো না অধীর
অশেষ জিজ্ঞাসা নিয়ে দীর্ণ করে অজানার তীর
চলিল হাতেম তা'য়ী চাহারম সওয়ালের পথে ।।

*

বস্তির বাশিন্দা শেষে বলে দিল, 'কোর্‌রম শহর
এ সড়কে পাবে তুমি মধ্য দিনে, সূর্যের রোশ্‌নিতে
প্রোজ্জ্বল যেন সে দ্বীপ অতলান্ত সমুদ্রের মাঝে।
শাহী দরজায় এক নেকজাত লিখেছে সেখানে
তোমার সওয়াল ; যার প্রতিধ্বনি আছে সব মুখে।'
কোর্‌রম শহরে গেল তা'য়ী পুত্র বেলা দ্বিপ্রহরে
দিনের আফ্‌তাব রাঙা উঠে গেছে যখন আস্‌মানে।

www.pathagar.com

সূর্যালোকে দেখিল সে আলিশান বালাখানা এক
(আর্শির মহল যেন), দরজায় রয়েছে লেখন
"সত্যভাষী প্রাণ যার, দুনিয়ায় যে সাচ্চা জবান
হয় না সে ক্ষতিগ্রস্ত ; দৌলৎ হয় না অবসান।"

*

দুয়ারে দস্তক দিলে খুলে দিল দরজা খাদিম
(জরিন জরির সাজ), নিয়ে গেল তাজিমের সাথে
দারাজ মহলে তাকে (বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়
দেখিল হাতেম তা'য়ী অফুরন্ত শান শওকত
আমীরানা ঠাট সে মহলে) ! দামী মস্‌নদের 'পরে
দেখে চেয়ে মেযবান সৌম্য মূর্তি বসে আছে ধীর
প্রশান্তির আলো চোখে—রোশ্‌নি যেন সুবে উম্মীদের।

'খোশ আমদেদ' বলে টেনে নিল হাতেম তা'য়ীকে
যেন বন্ধু পরিচিত। ইশারায় আনিল খাদিম
ফল, মূল, মেওয়াজাত, বিরিয়ানি, জর্দা থরে থরে।
শেষ হলে খানাপিনা শুধালো সে স্নেহময় প্রাণ,
'কোথায় দৌলৎখানা? কি কাজে এসেছ মেহেরবান?'

*

'আমার গরীবখানা' তা'য়ী পুত্র বলিল, 'য়েমনে,
দূর দেশী মুসাফির এসেছি এ মঞ্জিলে তোমার
সাচ্চা জবানের অর্থ জেনে নিতে ; জেনে যেতে আর
সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব। প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আছি আমি
লেখনের অর্থ জেনে দিতে এক প্রশ্নের উত্তর।

www.pathagar.com

'ঘুরেছি অনেক দেশ-দেশান্তর যাদুর ফেরেবে,
কুহকের কারসাজি দেখেছি অনেক; সংখ্যাহীন
পেয়েছি মিথ্যার বাধা।। থামি নাই মিথ্যায় যদিও
সত্যের সন্ধান তবু পাই নাই ; কাটে নি সংশয়
জীবনের। চতুর্থ প্রশ্নের পথে তাই ভ্রাম্যমান
ঘুরি আমি দীর্ঘ দিন,—তারপর কোর্রম শহরে
মহলের দরজায় দেখি এসে লেখন তোমার,
বানুর সওয়াল সেই ; হকিকত বল নেককার।।'

www.pathagar.com

চাহারম সওয়ালের জওয়াব

(হাতেম তা'য়ীর প্রতি কোর্রম শহরের বৃদ্ধ)

দুর্জ্ঞেয় জ্ঞানের পথে ভ্রাম্যমান মানুষের মন।
শ্রান্তিহীন সাধনায় সত্যান্বেষী খোঁজে সে মঞ্জিল
অভিযাত্রী দূর-দূরান্তের। কিন্তু যা পরম সত্য
গোপন রহস্য তার জানে শুধু নবী ও সিদ্দিক
আত্মার আলোকে। সমাচ্ছন্ন প্রবৃত্তির অন্ধকারে
পাইনি সত্যের রশ্মি, কাল হয়ে আছে জিন্দেগানি
মিথ্যা-অসত্যের দ্বন্দ্বে। পাই নাই আলোর ইশারা
কি করে জানাবো আমি সত্যের নিগূঢ় সমাচার ?

তবু যে লেখন আমি দরজায় লিখেছি তা জেনো
মিথ্যা নয়; আছে তার ইতিহাস কলঙ্কে জড়ানো
—কলুষিত। নিকষ ছায়ার মত বিগত দিনের
সে কাল অধ্যায় এক মসীলিপ্ত চলে সাথে সাথে
ক্রমাগত ছায়া ফেলে মনের মাটিতে। দেখি আমি
আত্মপ্রবঞ্চিত এক অতীতের মরু মাঠ ঘিরে
ইব্‌লিসের আধিপত্য, দেখি আমি সে পটভূমিতে
মানুষের পরাজয় প্রবৃত্তির কাছে, দেখি আমি
মিথ্যার কদর্য ক্ষতি ; সততার মূল্য সেই সাথে
এ জীবনে। বলে যাই সে কাহিনী, শোন নেকনাম ;
জানাতে পারি না শুধু হকিকত নিগূঢ় সত্যের।

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী

যৌবনে ছিলাম আমি দাগাবাজ জুয়াড়ী ; আমার
পেশা ছিল প্রবঞ্চনা। অর্থলোভী, পাপাসক্ত মন
খুঁজেছে হারাম পথে জীবনের চরম সান্ত্বনা
শান্তিহীন। আর এক বল্গাহারা পৈশাচিক লোভ
কাল কামনার বিষে রাত্রি দিন ঘুরেছে উদ্দাম
তৃপ্তিহারা ক্লেদাক্ত সড়কে। কত তন্বী কুমারীর
সরল বিশ্বাসে আমি দাবানল জ্বেলেছি সহজে,
বিশ্বাসের কত দীপ দিয়েছি নেভায়ে। দুই পাপ,
দুই অন্ধকার যেন পাশাপাশি জেগেছে হৃদয়ে।

সে দিন কোকাফ কালো শিলাদৃঢ় ছিল এ হৃদয়
পাপের আস্তানা শুধু, প্রবঞ্চনা আর প্রতারণা
রেখেছিল ঘিরে সত্তা ; ছিল না এ মনে মুহব্বত।
ধাতব যন্ত্রের মত এ মন নির্মম-সুকঠিন
ন্যায়, নীতি, মূল্যবোধ সকলি হারালো। মানুষের
পরিচিতি লুপ্ত হলো সুখান্বেষী প্রবৃত্তির কাছে
ঘৃণ্য পশুত্বের পায়ে অতি ঘৃণ্য আত্মসমর্পণে।

এ কোর্রম শহরের প্রতি পথ ভোলে নি এখনো
সেই জুয়াড়ীর রূপ, কাল ছায়া সে নিশাচরের
পংকিল পাপের মূর্তি। কদর্য পিশাচ, প্রতারক
জানি না তো তার চেয়ে ঘৃণ্যতর জীব আছে কীনা।
কত যে অতন্দ্র রাত্রি দেখে গেছে সেই পাশবতা
জুয়াড়ীর, ডুবেছে আঁধারে কত জিন্দেগীর চাঁদ
অথচ ঘুমন্ত সত্তা কোন দিন জাগে নি আমার।
বুঝিনি তখন আমি লানতের গুরুভার বয়ে

www.pathagar.com

পশুর অধম হয়ে পথে পথে কেন মরে ঘুরে
মিথ্যাচারী ; দেখি নাই হৃদয়ের অতলে তাকিয়ে
হারাম নেশায় মত্ত কী কলঙ্ক জুয়াড়ীর প্রাণে।

তারপর এল দিন সুকঠিন, বন্ধ হলো সেই
জুয়ার ব্যবসা। এক রাত্রে শহরের কোতোয়াল
হানা দিয়ে অকস্মাৎ দিল ভেঙে সে পাপের ডেরা
অতর্কিতে। দলের সর্দার, সঙ্গী ধরা পল, শুধু
বেঁচে গেছি আমি হুশিয়ার।

বন্ধ হলো জুয়া খেলা,
রোজগার চলে না আমার ; কেননা অভ্যস্ত প্রাণ
বঞ্চনায়, চায় না হালাল রুজী শ্রমের জগতে।
হাজার কৌশলে তাই ঘুরি আমি দিন রাত্রি, মনে
জাগে হারামের নেশা। সব চেয়ে সহজ— আসান
যে কাজ,— মেহ্‌নত কম কিন্তু যাতে মুনাফা প্রচুর
চৌর্য বৃত্তি সেই পেশা ; চলি আমি সে পাপ সড়কে।

তারপর এক রাত্রে সিঁদ কাঠি হাতে নিয়ে একা
শাহী বালাখানা মাঝে উঠি ধূর্ত মার্জারের মত
শব্দহীন পায়ে। পার হয়ে বহু কক্ষ, কক্ষান্তরে।
বিস্ময়ে তাকায়ে দেখি অর্ধস্ফূট মোমের আলোকে
লুটায়ে তস্‌বির যেন অপরূপ মুসাল্লার পরে
শাহ্‌জাদী—সিজ্‌দা নত। তাহাজ্জোদ নামাজের শেষে
ধ্যানমগ্ন হলো ফের শাহ্‌জাদী আল্লার জিকিরে।
বিশ্বাস করো না করো স্নিগ্ধ তার শুভ্র মুখে আমি
দেখেছি রওশন শিখা মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে।
পারিনি ফেরায়ে নিতে দৃষ্টি, তবু লোভাতুর আমি

www.pathagar.com

কিম্মতী মোতির হার চুরি করে আনি কণ্ঠ থেকে ;
ধ্যানমগ্ন শাহ্জাদী অনুভব করে নি তখন।

রাজপথে নেমে এসে মনে হলো সে রাত্রে আমার
কিম্মতী মোতির হার গুরুভার পাথরের মত ;
নিশীথ নগরে চলি শান্তিহীন, ঝড়-ক্ষুব্ধ মনে।
মধ্যপথে এসে দেখি সিতারার অস্পষ্ট আলোতে
ময়দানের পথে এক দস্যুদল করে বাঁটোয়ারা
সোনার মোহর, মোতি, জওয়াহের— অমূল্য পাথর
স্তরে স্তরে। নিঃসঙ্গ আমাকে দেখে ডাক দিল তারা
সংশয়িত ; শুধালো আমার যত হাল হকিকত।
পরিচয় দিয়ে আমি অকপটে দেখাই তখন
কিস্মতী মোতির হার, হলো তারা নিমেষে চঞ্চল,
উঠে এল এক সাথে কেড়ে নিতে সেই মুক্তা মালা।

'গায়েবী আদম' এক সে মুহূর্তে সেই মাঠে এসে
হাঁক দিল বজ্রকণ্ঠে, দস্যুদল হ'ল পলাতক
মালমাত্তা ফেলে দিয়ে ; কাঁপি আমি শংকিত অন্তরে।
শুধালো আমাকে ফের বজ্রকণ্ঠে বিশাল পুরুষ
: কি নাম, কি পরিচয় ! বলি আমি শংকাতুর প্রাণে
আমার তামাম হাল ;— চুরির কাহিনী। রাস্ত্ বাত
— সত্য কথা শুনে সুখী বলে সেই অচেনা পুরুষ,
'এবার প্রতিজ্ঞা কর যাবে না কখনো জুয়াখানা,
বল তুমি কোন দিন হবে না মিথ্যার অনুগামী।'

অনুতপ্ত তার কাছে এ প্রতিজ্ঞা করেছি তখন
যাব না অসত্য পথে, মিথ্যাভাষী হব না কখনো,

www.pathagar.com

জিন্দেগীর ধারা থেকে মুছে দেব প্রবঞ্চনা ; চুরি।
আমার প্রতিজ্ঞা শুনে মিশে গেল শূন্য অন্ধকারে
'গায়েবী আদম' সেই এসেছিল সহসা যেমন।
রাত্রির আকাশ তলে চলি আমি অজানা বিস্ময়ে।
সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্ব জেগে ওঠে সে রাত্রে প্রথম,
জেগে ওঠে অন্তর্দ্বন্দ্ব সে রাত্রে হৃদয়ে।

শূন্য ঘরে
ফিরে এসে আরও বেশী মনে হলো ব্যর্থতা আমার,
মনে হলো পুঞ্জীভূত কী কলঙ্ক জুয়াড়ীর প্রাণে,
কিন্তু চিন্তা মুছে গেল আকস্মিক স্বপ্নে শা'জাদীর।
শিরিন শিঁরর মুখ এঁকেছিল পাথরে যেমন
কারিগর ফরহাদ, জানি না কে অন্তরালে থেকে
ধ্যান-মৌনী শা'জাদীর শুভ্র মুখ এঁকে দিল প্রাণে
অলক্ষ্যে নিপুণ হাতে। জানি না কে মনের মর্মরে
জাগ্রত স্বপ্নের মত প্রতিচ্ছবি রেখে দিল তার।
যত ভুলে যেতে চাই স্পষ্ট হয়ে পড়ে তত মনে,
জাগে তত অচিন্ত্য বেদনা। আশ্চর্য বিস্ময়ে দেখি
হারাম নেশায় মত্ত জুয়াড়ীর আঁধার জীবনে
অনুভূতি নিত্য নবতর।
('জুয়া খেলি, হারি জিতি)
জুয়াতে রোজগার, '— জুয়ার নেশায় থাকি মত্ত হয়ে
সম্পদ-পিয়াসী। কখনো জাগে নি কারো মুখচ্ছবি
মনে। ছিল না সম্প্রীতি। ছিল না বেদনা বোধ প্রাণে।
কিন্তু একী অভিশাপ, এই স্বপ্ন বেদনা-বিধুর
সমস্ত চেতনা সত্তা সমাচ্ছন্ন করে যে সহজে।

www.pathagar.com

তবু মনে হতো স্বপ্ন হাস্যকর প্রহসন শুধু,
নিষ্পাপ শা'জাদী সেই, আর আমি ঘৃণিত জুয়াড়ী
মোমের শিখার নীচে ঘনীভূত আঁধার যেমন ;
অথবা গলিত ক্ষত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে।
আকাশে মেঘের চিহ্ন দেখে নাচে ময়ূর যেমন
আনন্দে কলাপ মেলে, থেমে যায় মুহূর্তের মাঝে
কদর্য্য পায়ের প্রান্ত পড়ে তার দৃষ্টিতে যখন,
তেমনি জাগ্রত সত্তা সাড়া দিত অজানা উল্লাসে
ক্ষণিকের দেখা সেই ধ্যানমৌনী তম্বীর স্মরণে,
তারপর যে মুহূর্তে মনে হতো ঘৃণিত, বিস্বাদ
বিগত দিনের স্মৃতি ;— থেমে যেত মন শংকাহত।

আনন্দ ব্যথার দ্বন্দ্বে অভিভূত, বিশ্রান্ত যখন
বিদায় নিলাম সব পাপ সঙ্গ থেকে। বন্ধু দল
ফিরে গেল হতাশ্বাস, 'উন্মাদের প্রত্যক্ষ নিশানা'
জানালো সম্মুখে কেউ ; কেউ অন্তরালে। তবু আমি
দুর্লভ সে স্বপ্ন নিয়ে জ্বলি একা তুষের আগুনে।
আনন্দ ব্যথার দ্বন্দ্ব করে মন বিক্ষত আমার।
মুনাজাত করি আমি প্রতি রাত্রে। অতন্দ্র আমার
দৃষ্টির সম্মুখে নেভে রাত্রির সিতারা। এক দিন
অকস্মাৎ শুনি ভোরে আহাজারি উঠেছে শহরে,
শুনি লোকমুখে আমি, 'ইন্তেকাল করেছে শা'জাদী'
জীবনের পরপারে চলে গেছে ধ্যানী সে তাপসী!

নৈরাশ্যের কাল ছায়া ঢেকেছিল সে দিন আমার
ভোরের আস্‌মান। যেমন রওশন শিখা নিভে গেলে

www.pathagar.com

অন্ধকার বন্যা এসে গ্রাস করে সাজানো ঘরের
সকল ঐশ্বর্য, দীপ্তি ; —শা'জাদীর মৃত্যু আকস্মিক
মুছে দিল শেষ স্বপ্ন জিন্দেগানি থেকে। শুধু কাল
বিস্বাদ হতাশা এক রয়ে গেল জীবনে আমার।
যে দিকে তাকাই আমি অর্থহীন মনে হয় সব-ই।
অর্থহীন হাসি, গান ; অর্থহীন এই দুনিয়ার
আনন্দ উৎসব। পথে পথে ঘুরি আমি সংজ্ঞাহারা
মৃত্যু-তিক্ত জ্বালা নিয়ে যেন এক উদ্ভ্রান্ত দীওয়ানা
দৃষ্টি লক্ষ্যহীন। বেহাল, বেহুঁশ থেকে দীর্ঘকাল
চেয়ে দেখি পৃথিবীতে আছে শুধু তিক্ততা অশেষ।

দুনিয়ার শেষ চাওয়া শেষ হলো যদি এই ভাবে
নৈরাশ্য, আঁধার এল এ জীবনে; জুয়াড়ীর প্রাণ
সহস্র ধিক্কার দিল তখন নিজেকে। ঘৃণ্য আমি
সব চেয়ে কলঙ্কিত, কলুষিত জীবন আমার
মনে হলো অর্থহীন, মিথ্যাময় শুধু। বিবেকের
বৃশ্চিক দংশন জাগে মর্ম মূলে। তীব্র যন্ত্রণায়
কিস্মিতী মোতির হার নিয়ে যাই শাহী দরবারে।
বলি আমি অকপটে জীবনের কাহিনী আমার;
মৃত্যুদণ্ড চাই অবশেষে। নিল না মোতির হার,
দিল শাহা ফেরায়ে আমাকে। ঈনাম, খেলাৎ দিল
তা'জীমের সাথে। জানালো সে সত্যবাদী, সত্যভাষী
দেখে নি এমন। সাচ্চা জবানের কথা রটে গেল
সেই দিন এ শহরে।
আশ্চর্য এ মানুষের প্রাণ
কত যে সহজে ভোলে ! ভুলে যায় যে ছিল দুশ্‌মন,

www.pathagar.com

যে ছিল কপট, ধূর্ত, যে ছিল জুয়াড়ী ; মানুষের
দুর্লভ সম্মান পেল শুধু সত্য স্বীকৃতির ফলে;
সে হলো পরম বন্ধু মানুষের সুদৃঢ় বিশ্বাসে।
কিন্তু আমি কোন মুখে নেব সেই সম্মানের মালা,
— ইজ্জতের তাজ নেব নগ্ন শিরে ? আঘাতের চেয়ে
সম্মানের সেই মালা হলো আরও আঘাত কঠিন।
বুঝেও বোঝে না ওরা। যত বলি, নিষেধ জানাই
স্নেহের বাঁধনে বাঁধে; ছিঁড়ে যেতে পারি না বন্ধন।

সত্য ভাষণের খ্যাতি রটে গেল যখন শহরে
এলো সওদাগর দল, এলো শিল্পী, এল কারিগর
নিষেধ না মেনে কোন অংশীদার বানালো আমাকে
তেজারতে। তাই দেখ বালাখানা—এ শাহী দৌলত।

সব ঐশ্বর্যের মাঝে জাগে তবু শা'জাদীর মুখ
ধ্যানমৌন, পাই না প্রশান্তি আমি জীবনে আমার;
কী এক যন্ত্রণা তীব্র ঘিরে থাকে এই জিন্দেগানি।
তারপর এক রাত্রে স্বপ্নে দেখি সেই শা'জাদীকে
চাঁদের আলোর মত স্নিগ্ধ কান্তি, নূরানী,— রওশন।
বলে গেল, 'ছাড়ো তুমি প্রবৃত্তির পূজা, ছাড়ো তুমি
ক্ষণিকের রূপ আর ক্ষণস্থায়ী ধূলির লালসা,
জীবন-মৃত্যুর পথে সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা
সুখসুপ্ত পৃথিবীর মধ্য দিনে দেখ আজ ভেবে।
কেন তুমি অবরুদ্ধ রয়েছ এ ভাবে? অসত্যের,
লালসার কীট হয়ে সমাচ্ছন্ন রবে কতকাল
আত্মতৃপ্ত পৃথিবীতে? উঠে এস অন্ধকার থেকে,

www.pathagar.com

যেমন পঙ্কের ক্লেদ মুছে ফেলে পদ্মের কোরক
উঠে আসে পরিপূর্ণ প্রভায় ; তেমনি অসত্যের
পঙ্ক কুণ্ড ছেড়ে এস সত্য আর পূর্ণতার পথে।
ধ্বংস কর পশুত্বের চিহ্ন, তৃপ্তি পাশবিকতার ;
সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব জেনে যাও তোমার জীবনে।'

তখনো নেভে নি তারা, ঝরে নাই সিঙাহার ফুল
অথচ আশ্চর্য স্বপ্ন ভেঙে গেল অলক্ষ্যে কখন;
মুক্ত ঝরোকায় দেখি মৃত্যু-তিক্ত শূন্যতা অশেষ।
বিষণ্ন ভোরের তীরে মনে হলো সে দিন আমার
পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার ছবি এই নিস্প্রাণ মহল,
অকল্পিত এ সম্পদ, বালাখানা, আমীরানা ঠাট
মিথ্যাময় মনে হলো সব-ই। কি নিয়ে এখানে বাঁচি,
জানি না কি নিয়ে আমি জিন্দেগানি কাটাই এখানে,
অর্থহীন এ প্রাণের কতটুকু আছে সার্থকতা ?

এক অন্ধকার ছেড়ে পৃথিবীতে এসেছি যেমন
আরো এক অন্ধকার জেগে আছে সম্মুখে তেমনি
দুর্নিরীক্ষ্য, সীমাহীন। দুই আঁধারের মোহানায়
এ জীবন, যেন এক দীপ-শিখা দীপ্ত শামাদানে
জানে না জ্বলার আগে কি ছিল পশ্চাতে ; জানে না সে
কি আছে সম্মুখে। জ্বলে যায় নির্ধারিত ক্ষণটুকু
সম্পূর্ণ অজানা এক আঁধারের তরঙ্গে হারাতে।
তুষার কুয়াশাচ্ছন্ন মেরু ছেড়ে পাখীরা যেমন
রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে খেলা করে অচেনা বিদেশে,
দিন শেষে উড়ে যায় আরো দূর সুদুর্গম দ্বীপে

www.pathagar.com

তেমনি আমিও হব যাত্রী সুদূরের। আমাকেও
মেনে নিতে হবে সেই সুনির্মম মৃত্যুর শাসন,
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ছেড়ে যেতে হবে এ পৃথিবী
দু' দণ্ডের ঘর ছেড়ে সফরের রাহে ; কিন্তু নাই
পথের পাথেয়,— পূঁজী অফুরন্ত সেই যাত্রা পথে।
জানি না কি নিয়ে আমি হব যাত্রী দুর্গম পথের।
পৃথিবী হারাবে, চাঁদ নিভে যাবে, দাগ খাওয়া দিল
ঝরে যাবে গুলে লা'লা গুলিস্তানে ; মুক্ত মানুষের
আত্মা হবে উর্ধ্বগামী সত্যের মঞ্জিলে ! কিন্তু আমি
জানি না হারাবো কোন অন্ধকারে, জঘন্য মিথ্যার
কলঙ্কে যে পরিপূর্ণ সেই সত্তা হারাবে কোথায়,
পশুত্বের নিম্নস্তরে কী আঁধারে তার পরিণতি
জানি না, বুঝি না আমি, ঘুরি একা অভিশপ্ত যেন।

স্বপ্ন-কথা বলে আমি তারপর সঙ্গীদল মাঝে
একদা বিদায় চাই, কিন্তু ওরা ছাড়ে না আমাকে;
বলে শুধু: আমানত খেয়ানত হয় না এখানে।
কিন্তু আমি জানি নিজে আমানত ছিল না জীবনে
ঈমানের আমানত ; খোয়ায়েছি নিজ হাতে আমি;
করিনি আল্লার বান্দা এ জীবনে বন্দেগী আল্লার ;
ইবাদত হয় নি আমার। ভাবি নি কখনো আমি
সব চেয়ে মূল্যবান জীবনের সম্পদ আমার
যৌবন,— কি ভাবে গেল, জিন্দেগানি কি ভাবে ফুরালো
সময়ের ব্যর্থ অপচয়ে। ছিলাম নেশায় মত্ত,
জাগে নি এ কথা মনে, আত্মপূজা, আত্মরতি নিয়ে
ব্যস্ত সারাক্ষণ। সত্যভাষী বলে ওরা, কিন্তু আমি

www.pathagar.com

চিনি নাই সত্যের স্বরূপ ; পড়ে আছি অন্ধকারে
অন্তঃসারশূন্য স্তুপ আবর্জনাময়। যত বার
ছেড়ে যেতে চাই আমি লোকালয় বাধা দেয় এসে
শহরের নারী-নর। পারি না বাঁধন কেটে যেতে
সত্যের সন্ধানে তবু জেগে থাকে তৃষিত হৃদয়।

দরিদ্র সুতুরবান খুঁজে ফেরে একাগ্র যেমন
হারানো উটের চিহ্ন— মরুভূর পরম সম্বল ;
অথবা ঝড়ের রাত্রে অন্তহীন আঁধারে পথিক
যেমন জ্বালাতে চায় দীপ শিখা, সর্বস্ব যখন
হারায় সে অন্ধকারে ; তেমনি এ সত্যান্বেষী প্রাণ
আত্মার আলোকে তার চিনে নিতে চায় সে সত্যকে;
কিন্তু জ্বলে না সে দীপ প্রবৃত্তির, ঝড়ের সংঘাতে
অজানা আলোর চিহ্ন মিশে যায় লু' হাওয়ার মুখে।
এই ভাবে দিন কাটে ক্রমাগত ঘাত প্রতিঘাতে
আত্মার আলোক থেকে বঞ্চিত জীবনে ; তবু আমি
আল্লার রহমত রেজা খুঁজি সত্য পথের পাথেয়।

সংক্ষিপ্ত এ রাত্রি আর অতি দীর্ঘ কা'হিনী আমার
তবু তো হয় না শেষ, থাকে তবু হাজার সওয়াল ;
থাকে শ্রান্ত প্রতীক্ষার ক্ষণ। হাজার আঁধার পর্দা
সত্যকে আড়াল করে জাগে আজও হৃদয়ে আমার
যেন অন্ধ জগদ্দল। সত্যান্বেষী পায়নি এ মন
মঞ্জিলের দেখা সেই পরিপূর্ণ আত্মার আলোকে
সংশয়-বন্ধন-মুক্ত।

www.pathagar.com

পেয়েছিল নবী ইব্রাহিম
ভোলে নি যে অস্তগামী জ্যোতিষ্কের ক্ষণিক আলোতে,
সত্যের স্বাক্ষর তাই পেল সে হৃদয়ে। অন্ধকারে
যখন উজ্জ্বল তারা বাবেলের নিঃসীম আকাশে
জেগে উঠে অস্ত গেল, শূন্যতায় নিভে গেল চাঁদ
প্রভাতের তীরে, দিনের উজ্জ্বল সূর্য দিন শেষে
হারালো যখন ; তখনি সে মুক্ত হ'ল অস্তগামী
ক্ষণ রশ্মি থেকে। তখনি সে পেল সত্য, বিশ্বাসের
শিখা অনির্বাণ,— নেভে নি যা নমরুদের ভ্রূকুটিতে,
থামে নি যা লেলিহান আগুনের মুখে ; পৃথিবীর
লক্ষ প্রলোভনে। সে সত্য-প্রত্যাশী আমি, আমি চাই
উন্মুক্ত, উদার শান্তি জ্যোতিষ্মান সে সত্য আলোকে।

কেন না বঞ্চিত, ক্লান্ত, বিড়ম্বিত, বিক্ষত জীবনে
দেখেছি অশান্তি যত বেড়ে ওঠে অসত্যের মূলে;
বেড়ে ওঠে বিষবৃক্ষ সামান্য মিথ্যার রক্ত বীজে।
গ্রীষ্মের মৌসুমে এক কাল বিন্দু দিগন্তের নীচে
ঝড়ের ইশারা পেয়ে উঠে এসে অলক্ষ্যে যেমন
ছেড়ে ফেলে দিক-দিগন্ত মৃত্যুময়, ধূমল প্রশ্বাসে
তেমনি মিথ্যার কালি আনে ব'য়ে অশান্তর আঁধি
মৃত্যুময় ঝড় এক অন্ধকার প্রাণে। মঞ্জিলের
ইশারা পায় না খুঁজে কোন দিন সে ভ্রান্ত পথিক,
ক্রমাগত পথ ভুলে চলে শুধু আরো প্রসারিত
অন্ধকারে ; অসত্যের বিয়াবানে ভ্রান্ত সিয়াহিতে
ঝড়ের পাখীর মত যতক্ষণ না মরে আঁধারে।

www.pathagar.com

শাহী দৌলতের স্তূপ তাই শূন্য মনে হয় ; আর
মনে হয় শূন্যতায় অর্থহীন এখানে বসতি।
স্বর্ণের আসক্তি কবে মিটে গেছে, মিটেছে বাসনা
ফিরোজা, গোমেদ, নীলা, পোখ্‌রাজের ; ধূলির সমান
জেনেছি দুর্লভ মোতি, ইয়াকুত, লা'ল, জওয়াহের ;
বাদশাহী সামান যত তুচ্ছ বলে মনে হয় আজ
প্রমুক্ত সত্যের দীপ্ত অকম্পিত অতি ক্ষুদ্র এক
চিরাগের শিখার সম্মুখে,— যেখানে আঁধার কাল
কোকাফের দৈত্য হয়ে হানা দেয় বারম্বার এসে
আঁধার তরঙ্গ যেন ঘন অন্ধকারে, জ্বলে দৃঢ়
বিশ্বাসের শক্তি নিয়ে দীপ শিখা নিষ্কম্প সেখানে
ছড়ায়ে অজস্র আলো পুঞ্জীভূত সিয়াহির 'পরে।
মুছে যেতে চায় তাকে আঁধারের সংঘর্ষ বিপুল,
পারে না ; বিদীর্ণ-বক্ষ পলাতক হয় সে সভয়ে
দূরান্তরে। আলোর সম্মুখে মরে শ্বাপদ রাত্রিরা।
অন্ধ জুল্‌মাতের তীরে আমি চাই সে মুক্ত শিখার
চির আকাঙ্খিত আলো, আমি চাই প্রদীপ্ত সত্যের
স্বাক্ষর আমার প্রাণে, আমি চাই সুখৈশ্বর্য ছেড়ে
সে প্রশান্তি এ জীবনে। কিন্তু ওরা বাধা দেয় এসে।
আমাকে ভোলাতে চায় শহরের বাশিন্দা এখানে
ঐশ্বর্য, বিলাস আর আলিশান এ বালাখানায়;
কিন্তু সত্যান্বেষী প্রাণ পৃথিবীতে সুখান্বেষী নয়।

এই আমীরানা ঠাট হতে পারে লোভনীয়, তবু
অন্তরের দীনতা সে ঢাকে না কখনো। শুধু জানি
সত্যের কণিকা তাকে তুলে নিতে পারে ঊর্ধ্ব স্তরে;

www.pathagar.com

মুছে দিতে পারে তার ম্লানিমা সে আলোর প্রচ্ছদে।
কিন্তু সে পথের বাধা জেগে আছে সহস্র সংশয়,
লক্ষ আঁধারের ভয় ; জহরের নিযুত পেয়ালা।
যে যাবে সে সত্য পথে পার হতে হবে তাকে জানি
আঁধারের কাল পর্দা সংখ্যাহীন। নবী, সিদ্দিকের
অনুবর্তী হয়ে তাকে যেতে হবে দূরান্ত মঞ্জিলে।
জানি সে সত্যের পথ কঠিন একাগ্র সাধনার,
পাই নি সন্ধান যার ভারগ্রস্ত আমি পৃথিবীতে।
সাচ্চা জবানের মূল্য তবু আমি লিখেছি দুয়ারে
জানাতে কিম্মৎ সততার। কেন না জীবনে
সুখৈশ্বর্য যা পেয়েছি— সততার, সভ্যভাষণের
বিনিময়ে ; সত্য স্বীকৃতির ফলে পড়ি নি কখনো
দুর্বিপাকে। বরং পেয়েছি মুক্তি অকল্পিত পথে।
দূর দেশী মুসাফির দেবে যাকে প্রশ্নের উত্তর
বোলো তাকে অকপটে জুয়াড়ীর এ কাহিনী, আর
বোলো তাকে পৃথিবীতে সততার, সত্য ভাষণের
প্রতিফল। বোলো তাকে সুখৈশ্বর্য দেখেছো যা নিজে
শুধু সত্য স্বীকৃতির ফলে। প্রাণের অন্বেষা তবু
পায় না সান্ত্বনা, শান্তি পৃথিবীর ঐশ্বর্য বিলাসে।
শান্তির নির্মল দীপ জ্বলে শুধু সত্যের আলোকে
কঠিন শ্রমের পথে; যৌবনের আপ্রাণ প্রয়াসে।

আমার যৌবন দিন ব্যর্থ হলে, তাই জিন্দেগানি
দিশাহারা বিমর্ষ সন্ধ্যায়। 'য়েমনী হাতেম তা'য়ী
জীবনের প্রান্তে এসে যে ব্যর্থতা করি অনুভব
বলে যাই আজ অকপটে। অর্থহীন সে যৌবন
সুব্‌হে উম্মীদের তীরে করে নি যে সত্যের সন্ধান,

www.pathagar.com

করে নি যে সাধনা সত্যের ;— অর্থহীন সে যৌবন
অসত্যের বিরুদ্ধে যে তোলে নাই দৃপ্ত তরবারি,
অথবা মিথ্যার পায়ে যে করেছে আত্মসমর্পণ ; —
অর্থহীন সে যৌবন নেয় নি যে তুলে গুরুভার
মানুষের, কল্যাণের পথে যাত্রা করে নি যে শুরু
সংকট-সংঘাত-দ্বন্দ্বে সত্যের নিশান ঊর্ধ্বে তুলে।

দিনান্তের তীরে আজ অভিযাত্রী এ ক্লান্ত হৃদয়
উঠে যেতে চায় ঊর্ধ্বে, ঊর্ধ্ব স্তরে সত্যের আলোকে,
পারে না সে ; মাথা কুটে মরে এক শূন্যতার তীরে
অন্ধকারে। অকল্পিত পথে যদি তীব্র ভূকম্পন,
প্রলয়, তুফান, বন্যা এক সাথে ভেঙে ফেলে কারো
আশ্রয়, আশ্বাস; তবে অন্তহীন যে শূন্যতা নিয়ে,
তাকায় সে রিক্ত প্রাণ সর্বশেষ আশ্রয়-সন্ধানে
শূন্যে তুলে আঁখি, অশেষ শূন্যতা নিয়ে ক্লান্ত প্রাণ
জীবনের প্রান্তে এসে ফরিয়াদ করে সেই মত
সত্যের সরণি চেয়ে রাত্রি ও দিনের খরস্রোতে।

দুজ্ঞেয় জ্ঞানের পথে তবু এই ভ্রাম্যমান মন
শ্রান্তিহীন অন্বেষায় খুঁজে ফেরে একা সে মঞ্জিল
অভিযাত্রী দূর-দূরান্তের। কিন্তু যা পরম সত্য
গোপন রহস্য তার জানে শুধু নবী ও সিদ্দিক
আত্মার আলোকে। সমাচ্ছন্ন প্রবৃত্তির অন্ধকারে
পাই নি সত্যের রশ্মি, কাল হয়ে আছে জিন্দেগানি
মিথ্যা-অসত্যের দ্বন্দ্বে। ... এই দোওয়া কোরো মুসাফির
শেষ নিঃ শ্বাসের আগে যেন পাই প্রমুক্ত সত্যের
অনির্বাণ দীপ শিখা ;— শেষ স্বপ্ন এই জিন্দেগির ৷৷

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর উক্তি

তুমি যে 'পথের পথী' সত্যান্বেষী ! সে পথ আমারও,
সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব, খুঁজি আমি জ্ঞানের মঞ্জিল ;
কিন্তু অসত্যের বাধা দেখি পথে জেগে ওঠে আরও ;
হৃদয়ের দুই প্রান্তে চলে শুধু মিথ্যার মিছিল।
আমার অশ্রান্ত প্রাণ চায় তবু আলোক সত্যের
আঁধারে কুতুব তারা খুঁজে ফেরে নাবিক যেমন,
যখন উজ্জ্বল দ্যুতি ঢাকা পড়ে আড়ালে মেঘের ;
অন্তহীন অন্ধকারে শুনি আমি আত্মার ক্রন্দন।
যেমন রাত্রির তীরে বন্দী সূর্য অচেনা জগতে
প্রকাশের পথ খোঁজে ভ্রান্তি ম্লান কুয়াশার ফাঁদে,
ব্যর্থ হয় বারম্বার ; অন্বেষার শেষহীন পথে
তবু যেতে হয় তাকে জিন্দেগীর অশেষ জেহাদে।
তোমার চলার সাথে সেই মত এই অন্বেষার
পরিণতি যেন পায় ;— একদিন রহ্মত খোদার ।।

www.pathagar.com

সওয়াল

সুবে কাযিবের পর্দা শেষ হ'লে যেমন রাত্রির
ঘন অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসে শেষ ক্ষণে
নিশান্তের, তেমনি প্রশ্নের শেষে সওয়াল নূতন
আনে বয়ে অন্ধকারে তিক্ত জটিলতা। সওয়ালের
যে পারে জওয়াব দিতে কামিয়াব হয় জিন্দেগিতে ;
পায় মূল্য সাচ্চা জবানের। চতুর্থ প্রশ্নের শেষে
যখন হাতেম তা'য়ী দিল এনে ধ্যানীর ইঙ্গিত
জানালো তখন তাকে হুস্‌না বানু পঞ্চম সওয়াল

'কোহে-নেদা নাম কোন পাহাড়ের ? কী রহস্য তার,
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থেকে ডাক দেয় কেন সে পাহাড়।।'

[চাহারম সওয়াল সমাপ্ত]

www.pathagar.com

পঞ্চম সওয়াল

www.pathagar.com

[হুস্না বানুর পঞ্চম সওয়ালঃ 'কোহে-নেদা কোন্ পাহাড়ের নাম ? কি তার রহস্য? কেন সে মানুষের নাম ধরে ডাক দেয়?'

এই সওয়ালের পথে হাতেম অনেক দেশ সফর করে অনেক সভ্যতা, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হন। সফরের পথে হাতেম তা'য়ীকে অরণ্যের বিভীষিকা সঙ্‌সার ধাউলের সম্মুখীন হতে হয়। হিংস্র দানবকে হত্যা করে তিনি অরণ্যের সকল প্রাণীকে নিঃশংক করেন। তারপর এক বিরান শহর অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে ঘেরা এক জনপদে উপস্থিত হন। হাতেমের উপস্থিতির ফলে সেই বিচ্ছিন্ন দেশের সঙ্গে আবার বৃহত্তর জগৎ ও মানবতার সংযোগ সাধিত হয়। সেখানেই তিনি কোহে-নেদা বা আহ্বানকারী পাহাড়ের সন্ধান পান।

একদা এক জনপদবাসীর নিকট তিনি এ কথা জানতে পারেন যে, কোহে-নেদার ডাক—মানুষের অন্তিম আহ্বান। যার নামে এই ডাক আসে সে আর স্থির থাকতে পারে না। উন্মাদের মত ছুটে পাহাড়ে মিশে যায়। এই রকম এক মৃত্যুপথযাত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করে হাতেম তা'য়ী এক দিন কোহে-নেদার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। কোহে-নেদায় মানুষের রহস্যময় মৃত্যু দেখে হাতেম জীবনের মূল্য ও মৃত্যুর শাশ্বত রূপ সম্পর্কে সচেতন হন। মৃত্যু-জিজ্ঞাসায় তিনি বুঝতে পারেন যে, এক অনতিক্রমনীয় পাহাড়ের মত মৃত্যুকে অতিক্রম করে কেউ আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না। আর মৃত্যুর পূর্বেই যে তার দায়িত্ব পরিপূর্ণ ভাবে পালন করে যেতে না পারে, সে হতভাগ্য। তার মৃত্য আত্মহত্যা বা অপমৃত্যুর নামান্তর মাত্র।

কোহে-নেদায় জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে অপূর্ব জ্ঞান লাভ করে অনেক আশ্চর্য সমুদ্র, পাহাড় ও দেশ অতিক্রম ক'রে হাতেম শাহাবাদ ফিরে আসেন।]

www.pathagar.com

সফর-নামা

বানুর সওয়াল জেনে নেমে এল য়েমনী হাতেম
মুক্ত পৃথিবীর পথে। জানে না কোথায়, কত দূরে
শব্দের পাহাড় সেই দীর্ঘ কাল প্রতীক্ষায় থেকে
ডাক দেয় বজ্রস্বরে। জানে না, তবুও রাহাগির
আল্লার ভরসা দিলে চলে এক মনে। রাত্রি দিন
চলে সে জিজ্ঞাসা নিয়ে। পায় না উত্তর ; তবু চলে।
বলিতে পারে না কেউ,— কোহে-নেদা কোন্ পাহাড়ের
নাম, কিম্বা শব্দগিরি কেন সংজ্ঞা তার। মুসাফির
চলে তবু শ্রান্তিহীন আল্লার আলমে। দিন যায়,
রাত্রি নামে আঁধারের ঘন কাল পর্দার আড়ালে,
দুর্ভেদ্য নেকাব তার দীর্ণ করে ভোরের শিকারী
— আফতাব। দিনান্তের অন্ধকারে তবু সে হারায়।
'খেজুর শাখার মত সে আঁধারে ঘুরে আসে চাঁদ'
অথৈ শূন্যতা মাঝে পাংশু বর্ণ ম্লান ; বৎসরের
বার মাস ঘুরে আসে চাকার মতন। ফোটে ফুল
নার্গিস, গোলাব, লালা (সাকী যারা নও বাহারের),
হেনার সুরভি ক্ষরে গ্রীষ্মতপ্ত বনের সীমায়;
নামে সন্ধ্যা স্বর্ণ চামেলির। মধুগন্ধী মেওয়াজাত
আঞ্জির, আনার, সেব পুরে ওঠে রসের সঞ্চয়ে,
গন্দম, ধানের ক্ষেতে স্বর্ণ শীষে জমা হয় এসে
মুক্তা দানা ফসলের ; শেষ হলে সোনালি মৌসুম
ঝরে যায় এ মাটিতে। মৃত্যু আসে নীরবে, কখনো

www.pathagar.com

সাইমুমের হিংস্রতায় আসে মরু প্রান্তর কাঁপায়ে ;
ক্ষণিকের রেখাংকন মুছে যায় সময়ের স্রোতে।

সকল প্রান্তর থেকে জীবনের ফসল কুড়ায়ে
হাসি ও কান্নার রঙে মানুষের এ সংসার চিনে,
ভালবেসে মুক্ত চিত্তে পরিপূর্ণ খোদার সৃষ্টিকে
চলে একা রাহাগির পৃথিবীর পথে। কৌতুহলী
শিশুর বিস্মিত চোখে ধরা দেয় যেমন সহজে
ফুল, পাখী, প্রজাপতি ; ধরা দিল হাতেম তা'য়ীর
বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মুক্ত অপরূপ এ সৃষ্টি কৌশল।
দেখিল সে মানুষের প্রাণ ধারা মন্তর, কখনো
বেগবান ; দেখিল আশ্চর্য রীতি রসম-রেওয়াজ,
বিচিত্র সমাজ, রাষ্ট্র-প্রথা অভিনব। দেখিল সে
প্রাচীন সভ্যতা আর সভ্যতার ধ্বংস অবশেষ,
দেখিল উদয়মুখী জাগৃতির প্রচেষ্টা মহৎ;
অশেষ অজ্ঞতা আর হিংস্রতার অন্ধকার পাশে।
পেল সে অজ্ঞাত জ্ঞান, পায় নি যা শহরতলীর
গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মাঝে এত দিন, পায় নি যা
পুঁথির পৃষ্ঠায় ম্লান কীটদষ্ট অক্ষরে ; পেল সে
জীবনের অনুভূতি পৃথিবী সফরে ; জিজ্ঞাসার
সমাপ্তি পায় না তবু ! যত জানে, যত দেখে আর
মনে হয় জিন্দেগানি অচেনা ততই।

এই ভাবে
চলিতে সুদীর্ঘ পথ রাহাগির শহর কিনারে
দেখিল প্রতীক্ষারত জনতাকে অতিথি সন্ধানে।
'খোশ আমদেদ' তারা জানায়ে হাতেম 'য়েমনীকে

www.pathagar.com

নিয়ে গেল সমাদরে, পরিতৃপ্ত করিল মৌজুদ
খাদ্যের সামান দিয়ে ; জানালো সে দেশের দস্তুর।
সেখানে হাতেম তা'য়ী পীর মর্দ জয়ীফের মুখে
শুনিল, — 'অনেক দূরে কোহে-নেদা পাহাড় দক্ষিণে,
আজিম পাহাড় সেই, চারদিকে আজিম শহর
দৌলৎ হাশমৎ ঘেরা, আছে ঢের ঐশ্বর্য বিলাস
কিন্তু নাই কোনখানে দরদ দিলের'।

রাহাগির
চলিল এলাহি অবে ক্রমাগত দক্ষিণে। একদা
দেখিল সে পথপ্রান্তে নরমাংসভুক মানুষের
লোলুপ সিংস্রতা ! আদমখোরের দেশ চোখে দেখে
(দুঃস্বপ্নে যা কোন দিন ভাবে নি সে, ভাবে নি কখনো
সুদীর্ঘ জীবনে), ছুটে গেল মুহূর্তে সে ঘাঁটি ছেড়ে
'য়েমনের শাহ্‌জাদা দূর দারাজের রাহা পানে।
সহ মরণের দৃশ্য হিন্দুস্তানে দেখিল হাতেম
আতঙ্কিত। তারপর নদী-নদ পাহাড় ছাড়ায়ে
দরিয়া, সাহারা ঘুরে নির্জনে ও আবাদ বস্তিতে
শান্তি-সংঘাতের মাঝে গ্রন্থি খুলে আলো আঁধারের
থামিল একদা এক জনাকীর্ণ শহরের ধারে
গোরস্তানে (জিন্দাকে মুর্দার সাথে গোর দেয় যারা
তাদের মুলুকে)। সেখানে সন্ধান পেল পাহাড়ের,
'মাহিনা রোজের রাহা' শুনিল সে 'পাবে দুই পথ
সম্মুখে, বামের রাহা দুর্গম ; দক্ষিণে সালামত।।'

www.pathagar.com

শিকার কাহিনী

দশ দিন পথ চলে গেল সেই দু'রাহার কাছে
'য়েমনী হাতেম। ঠাহর হয় না পথ অন্ধকার
সন্ধ্যায়, বামের রাহা নিল তাই শা'জাদা তখন
দক্ষিণের পথ ভুল করে (দুর্গম সড়কে চলে
স্থির তবু দূর যাত্রী শংকাহীন লক্ষ মুসীবতে)।
চার দিন পথ চলে দেখে এক অরণ্যে গণ্ডার,
ভল্লুক, হরিণ, বাঘ বিভীষিকাগ্রস্ত প্রাণভয়ে
কাতারে কাতারে ছোটে এক সাথে। সংখ্যাহীন প্রাণী
চিত্রিত বিচিত্র রঙে, মাংসভুক কিম্বা তৃণভোজী
হিংস্র বা অহিংস ছোটে এক সাথে দল বেঁধে সেই
দিগন্ত বিস্তৃত ঘন বনচ্ছায়ে। দেখে না চিত্রল
হরিণী, চলেছে পাশে মাংসভুক চির শত্রু তার
বাঘ। সন্ত্রস্ত ভল্লুক। গণ্ডারের সঙ্গে মহিষের
বিরোধ ছিল না যেন এই ভাবে ছোটে এক সাথে।
প্রাণীর দঙ্গল বনে ছুটে চলে জ্ঞানশূন্য, মুখে
রক্তফেনা ; ত্রস্ত দৃষ্টি বিস্ফারিত বিষম সন্ত্রাসে।
তখনি হাতেম তা'য়ী দেখিল বিকট জানোয়ার
(সঙ্গসার ধাউল নাম—পাহাড়ের প্রত্যঙ্গ যেমন)
হানা দিয়ে ঝড় বেগে ছুটে আসে অপমৃত্যু যেন
সে অরণ্যে। বিরাট, বিপুল দেহ ক্ষুধিত দানব
বুঝি সে পেয়েছে ছাড়া অন্ধকার শিলাবন্ধ থেকে !
অগ্নি গোলকের মত চক্ষু তার হিংস্রতার বাসা,
হিংস্রতর দন্ত, নখ ! ভয়াবহ সে রক্তলোলুপ

www.pathagar.com

দৈত্য ভাঙে অরণ্যানী লাঙুলের বিষম সাপটে,
ছিঁড়ে ফেলে মুহূর্তে সে অরণ্যের বিশাল হস্তীকে
হিংস্র নখে ; কেঁদে ওঠে বনস্থলী মুমূর্ষু প্রাণীর
আর্তস্বরে। প্রশান্ত ছিল যে বন স্বপ্নের মর্মরে
বৈশাখের ঝড় এল সে অরণ্যে যেন। ধাউলের
উন্মত্ত নর্তনে ওড়ে ছিন্ন পত্র, ভেঙে পড়ে শাখা
বনানীর ; ধুলিতে আচ্ছন্ন হলো অরণ্য সহসা।

তখন দাঁড়ালো বীর, সুলেমান নবীর উম্মত
যেমন উন্নত শির শিলাদৃঢ় দাঁড়ায় নির্ভীক
হিংস্র দানবের পথে (ছাড়ে পাপী কো'কাফ যখন
সীমা ও সরহদ ভেঙে জনপদে জ্বালাতে আগুন
অশান্তির),— দাঁড়ালো নির্ভীক বীর তা'য়ী পুত্র একা
নির্ভীক, আল্লার নামে ;— সুনিশ্চিত বাযুর কুঅতে।

ছুঁড়িল 'কামান্দ্' বেগে, কিন্তু ধূর্ত পড়িল না ফাঁদে,
সরে গেল সুকৌশলে ! ব্যর্থ হলো তীরের আঘাত
ইস্পাত-কঠিন দেহে হিংস্র ধাউলের। নেজা গোর্জ
প্রতিহত হলো সেই দৈত্যের শরীরে। বজ্রদৃঢ়
মুক্ত তলোয়ার হাতে হানা দিল সম্মুখে তখন
'য়েমনের শাহ্জাদা তা'য়ী পুত্র হাতেম, নির্ভীক
নিঃসঙ্গ। লাগিল জঙ্গ ভয়াবহ সে বনভূমিতে।
উদ্দীপ্ত হাতেম তা'য়ী (ভয়শূন্য সহস্র সংকটে)
হানিল শামশির ক্ষিপ্র। চম্কায় যেমন বিদ্যুৎ
আল বোর্জের শীর্ষে গিরি চূড়া ভাঙে সে যখন
মেঘ-মুক্ত, কোষ-মুক্ত-তলোয়ার হাতেম তা'য়ীর
চম্কালো সে অরণ্যে দীপ্তি নিয়ে ক্ষণ-বিদ্যুতের।

www.pathagar.com

'দুই দাঁড় চার দাঁত' কাটা গেল প্রথম আঘাতে।
নিমেষে দাঁড়ালে পাপ (সঙ্‌সার ধাউল নাম যার
মূর্তিমান বিভীষিকা আরণ্যক প্রশান্তির মাঝে)।
প্রতিহত, ক্ষিপ্ত রোষে হাতেম তা'য়ীকে সে তখন
ছিঁড়ে নিতে সিংস্র নখে নত হলে বিপুল গর্জনে
(দূর হতে দূরান্তরে ছুটে গেল সন্ত্রস্ত প্রাণীরা)।
'দুস্‌রা তলোয়ার' হানে তা'য়ী পুত্র পলকে তখন
হিংস্র ধাউলের শিরে। স্কন্ধচ্যুত হলে মুণ্ড তার।
খুনের সয়লাব বনে বয়ে গেল তীর-তীব্র বেগে।
তখন কাঁপায়ে বন মুণ্ডহীন দেও অষ্ট পদে
প্রাচীন সেগুন, শাল ওপড়ায়ে তৃণের মতন
ধূলি ঝড় তুলে সেই মৃত্যুক্ষুব্ধ অরণের মাঝে
ছাড়িল অন্তিম শ্বাস (অগ্নিগিরি স্তব্ধ হলে যেন
সঞ্চিত হিংস্রতা ঢেলে জনপদে, পৃথিবী কাঁপায়ে
অন্তর্দাহে গলিত লাভার)। শান্তি ফিরে এল বনে;
বনি আদমের অস্ত্রে শেষ হলে আরণ্য লানৎ।
আতঙ্কিত প্রাণীকুল বনপ্রান্তে ছিল এতক্ষণ
ফিরিল শান্তির নীড়ে তারপর নিশ্চিত নির্ভয়ে।
শিকারের চার দাঁত সাথে নিয়ে হাতেম মর্দানা
আবার ধরিল পথ (আছে যার মর্দমী এমন,
আল্লার সৃষ্টির প্রতি মুহব্বত আছে যার দিলে;
মানে না সে কোন দিন জালিমের জুলুম নিখিলে) ॥

www.pathagar.com

বিরান শহরে হাতেম তা'য়ী

হিংস্র ধাউলের বন পার হয়ে বিরান শহরে
পৌছিল হাতেম তা'য়ী। সংখ্যাহীন শূন্য বালাখানা
দেখিল সে দুই পাশে। .... মালমাত্তা আছে বেশুমার,
পড়ে আছে আস্‌বার ; নাই শুধু বাশিন্দা সেখানে।
সাজানো বাজার দেখে, নাই কোন ক্রেতা ও বিক্রেতা;
ভয়াবহ নিস্তব্ধতা জাগে শুধু বিরান শহরে।

সব চেয়ে স্তব্ধ বন, মরু মাঠ, কিম্বা ঘনতম
আঁধারের চেয়ে আরও ভয়াবহ সে শূন্য নগরী
শব্দহীন, নিস্তব্ধ ; নির্জন। অর্থ আছে স্তব্ধতার,
অর্থ আছে আরণ্যক মৌনতার, অর্থ আছে গাঢ়
নিস্তব্ধ রাত্রির ; কিন্তু অর্থ নাই জনশূন্য সেই
নৈঃশব্দের। সে স্তব্ধতা প্রাণহীন অন্ধ বিভীষিকা
দেয় না শঙ্কিত মনে শান্তর ইশারা, সে স্তব্ধতা
তর্জনী সংকেত করে ফেলে-আসা জীবনের পথে
(যেখানে সমৃদ্ধি ছিল, প্রাণবন্ত ছিল যে নগরী
প্রাণহীনতার ছবি শংকা ম্লান জিজ্ঞাসার মত
পড়ে আছে মৌন, মূক, নিষ্পলক, নিস্পন্দ সেখানে)।
স্পর্শ আছে, চিহ্ন নাই মানুষের। রয়েছে জেওর
কিন্তু নাই আওরত হাসিন ! সিঙারের বেশবাস
পড়ে আছে অনাদৃত ; আছে আর্শি ; আছে সুর্মাদানি ;
নাই সে সুরূপা তন্বী আর্শিতে যে মুখ দেখেছিল ;
সুর্মা নিয়েছিল চোখে। পড়ে আছে রঙিন খেলেনা ;
নাই শুধু শিশুর কাকলি ! অসমাপ্ত খেলা ফেলে
চলে গেছে যেন দূরান্তরে। পড়ে আছে হাতিয়ার

www.pathagar.com

নাই জঙ্গী ফৌজের নিশানা। মৃত্যুস্তব্ধ পীলখানা,
ঘোড়া নাই অশ্বশালে (পলাতক কোথায় সওয়ার
যায় না কিছুই জানা)। শব্দহীন নির্জন শহরে
মেলে না প্রাণীর সাড়া ! ছায়া নাই দ্বিতীয় প্রাণীর।

হয়রান হাতেম চলে একা সেই শূন্য নগরীতে
এলাহি ভেবে সে দিলে,— চলেছিল প্লাবনের শেষে
নূহের কিশ্‌তী ছেড়ে একা যাত্রী যেমন নির্জন
পৃথিবীতে, উঠেছিল বারম্বার সচকিত হয়ে
নিজের পায়ের শব্দে যেমন বিজনে, তেমনি এ
বিরান মুলুকে চলে শূন্যতায় শংকিত হাতেম
(আদম সুরাত তার কত প্রিয় বোঝে সে অন্তরে)!
আদিম রক্তের টান অনুভব করে সে নাড়িতে
তীব্র বেদনায়, সমস্ত হৃদয়ে জাগে অন্তহীন
কান্নার জোয়ার,— উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের কূলপ্লাবি
উত্তাল প্রবাহ যেন স্বগোত্র সন্ধানে। মন তার
ছোটে লক্ষ মন হয়ে, খোঁজে চোখ লক্ষ চোখ হয়ে
বনি আদমের মুখ,— সহোদর ; আত্মীয় আত্মার।
জ্যোতিষ্ক সংসার থেকে কক্ষচ্যুত রশ্মি যেন এক
বিচ্ছিন্ন শূন্যতা মাঝে একাকিত্ব করে অনুভব
মৃত্যু-তিক্ত যন্ত্রণায় ;— জনশূন্য বিরান শহরে
দিশাহারা মুসাফির ঘোরে একা আতঙ্কিত ভয়ে।

দিনমান পথ চলে পরিশ্রান্ত দেখে দিন শেষে
বিষণ্ন সন্ধ্যার তীরে রুদ্ধ এক দুর্গ নগরীতে;
বুলন্দ্‌ দরজা তার পাহাড়ের মত। মানুষের
ক্ষীণ সাড়া পাওয়া গেল কেল্লার ভিতরে। এতক্ষণে
নিজের জীবন্ত সত্তা অনুভব করিল হাতেম,
ছুটে গেল প্রাণপণ রুদ্ধ সেই কেল্লার দুয়ারে।

www.pathagar.com

কাছে এসে দরজায় নাড়া দিল যখন পথিক
দুয়ার খুলিল দ্বারী, মুখে ঘন বিষাদের ছায়া ;
দেখে না তা রাহাগির (অকল্পিত যেন সে পেয়েছে
হারানো ঐশ্বর্য ফিরে, চিনেছে সে নিজের সত্তাকে)।

বিষণ্ন খাদিম তাকে নিয়ে গেল বাদ্‌শার হুজুরে।
দেখিল হাতেম তা'য়ী বসে আছে বিরান দেরে
বাদ্‌শা পেরশান হালে—আবরের ছায়া ঘেরা যেন
আফ্‌তাব। গম্‌গীন রয়েছে শাহা নতমুখে চেয়ে।
শুনিল হাতেম তা'য়ী : সঙ্গ্‌সার ধাউল নাম যার
কো'কাফ তরফ থেকে সেই প্রাণী এসে এ শহরে
উজাড় করেছে দেশ। মূর্তিমান সে লানৎ এসে
খেয়েছে রাজ্যের প্রাণী আর যত শাহার লস্কর,
লক্ষ লক্ষ নাগরিক প্রাণভয়ে পলাতক তাই
সাজানো শহর ছেড়ে দূর দেশান্তরে।
রাহাগির
মৃত ধাউলের দাঁত তারপর দেখায়ে শাহাকে
বলিল, কি ভাবে পাপ মারা গেছে মদদে খোদার!
শোকর গোজারী করে শুনে শাহা আল্লার দরবারে।
তারপর মাথা তুলে বলে ফিরে হাতেম তা'য়ীকে,
'থাকো তুমি এ শহরে পাবে শ্রেষ্ঠ খাদিম তোমার
বন্ধু দুর্দিনের। যেও না যেও না চলে মুসাফির
জনশূন্য এই দেশ, অভিশপ্ত এ মহল ছেড়ে
দূর দেশান্তরে। এখানে বৎসর মাস আছি একা
লক্ষ কোটি জীবনের স্মৃতি নিয়ে ক্লান্ত প্রহরায়;
অথচ হয় না শেষ অতি দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিন।
হিংস্র জালিমের ভয়ে গেল যারা, এলো না ত ফিরে

www.pathagar.com

জনশূন্য দেশে। আসে কি আসে না ভেবে পড়ে আছি
বিরান শহরে একা নিয়ে শুধু তিক্ত নিঃসঙ্গতা
অর্থহীন।'

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'বাদ্‌শা নামদার
নিঃসঙ্গ প্রাণের ব্যথা কত তীব্র, বুঝেছি নিষ্প্রাণ
শূন্য জনপদে। বুঝেছি এখানে আমি সামগ্রিক
জীবনের গূঢ় অর্থ, কত ব্যর্থ বিচ্ছিন্ন জীবন
সে কথাও বুঝেছি এখানে। মানুষের এ সংসার
অশেষ বৈচিত্র্যে ভরা, কিন্তু আছে সঙ্গতি নিভৃতে,
সমাজের মর্মমূলে শুনি আমি তার ঐকতান;
প্রাণবহ্নি দেখি তার সংগোপন সমাজ সত্তায়।
যে আত্মা পায় না স্পর্শ সে বহ্নির, পায় না পূর্ণতা;
নিভৃতে বাড়ে যে তরু অরণ্যের নয় অংশীদার
সে নিঃসঙ্গ, ঝড়ের শিকার সেই অরক্ষিত প্রাণ
বিচ্ছিন্ন জীবনে দেখে ছায়া ব্যর্থতার। কক্ষচ্যুত
রাত্রির সিতারা শুধু টেনে যায় সমাপ্তির রেখা
উজ্জ্বল তাকালোক ছেড়ে নামে আঁধারে যখন
সঙ্গীহারা। কী ব্যর্থতা একাকিত্বে বুঝেছি এখানে।
আলার দরবারে তাই মুনাজাত করি আমি আজ
ফসলের সমারোহ জাগে যেন এ বিরান মাঠে,
জনাকীর্ণ হয় যেন পরিত্যক্ত এ শূন্য নগরী।
না-চীজ ফকীর চলি বারি তা'লা এলাহির রাহে
আল্লার বান্দার কাজে দূর দেশান্তরে, কোন দিন
যদি মেলে অবসর হব আমি মেহ্‌মান তোমার;
এখন বিদায় দাও ইনসানের কাজে ! যদি জানো,
বল শুধু কত দূরে কোহে-নেদা শব্দের পাহাড়।'

বাদ্‌শার হুকুম শুনে হাতেম তা'য়ীকে বাহ্‌বার
জানালো কি ভাবে, কোন্ পথ গেছে পাহাড়ে নেদার।।

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্ন দেশে হাতেম তা'য়ী

যখন দুর্গম পথ পার হয়ে দাঁড়ালো হাতেম
অজানা শহর-প্রান্তে, মিশে গেছে তখন আঁধারে
আফ্‌তাব। ঘন অন্ধকার সিয়া মোরগের মত
ফেলেছে বিপুল ছায়া অন্তহীন দিক্‌প্রান্ত ছুঁয়ে
পাহাড়-পাঁচিল-ঘেরা দেশে। বিস্মিত শহরবাসী
হাতেম তা'য়ীকে দেখে (যেন তারা কখনো দেখে নি
দূরান্তের মুসাফির, কিম্বা কেউ আসে নাই যেন
দুনিয়ার এই প্রান্তে অন্য দেশ থেকে)। দেখে তারা
সন্দেহ-কুটিল চোখে। যেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে
হুশিয়ার সওদাগর হাতে নেয় মুদ্রা বৈদেশিক
(সন্দেহের ক্রূর ছায়া পড়ে তার দু'চোখে যখন
স্বল্পালোকে), হাজার সওয়াল শেষে হাতেম তা'য়ীকে
নিল তারা জ্ঞানীর মঞ্জিলে !.... বিস্মিত হাতেম তা'য়ী
বিজ্ঞের সৌজন্য দেখে,— পায় নি যা শহরতলীর
সংশয়িত সওয়ালের মুখে !

বলিল দানেশমন্দ,
'অনেক, অনেক আগে, — কত আগে জানি না তা আমি
শুনি লোকমুখে শুধু একবার সিকান্দার রুমী
এসেছিল বিবর্জিত এ দেশের কাছে। সঙ্গী তার
এসেছিল পৃথিবীর প্রান্তে এই অচেনা শহরে।
তারপর কোনদিন আসে নি বিদেশী মেহমান
পাহাড়—পাঁচিল ঘেরা বিচ্ছিন্ন এ দেশে, আগন্তুক
আসে নি কখনো আর জীবনের তপ্ত স্পর্শ নিয়ে

www.pathagar.com

মুক্ত জনস্রোত থেকে। বৃহত্তর পৃথিবীর সাথে
সংযোগ হারায়ে তাই পড়ে আছি, পল্বল যেমন
সংকীর্ণ গণ্ডীর মাঝে পড়ে থাকে যুগ যুগান্তর
বিচ্ছিন্ন সমুদ্র থেকে। পায় না সে দরিয়ার ঢেউ,
পায় না প্রাণে সাড়া। ক্ষুদ্র কূপমণ্ডুকের প্রাণ
চার পাথরের মাঝে পরিতৃপ্ত মরে অন্ধকূপে।

'সেই মত ভুলে আছি। মানুষের পূর্ণাঙ্গ সমাজে
পারি নি শরিক হতে আত্মরতিমগ্ন দূরে থেকে।
বনি আদমের প্রাপ্য, প্রাপ্য যা সকল মানুষের
হৃদয়ের ঐক্যে আর স্নিগ্ধ মুহব্বতে, ভুলে গেছি
পাহাড়ের অন্তরালে। হৃদয়ের সন্ধান পাবে না
দৌলৎ, হাশ্‌মৎ ঘেরা আশ্চর্য এ দেশে। অন্ধ স্বার্থে
ঐশ্বর্য, বিলাস নিয়ে ভুলে আছি কাম্য সে হৃদয়
মানুষের। সুখে আছি দীর্ঘ দিন মুর্দা দিল নিয়ে,
যেমন শ্বাপদ কিম্বা হিংস্র প্রাণী অরণ্যের মাঝে
থাকে চক্ষু অন্তরালে, বোঝে না সৃষ্টির সার্থকতা,
বোঝে না স্রষ্টার লক্ষ্য টানে কোন্ পূর্ণতার পথে।

'জ্ঞানী যারা খান্দানের প্রতীক্ষায় ছিল তারা জেগে
বিদেশী পান্থের পথে, যেন মুক্ত সমুদ্রের ঢেউ
সহজে ছড়িয়ে পড়ে এই বদ্ধ কূপে, দুনিয়ার
সব মানুষের সাথে দুঃখে সুখে লেখা হয় যেন
এ দেশের তকদির। কিন্তু কেউ আসে নি এখানে,
দূর-দেশী মেহমান আসে নাই পাহাড় পেরিয়ে।
তোমাকে পেয়েছি আজ ভাগ্যবলে, পূর্বপুরুষের
দোওয়ার বরকতে। চেনে নি তোমাকে ওরা সংশয়িত,
বোঝে নি বিস্মৃত তারা উঠে এল আকাশের মাঝে

www.pathagar.com

কোন্ পথে ! খোশ আম্‌দেদ আমি জানাই তোমাকে
মুসাফির, বুলন্দ নসীব!'

বলিল হাতেম তা'য়ী,
'দিলের আরজু যদি সাচ্চা হয়, পূরান সহজে
মালেকুল মুল্ক — যিনি একমাত্র মালিক বিশ্বের ;
প্রয়াসীকে নেন যিনি পূর্ণতার পথে। বান্দা আমি
সে প্রভুর, রেখেছি নিজেকে শুধু এলাহির রাহে।
জানাই তোমাকে তাই যে দহন, যে দরদ নিয়ে
বনি আদমের সাথে চেয়েছো অকুণ্ঠ আত্মীয়তা
দেখেছি সেখানে আমি তোমার আত্মার কামালাত;
পরিপুর্ণতার রশ্মি দেখেছি সেখানে। কিন্তু আমি
সংশয়ের কাল রেখা দেখেছি যা ভ্রূকুটি-কুটিল
চোখে অন্ধকারে, দেখেছি সেখানে তিক্ত অবিশ্বাস;
দেখেছি ব্যর্থতা শুধু বদ্ধ জীবনের। ক্ষুদ্র আমি
নগণ্য, তবুও বলি, তুলে দাও কৃত্রিম আড়াল
হৃদয়ের। এ বিভেদ ক্রমাগত বেড়ে যাবে, আর
ব্যবধান রেখে যাবে অনাগত সন্ততির পথে,
আসে নি এখনো যারা, মাতৃগর্ভে আছে ভ্রূণ হয়ে
অথবা যাদের স্বপ্ন দেখে আজ দূর দূরান্তের
সমুদ্র, সাহারা ঘেরা দ্বীপ কিম্বা ওয়েসিসে যত
নির্যাতিত নারী-নর,—মুক্তিকামী সমগ্র বিশ্বের।
সেই প্রত্যাশার পথে বিভেদের প্রতীক পাহাড়
দাঁড়ায় দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে, গতিহীন জনতার মন
জড়ায় সহস্র পাকে, জড়তার বিষে নিরুদ্যম
নিস্তব্ধ, নিস্তেজ করে রেখে দেয় মুর্দার শামিল।
পাহাড়ের পাদমূলে গণ্ডীবদ্ধ এরা ভুলে থাকে
ঐশ্বর্য বিলাসে তৃপ্ত ; পরিতুষ্ট ভ্রান্ত অহমের

www.pathagar.com

অলীক জৌলুষে। ভাঙো এই পাহাড়ের ব্যবধান,
পাহাড়-পাচিল ভাঙো ; আনো প্রাণ-প্রবাহ ফেরায়ে
জনপদে। জ্বালাও কৌলিন্য মিথ্যা,— পারে না যা নিতে
হৃদয়ের তপ্ত স্পর্শ, প্রাণ বহ্নি দিতে যে পারে না ;
ছড়াতে পারে না দীপ্তি বন্দী থেকে স্বার্থের জিঞ্জিরে।
পাথরে আবদ্ধ হয় আত্মরতিমগ্ন সেই প্রাণ
স্বার্থান্বেষী,—আত্মপূজা আত্মহত্যা যার ; ভুলে থাকে
পাহাড়ের অন্তরালে অন্ধকারে জড় মূর্তি যেন।
সুতীব্র আঘাত হানো নির্জিত সে জড়তার শিরে,
অপরিচয়ের দ্বিধা শেষ হোক, শেষ হোক এই
অনাত্মীয় পরিবেশ। মানুষের পূর্ণ পরিচিতি
মুক্ত হোক ;— দ্বিধাহীন আফতাব অকুণ্ঠ যেমন।
'আল্লার বান্দার কাজে এসেছি এ দেশে, চলে যাব
মৌসুমের শেষে পাখী উড়ে যায় যেমন সুদূর
বনান্তরে, তবু দোওয়া করে যাব আত্মচেতনার
সীমানা বিস্তৃত হয় যেন বিশ্ব চেতনার মাঝে;
মুক্তি পায় যেন আত্মা ভ্রান্তি থেকে কূপমণ্ডুকের।
কিন্তু তার আগে আমি জেনে যাব প্রশ্নের উত্তর।
শুনেছি এ দেশে আছে কোহে-নেদা ! সংজ্ঞা পাহাড়ের—
অথবা নিগূঢ় অর্থ কি রয়েছে মর্মমূলে তার,
দীর্ঘ স্তব্ধতার পর ডাক দেয় কেন সে পাহাড়,
জেনে নিতে সব কথা খুলে ফেলে গ্রন্থি রহস্যের
আমি আজ এসেছি এখানে।'

www.pathagar.com

বলিল দানেশমন্দ্,
'হাজার শোকর করি দরবারে আল্লার। ভাগ্যবলে
তোমাকে পেয়েছি আজ। এনেছো তুমি এ বদ্ধ কূপে
মুক্ত জীবনের ঢেউ, এনে দিলে দরিয়ার সাড়া
আবদ্ধ পল্বলে ! কিন্তু প্রশ্ন তুমি যা এনেছ সাথে
সব সওয়ালের চেয়ে সুকঠিন, রুদ্ধ দ্বারে তার
প্রতিহত সকল জওয়াব। জেনেও যায় না জানা;
জানাতে পারে না কেউ। থাকো যদি ডেরায় আমার
আওয়াজ শুনবে তুমি নিজ কানে সে কোহে-নেদার।।'

www.pathagar.com

পাহাড়ের নিশানা

মেহমান তা'য়ী পুত্র থাকে সেই জ্ঞানীর মঞ্জিলে,
নেদার সন্ধানে ঘোরে দীর্ঘ দিন পেরেশান দিলে।

অচেনা মজলিস দেখে একদা বেবাহা ময়দানে
'য়েমনের রাহাগির নেমে এল কৌতুহলী প্রাণে।

'কোহে-নেদা নাম কোন্ পাহাড়ের?' শুধালো যখন,
ইঙ্গিতে দেখালো তারা (রহস্যের ইশারা যেমন)।।

www.pathagar.com

কোহে -নেদা

এক

দূরান্তের যাত্রী দেখে কোহে-নেদা ছুঁয়েছে আস্‌মান
দৈত্যের করোটি যেন ! শিলীভূত, নিস্তব্ধ, গম্ভীর
মৃত্যু-অন্ধকার নিয়ে দৃষ্টিহীন আঁখির কোটরে
শঙ্কা ও রহস্যময় পড়ে আছে যুগ-যুগান্তর।
শঙ্কিত হাতেম তা'য়ী ভয়াবহ স্তব্ধ পরিবেশে
শুধালো বিস্ময়ে এক দূর যাত্রী পথিকের কাছে
শব্দ পাহাড়ের অর্থ, কি রহস্য সংগোপন তার
মর্মমূলে। তাকালো সন্ত্রস্ত যাত্রী চোখ তুলে শুধু
একবার, অনভিজ্ঞ কিশোরের অজ্ঞ মুখ পানে
তাকায় সন্ত্রস্ত চোখে জ্ঞান-বৃদ্ধ প্রাচীন যেমন।
ফেরায়ে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তার পর শিলাশৃঙ্গ থেকে
বলিল, 'এখানে তুমি কেন এলে? কি দুরাশা নিয়ে
খুলে যেতে চাও দ্বার রহস্যের, এ কোহে-নেদার?
পুঞ্জীভূত জিজ্ঞাসায় বিসর্পিল পাহাড়ের পারে
কি আছে? — সওয়াল ওঠে কিন্তু তার জওয়াব মেলে না।
পাহাড়তলীর মাঠে ডেরা বেঁধে যারা হাসে, কাঁদে
জিন্দেগীর বিয়াবানে নুররেজ ফুলের মতন
নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে মুছে যায় পাহাড়ের ডাকে
আচম্বিতে,— মিশে যায় কেন সেই কাত্‌রা জীবনের
অতলান্ত দরিয়ায় ;— কোন দিন কেউ তা জানে না।
'দূরদেশী মুসাফির, এ কাহিনী বলি, জেনে নাও,
স্তব্ধ ঐ পাহাড়ের নির্বিকার শিলাকণ্ঠ থেকে

www.pathagar.com

বজ্রের ধ্বনির মত কোন দিন ডাক আসে ভেসে,
সময় ফুরালো যার সেই শুধু শোনে সে আহ্বান।
নাম ধরে একবার কোহে-নেদা ডাকে বজ্রস্বরে
আশ্চর্য গম্ভীর শব্দে। সে আহ্বান, সে তলব নেদা
উপেক্ষা করার শক্তি কোন দিন হয়নাই কারো।
পরীরু পাখীর জোড়া, লাল, মোতি, ডেরার আশ্রয়
সুরাহি, শারাব জাম, ছুঁড়ে ফেলে সাকীর পেয়ালা
ছুটে যায় সংজ্ঞাহারা,— যার নামে ডাক এল ভেসে
পাহাড়ের। দুর্ভাগা সে। অন্তহীন আকাশের ডাকে
যেমন হাউই ওঠে শূন্যতার নিরুদ্দেশ পথে
দুরন্ত বালক তারে ছুঁড়ে দেয় উল্লাসে যখন,
দূর পাহাড়ের যাত্রী সেই মত চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে
সম্পূর্ণ অচেনা এক অন্ধকারে। সঙ্গী যারা
দেখে নির্ণিমেষ চোখে যতক্ষণ পড়ে সে নজরে
অসহায় ! তারপর ফিরে যায় যে যার কুটিরে।
অজানা পথের যাত্রী যে হারায় ঘন অন্ধকারে
ফেরে না কখনো আর পরিচিত পৃথিবীর বুকে।
অশেষ রহস্যে ঘেরা শিলাতল এ কোহে-নেদার।'

দুই

আচম্বিতে এক দিন শোনা গেল পাহাড়ের ডাক, ...
ডাক দিল একবার কোহে-নেদা নৈঃশব্দের তীরে
হামিরের নামে বজ্রস্বরে! বন্ধু সে দারাজ দিল
নিমেষে নিষ্প্রভ হয়ে সাড়া দিল 'আসি' 'আসি' বলে !
গেল না সম্মুখে তার, বাধা কেউ দিল না (স্তম্ভিত
পাথরের মূর্তি যেন— সঙ্গী যারা ছিল চার পাশে)।

www.pathagar.com

ঝড়ের সন্ধ্যায় পাখী মিশে যায় আতঙ্কে যেমন
বজ্রের আওয়াজ শুনে দিগন্তের আঁধারে ; মিলালো
চকিতে ছায়ার মত শিলারণ্যে হামির তেমনি।

তিন

বিস্মিত হাতেম তা'য়ী ব্যথাহত, বিমূঢ় তখন
শুধালো সবার কাছে, কিন্তু তার পেল না জওয়াব।
জানালো শহরবাসী, "রহস্যের অর্থ তারা জানে
যারা গেছে ও পাহাড়ে। কিন্তু কেউ আসে নাই ফিরে,
কেউ এসে বলে নাই কি আছে ও শিলা অন্তরালে!
অতলান্ত দরিয়ায় যে বুদবুদ মিশে গেল আজ
জানি না অলক্ষ্যে তার শেষ চিহ্ন হারালো কোথায়।'
এই কথা বলে তারা চলে গেল সে পাহাড় ঘুরে
তিন বার। ফিরে এল পরিচিত শহরে, যেখানে
দুঃখের নিশানা নাই। তবু বন্ধু যেখানে বন্ধুকে
ভুলে যায় সহজেই, প্রেম করে প্রতারণা; আর
বিষের পেয়ালা ঢাকে অভিনয়— নিপুণ প্রয়াসে।
সেখানে সহজে তারা ভুলে থাকে রহস্য নেদার,
ভুলে থাকে হামিরের তক্‌দির। রঙিন পাথর,
নুড়ি, বেলোয়ারি চুড়ি, পানি ছবি অথবা আতশী
কাঁচ নিয়ে ভুলে থাকে শিশুরা যেমন, ওরা ভোলে
তেমনি জমিন আর সোনা চাঁদি, আত্মশ্লাঘা নিয়ে;
কিম্বা আত্মরতিমগ্ন মুছে ফেলে বিচ্ছেদ বন্ধুর
ভুলে থাকে দু'দণ্ডের ইমারতে। হাতেম 'য়েমনী
যতবার কেঁদে ওঠে ততবার দেয় তারা গালি।
কেননা এ শহরের,— দুনিয়ার প্রাচীন এ রীতি

www.pathagar.com

ভুলে যাওয়া সহজেই (মধ্য রাত্রে অথবা সকালে);
যদিও তলব নেদা নিষ্কৃতি দেবে না কোন দিন।

চার

আবার তলব নেদা এল সেই শব্দ গিরি থেকে
জওয়ান জামের নামে (ছিল সে তখন মজলিসে)!
'আসি' 'আসি' বলে জাম সাড়া দিল পাহাড়ের ডাকে,
বন্ধুর বেষ্টনী ছিঁড়ে তীর বেগে ছুটিল সম্মুখে ;
বিস্মিত হাতেম তা'য়ী ঝড় গতি ছোটে তার পিছে।

পাহাড়ের ডাক শুনে হারায়েছে আজ সে সম্বিৎ
সওদাগর জাদা জাম, উল্লসিত ছিল সে মজ্‌লিসে।
এ যেন সে বন্ধু নয়, ভুলে গেছে প্রীতি-মুহব্বত,
অথবা পাহাড় ছাড়া কিছু তার দৃষ্টিতে পড়ে না;
পাহাড়ের ডাক ছাড়া শোনে না সে কিছু। যেন এক
দূরান্ত গ্রহের প্রাণী সমাচ্ছন্ন থেকে পৃথিবীর
প্রান্তরে, শুনেছে ডাক ভুলে যাওয়া সুদূর দেশের।
মুসাফির সে প্রবাসী প্রবাসের দিনগুলি তার
ভুলে গেছে, যেমন সহজে ভোলে শৈশবের ভাষা
কৈশোরের প্রান্তে শিশু খেলাঘর ছাড়ে সে যখন ;
তেমনি ভুলেছে জাম পৃথিবীর ভাষা। শোনে না সে
হাতেম তা'য়ীর ডাক, কিম্বা দিতে পারে না উত্তর
(ধরা দেবে সহজে সে পাথরের কঠিন জিন্দানে)।

বিভ্রান্ত চোখের তারা, দৃষ্টি নিষ্পলক। মনে হয়
কোন স্বপ্ন, কোন স্মৃতি অবশিষ্ট নাই যেন আর

www.pathagar.com

জামের বিবর্ণ মুখে, ভুলেছে সে পৃথিবীর প্রিয়
পরিচিত জীবনের বন্ধু সহযাত্রিকের কথা,
ভুলেছে নওশা বেশে শাদিয়ানা আনন্দের মাঝে
এনেছিল এক দিন আরশিতে মুখ দেখে যার
শা' নজরের সেই সঙ্গিনী নারীকে, ভুলেছে সে
মৌজুদ হিরা ও মোতি, জওয়াহের (স্বোপার্জিত আর
উত্তরাধিকার সূত্রে পেল যা জীবনে) ভুলে গেছে
মোতাকারিবের ছন্দ সফরের পথে। নিষ্পলক
দৃষ্টি তার স্থির শৈল শিরে। ....
দুর্গম পাহাড় পথে
ছুটে চলে এক লক্ষ্যে বন্ধু জাম জ্ঞানশূন্য, তবু
স্খলিত হয় না; শুধু পড়ে যায় 'য়েমনী হাতেম
সে দুর্গম পথে বারে বারে ! আপ্রাণ চেষ্টায় উঠে
আবার হাতেম ছোটে, সওয়ালের পথে যে নির্ভীক।

এ দুর্গম শিলারণ্যে চলে গেছে অগ্রগামী যারা
(সংখ্যাহীন নারী-নর) পদচিহ্ন রাখে নাই কেউ,
পানির রেখার মত মুছে গেছে স্মৃতির রেখারা
সময়ের খরস্রোতে, পথ-চিহ্ন পায় তবু খুঁজে
অত্যন্ত সহজে যাত্রী নবাগত যারা এ সড়কে
(দুনিয়ার দুঃখ, সুখ, কৌতূহল, আনন্দ পারে নি
ফেরাতে যাদের টেনে, পারে নাই কোন স্বপ্ন, আর
পৃথিবীর আকর্ষণ পারে নাই যাদের ফেরাতে
চলে গেছে তারা আগে, চলে যাত্রী অসংখ্য অশেষ
এখানো পাহাড় পথে দুর্নিবার সেই আকর্ষণে)।

www.pathagar.com

চলে ক্ষিপ্রবেগে জাম বায়ূস্তর দীর্ণ করে যেন
নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে নিক্ষিপ্ত সে তীর (তীরন্দাজ
নিপুণ শিকারী এক ছুঁড়েছে অলক্ষ্য দূর থেকে);
বায়ূস্তর ছিঁড়ে যেন ওঠে তারা। তলব নেদার
প্রতিধ্বনিত ধ্বনি ভাসে কানে, শব্দিত বাতাসে
ভেসে আসে পৃথিবীর অন্তহীন ক্রন্দন, হতাশা।
শোনে না সে কান্না জাম, ছুটে চলে আরও তীব্র বেগে।
বিলম্বের অবসর নাই। যেন এক মুহূর্তের দেরী।
জানে না তলব নেদা, মনে না সে বাধা বন্ধ কোন।

দুনিয়ার বাজুবন্দ্ ছিঁড়ে জাম ওঠে ক্ষিপ্র বেগে
শব্দের পাহাড়ে, যেন উর্ধ্বগামী হাউই, এখনি
হারাবে আঁধার শূন্যে। পিছে থেকে 'য়েমনী হাতেম
দামন ধরিল তার। ছিঁড়ে ফেলে বস্ত্র তীর বেগে
ওঠে জাম উর্ধ্বশ্বাসে দুরারোহ পাহাড়ে। হাতেম
ধরিল জামের হাত। নিমেষে কঠিন করাঘাতে
হাত টেনে নিয়ে জাম ক্ষিপ্র বেগে চলিল যেখানে
অন্ধের চোখের মত নির্বিকার পাহাড়ের দ্বার।
তবু শেষবার তাকে ডাক দিল শব্দহীন সুরে
ভোরের শব্‌নাম তৃণ দলে, প্রশাখায় গুলনার
বাধা দিল আপ্রাণ চেষ্টায়। অব্যক্ত ভয়ের মত
নিষেধ জানালো পাশে অতলান্ত গহ্বর (যেখানে
পড়ে নাই সূর্য রশ্মি সৃষ্টিকাল থেকে; জাগে নাই
আনন্দের সাড়া কোন দীপ্ত দিনে)। শুনিল না মানা,
ছুটে গেল সংজ্ঞাহারা রুদ্ধ সেই দরজার কাছে।
কপাট খুলিয়া গেল, দুইজন হারালো গহ্বরে
পাহাড়ের। ফিরিল শহরবাসী এই দৃশ্য দেখে।

www.pathagar.com

পাঁচ

আবার হাতেম তা'য়ী চলে একা জামের পশ্চাতে
যেখানে উৎরাই পথ নেমেছে বেবাহা ময়দানে
— অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন। জুল্‌মাতের হিংস্র, কাল ছায়া
সে মাঠ রেখেছে ঘিরে সূচী-তীক্ষ্ণ ক্ষুধিত দৃষ্টিতে।
নিরুদ্ধ সম্মুখে পথ। আধো আলো, আধো অন্ধকারে
শুনিল হাতেম তা'য়ী আহাজারি উঠেছে সে মাঠে
তৃপ্তিহীন জীবনের। ... অন্তহীন, অস্পষ্ট ময়দানে
নির্জন, নিভৃত এক মহলের অন্তরালে এসে
শেষ শয্যা নিল জাম — হস্ত-পদ শিলীভূত যেন,
মওতের হিমশ্বাসে পাংশু বর্ণ মুখ মৃত্যু-নীল।
পড়িল গড়ায়ে জাম তৃণাস্তীর্ণ জমিনের 'পরে,
যেন সে নির্দিষ্ট ভূমি এতকাল ছিল প্রতীক্ষায়;
এত দিনে পেল সে শিকার। দীর্ণ হয়ে মুহূর্তে সে
জামের নিষ্প্রাণ দেহ নিল টেনে ক্ষুধিত জঠরে।
মুহূর্তেই মুছে দিল শিকারের সকল নিশান।
প্রতিধ্বনিত ধ্বনি মিশে গেল নিমেষে তখন
নৈঃশব্দের বিয়াবানে, তারপর কাটিল কুয়াশা,
মৃত্যুর সীমানাহীন রাজ্যে জাগে অনন্ত সময়।
জনপ্রাণীহীন মাঠে শোনা যায় যেখানে প্রশ্বাস
সেখানে হাতেম তা'য়ী জানিল এ রহস্য নেদার।

www.pathagar.com

তারপর স্বপ্নশেষে জেগে ওঠে ঘুমন্ত যেমন
হাতেম 'য়েমনী দেখে আবছা আলোর সেই মাঠে
রাহা নাই কোন দিকে। চার পাশে মৃত্যুর পাহারা।
মৃত্যুর নিকষ ছায়া অন্তহীন সমুদ্রের মত
রেখেছে সে মাঠ ঘিরে, অথবা তামাম মখ্‌লুকাত
ডুব দিয়ে আছে সেই মওতের অথৈ সাগরে
— যেন সমুদ্রের মাছ, যত চলে, যত দূরে যায়
থাকে বন্দী অসহায় চিরদিন সে মৃত্যু-সাগরে,
পারে না ছাড়ায়ে যেতে ; নিষ্কৃতির পথ নাই কোন।
সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে অথবা দক্ষিণে কোন দিকে
মুক্তির সরণি নাই (যত দিন না আসে আহ্বান
দুর্জ্ঞেয় অজানা পলে, ... তত দিন ... জানি তত দিন
এখানে রবে সে বন্দী অন্তহীন এই বিয়াবানে
সমস্ত সৃষ্টির মত অসহায় সে বনি আদম)।।

www.pathagar.com

কোহে-নেদায় হাতেম তা'য়ীর স্বগতোক্তি

কুল মখ্‌লুকের ভাগ্যে সুনিশ্চিত মৃত্যু, তবু জানি
কি ভাবে কখন কার মৃত্যু আসে কোন উসিলায়
সে কথা জানে না কেউ। প্রথম ভোরের গুলনার
জানে না সন্ধ্যায় কোন্ ঝরে যাবে, কিম্বা ছিন্ন দল
চঞ্চল নখরাঘাতে লুটাবে জমিনে ! আফ্‌তাব
জানে না কিভাবে কবে নিভে যাবে, মাহ্‌তাব
জানে না হারাবে কোন্ সংঘাতে ! দেখেছি এই মত
শিশু, নারী, নৌ-জোয়ান কিম্বা বৃদ্ধ জানে নি কখনো
আযলের লেখা ঘোরে কিভাবে পশ্চাতে রাত্রি-দিন;
কি ভাবে অপরিহার্য মৃত্যু করে শিকার সন্ধান।

চলে মৃত্যু দুর্নিবার জিন্দানে বা শাহার মহলে,
ছাড়ে না সে অরণ্যের সংগোপন কীটাণুকে আর
অতলান্ত দরিয়ার বৃহৎ প্রাণীকে। জানি না সে
কি ভাবে কখন যায় কার কাছে; অগম্য বুদ্ধির !...

মৃত্যুস্তব্ধ শিলাতলে সঙ্গীহীন এ কোহে-নেদায়
মনে পড়ে শুধু আজ পৃথিবীর কথা। কৌতূহল
শিশুর বিস্মিত চোখে জ্বলেছে যেখানে, তরুণীর
প্রীতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টি জাগে যে মাটিতে সিতারার মত,
জীবনের স্বপ্ন দেখে যেখানে তরুণ নৌ-জোয়ান,
গোলাবের রক্ত দল ফুটে ওঠে যেখানে রাত্রির

www.pathagar.com

পটভূমিকায়, দীপ্ত শবনাম যেখানে ভোরের
অশ্রু বিন্দু, স্বপ্নময় সে পৃথিবী আলো অন্ধকারে।
অথচ এখানে আমি পরিত্যক্ত, বন্দী, অসহায়
দেখি শুধু দিক্ প্রান্তে মরণের সতর্ক প্রহরা;
বাঘের জ্বলন্ত চোখ শিকারের সম্মুখে যেমন।

লক্ষ যাত্রিকের মাঝে আজ আমি নিঃসঙ্গ এখানে।
চলে গেছে যারা আগে স্তূপীকৃত তাদের কংকাল
মিশে গেছে পৃথিবীর অন্তরালে, মিটে গেছে নাম,
নিশানা মেলে না আর; যেন সূক্ষ্ম বালুর লেখন
উড়ে গেছে দূরান্তরে সাহারার প্রলয় প্রশ্বাসে।

কিন্তু যা সমাপ্তি আনে, আনে না যা সত্যের নিবিড়
সান্নিধ্যে, অথবা সেই অন্ধছায়া যে শুধু দোলায়
সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে, কল্যাণের খোলে না দুয়ার
মহত্তর জিন্দেগীর পথে, কূলহারা সে ব্যর্থতা
সমুদ্র যাত্রীর মনে আনে বয়ে হতাশা কেবল
বর্ণহীন। সেই মৃত্যু আত্মহত্যা শুধু। চাই নাই
সেই অপমৃত্যু, ব্যর্থ সে আত্মবিলোপ, নবতর
দীপ শিখা না জ্বালায়ে নিভে-যাওয়া চিরাগের মত।

কিন্তু জ্বলেনি সে দীপ পরিপূর্ণ প্রভায় এখনো
ঘুমন্ত চিরাগে। পড়ে আছে অন্তহীন অন্ধকারে
শাসনে, শোষণে আর অন্যায়ের জগদ্দল চাপে
বিকলাঙ্গ মানুষের পৃথিবী বিশাল। পারে নাই,
অথবা চায় নি ওরা ভারগ্রস্ত, ক্লান্ত, অসহায়

www.pathagar.com

সরাতে সে জগদ্দল— জুলমাতের ছায়া। নারী-নর,
কিশোর, কিশোরী মরে কীটদষ্ট অর্ধস্ফুট প্রাণ,
মরে শিশু শীর্ণ অনাহারে। ভাঙে নাই অন্তরাল,
জ্বলে নি সত্যের দীপ, পায় নাই শান্তি ও সুষমা
পৃথিবীর সকল মানুষ। রয়ে গেছে বেশুমার
জালিমের লক্ষ অত্যাচার। পূর্ণ হয় নাই কাজ
জীবনের। তবু যদি মৃত্যু আসে, নিঃশংক হৃদয়
তাকাবে সম্মুখ পানে পথ চেয়ে মুক্ত তারুণ্যের,
নতুন দিনের যাত্রী নেবে যারা দায়িত্ব বিপুল—
অসমাপ্ত কাজ গুরুভার। গড়েছি তাদের পথ
প্রাণপণ প্রচেষ্টায় আমি। চেয়ে আছি তাই আজ
প্রাণ-দীপ্ত যৌবনের পথে। যদি আজ মৃত্যু আসে
হবো না শংকিত আমি এ কোহে-নেদায় ; মৃত্যুভয়
আশ্চর্য বিস্ময়কর শব্দ শুধু জীবনে আমার।

যে বান্দা আল্লার, চলে মুক্ত মন, সত্যের নিশান
ওড়ায়ে সুদৃঢ় হাতে, মৃত্যুভয় জানে না, মানে না
ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিমওতের। শংকা শুধু মনে
বিশাল দায়িত্বভার বিশ্বে তার সুসমাপ্ত কী না।
যে আত্মপূজারী, ক্লীব, আত্মরতিমগ্ন যার প্রাণ
মরণের বিভীষিকা উর্ণনাভ-জাল তার চোখে
সহজে ছড়িয়ে যায় ভীতির সিয়াহি। কিন্তু যার
উন্মুক্ত হৃদয়, মন পৃথিবীর মানুষের পথে
সে চায় আকাঙ্ক্ষা তার পূর্ণ হোক দায়িত্ব পালনে ;
সে চায় সত্যের শিখা মুক্ত হোক তার জিন্দেগীতে।

www.pathagar.com

সে মুক্ত হৃদয় সেই পরিপূর্ণ কামিল ইনসান
রেখে যায় পৃথিবীতে মানুষের উত্তরাধিকার।
নিজেকে নিঃশেষ করে আফ্‌তাব, মাহ্‌তাবের মত
সমস্ত সৃষ্টির তরে যে চায় কল্যাণ,—পৃথিবীতে
মৃত্যুর পরিখা তীরে, মওতের বেড়াজাল মাঝে
সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হোক দিন তার জিন্দেগীর স্রোতে
সত্যের সন্ধান পায় ; পায় খুঁজে পূর্ণতা প্রাণের।

এখনো আমার প্রাণ সত্যান্বেষী, সঙ্গ চায় সেই
মর্দে মুমিনের, পূর্ণতার পথে চায় পৃথিবীতে
বিলাতে কল্যাণ; কিন্তু বন্দী আমি এ কোহে-নেদায়।
শব্দ শৈলে ফিরে এলো আজ তিক্ত পরীক্ষার দিন,
জানি না মৃত্যুর দেখা পাব আমি এখানে ; অথবা
নেদার পাহাড় থেকে মুক্তি পাব মদদে খোদার।।

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর প্রত্যাবর্তন

মৃত্যু সে অনতিক্রম্য (মওতের যে কাল পাহাড়
দুর্জ্ঞেয় রহস্য যেই পড়ে আছে নিঃসীম, নিঃসাড়,
যে পাহাড় পার হয়ে ফেরে নাই যাত্রী কোন দিন,
বিক্ষিপ্ত রশ্মির মত মিশে গেছে তমিস্রা-বিলীন,
যে পাহাড় পার হয়ে দেখে নাই প্রাণী জনপদ,
জিন্দেগীর তীর ঘেঁষে অন্তহীন যার সরহদ,
যেখানে উদ্‌ভ্রান্ত জাম মিশে গেল চির অন্ধকারে ;
'য়েমনের মুসাফির ঘুরিল সে অজানা আঁধারে) !...

মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন সেই অন্তহীন বেবাহা ময়দানে
ঘুরিল হাতেম তা'য়ী ; অন্ধকার রাত্রির আস্‌মানে
কক্ষচ্যুত উল্কা এক ছুটে চলে যেমন আঁধারে,
পায় না পথের দিশা, কিংবা এক অরণ্য কিনারে
সামান্য আলোক নিয়ে ঘুরে মরে জোনাকি যেমন
পায় না বনের শেষ সীমান্ত ; তেমনি সারাক্ষণ
(সাত দিন, সাত্‌ রাত্রি) তা'য়ী পুত্র ঘুরিল প্রান্তরে।

জানিল অপরিহার্য মৃত্যু, তবু দূর দেশান্তরে
যারা আছে প্রতীক্ষায়, কিংবা শেষ হয় নি যে কাজ

www.pathagar.com

শুনিল হাতেম তা'য়ী শব্দ শৈলে তাদের আওয়াজ!
পেল সে তাকিদ মনে, ভাবিল সে দিলে আপনার,
'জামের আযল তাকে তুলে নিল, যে ভাবে আমার
মৃত্যু আছে তকদিরে, পাব দেখা আমি সেই ভাবে,
আমার দু'চোখ থেকে একদিন পৃথিবী হারাবে,
মুছে যাবে ঝর্ণা, বন, জ্যোৎস্না আর দরিয়া, পাহাড়,
ধুলার আবর্তে মিশে ধুলা হবে কোরাটির হাড়,
জীবনের শেষ চাওয়া মিটে যাবে মৃত্যুর হাওয়ায়;
বিস্মৃত কাহিনী হব দুনিয়ার সরাইখানায়।

'কিন্তু সেই অনিবার্য মওত না আসে যতক্ষণ
রয়েছে আমার কাজ। হুস্না বানু, মুনীরের মন
সাত সওয়ালের পথে জেগে আছে; দায়িত্ব আমার
শব্দের পাহাড় থেকে শাহাবাদে ডাকে বারম্বার।'
— এই কথা ভেবে মনে বারিতা'লা আল্লার দরবারে
হাতেম করিল দোওয়া ... পেল পথ বিজন কান্তারে ...

সাত দিন ভুখা ফাঁকা সেই পথে চলে পেরেশান
অগম দরিয়া এক দেখিল সম্মুখে অফুরান।
জনশূন্য সিন্ধু তীর, কিশ্‌তি নাই দরিয়ার কূলে ;
তাকালো হাতেম তা'য়ী কিশ্‌তি নাই দরিয়ার কুলে;
তারপর কী আশ্চর্য ! দেখে চেয়ে কুদরত খোদার

www.pathagar.com

ভেসে আসে কিশ্‌তি এক অপরূপ হংসীর আকার,
মাঝি নাই, পা'ল নাই, আসে তবু তীব্র স্রোত-বেগে;
উল্লাসে হাতেম তা'য়ী দেখে চেয়ে দুর্মর আবেগে।
কিনারায় এসে তরী মধ্য দিনে ভিড়িল যখন
এলাহির নাম নিয়ে উঠিল সে নিঃসংশয় মন
আজব কিশ্‌তীর পরে (দেখে চেয়ে খাদ্যের সামান
সাজানো রয়েছে তাতে) ; স্নিগ্ধ হলো হাতেমের প্রাণ।
শোকর গুজারী করে সে তখন আল্লার দরবারে...
'মাঝি নাই, পা'ল নাই, কিশ্‌তী তবু চলে বাও ভরে'...
তিন দিন, রাত্রি শেষে ভিড়িল সে কিশ্‌তী পারঘাটে,
অচেনা জমিন দেখে হাতেমের সারা দিন কাটে,
সাত দিন পায়ে হেঁটে চলিল সে আজব মুলুকে;
আজিম পাহাড় এক তারপর দেখিল সম্মুখে।
পাহাড়ে, পাথরে দেখে 'লোহু জারি' অজানা বিস্ময়ে
হাতেম তা'য়ীর মন কেঁপে ওঠে অনিশ্চিত ভয়ে,
পাহাড় পেরিয়ে ফের দেখে চেয়ে সমুদ্র রক্তের;
বুঝিল হাতেম তা'য়ী এ দরিয়া হবে কহরের।
রক্তের সমুদ্র আর দেখে তার তরঙ্গ উত্তাল
গায়েবী কিশ্‌তীতে ফের পার হলো দরিয়া বিশাল।
পার হলো একদিন এই ভাবে দরিয়া সফেদ,
আজব মুলুক থেকে ফিরে এল একা না-উম্মেদ,
লরনোস পরীর দেশে গেল শেষে সোনার পাহাড়ে;

www.pathagar.com

যত দেখে তা'য়ী পুত্র অজানা বিস্ময় তত বাড়ে।
পথের দু'পাশ থেকে তুলে নেয় সে বেবাহা মোতি
আর তুলে নেয় সাথে মুক্ত জ্ঞান অশেষ কিস্মতী ...

এ ভাবে হাতেম তা'য়ী যেন এক আত্মা ভ্রাম্যমান
অতিক্রম করে যায় অজানার পর্দা অফুরান,
লুব্ধ প্রবৃত্তির যত পাশবতা মুছে তিলে তিলে
আতশী দরিয়া পারে একদা সে পৌঁছিল মঞ্জিলে।।

[পঞ্চম সওয়াল সমাপ্ত]

www.pathagar.com

শশম সওয়াল

www.pathagar.com

['কোহে-নেদার' রহস্য ও সফর-কাহিনী শোনার পর হুস্‌না বানু হাতেম তা'য়ীকে সারসের ডিমের সমান, বৃহদায়তন একটি অমূল্য মোতি দেখিয়ে তার জোড়া এনে দিতে বলেন। হাতেম তা'য়ীকে তিনি জানান যে, এটিই তার শশম সওয়াল।

এত বড় মোতি চোখে দেখা দূরে থাক হাতেম কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। তবু তিনি মোতির নমুনা নিয়ে অনিশ্চিত, অজানা পথে অগ্রসর হন। এক রাতে এক বিজন অরণ্যে তিনি নাতেকা পাখীর কাছে জানতে পারেন যে, পরীর দ্বীপে বাদ্‌শা মাহেয়ারের কাছে এই মোতির জোড়া আছে। মোতির সঠিক ইতিহাস তাঁকে বলতে পারলে তিনি তাঁর মোতি ও একমাত্র কন্যাকে বর্ণনাকারীর নিকট সমর্পণ করবেন। নাতেকা পাখী এই প্রসঙ্গে মোতির ইতিহাস বর্ণনা করে পরীর দ্বীপ বর্জখে যাওয়ার উপায় বলে দেয়। যাত্রাপথে হাতেম একটি সর্পাকৃতি জ্বিনকে মুক্ত করেন।

অতঃপর জ্বিন ও দৈত্যের দেশ অতিক্রম করে হাতেম তা'য়ী কো'কাফ সীমান্তে বাদ্‌শা মাহেয়ারের কন্যার পাণিপ্রার্থী জ্বিনের ভ্রাম্যমাণ শাহ্‌জাদা মেহেরওয়ারের সাক্ষাৎ পান। মোতির ইতিহাস বর্ণনা করতে না পারায় শাহ্‌জাদা মেহেরওয়ার বাদ্‌শা মাহেয়ার কর্তৃক বিতাড়িত হন।

হাতেম তা'য়ী এই ভ্রাম্যমাণ জ্বিন শাহ্‌জাদার সহায়তায় পরেন্দা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মাহেয়ারের দ্বীপে উপস্থিত হন এবং মোতির ইতিহাস বর্ণনা করে তিনি হুস্‌না বানুর মোতির জোড়া সংগ্রহ করেন। সব শেষে হাতেম তা'য়ীর ঐকান্তিক আগ্রহে শাহ্‌জাদা মেহেরওয়ারের সঙ্গে মাহেয়ার-নন্দিনীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। অমূল্য মোতির জোড়া নিয়ে হাতেম তখন শাহাবাদ ফিরে আসেন।]

www.pathagar.com

সফর কাহিনী

হুসনা বানু

মৃত্যুর ছায়া পড়েছে তোমার মুখে,
আহা মুসাফির ! ঘুরেছ অনেক দেশ,
শশম সওয়াল জেনে আর কাজ নাই
ছিল যা জানার এখানেই হোক শেষ।

হাতেম তা'য়ী

পেয়েছি এ জ্ঞান এবার কোহে নেদায়,
মৃত্যুর ডাক আস্‌বে না যত দিন,
মুক্ত আজাদ এই দুনিয়ার মাঝে
দিতে হবে শোধ জিন্দেগানির ঋণ।
যা কিছু জানার জেনে যেতে হবে, আর
থেমে যাই যদি মিটবে না ব্যর্থতা,
চরম সবক পেয়েছি কোহে-নেদায়
কি লাভ যদি না প্রাণ পায় পূর্ণতা?

হুসনা বানু

আজব কাহিনী শুনেছি কোহে-নেদার,
কি ভাবে, কখন জীবন হারালো জাম;
মৃত্যুর মত শব্দ গিরির ডাক
সেই থেকে মনে জেগে আছে অবিরাম।

হাতেম তা'য়ী

জামের মওত দোলা দেয় যদি মনে,
যদি সে বাড়ায় তোমার অভিজ্ঞতা,

www.pathagar.com

তবে এই কথা ভুলবে না কোন দিন
মৃত্যুর আগে চাই পরিপূর্ণতা।
অলস নেশায় জীবন কাটায় যারা
দুনিয়ায় চেয়ে শিরাজী ও বিশ্রাম,
বালুর লেখন— উড়ে যায় ঝড়ে তারা;
পায় না কখনো জিন্দেগানির দাম।

হুসনা বানু

কাহিনী তোমার ভুলি নাই, ভুলব না;
এই কথা বলি 'জাহাঁদিদা' মুসাফির।
কোহে-নেদা ছেড়ে কি ভাবে কখন বল
খুঁজে পেলে তুমি চেনা দুনিয়ার তীর।

হাতেম তা'য়ী

শব্দ গিরির ডাক শুনে জাম যখন মিলালো থাকে
মনে হল রোজ হাশরের আগে দেখব না আর তাকে,
চোখে দেখে সেই তলব নেদার— মওতের হকিকত
দিশাহারা হয়ে চারদিকে আমি সন্ধান করি পথ।
মেলে না তবুও পথের ঠিকানা বেবাহা সে ময়দানে,
উদাস হাওয়ার শ্বাস দুনিয়ার শত স্মৃতি বয়ে আনে।
ঝিল্লীমুখর পৃথিবীর স্বর মনে বয়ে আনে নেশা।
তবু জেগে থাকে চার পাশে এক মওতের আন্দেশা।
নিজের পায়ের আওয়াজে চমক লাগে,
দিক রেখা ছোঁওয়া নির্জন মাঠে মৃত্যুর সাড়া জাগে।
কোথায় গেল সে নেদার পাহাড়, কোথায় দরজা তার,
খুঁজে ফিরি আমি পেরেশান হালে, দিল থাকে বেকারার।

www.pathagar.com

হুসনা বানু

মওতের সেই মরু মাঠে কত দিন
ঘুরেছ হাতেম, মুসাফির নামদার?
কি ভাবে আবার পেলে তুমি খুঁজে পথ
চাই যে এখন শুনতে কাহিনী তার।

হাতেম তা'য়ী

ভুখা ফাঁকা থেকে পুরা সাত দিন ঘুরেছি বিরান মাঠে,
সাত দিন রাত সেই বিয়াবানে আমার সময় কাটে।
মনে মনে ভাবি: জামের আযল নিয়েছে তো তুলে তাকে,
কিন্তু এ মাঠে রুখবো কি করে চরম ব্যর্থতাকে?
আশিক, মাশুক রবে পথ চেয়ে, মরবে মুনীর শামী,
আমার জওয়াব মরু মাঠ থেকে কি করে পাঠাব আমি?
ভাবি আর চলি সে বিরান মাঠে ভুখা থেকে সাত দিন,
তারপর দেখি আজিম দরিয়া ... কূল নাই ... সীমাহীন...

হুসনা বানু

কি ভাবে আজিম দরিয়া হয়েছ পার,
বল সে কাহিনী হুশিয়ার মুসাফির,
সোনার হরফে লিখবে সফরনামা
হয় নাই ভাগী যারা ও জিন্দেগীর।

হাতেম তা'য়ী

অকূল, অশেষ দরিয়া কিনারে সহসা দেখতে পাই
'বাও ভরে নাও' ভেসে আসে তীরে, মাঝি নাই, পা'ল নাই!
যাত্রী-বিহীন নৌকায় দেখি সাজানো কাবার রুটি !

www.pathagar.com

খোদার রহম ভেবে আমি যেই সেই কিশ্‌তীতে উঠি
অকূল দরিয়া পার হয়ে নাও ছুটে চলে তীর বেগে;
নতুন জমিন দেখি তারপর সামনে উঠেছে জেগে।

[লোহু দরিয়া]

অচিন মুলুকে পা রেখেছি আমি যেই
দেখি বিস্ময়ে সেই কিশ্‌তীর চিহ্ন কোথাও নেই,
দেখি সম্মুখে নবতর বিস্ময়;
বিশাল পাহাড় ঝর্ণায় তার রক্তের ধারা বয়।
পাথরে পাথরে লোহু চুঁয়ে যায়, খুন ঝরে অবিরত;
শংকিত চোখে দেখি আমি চেয়ে দুঃস্বপ্নের মত।
খুন-খারাবির রঙ দেখে সেই স্থির থাকি কোন মতে,
উঠে যাই শিলা-দুর্গম পথে বুক বেঁধে হিম্মতে !
দুই দিনে সেই পাহাড় পেরিয়ে, পারে হয়ে ময়দান
লোহুর দরিয়া দেখে আচানক কেঁপে ওঠে সারা প্রাণ।
উঠেছে মওজ লোহু দরিয়ায় তরঙ্গ রক্তের,
ভয়ে বিস্ময়ে মনে হয় শুধু এ দরিয়া কহরের !

ফেটে পড়ে এক আক্রোশে যেন বজ্র কঠোর স্বরে,
ভয়াল আওয়াজ ছুটে যায় বেগে সুদূর দিগন্তরে,
তোলপাড় করে দরিয়ার বুক খুনের 'লহর' ছোটে
উৎক্ষিপ্ত সে রক্ত বন্যা যেন আসমানে ওঠে।
ক্ষুব্ধ সাগরে চল্‌বার তবু আমি নির্দেশ পাই ...
আবার এল সে গায়েবী কিশ্‌তী ... মাঝি নাই ...পা'ল নাই ...

www.pathagar.com

চলে বায়ুভরে অকূলে কিশ্‌তী লোহুর দরিয়া ফুঁড়ে,
দেখি রক্তের স্রোত দিগন্ত জুড়ে,
আস্‌মান ছোঁয় তরঙ্গ তার তপ্ত প্রাণের তাপে
যত দেখি আমি তত অজ্ঞাত শংকায় মন কাঁপে,
মনে পড়ে যায় সারা দুনিয়ার খুন-খারাবির কথা,
লোহু দরিয়ায় জমা হলো যেন মানুষের ব্যর্থতা!
যে দিকে তাকাই দেখি আমি ভয়ে সর্পিল সংশয়,
নাই প্রশান্তি, রক্ত-সাগর শুধু অশান্তিময়।

সারা দিন চলে এক ভাবে সেই কিশ্‌তী দরিয়া ফুঁড়ে,
সাঁঝের আকাশে সিন্ধু শকুন সহসা পালায় উড়ে,
কলিজার খুনে লাল হয়ে ওঠে সন্ধ্যার আসমান,
রক্ত পাথার ক্ষেপে ওঠে যেন, লাগে মৃত্যুর টান,
লোহু তরঙ্গে ফণা তোলে লাখো অজদাহা এক সাথে,
রক্ত-রঙিন জহরের শ্বাস মিশে যায় ঝঞ্ঝাতে।

কৃষ্ণা রাতের আঁধারে হারায় রক্তাভা সন্ধ্যার,
সারা রাত শুনি চাপা আক্রোশ সেই লোহু দরিয়ার,
আর থেকে থেকে ভেসে আসে যেন অনন্ত হা-হুতাশ;
যেন বিভীষিকা, লোহু দরিয়ার বিষাক্ত প্রশ্বাস।
সাত রাত আমি শুনেছি এমন লানতী কণ্ঠস্বর,
ভয়ে, শংকায় কেঁপে ওঠে মন থাকি আমি বেখবর।

সাত দিন চলে ভিড়লো কিশতী দরিয়ার কিনারায়,
অচেনা জমিনে নতুন পাহাড় দূর হতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

সফেদ দরিয়া

সে জমিন আর সে পাহাড় ছেড়ে চলি আমি সাত দিন,
তারপর দেখি সফেদ দরিয়া দূর-দিগন্ত লীন।
আজব দরিয়া দেখি ... কূল তার রূপালি রেখার মত,
রৌপ্য-শুভ্র জলতরঙ্গে সুর ওঠে অবিরত,
জলকল্লোলে ঘুমের নূপুর বেজে চলে অবিরাম,
মনে পড়ে যায় সে সুরে হারানো জীবনের প্রিয় নাম,
মনে হয় যেন স্বপ্ন-প্রতীক রূপালি দরিয়া সেই;
রূপালি রেখার দিগন্তে তার কোন সংশয় নেই।

ভেসে এল এক গায়েবী কিশতী তেমনি দরিয়া তীরে,
নৌকায় উঠে ফেলে আসা কূল দেখি আমি ফিরে ফিরে।
রূপালি সে পানি করতে পরখ জেগেছিল মনে সখ,
চেয়ে দেখ বানু ! তার পরিণাম রূপালি আমার নখ।
ঝরে গেছে রূপা দুই হাত থেকে, যাবে না এখন দেখা;
রূপালি এ নখে সফেদ দরিয়া এঁকেছে শুভ্র রেখা।

সাত দিন রাত ছিলাম সে দরিয়ায়,
আছে তার স্মৃতি জীবনে আমার, স্মরণের পর্দায়।
স্বপ্ন-সায়রে কিশ্‌তী সে ভাসমান,
সুবে সাদিকের রোশ্‌নিতে শুরু হয় সে রূপালি গান,
স্বপ্নের দোলা জলকল্লোলে, স্বপ্ন আমার মনে
খাবের খুমার এনে দেয় সুগোপনে।
জানি না কি করে শেষ হয় দিন শুক্লা রাতের কূলে,
স্বপ্ন আমার জোছনা আলোয় ক্ষণে ক্ষণে ওঠে দুলে,
হাজার সেহেলি সিতারার সাথে জেগে ওঠে মাহ্‌তাব,

www.pathagar.com

সাথে সাথে তার ঘনায় আমার দু'চোখে রাতের খাব।
ঝলমল করে রূপালি সায়র !... রাজহংসীর মত
উন্নত গ্রীবা কিশ্‌তী আমার ভেসে চলে অবিরত,
রানীর মতন অপরূপ গতি ; অথচ সে মইর ...

হাওয়ায় শুনি সে শুক্লা রাতের রূপালি কণ্ঠস্বর ...
ভোর হলে শুনি দরিয়ার স্রোতে রূপালি সুরের গান,
জলকল্লোলে বনমর্ম্মর জাগায় সুরের বান।...
সফেদ দরিয়া শেষ হলে এই ভাবে;
হিরার দেশের আজব কাহিনী এবার শুনতে পাবে।

হীরা জহরতের দেশ

রূপালি সায়রে সে রাজহংসী—কিশ্‌তী আমার ভেসে
সপ্তাহ শেষে দরিয়ার পারে ভিড়লো যখন এসে
নয়া জমিনের পরশে আমার কাটলো রাতের খাব;
জেগে উঠে দেখি পুব আস্‌মানে চম্‌কায় আফতাব।
সারা দুনিয়ার চেয়ে ঢের কিম্মতী
ঘাসের শিয়রে ভোরের শিশির মনে হয় যেন মোতি।
আল্লার নামে নতুন জমিনে চলা শুরু হলো ফের,
চার দিন আর চার রাত গেল, পাই না তো আমি টের।
চার দিন চলে মরু ময়দানে তারপর দেখি আমি
সফেদ, জরদ, সব্‌জা ও লাল পাথর রয়েছে দামী।
রয়েছে ছড়ানো কাঁকরের মত অনাবিষ্কৃত দেশে,
কিম্মতী সেই দৌলৎ; তবু নেয় নাই কেউ এসে।

www.pathagar.com

লোভ হয়েছিল, সে কথা এখন করি না অস্বীকার,
কুড়ায়েছি লাল; সব্‌জা পাথর; জওয়াহের বেশুমার।
আশা ছিলো মনে বন্ধুর দলে দেবো সেরা সওগাত;
কল্পনাতীত পথে বাধা এলো সেখানে অকস্মাৎ
বাঘের মতন জোরওয়ার দুই প্রহরী হঠাৎ এসে
লাল, জওয়াহের পাথর যা ছিলো কেড়ে নিল নিঃশেষে।
জানালোঃ লালসা, মালের লালচ ভাল নয়, ভাল নয়,
যে বনি আদম হতে হবে তাকে নির্লোভ, দুর্জয়;
সোনার পাহাড়, আতশী দরিয়া হতে হবে তাকে পার।
শুনে আফসোস করি আমি মনে; দিল থাকে বেকারার।
আজব সে দেশে বুঝেছি আমার জ্ঞানের অপূর্ণতা,
দেখি অপূর্ণ সত্তায় আমি লোভ আর অজ্ঞতা,
সফরের পথে কত কমজোর লোভী-পশ্চাদ্‌গামী
অজানা সে দেশে আজব মুলুকে বুঝেছি সে দিন আমি।

সেই দিন আমি করেছি কসম ; করব না আর লোভ,
খোদার রহমে পলকে মিটেছে বাসনা, মনের ক্ষোভ।
তারপর সেই ময়দান ছেড়ে পথ চলে বহু দিন
সোনার পাহাড়ে গেছি আমি একাঃ পাহাড়— কোহে-জরিন।

সোনার পাহাড়

জ্বিন মুলুকের শেষ সীমান্তে যেখানে কোহে-জরিন
সেখানে,— আমি সে সোনার পাহাড়ে কাটায়েছি সাত দিন।
সব মানুষের সোনার স্বপ্ন জমা আছে সেখানেই,
সোনা ছাড়া আর সে মুলুকে কিছু নেই।

www.pathagar.com

সোনার দরখত্ দেখি সে পাহাড়ে, সোনার প্রশাখা, শাখা,
মাঠ ময়দান সে দেশের সব সোনার ধূলিতে আঁকা,
সোনায় সোনায় ঢাকা সে দেশের মাটির প্রতিটি অণু,
দেখি লরনোস পরীকে সেখানে সুঠাম, স্বর্ণ তনু।
সাত দিন আমি থেকে তার মেহ্‌মান
শুনেছি পরীর সোনালী সুরের গান।
সুবে-সাদিকের পর্দা পরিয়ে সেই দেশে আফতাব
সারা দিনমান ছড়ায় কেবলি সোনালি রঙের খাব,
ফসলের শীষ সোনা হয়ে ওঠে, জরিন সেহানে ফুল,
যে দেখেছে তার জীবনে কখনো হয়নি, হবে না ভুল;
ঐশ্বর্যের লোভ যার মনে সেখানে সোনার ডোরে
বাঁধা পড়ে শুধু দীউয়ানার হালে ঘোরে।

স্বর্ণ বিভায় দেখেছি সেখানে শুক্লা পঞ্চদশী।
পূর্ণিমা চাঁদ রোশ্‌নি ছড়ায় আনন্দে উচ্ছ্বসি;
সেখানে লতায়, ফুলে ফলে পাই স্বর্ণ পরীর দেখা
তবু মনে হয় নাই সে জীবনে সমবেদনার রেখা !
সান্ত্বনাহীন, শান্তিবিহীন স্বর্ণস্তূপে একা
দেখেছি তৃপ্তি হারানো প্রাণের শত ব্যর্থতা লেখা !
ভুলে যেতে সেই বিফলতা পরী সারাদিন গায় গান,
রাতের আঁধারে স্বর্ণখনির করে একা সন্ধান।

বিদায় নিলাম উজ্জ্বল ভোরে সে পরীর কাছ থেকে ....
সোনার পাহাড়, মাঠ ময়দান পার হয়ে একে একে
সোনার দরিয়া পাড়ি দিয়ে আমি নতুন জমিন পাই;
তপ্ত হাওয়ায় মনে হলো আর স্বপ্ন সুরভি নাই ...

www.pathagar.com

আতশী দরিয়া

আতশী দরিয়া-অগ্নি সিন্ধু শুরু হলো তারপর,
আগুনের মত লেলিহান আর ক্ষুব্ধ ভয়ংকর !

ধৈর্য আমার শেষ হয় বুঝি দুঃখ পাথারে সেই,
কিশ্‌তীতে ভেসে দেখি আমি চেয়ে কোন দিকে কূল নেই,
খা খা করে শুধু আতশী দরিয়া, রৌদ্রে আগুন ঝরে,
ভাসে আগুনের হল্কা বাতাসে; সারা মন কাঁপে ডরে।

তারপর ক্রমে অগ্নি শিখার বেড়ে ওঠে উত্তাপ,
মেলে না কিনারা, দুঃখ দহনে দরিয়ার পরিমাপ,
মুনাজাত করি পাক বারিতা'লা আল্লার দরবারে
: পানাহ্ দাও খোদা ! বাঁচাও মালিক গুনাগার বান্দারে।

এমন দরিয়া কে দেখেছে কবে মউজে আগুন যার,
তোলপাড় করে দুনিয়া জাহান করে বুঝি একাকার,
জাহান্নামের দেও বুঝি— যেন পেয়েছে এখানে ছাড়া ;
যত ভাবি আমি তত শংকায় কেঁপে ওঠে শিরদাঁড়া
সে কী যন্ত্রণা, আগুনের মত দুঃখ দহন সেই,
জিন্দেগানির শান্তি সুষমা পোড়ায় যে সহজেই;
মনের সকল বাসনা, লালসা পোড়ায় সে লহমাতে।
সান্ত্বনাহীন ভেসে চলি আমি কূলহারা দরিয়াতে ....

চোখ বুজে আমি শংকিত মনে খোদার জিকির করি,
অকূল আতশী দরিয়ার মাঝে পাক খেয়ে ঘোরে তরী।
জানি না স্বপ্ন অথবা সত্য বাস্তব এ জীবনে
জাহান্নামের শিখা ফেলে ঘিরে আমাকে সে নির্জনে,

www.pathagar.com

তরঙ্গ যত পাহাড় বিশাল, ভয়াল অগ্নিময়
দশ দিক হতে বন্যার বেগে ছুটে আসে দুর্জয়;
আর দুঃসহ মনে হয় সেই আগুনের উত্তাপ;
অকূল আতশী দরিয়ার বুকে আগুনের সয়লাব।
তারপর আমি জানি না কখন পড়ে না তো আর মনে
হারায়ে সংজ্ঞা পড়ে গেছি সেই কিশ্‌তীর পাটাতনে।

খোদার রহমে দেখি আমি উঠে নাই দরিয়ার রাগ,
কিশ্‌তী ভিড়েছে কিনারায় এসে সামনে সব্‌জা বাগ,
মধুর হাওয়ায় ফসলের শীষ দুলে যেন কথা কয়।
পরিচিত দেশ চিনেছি যখন কেটে গেছে দ্বিধা ভয়।
'য়েমনের লোভ ছেড়ে আমি সোজা এসেছি এ শাহাবাদে,
শুক্লা রাতের চাঁদ ডুবে গেছে তখন ভোরের ফাঁদে।

হুসনা বানু

স্বপ্নের মত অপরূপ মনে হয়
        কাহিনী তোমার মুসাফির নামদার!
তলব নেদার বজ্র-কঠিন স্বর,
        সোনার পাহাড়; স্রোত বহু দরিয়ার ...

হাতেম তা'য়ী

শশম সওয়াল জানাও এবার তবে,
        প্রশ্ন তোমার বল আরো সুকঠিন,
দেখ চেয়ে বানু! আকাশের গম্বুজে
        শেষ হ'য়ে আসে পলকে শুভ্র দিন।

www.pathagar.com

হুসনা বানু
মৃত্যুর ছায়া পড়েছে তোমার মুখে,
আহা মুসাফির ! ঘুরেছ অনেক দেশ
শশম সওয়াল জেনে আর কাজ নাই ;
ছিল যা জানার এখানেই হোক শেষ

হাতেম তা'য়ী
পেয়েছি এ জ্ঞান আতশী দরিয়া ঘুরে
— মৃত্যুর ডাক আস্‌বে না যত দিন,
মুক্ত আজাদ এই দুনিয়ার মাঝে
দিতে হবে শোধ জিন্দেগানির ঋণ।
যা কিছু জানার জেনে যেতে হবে, আর
থেমে যাই যদি মিটবে না ব্যর্থতা;
পেয়েছি সবক দুনিয়া জাহান ঘুরে
: কি লাভ যদি না প্রাণ পায় পূর্ণতা ?

হুস্‌না বানু
শশম সওয়াল ... দেখ তবে এই মোতি,
সারসের ডিম মনে হয় আচানক,
এনে দিতে হবে এ মোতির জোড়া ; আর
অজানা কাহিনী জানার রয়েছে সখ ।।
(হাতেম তা'য়ীর সামনে মোতি রেখে দিলেন)

www.pathagar.com

পাখীর আলাপ

শশম সওয়াল,— আনতে মোতির জোড়া,
রূপায় গড়া নিখুঁত নমুনা যে
(সারস পাখীর ডিমের মত বড়)
হাতেম তা'য়ী রাখলো নিজের কাছে।

দূরের পথে পা ফেলে সে একা
ছাড়িয়ে গেল শহর, জনপদ,
ছাড়িয়ে গেল অজানা দেশ, মাঠ,
অনেক পাহাড়, অনেক নদী-নদ।
একদা এক বিজন বনের ধারে
পৌছল সে,— একলা রাহাগির,
দিনের শেষে বিশাল অরণ্যানী
দাঁড়িয়ে আছে নির্জন, গম্ভীর।

বিদায় বেলায় দিনের আফতাব
ছড়িয়ে লহু বীর শহীদের মত
নির্জন সেই বনচ্ছায়ার দেশে
সাঝ আকাশে হলো অস্তগত।
ক্লান্ত পথিক দাঁড়ায় গাছের নীচে,
দেখে পাথর আছে পথের ধারে,
দূর সফরে ক্লান্ত, বিবশ তনু
ক্ষণিক বিরাম চায় সে অন্ধকারে।
প্রশস্ত সেই আসন পেয়ে কাছে

www.pathagar.com

ছড়িয়ে শিথিল তনু পাথর জুড়ে
দেখলো হঠাৎ সাত-রঙা পাখ মেলে
দুই নাতেকা পাখী আসে উড়ে।
সাত রঙে যে বাদল ধনু জাগে
তাদের পালক, পাখায় সে রঙ জমা,
বিজন মাঠে অবাক হলো দেখে
বিজ্ঞ পাখী—ব্যঙ্গমী, ব্যঙ্গমা।

প্রাচীন গাছের প্রাচীন শাখার পরে
পক্ষী যুগল নিল রাতের বাসা,
রাত কাটাবে সেই প্রশাখার নীচে
হাতেম তা'য়ীর জাগলো মনে আশা।

রাত্রি যখন প্রহর হলো শেষ,
নীল চাঁদোয়ায় চাঁদ, সিতারা জ্বলে,
শুনলো হাতেম আবছা আলোর মাঠে
নাতেকা তার সঙ্গিনীরে বলে,
'গাছের নীচে দেখছো তুমি যাকে
'য়েমন দেশের বাদশাজাদা সেই,
পরের কাজে সর্বত্যাগী প্রাণ
এই জামানায় তুলনা যার নেই,
আশিক প্রাণের দুঃখে পেরেশান
নেয় গুরুভার দূর সফরের পথে;

ঈমান এবং ইনসানিয়ৎ নিয়ে
যাত্রী চলে দুর্দম হিম্মতে!'
পক্ষিনী কয়, 'আজব ব্যাপার বটে,

www.pathagar.com

এই জামানায় সর্বত্যাগী প্রাণ;
পরের তরে সব বিলিয়ে দিয়ে
পারলো হতে কামিল ইনসান।
কিন্তু বল যায় সে কোথা আজ,
কেন বিজন পথে কাটায় নিশা,
আল্লা তোমায় দিলেন অনেক জ্ঞান,
হয়তো তাতে মিলতে পারে দিশা।'

বিহঙ্গ কয়, 'দীর্ঘ কাহিনী সে,
জানাই আমি এখন মুখ্‌তাসার,
রূপের নহর হুস্‌না বানুর দেহে,
যে রূপ দেখে মুনীর বেকারার।
তন্বী নারীর প্রশ্ন আছে সাত,
জওয়াব দিতে পারলো না কেউ যার,
আশিক প্রাণের দুঃখে হাতেম তা'য়ী
বয় যে কাঁধে সেই সওয়ালের ভার।
শশম সওয়াল,— আনতে মোতির জোড়া
যায় সে এখন অনিশ্চিত পথে,
সারস পাখীর ডিমের মত মোতি
যতই খোঁজে পায় না কোন মতে।'

অবাক হয়ে শুনলো হাতেম আরো,
সঙ্গিনী কয় বিজ্ঞ নাতেকারে,
'এই মিনতি জানাই এবার আমি,
পথের খবর জানাও তুমি তারে,
অন্ধকারে জাগাও আলোর দিশা,
যায় রাহাগির যেন সঠিক, পথে,

www.pathagar.com

ইন্সানিয়ৎ যায় না যেন থেমে
অজ্ঞ রাতের বাধার পর্বতে।'
বিহঙ্গ কয়, 'কঠিন সে পথ জেনো,
কো'কাফ মুলুক পেরিয়ে হবে যেতে,
জ্বিনের শহর, দেও দানবের দেশ
পড়বে পথে মৃত্যু আঁধারেতে।
অনেক পাহাড়, অনেক গড়খাই,
পথে অনেক হিংস্র প্রাণীর ভয়,
অজগরের বিশাল ফণার মত
জাগবে শেষে সমুদ্র দুর্জয় !
বল্‌ছি তবু, খোদার নামে যদি
যায় মুসাফির আমার পালক নিয়ে
পরীর মুলুক, দেও দানাদের দেশ;
পারবে যেতে সাগর পাড়ি দিয়ে।

কিন্তু কঠিন মোতির ইতিহাস,
মোতির জোড়া সঙ্গে আছে যাঁর,

মোতির সঠিক তথ্য যিনি চান
বিজন দ্বীপের বাদ্‌শা মাহেয়ার।
চান যে সঠিক মোতির ইতিহাস,
পরীর দ্বীপের বাদ্‌শা মেহেরবান,
তথ্য সঠিক পারলে দিতে তাঁকে
কন্যা এবং মুক্তা দেবেন দান।'

পক্ষিনী কয়, 'জানাও এবার তবে
তথ্য গোপন, — মোতির ইতিহাস,
শুনলে সঠিক রইবে না আর মনে

www.pathagar.com

দ্বন্দ্ব, দ্বিধা কিম্বা অবিশ্বাস।'
কয় নাতেকা পালক ফেলে দিয়ে,
'জানাবো সে রহস্য গোপন,
শুনবে যখন বাদশা মাহেয়ার
থাকবে না তার সংশয় বন্ধন।
কন্যা এবং দেবে মোতির জোড়া
তথ্য সঠিক শুনবে কাছে যার— '
এই বলে সে মোতির ইতিহাস
করল শুরু গোপন সমাচার।

শেষ হলে সেই মোতির ইতিহাস
ভাবলো হাতেম ঃ কথন অপরূপ !
মোতির কথা বলে প্রাচীন গাছে
পক্ষী নীরব, পক্ষিনী রয় চুপ।
সারাটা রাত বিহঙ্গ নিশ্চুপ,
হাতেম তা'য়ী খোদার জিকির করে,
রাত্রিশেষে সফেদ আলোর রেখা
উঠলো ফুটে পূর্ব দিগন্তরে।
স্বচ্ছ আনীল শামিয়ানার নীচে
উঠ্‌লো জেগে ভোরের আফতাব,
যাত্রা পথে ক্ষণিক বিরাম নিয়ে
হাতেম দেখে দূর সফরের খাব। ...

সাত-রঙা সব পালক তুলে নিয়ে
মোতির খোঁজে চল্‌ল রাহাগির,
নীল দরিয়ার পথে যেমন চলে
মুক্তধারা জীবন্ত নদীর।।

www.pathagar.com

পথচারী

ভোরের আলোয় গহীন কানন ছেড়ে
একলা পথে যায় সে অবিরত,
অশেষ নীলে সূর্য উঠে জেগে
রোশ্‌নি বিলায় বাদশাজাদার মত।

মধ্য দিনে যখন রবিকর
ছড়িয়ে পড়ে অজানা কান্তারে,
দেখলো হাতেম বন্য প্রাণী এক
ভূখ পিয়াসে মরে পথের ধারে।
বুঝলো পথিক লহুর সোয়াদ পেলে
উঠ্‌বে বেঁচে মৃত্যুমুখী প্রাণী,
রক্ত দিল হাতেম দারাজ দিল
নিজের হাতে কঠিন অস্ত্র হানি'।

নিজের হাতে নিজেই হেনে ছুরি
হাতেম তা'য়ী রক্ত করে দান,
মৃত্যুমুখী প্রাণী ওঠে বেঁচে
হয় সে আবার সতেজ, বলীয়ান।

যাত্রী তখন আবার ধরে পথ,
দিন রজনীর আলো ছায়ায় চলে ;
পৌছল সে এমন ভাবে এসে
একদা এক নীল পাহাড়ের তলে।
ফুল ফসলে শ্যামল সে দেশ ছেড়ে

www.pathagar.com

এগিয়ে চলে পথিক তৃপ্ত প্রাণে,
দেখে হঠাৎ সবুজ তৃণভূমি
রূপ নিয়েছে রুক্ষ বিয়াবানে।

শংকাহারা চিত্তে মরু পথে
যায় সে নিয়ে সামনে চলার আশা;
কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসে ক্রমে,
যায় বেড়ে তার প্রবল পিপাসা।
একটু পানি, ... একটু পানির খোঁজে
প্রাণ যেন তার হলে ওষ্ঠাগত,
পানির খোঁজে ব্যাকুল, দিশাহারা,
বেড়ায় ঘুরে দিল-দীউয়ানার মত।

অনেক দূরে, ... হঠাৎ হলো মনে
পড়ল চোখে পানির ক্ষীণ ধারা,
রূপালি রঙ ... ঝর্ণা ধারা বয়,
চল্‌ল ছুটে হাতেম দিশাহারা ...
রূপালি রঙ উঠ্‌লো আরো ফুটে,
'পানির নহর' পথিক ভাবে মনে,
'নয় কিছুতেই মরীচিকা মায়া'
ভেবে হাতেম যায় যে প্রাণপণে।

কাছে এসে, আরো কাছে এসে
থম্‌কে দাঁড়ায় !... হতাশা উত্তাল ! ...
নয়তো পানি, সামনে পড়ে আছে
রূপালি রঙ আজদাহা বিশাল।

www.pathagar.com

পানির কথা নিমেষে হয় ভুল ;
        পথিক ফেরে আবার প্রাণের ভয়ে !
'নাম ধরে কে ডাকছে যেন তাকে'
        পথিক শোনে সে ডাক সবিস্ময়ে।
'কোথায় যাবে হাতেম-দারাজ দিল।'
        শুন্‌লো পিছে শ্রান্ত প্রাণের স্বর,
পিছন ফিরে বাদশাজাদা দেখে
        বল্‌ছে কথা বিশাল অজগর!
রূপালি সেই বিশাল অজগর
        ক্লান্ত যেন; হিংস্র সে নয় মোটে,
সাপের সূরত দেখে হাতেম তা'য়ী
        সান্ত্বনা পায় ; মুখে ভাষা ফোটে।

'পানির খোঁজে বেড়াই দিশাহারা,
        মরণ তৃষায় যখন ফাটে বুক,'
বল্‌লে পথিক, 'রূপালি রঙ দেখে
        এলাম নেমে একাগ্র উন্মুখ।'
রূপালি সাপ বল্‌ল তখন তাকে,
        'একটু যদি কর মেহেরবানি,
আমার সাথে চল আমার ঘরে;
        আমার ডেরায় পাবে তৃষার পানি।'

রূপালি রঙ বিশাল অজগর
        কথার শেষে যাত্রা করে শুরু,
'যাব কিংবা যাব না' —এই ভেবে

www.pathagar.com

দূর বিদেশীর বক্ষ দুরু দুরু !
পথিক ভাবে, 'চক্র থাকে যদি
মরব তবে সাপের ফেরেবে,
তৃষায় মরণ হবে মরুর বুকে ; ...'
চল্‌ল সে তাই আল্লা হাফিজ ভেবে।
পিছন ফিরে বল্‌ল অজগর,
'আন্‌লে তুমি খোদার নেয়ামত,
তাকিয়ে আছি তোমার পথ চেয়ে
কত না যুগ, কত না মুদ্দৎ ;
ভয় পেয়ো না সাপের সূরৎ দেখে,
এ ময়দানে বন্ধু সে তোমার।'
এই বলে সাপ চল্‌ল নিজের পথে;
বনি আদম সঙ্গে চলে তার !

রৌপ্য-চিকন সে আজদাহার সাথে
হাতেম গেল অচেনা মঞ্জিলে,
গুলিস্তানের মধ্যে বালাখানা,
উঁচু মিনার ওঠে আকাশ নীলে !
পানির হাওজ বিশাল দীঘির মত,
পানির নহর বয় যে চারিধারে,
'মরুর বুকে আজব বালাখানা'
দূরের পথিক ভাবলো বারেবারে।
বল্‌ল শেষে আজদাহা সাপ তাকে,
'শ্রান্ত পথিক আর কোরো না ভয়,
নিজের মহল ভেবে তুমি থাকো
এ মঞ্জিলের বুকে অসংশয়,
শ্রান্তি ভোল গুলিস্তানের মাঝে,

www.pathagar.com

একটু পরে আসবো আবার ফিরে,
অনেক কথা আছে তোমার সাথে ...'
এই বলে সাপ ডুবলো দীঘির নীরে।

নিতল দীঘির পানিতে ঢেউ তুলে
ডুব দিল সাপ, ... স্তব্ধ দীঘির ধারে
সময় কাটে, প্রহর কেটে যায় ;
একলা হাতেম তাকায় ইন্তেজারে ।।

www.pathagar.com

প্রতীক্ষা

দিনান্তে সাপ ডুব দিল সেই হাওজের মাঝখানে,
অতল, গভীর বুঝি সে দীঘির পানি,
রহস্যময় মঞ্জিলে জাগে একাকী হাতেম তা'য়ী ;
দ্বিধা সংশয় দেয় তাকে হাতছানি।

সেই নির্জন মহলে তখন মন্তরতম গতি
মুহূর্ত যেন শতাব্দী মনে হয়,
ভাবে দূরদেশী, 'কোথায় গেল সে আজদাহা সুবিশাল
মরু প্রান্তরে যার সাথে পরিচয়

'হয়তো পানির গভীর অতলে সে আজদাহার বাসা,
হয়তো সেখানে সাপের রাজ্যপাট,
তবে কেন এই শান শওকত, অপরূপ বালাখানা ;
কেন বিয়াবানে এই আমীরানা ঠাট !'

সেই পেরেশান বিদেশী পথিক পারে না বুঝতে কিছু,
পার হয়ে এলো যে বহু যাদুর ফাঁদ,
পারে না বুঝতে সত্য অথবা কুহক নূতনতর ;
চিন্তা তবুও জাগে মনে বিস্বাদ।

ভাবনা যখন এই ভাবে তাকে বাঁধে শত বন্ধনে
শূন্য, নীরব, নির্জন সে মহলে ;
উঠে এল সেই বিরাট গভীর হাওজের বুক থেকে
সাত পরী যেন সাত তারা এক দলে।
বয়ে নিয়ে এল পরী সাত জন নজর, সরঞ্জাম,
খাদ্য এবং পানীয় খোশ্‌বুদার,
জানায়ে সালাম, তাজিমের সাথে পরী করে খিদমত;
হলো সহজেই অবসান তৃষ্ণার।

www.pathagar.com

তারপর সেই পড়ন্ত দিনে হাওজের বুক থেকে
জ্বিনের বাহিনী উঠে এলো অগণন,
সেই উজ্বল আতশী মিছিলে গুলশান, হ'ল ম্লান ;
সন্ধ্যার ছায়া হলো যেন রওশন।

সব শেষে এল জ্বিনের বাদশা যেন এক আফতাব
(সূর্যের মত উজ্জ্বল মুখ যার)।
শাহী কায়দায় জ্বিনের বাদশা সালাম জানায়ে তাকে
আদবের সাথে শুধালো কুশল তার।

জওয়াব সালাম জানায়ে তখন য়েমনের শাহ্‌জাদা
সব প্রশ্নের উত্তরে কথা কয়,
তবু তার প্রাণে কি কারণে যেন জেগে থাকে জিজ্ঞাসা;
কোথায় গোপন থাকে যেন সংশয়।

'অনেকেই এল বিজন মহলে'— ভাবে সেই দূর-দেশী,
'এলো না কেবল শুধু সেই অজগর !
কোথায় গেল সে রৌপ্য-চিকন সুবিশাল আজদাহা ;
আজব মহলে কে দেবে তার খবর?
'মৃত্যুর বেশে দেখা দিয়ে, ফের পরম বন্ধু হয়ে
আন্‌লো যে ডেকে এই শাহী মঞ্জিলে,
কোথায় গেল সে, হারালো সে কোন রহস্যময় দেশে ;
কে দেবে সাপের খবর এ মহফিলে ?'

কাটায়ে মনের সকল দ্বন্দ্ব সেই শাহী দরবারে
শুধালো হাতেম দ্বিধাহীন তারপর,
'তৃষ্ণার মুখে আন্‌লো আমাকে যে মৃত্যু-মাঠ থেকে
রৌপ্য শুভ্র কোথায় সে অজগর?'

www.pathagar.com

প্রশ্ন

হাতেমের প্রশ্ন শুনে চম্‌কালো পরীরা বিস্ময়ে,
বিবর্ণ, নিষ্প্রভ হলো কোন পরী সেই জিজ্ঞাসায় ;
— আতঙ্কিত সব দৃষ্টি নিষ্পলক— চেয়ে থাকে ভয়ে !

পায় না জওয়াব কোন দূরাগত, নিস্তব্ধ সভায়,
অথবা চায় না কেউ দিতে সেই প্রশ্নের উত্তর ;
আশ্চর্য মহ্‌ফিল যেন স্তব্ধ-বাক গুমোট হাওয়ায়।

আবার শুধালো তবু সেই পান্থ সাপের খবর
অন্তহীন কৌতুহলে, পিপাসার মরু মাঠ থেকে
বহু পথ পাড়ি দিয়ে দেখালো যে প্রশান্তির ঘর।

অথবা যে এ মঞ্জিলে দীপ্ত দিনে এনেছিল ডেকে
কোথায় হারালো, কেন দেখা নাই রূপালী সাপের ;
পরিত্যক্ত চিহ্ন কোন যায়নি সে কোনখানে রেখে।

জওয়াব দিল না কেউ, বহুক্ষণ তীরে দিনান্তের
প্রতীক্ষা করিল পান্থ তারপর নিস্তব্ধ সভায়
হাতেম তা'য়ীর পানে তাকালো সে বাদশা জ্বিনের।

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী ও জ্বিনের বাদশা

"বাদশা বলে তেরা সাতে দেখা ময়দানেতে।
সাপ রূপে তুঝে আমি লিয়া আইনু সাতে।।"

বাদশা

আর একবার তুমি স্থির লক্ষ্যে চেয়ে বল দেখি
আমাকে চিনেছ কি না ?

হাতেম

আদমের কোন আওলাদ
জানি না দেখেছে কিনা চর্ম চক্ষে তোমাকে জীবনে।

বাদশা

শহর, আবাদ বস্তি পিছে রেখে প্রান্তরে যখন
নেমে এলে দুঃসাহসী, দূর যাত্রী,— কে দেখালো রাহা ?
কি ভাবে নিঃসঙ্গ এলে এ শাহী মঞ্জিলে ?

হাতেম

লোকালয়,
অরণ্য, পাহাড়, বন পার হয়ে সংখ্যাহীন মাঠ
মোতির সন্ধানে আমি নেমেছি যখন বিয়াবানে
তৃষ্ণাতুর আকণ্ঠ পিয়াসে ;— ঝর্ণাধারা দেখি দূরে।

www.pathagar.com

বাদশা

পেলে কি তৃষ্ণার পানি?

হাতেম

রোমাঞ্চিত এখনো শরীর
সেই কথা ভেবে। মৃগতৃষ্ণিকার মত সমুজ্জ্বল
বর্ণ দেখে দূর থেকে যে মুহূর্তে বিভ্রান্ত পিয়াসী
ছুটে যাই তার কাছে, তখনি তো বুঝেছি বিভ্রম
দৃষ্টির ; তখনি আমি চলি সেই মরু মাঠ ছেড়ে।

বাদশা

কি ছিল সেখানে?

হাতেম

দেখি এক অজগর পড়ে আছে
ঝর্ণা ভুল হয়েছিল যাকে। আশ্চর্য রূপালী রঙ
আজদাহার, চম্‌কায় সূর্যালোকে ঝর্ণা ধারা যেন।

বাদশা

কি ভাবে আবার তুমি পেলে পথ দিকভ্রান্ত মাঠে?

হাতেম

সে কাহিনী বিস্ময়ের চরম বিস্ময়। দূর থেকে
আজিম আজদাহা দেখে যে মুহূর্তে ছুটে যাই আমি
দিশাহারা, ডাক দিল অজগর বনি আদমের
অতি পরিচিত সুরে, ব্যগ্র কণ্ঠে জানালো দাওয়াত

www.pathagar.com

তাজিমের সাথে অনুনয়ে। সাপের জবানে শুনে
অর্থময় ভাষা, আমি সঙ্গে তার এসেছি এখানে।
জানায়েছে অজগর 'দোস্তদার' সে আমার, তাই
নির্ভয়ে আল্লার নামে এসেছি এ মহলের মাঝে।
'জরির মস্‌নদ ডালা সাহানা সজ্জায় বসায়ে সে
ডুবেছে খোশ্‌বুদার হাওজের শীতল পানিতে।
রঙ্গ রঙ্গ মেওয়া আর ফুলে ভরা আশ্চর্য মকান
আজদাহার !

বাদশা

এখনো কি নামদার চেনোনি আমাকে?
সাপের সুরতে আমি এনেছি তোমাকে এ মহলে।

হাতেম

স্বপ্ন বলে মনে হয় সম্পূর্ণ ঘটনা ! প্রশ্ন তবু
সাপের সুরতে ছিলে, রূপান্তর হলো কি উপায়ে?

বাদশা

আল্লার আলমে জেনো সে কাহিনী ঘৃণার, লজ্জার।
হিংসার প্রতীক সাপ দীর্ঘকাল ছিলাম সে রূপে;
রূপান্তর হলো আজ খোদার রহমে। পূর্বাপর
সব কথা বলি যদি রাহাগির বে-সবর হবে।

হাতেম

জানার সওয়াল নিয়ে চলি আমি আলমে আল্লার,
সব জেনে যেতে চাই,— যা কিছু রয়েছে সংগোপন
বিশ্ব রহস্যের মূলে।

www.pathagar.com

বাদশা

তবে শোন,— পয়দাস জ্বিনের
বাদশা আমি, শম্‌স্‌ শাহা নাম এ মুলুকে। অফুরান
দৌলৎ, ইজ্জত ছিল; রূপৈশ্বর্য ছিল অকল্পিত।
দুর্লভ, কিম্মতী যত মুক্তা মণি দুনিয়ার মাঝে
এনেছি সহজে আমি এ বালাখানায় ; সব চেয়ে
নিখুঁত সৌন্দর্যে ঘেরা পরী দল ছিল এ মহলে।
অভাব ছিল না, শুধু ছিল এক ব্যাধি মারাত্মক;
হিংসা সে ব্যাধির নাম। জানি না সুন্দর পৃথিবীতে
ঘৃণ্যতর ব্যাধি আর আছে কী না এ রোগের চেয়ে।
গলিত কুষ্ঠের নাম শুনেছি বিষাক্ত, ভয়াবহ—
স্পর্শে যার তিলে তিলে ঝরে যায় রোগাক্রান্ত তনু
মানুষের ; কিন্তু হিংসা ভয়ংকর আরও মারাত্মক।
মনের প্রশান্তি, স্বপ্ন মাধুর্য, প্রীতি ও মুহব্বত
ঝরে যায় যার স্পর্শে, পুড়ে যায় সকল সুষমা;
জ্বলেছি জিন্দেগি ভর আমি সেই হিংসার আগুনে।
পাইনি কখনো শান্তি। তন্দ্রাহারা রাত্রির প্রহর
কেটেছে আমার শুধু হিংসার আগুন বুকে নিয়ে।
দেখিনি শিশুর হাসি, দেখি নাই ভোরের শব্‌নম,
শুক্লা চতুর্দশী রাত্রি কত বার ম্লান হয়ে গেছে
দৃষ্টিতে আমার। গোলাবের গুলশান, ইয়াস্‌মিন
ঝরেছে অলক্ষ্যে, আর প্রীতি প্রেম জাগে নি হৃদয়ে ;
দেখেছি গলিত পূঁজ বহমান ঝর্ণায় ; নদীতে।

www.pathagar.com

হাতেম

এ ব্যাধির মূল খুঁজে দেখেছো কখনো ?

বাদশা

দেখি নাই।

হিংসার আগুন যার মর্মমূলে দেখে না কখনো
সে নির্বোধ, যেমন ঈর্ষান্ধ সাপ কখনো ভাবে না
পরিণাম, তেমনি ঈর্ষান্ধ প্রাণী দেখে না তাকিয়ে
ভবিষ্যৎ। যেখানে ফেলে সে শ্বাস ছাই হয়ে যায়
দুনিয়া সেখানে ; ঝরে যায় ফুলদল শুধু থাকে
হিংসা কণ্টকিত শাখা ব্যর্থতার অপমৃত্যু নিয়ে।

হাতেম

তোমার ঈর্ষার মূলে সংগোপন ছিল কি ছিল না
ব্যর্থতার কাল ছায়া কোন?

বাদশা

আশ্‌রাফুল মখ্‌লুকাত
ইনসানের ভাগ্য দেখে প্রতি দিন মরণ যন্ত্রণা
পেয়েছি, চেয়েছি আমি ছিন্নমূল তৃণের মতন
ওঠায়ে ওদের এই পৃথ্বী থেকে দূরে বহু দূরে
ফেলে দেব,— মুছে দেব মানুষের নাম ও নিশানা ;
কিম্বা চির বন্দী করে রেখে দেব গোলামি জিঞ্জিরে।
কিন্তু পারি নাই। শুধু সর্বক্ষণ সর্পিল হিংসার
বিষ ছিল মনে, হিংসার গোখুরা ছিল ফণা তুলে

www.pathagar.com

ঈর্ষান্ধ জীবনে। কোথায় আদম জাতি, — পৃথিবীর
কোন্ প্রান্তে, আর আমি কোথায় কো'কাফে ; তবুও সে
ঈর্ষার দহন ছিল রাত্রি দিন আমার হৃদয়ে।
বহু বর্ষ ষড়যন্ত্রে জেগে একা জঙ্গী ফৌজ নিয়ে
যে মুহূর্তে আক্রমণ চেয়েছি চালাতে সংগোপনে
সর্পাকার তনু হলো সে মুহূর্তে খোদার গজবে।
দীর্ঘকাল কেটে গেছে তারপর সাপের সূরাতে।
আশাহীন, ভাষাহীন অভিশাপ-দগ্ধ সে জীবনে
কী যন্ত্রণা দুর্বিষহ, আজ আমি পারি না বোঝাতে।
আমার বিষাক্ত শ্বাসে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল
সাজানো বাগান, আর ওয়ারিশান পালালো সভয়ে
দূর দেশে। বনের পশু ও পাখী সেই রূপ দেখে
পলাতক হলে দূরান্তরে। দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে
পড়ে থাকি শূন্য মরু মাঠে। এই ভাবে দিন যায় ;
রাত্রি যায়, কেটে যায় একে একে মাহিনা বৎসর ;
চলে যায় দীর্ঘ যুগ অভিশপ্ত সাপের জীবনে;
হাভিয়ার জ্বালা নিয়ে জ্বলি একা জনশূন্য মাঠে
সঙ্গীহীন। নিকটে আসে না কেউ দেখায় সভয়ে
দূর থেকে ; হিংসুকের পরিণতি বলে সর্পরূপে।

হাতেম

কি ভাবে নাজাত পেলে তুমি সেই সর্পাকৃতি থেকে?

বাদশা

দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ছিলাম সে সাপের সূরতে
অনুতপ্ত। কেঁদেছি অতন্দ্র রাত্রি, আর দীর্ঘ দিন

www.pathagar.com

কেটে গেছে কান্নায় আমার। মঞ্জুর হয়েছে শেষে
আল্লার দরবারে এই গুনাহ্‌গার বান্দার প্রার্থনা।
গায়েবী আওয়াজে আমি তারপর পেয়েছি খবর
প্রেমিকের স্পর্শে হবে পাপ-মুক্তি। তাইতো তোমাকে
রৌদ্রতপ্ত মরু থেকে এনেছি এ মহলের মাঝে।
সর্পাকার জ্বিন আজ মুক্তি পেল সোহ্‌বতে তোমার
কামিল ইনসান !

হাতেম

আশ্চর্য কাহিনী এই, জিন্দেগিতে
ভাবিনি যা কোন দিন কোন রাত্রে দুঃস্বপ্নে কখনো
তাই দেখা দিল আজ বাস্তব জগতে।

বাদশা

বোলো তুমি
এ কাহিনী, তা'য়ী পুত্র ! পরিচিত জগতে তোমার;
হয়তো মুক্তির পথ সত্যান্বেষী পাবে কেউ খুঁজে।

হাতেম

দেখিনি মানুষ আমি সর্পাকৃতি, দেখেছি তবুও
আবাদ বস্তিতে ঘোরে সংখ্যাহীন নারী কিংবা নর
আদম সূরত কিন্তু প্রকৃতি সাপের।

বাদশা

ব্যাধিগ্রস্ত
তারাও আমার মত বিষাক্ত করেছে পৃথিবীকে,

www.pathagar.com

তারাও আমার মত চলমান জাহান্নাম যেন
দুনিয়ার পথে পথে, গৃহতলে চলেছে ছড়িয়ে
হিংসার বিষাক্ত শ্বাস ! ... কিন্তু শোন আরজ আমার
দোয়া করো আজ মুক্ত প্রাণে। ভুলে গেছি মুহব্বত
দীর্ঘ দিন। সাপের সুরতে আমি কেঁদেছি যদিও
শান্তিহারা, তন্দ্রাহীন ; স্নিগ্ধ প্রীতি জাগে নাই তবু
সমস্ত সৃষ্টির তরে। ছিল শুধু মুক্তির বাসনা
সুকঠিন শাস্তি থেকে। পেয়েছি তা সংসর্গে তোমার।
কিন্তু সার্থান্বেষী এই প্রাণের হয় নি প্রসারণ

হাতেম
আল্লার সৃষ্টিকে তুমি ভালবেসে জানাও স্রষ্টাকে
ভালবাসা। যে খালেস্ মুহব্বতে পয়দা হলো এই
দুনিয়া জাহান, জ্বিন, প্রাণী কূল আর আশ্‌রাফুল
মখ্‌লুকাত এ মানুষ ; ভালবাসো, ভালবাসো তাকে ;
প্রেমের সান্নিধ্যে যেন দূরে যায় সব সংকীর্ণতা।
খোদার দরবারে তাই মুনাজাত করি নিঃসম্বল
নাচিজ ফকীর আমি, মুক্তি যেন পায় আত্মা সব
সাপের সূরত আর হিংসার সর্পিল চক্র থেকে
সব সংকীর্ণতা মুক্ত পরিপূর্ণ আলমে আল্লার।।

www.pathagar.com

শেষ আলাপ

হাতেমের দোওয়া আল্লা কৈল রওয়া।
তক্‌ছির করিল মাফ।"

বাদশার তক্‌সির মাপ হলো তা'য়ী পুত্রের দোওয়ায়,
শান্তি ফিরে পেল শাহা ; চায় পান্থ হাতেম বিদায়।
বলিল জ্বিনের বাদ্‌শা, 'কোন্ দেশে যাবে নামদার !
কি কাজে, শুধাই আমি ;— মাফ কোরো গোস্তাখি আমার।'
মোতির নমুনা দিয়ে বলিল শা'জাদা 'য়েমনের,
'চলি এ মুক্তার খোঁজে।'
শম্‌স্ শাহা— বাদশা জ্বিনের
বলিল, "বর্জখ দ্বীপে মাহেয়ার শাহার ভাণ্ডারে
রয়েছে মুক্তার জোড়া, মোতির কাহিনী বলে তাঁরে
নিতে পারো সেই মুক্তা। কিন্তু পথ দুর্গম ভয়াল।
দেব সাত অনুচর শংকাহীন, নিমক হালাল
নিয়ে যাবে বায়ুভরে ওড়ায়ে তোমাকে শূন্যপথে।
যখন তাদের গতি থেমে যাবে অচেনা পর্বতে
দৈত্যের বসতি সেই ভয়াবহ কো'কাফ মুলুকে
আল্লার ভরসা নিয়ে যেয়ো তুমি ভয়শূন্য বুকে।
কো'কাফ সীমান্ত ছেড়ে দীর্ঘ পথ পার হয়ে ফের
পাবে দরিয়ার দেখা,— আজদাহার চেয়ে হিংস্র ঢের !
বর্জখের দ্বীপ সেই কহরমা সমুদ্রের পারে,
যেখানে রয়েছে মুক্তা মাহেয়ার শাহার ভাণ্ডারে।
যেতে পারো যদি তুমি সেই দ্বীপে মদদে খোদার
মোতির কাহিনী বলে অধিকারী হবে সে মুক্তার।।'

www.pathagar.com

কোকাফ

" কো'কাফের সীমানা ছরহদ্দ কত দূর।"

পাহাড়-পাথরে ঘেরা কোকাফের সীমা সরহদ,
জিন্দানখানার মত যে মুলুকে বসতি দৈত্যের ;
দৃষ্টিতে সেখানে জাগে বিশাল প্রত্যঙ্গ দৃঢ় কদ !

ক্ষিপ্ত আজদাহার মত ভয়াবহ হিংস্রতা তাদের
ফেটে পড়ে ক্ষুব্ধ রোষে, হিংস্র আর হিংসা অন্ধ প্রাণে
বন্দী হয়ে গুমরায় শিলা দুর্গে পাঁচ পাহাড়ের।

আগুনের ফুল যত পরীদের বসতি সেখানে,
প্রেমের দুর্গম পথে যারা কভু মানে না ব্যর্থতা ;
হাওয়ায় মিশায়ে তনু ঘোরে গুলনারের সন্ধানে।

নার্গিসের মত চোখে অপরূপ ভোরের শুভ্রতা,
পাখীর কাকলি নিয়ে সারাক্ষণ তারা কথা কয় ;
কলকণ্ঠে পরীদের ঝর্ণা, বন কয়ে ওঠে কথা।

'সেখানে রয়েছে জেগে পাশাপাশি ভয় ও বিস্ময়,
বিষাক্ত ফণার নীচে সেখানে স্ফটিক শুভ্র হাসি;
সেখানে মৃত্যুর কাছে জীবনের জাগে না সংশয়।

পঙ্কিল প্রবাহ আর স্বচ্ছধারা বয় পাশাপাশি ;
দিন রাত্রি অনির্বাণ জাগে সুর জীবন মৃত্যুর ;
মওতের সে জিন্দানে গুলে লা'লা ফোটে রাশি রাশি।
শুধাও সেখানে যদি কো'কাফের সীমা কত দূর,

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তরে পরী তাকাবে বিস্ময়ে অকস্মাৎ ;
সঠিক উত্তর তুমি পাবে না তো সে দেশে বন্ধুর।

খরস্রোতা নদী নদ তীর বেগে বয়ে দিন রাত
দুস্তর প্রান্তর, মরু পার হয়ে দিগন্ত সন্ধানে
বোঝে না সম্মুখে কত বাকী আছে রাত্রি ও প্রভাত।

'দরিয়া ইক্‌মাল' আর 'কুলজুম' দরিয়া সেখানে
আজদাহার ফণা নিয়ে ক্ষিপ্ত রোষে জাগে সুবে শাম ;
'আজম দরিয়া' বয় 'কহরমা' সমুদ্রের টানে।

সে মুলুকে 'দেরেস্তান দরিয়া' —'জরিনা' যার নাম
হাওয়ায় ছড়ায় শুধু তরঙ্গের বিক্ষুব্ধ স্বনন,
'আতশী দরিয়া তক কো'কাফের সীমানা তামাম।'

দেও, পরী যাদুকর—আদমের জানের দুশ্‌মন
রাত্রির আঁধার পটে ঘোরে যত হিংসা অন্ধ প্রাণ ;
সেখানে বসত করে আজীবন কিংবা আমরণ।

সীমানা সরহদ স্থির করেছেন নবী সুলেমান,
কো'কাফ মুলুকে কেউ করে না সে সীমা অতিক্রম ;
সীমানা ছাড়ালে মরে পরীজাত, দেও বা ইনসান।

www.pathagar.com

কোকাফ সীমান্তে

(হাতেম তা'য়ী ও শাহ্‌জাদা মেহেরওয়ারের আলাপ)

"যেথা যাবে আমি তেরা যাব সাথে সাথে।
দুঃখে সুখে হামেশা শরিক আছি তাতে।"

মেহেরওয়ার

দৈত্যের এলাকা, বন, ভয়াবহ সংকট-সংকুল
কো'কাফ ছাড়ায়ে আর পাড়ি দিয়ে দরিয়া ইক্‌মাল,
দরিয়া কুলজুম ; তুমি কি উপায়ে এসেছো এখানে
দুঃসাহসী মানুষ মাটির?

হাতেম

জানাবো সে কথা পরে
প্রয়োজনে। জেনে নিতে চাই আগে নাম, পরিচয়
কি তোমার ? কেন তুমি ভ্রাম্যমাণ একাকী এখানে
কো'কাফের প্রান্তে একা দীওয়ানার হালে?

মেহেরওয়ার

তুফানের
জ্বিনের খান্দানে জন্ম,—শাহ্‌জাদা মেহেরওয়ার নাম;
তখল্লুস তুফানি আমার। ছিল না আবার কম ;
কিন্তু আজ সব ছেড়ে ঘুরি একা বনে বনান্তরে।

হাতেম

জানি না কারণ তার, দোস্ত বলে যদি ভাব মনে
বল তবে সে কাহিনী।

www.pathagar.com

মেহেরওয়ার

যে দরদী বোঝে সুগোপন
বেদনা, সহজে তাকে বলা যায় দুঃখ হৃদয়ের।
শোন তবে বলি আমি, বন্ধুর মহফিলে এক দিন
সুরতের কথা শুনে মাহেয়ার শাহার কন্যার
পাঠাই পরীর হাতে শাদীর পয়গাম। ডেকে নিল
তাজিমের সাথে শাহা আলিশান মঞ্জিলে আমাকে;
হাল হকিকত যত জেনে নিল আমার মনের।
তারপর এনে দিল সারসের ডিমের সমান
মোতি এক রওশন ; শুধালো সে মুক্তার কাহিনী।
জানালো সে ইতিহাস জানালো মুক্তার, পাবো মোতি;
কন্যা পাব সাথে। পারি নি জওয়াব দিতে আমি তার,
শাহী বালাখানা ছেড়ে নিয়েছি বিদায় নত শিরে।
কিন্তু শা'জাদীর স্বপ্ন আঁকা আছে আমার জীবনে
পারি না তা মুছে দিতে, পারি না তা ভুলে যেতে আমি ;
দূর দূরান্তরে তাই ঘুরি একা দিওয়ানার হালে।

হাতেম

মোতির কাহিনী জানি। মাহেয়ার শাহার কন্যার
রূপমুগ্ধ যদি তুমি— এস তবে ; মুক্তা নেব আমি
কন্যা পাবে শা'জাদা আশিক।

www.pathagar.com

মেহেরওয়ার

বলো তবে মুখতাসার
মোতির কাহিনী সেই,— কহরমা সমুদ্রের মাঝে
দিগন্ত — আসমান ছোঁওয়া যা' রয়েছে বর্জখ দ্বীপের
পরীর বাদশা এক— মাহেয়ার শাহার ভাণ্ডারে।
বল তুমি সে কাহিনী সুদুর্গম বর্জখের পথে,
দুঃখে সুখে হবো সঙ্গী অভিযাত্রী আমরা দু'জনে।।

www.pathagar.com

বর্‌জখ দ্বীপের পথে

"মেরা সাতে চল আগে মাহেয়ারের আগে।
শুনিবে কহিব ভেদ তাহার নজ্‌দিকে ॥"

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'জানাবো সে কাহিনী মুক্তার
বর্‌জখের সুলতান মাহেয়ার শাহার মজ্‌লিসে।'
বলিল তুফানি (নাম মেহেরওয়ার), 'তা'হলে আল্লার
নামে হোক যাত্রা শুরু সুদুর্গম বর্‌জখের পথে;
অথৈ সমুদ্রে ঘেরা সেই দ্বীপ রহস্যের বাসা।
সেখানে রয়েছে মুক্তা, আর আছে মাহ্‌তাব সমান
অপরূপ পরীজাদী। আমি হব যাত্রী সে পথের,
যাব মানুষের সাথে সুন্দরী সে কন্যার সন্ধানে।'
তুফানীর কথা শুনে 'য়েমনের শাজাদা হাতেম
অজানা দ্বীপের পথে হলো রাহাগির। চলে তারা
এক সাথে দুই জন বহু দূর বর্‌জখের পথে।
বন্দী হলো একদিন দৈত্যের জিন্দানে, মুক্তি পেল
তারপরে। তুফানের শাহ্‌জাদা ওড়ে শূন্যভরে
পরীজাত মেহেরওয়ার, তা'য়ী পুত্র চলে পাঁওদল
সংখ্যাহীন বিপদের মাঝে।
তারপর একদিন
দেখে চেয়ে অকস্মাৎ থেমে গেছে পথ কূলহারা
অন্তহীন সমুদ্রের তীরে। দেখে চেয়ে বেশুমার
হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী ঘোরে সেই দরিয়া কিনারে;
উদ্দাম তরঙ্গ ওঠে নীলাভ্র আসমানে। পেরেশান
হাতেম দাঁড়ালো সেই আদিগন্ত সমুদ্রের তীরে

www.pathagar.com

হতাশ্বাস ; ঘনালো সন্ধ্যার ছায়া মধ্য দিনে যেন
(অনেক দরিয়া, সিন্ধু পার হয়ে এসেছে হাতেম
দেখেনি সমুদ্র এত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনে কখনো
— হিংস্র আজদাহার চেয়ে হিংস্রতর তরঙ্গে সর্পিল)।
তুফানের শাহ্‌জাদা মেহেরওয়ার জানালো তখন,
'বিশাল সমুদ্র এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ,— 'কহরমা' নাম
তরঙ্গ সংঘাতে যার কিশ্‌তি ভাঙে খেলনার মত,
কখনো হয়নি পার মাল্লা-মাঝি ; হবে কি জানি না
এ সমুদ্র ক্ষুধিত বিশাল। পায় দরিয়ার কূল
পরেন্দা ঘোড়ায় যারা হতে পারে এখানে সওয়ার।'
        পরীজাত মেহেরওয়ার তারপর আনিল যখন
পরেন্দা সফেদ তাজী সুঠাম, সতেজ ; নাসারন্ধ্রে
আতশী হল্কার মত শ্বাস বয় ; তীব্র প্রাণাবেগে
উদ্দাম অধীর। সুদৃঢ় প্রত্যঙ্গে যেন অবরুদ্ধ
ঝড়। কঠিন পেশল মুখ। বক্র গ্রীবা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
সে ঘোড়ার পড়ে বুঝি সমুদ্রের, দিগন্তের পারে।
        মুহূর্তে ঘোড়ার পিঠে হলো তারা দু'জনে সওয়ার
কঠিন বাগডোর টেনে আপ্রাণ প্রয়াসে ; শূন্য স্তরে
উড়ে যায় পাশাপাশি উল্কা বেগে দুই পক্ষীরাজ।
অস্পষ্ট ছবির মত পদনিম্নে চেনা পৃথিবীকে
মনে হয় সম্পূর্ণ অচেনা। বিন্দু হয়ে মিশে যায়
অরণ্যের কালো ছায়া চোখের পলকে ; পাশাপাশি
দুই পক্ষীরাজ ওড়ে ঝড়-গতি ফেনোচ্ছল মুখে।
হাতেম তাকায়ে দেখে বহু নিম্নে বিক্ষুব্ধ সাগর
শিকার সন্ধান করে ক্ষুব্ধ রোষে যেন, ভেঙে পড়ে
বিশাল, প্রবহমান, হিংস্রতম তরঙ্গ সফেন ;

www.pathagar.com

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে বৈশাখের ভয়াল প্রশ্বাসে।
এই ভাবে রাত্রি দিন শূন্যে উড়ে দেখিল হাতেম
অচেনা জমিন এক সিন্ধু বক্ষে, সবুজে শ্যামলে
স্বপ্নময় দ্বীপ ;— সব্‌জা পরীর মহল। নারিকেল
তরু শ্রেণী সারি বাঁধা জেগে ওঠে রৌদ্রে প্রভাতের
সূর্যের রোশ্‌নিতে দীপ্ত প্রাণবন্ত যেন। নেমে এল
তীর বেগে দুই ঘোড়া নেমে আসে যেমন শাহীন
শিকার সন্ধানে,— সবুজ ঘাসের দ্বীপ দেখে পথে
নেমে এল পক্ষীরাজ তুফানির নিপুণ ইঙ্গিতে
তরঙ্গ-মর্মরে সেই মর্মরিত দেশের কিনারে।
শুনিল হাতেম তা'য়ী ; নাম যাঁর শাহা মাহেয়ার,
বর্‌জখের এই দ্বীপে আছেন সে বাদ্‌শা নামদার।।

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী ও মাহেয়ার সুলেমানী

হাতেম

একক, আহাদ আল্লাহ্ ;— স্রষ্টা যিনি কুল মখ্লুকের,
রাজ্জাক, রহমান, রব, বে-নেয়াজ, জববার, জলিল,
লা-শরিক সেই প্রভু গড়েছেন আশ্চর্য কৌশলে
সমস্ত প্রাণীর জোড়া। ইচ্ছাময়, অনন্য-নির্ভর
রিজিক, দৌলত পাও যাঁর দানে। তাঁর ইশারাতে
পেয়েছো কিম্মতি মুক্তা সারসের ডিমের সমান,
সন্ধান পাওনি তবু জোড়া তার দ্বিতীয় মোতির।
জানি সে কাহিনী আমি, জানাবো তা এজাজত পেলে।
দুস্তর দরিয়া, সিন্ধু পাড়ি দিয়ে এসেছি এ দ্বীপে
দূর যাত্রী। উড়েছি কখনো শূন্যে, দৈত্যের জিন্দানে
বন্দী থেকে মুসিবতে পড়েছি কখনো ; মুহব্বত
পেয়েছি পরীর। সাপের সূরতে ছিল শম্‌স্ শাহা
হিংসা-বিষে জর্জরিত জ্বিন ; মুক্তি সে পেয়েছে ফিরে
অনুতপ্ত। সঙ্গী তার সাত জন নিমক হালাল
এনেছে আমাকে তুলে আজব কুর্সীতে ; ঘূর্ণি ঝড়ে
নিষ্কম্প, নির্ভীক তারা এনেছে আমাকে প্রাণপণে
দুশমন দৈত্যের বাধা কো'কাফের সীমানা ছাড়ায়ে।
তারপর এসে দেখি কহরমা সমুদ্রের তীরে
কিশ্‌তি নাই দরিয়ায়, পানি যেন ফণা আজদাহার
আক্রোশে আস্‌মান ছোঁয় বিপুল গর্জনে, সংখ্যাহীন
সামুদ্রিক্ প্রাণী ঘোরে হিংস্রতম হাঙরের সাথে;
বিশাল, বিপুল তিমি পাহাড়ের প্রত্যঙ্গ যেমন
ডুব দিয়ে ভেসে ওঠে নির্বিকার, বিরাট কুম্ভীর
শিকারের প্রত্যাশায় হানা দিয়ে ফেরে মৃত্যু দূত
সে পানিতে ; খোদার আজব সৃষ্টি উড়ন্ত মাছের

www.pathagar.com

দেখেছি চঞ্চল ঝাঁক অন্তহীন দরিয়ার বুকে।
তুফানের শাহজাদা মেহেরওয়ার,— চেনো যাকে তুমি
এনেছে পরেন্দা ঘোড়া সে তখন, স্বর্ণ ঈগলের
চেয়ে শত গুণ বেগে শূন্যে ওড়ে তাজী। বাগডোর
আপ্রাণ শক্তিতে টেনে পরেন্দা সে ঘোড়ায় সওয়ার
রাত্রি ও দিনের শেষে এ মুলুকে নেমেছি তোমার।

মাহেয়ার

আজব সফরনামা শোনালে আমাকে দিলদার !
মোতির কাহিনী বল : রাখি আমি আমার কারার।

হাতেম

দিগন্ত-বিস্তৃত এই পৃথিবীর মুসাল্লার পরে
তারাঘেরা শান্ত রাত্রি নেমেছিল অরণ্যে যখন
অতন্দ্র ; রহস্যময় পরিবেশে বিহঙ্গ প্রাচীন,
প্রবীণ নাতেকা পাখী বলেছিল এ মোতির কথা।
সকল মুক্তার চেয়ে মূল্যবান এ মোতির জোড়া
আছে হুসনা বানুর ভাণ্ডারে। পেয়েছে সে ভাগ্য গুণে
বিরান শহরে ঢের মালমাত্তা জমিনের নীচে
সংগোপন, পেয়েছে সে এক মোতি শা জমজাহার
(দুই মুক্তা যার), পেয়েছ বখ্‌তের জোরে দুস্‌রা মোতি
তুমি নামদার।
সময় ফুরায়ে গেলে শা' জমজাহার
রাজ্য, রাজধানী তার নিল কেড়ে যখন দুশ্‌মন
মোতি নিয়ে বিবি তার চলে গেল দূর দেশান্তরে
অন্তঃসত্তা; নিঃসহায়। কহ্‌রমা সমুদ্রের তীরে
পেল সে আশ্রয় খুঁজে সওদাগর মাসুদের কাছে।
পুত্র কন্যাহীন বৃদ্ধ তুলে নিল কিশ্‌তিতে আপন
দুর্গত সে বিধবাকে, নেয় তুলে ফরজন্দ অন্যের
ইব্রাহিম খলিলের অনুগামী উম্মত যেমন।

www.pathagar.com

জমজাহার ফরজন্দ পিতৃহারা চাঁদের সূরত
জন্ম নিল সওদাগর মাসুদের ঘরে। দরদী সে
কলিজার ছায়া দিয়ে রাখে ঘিরে এতিম বাচ্চাকে
প্রাণের সমান। চোখের রোশ্নি যদি ফিরে পায়
আত্মহারা হয় অন্ধ আনন্দে যেমন, রমজানের
প্রান্তে এসে রোজাদার ভুলে যায় উল্লাসে যেমন
দীর্ঘ সাধনার শ্রান্তি ভেসে ওঠে যখন দৃষ্টিতে
নতুন ঈদের চাঁদ দিকপ্রান্ত ছুঁয়ে; শা'জাদার
চাঁদ মুখ দেখে বৃদ্ধ ভুলে গেল উল্লাসে তেমনি
অপুত্রক জিন্দেগির ব্যর্থতার কথা। মৃত্যুকালে
দিয়ে গেল মালমাত্তা জমজাহার এতিম বাচ্চাকে।
অতি দীর্ঘ সে কাহিনী বলি আমি আজ মুখ্তাসার,
জমজাহার মুক্তা পেল সেই পুত্র যখন জওয়ান;
দস্ত-ব-দস্ত মোতি পেলে ফের তুমি ভাগ্যবান ।

মাহেয়ার

আজব কাহিনী তুমি শোনালে আমাকে নেকনাম!
কন্যা আর মোতি নাও; পূর্ণ হোক খুশীর আঞ্জাম ॥

হাতেম তা'য়ীর উক্তি

যে কাহিনী বেদনার, — মিলান্তক পরিণতি তার !
বিচ্ছিন্ন প্রবাহ দুই মেলে এসে দরিয়ায় ফিরে,
দিনের বিস্মৃত তারা জেগে ওঠে রাত্রির তিমিরে,
শেষ হয় বেদনার ; শেষ হয় দিন প্রতীক্ষার।
কন্যাকে যে চেয়েছিল দেখ সে শা'জাদা মেহেরওয়ার
মজলিসের প্রান্তে জাগে দীপ্তিহীন সিতারার মত,
হৃদয়ের রক্ত তার অশ্রু হয়ে ঝরে অবিরত ;
দেখ আশিকের মূর্তি ; দেখ ছবি তিক্ত বেদনার।
শোন শাহা মাহেয়ার, শোন তুমি আরজ আমার,
যে চায় কন্যাকে, যার রক্তক্ষরা অতন্দ্র হৃদয়

www.pathagar.com

বিশীর্ণ কন্যার পথে ভুলে গেছে আনন্দ সঞ্চয় ;
শা' নজরের সঙ্গী হোক সেই সুন্দরী কন্যার।
নেব এই মুক্তা শুধু মেটাতে সে প্রাণের সংশয়
শশম সওয়াল নিয়ে প্রতীক্ষায় দিন কাটে যার।।

আখেরী সওয়াল

যখন মোতির জোড়া সারসের ডিমের সমান
দিল এনে তা'য়ী পুত্র (সংকটে যে স্থির, নির্বিকার)
হাজার তারিফ করে হুস্‌না বানু (যে পেয়েছে তার
প্রশ্নের উত্তর, আর যে পেয়েছে জ্ঞানের সন্ধান)।
সপ্তম সওয়াল তার জানায় তখন, 'মেহেরবান,
শুনি লোকমুখে আমি বাদগর্দ হাম্মামের নাম,
হাওয়ায় হাওয়ায় শুধু শূন্যভরে ঘোরে সে হাম্মাম ;
জানি না যাদুতে কোন্ রয়েছে সে শূন্যে ঘূর্ণমান।
দক্ষিণ পশ্চিমে শুনি সে মহল সংগোপন আছে;
জানি না কিছুই আর। কোথায় সে আশ্চর্য মকাম,
রহস্যের কোন সুর রাত্রি দিন সে মহলে বাজে,
পরিচিত দিগন্তের পারে কোথা আছে সে হাম্মাম,
কিসের গঠন আর কি রহস্য আছে তার মাঝে
জেনে এসে রাহাগির সে কাহিনী জানাবে তামাম ॥'

[শশম সওয়াল সমাপ্ত]

www.pathagar.com

আখেরী সওয়াল

www.pathagar.com

[হুস্‌না বানুর সপ্তম ও শেষ প্রশ্ন: পৃথিবীর অজানা প্রান্তে অবস্থিত ঘুর্ণমান বাদগর্দ হাম্মামের কি রহস্য ?

এই সওয়ালের পথে হাতেম তা'য়ী পরীর রূপে সম্মোহিত এক শাহ্‌জাদাকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর তিনি এক প্রবীণ ব্যক্তির কাছে জানতে পারেন যে, কাতান দেশের বাদশাহ্‌ হারেস শাহার রাজ্য-সীমানায় বাদগর্দ হাম্মামের এলাকা। হাম্মামের পথে হাতেম তা'য়ী এক প্রচণ্ড শক্তিশালী দুশ্চরিত্র জ্বিনের কবল থেকে একটি জনপদ রক্ষা করেন। তারপর বহু কষ্টে যাদু তেলেসমাত ঘেরা বাদগর্দ হাম্মামের রহস্য অবগত হয়ে, যাদুর প্রভাবে আচ্ছন্ন ও প্রস্তরীভূত অনেক মুমূর্ষু মানুষকে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করে শাহাবাদ ফিরে আসেন।]

www.pathagar.com

শেষ সওয়ালের পথে

"কোথায় রয়েছে সেই হাম্মাম শূন্যে ঘূর্ণমান?
কোথায় অশেষ রহস্যে ঘেরা বাদগর্দ স্নানাগার?"
— শুধালো হাতেম পথচারী জনে। ... গেল কেউ বেকারার,
জানতে না পেরে পথের ঠিকানা হলো কেউ পেরেশান।
তবু সে চলিল নির্ভীক প্রাণ হাম্মাম-সন্ধানে ;
ময়দান শেষে চলিল আবার নয়া সড়কের টানে।

দেখিল হাতেম য়েমনী একদা অচেনা মাঠের পারে
শহর কিনারে মানুষের ভীড় প্রাচীন কূপের ধারে,
দিশাহারা চোখে ব্যাকুল জনতা সন্ধান করে কার,
ফুটেছে হতাশা মুখে মুখে যেন কাল ছায়া সন্ধ্যার,
ইঁদারার ধারে যেয়ে বারে বারে আসে ফিরে শংকিত ;
দেখিল হাতেম বিপুল জনতা যেন সে মৃত্যুভীত।
শুধালো তখন য়েমনের সেই দূর দেশী মুসাফির,
'কেন কি কারণে ইঁদারার ধারে তোমরা করেছ ভিড়?'

বলিল প্রবীণ পীর মর্দ এক, 'শোন তুমি মুসাফির,
প্রাচীন এ কূপে ডুবেছে জাতির আশার স্বপ্ননীড়।
এই মুলুকের শা'জাদা একদা কাছে এসে ইঁদারার
জানি না কি দেখে হলো দিশাহারা, সংজ্ঞা হারায়ে তার !
ঘরে ফিরে আর যায়নি শা'জাদা, দীওয়ানার হালে থেকে

www.pathagar.com

পড়েছে ঝাঁপায়ে কূপের মাঝে সে কার নাম ধরে ডেকে
কওমের সেই চোখের রোশ্‌নি তরুণ নৌ-জোয়ান;
যার কথা ভেবে সারা মুলুকের বাশিন্দা হয়রান।'
বৃদ্ধের কথা শেষ হ'ল যেই হাতেম দেখিল চেয়ে
অঝোর অশ্রু নেমে আসে তার চোখের প্রান্ত ছেয়ে।
দেখিল হাতেম 'য়েমনী তখন বাদশা বেগম এসে
পড়িল পথের ধুলায় লুটায়ে দীন ভিখারীর বেশে !
শিকারীর তীরে কবুতর যেন— আহত পুত্রশোকে
জমিনে লুটায়ে আহাজারি করে রক্তক্ষরা চোখে।

দুঃসহ সেই মাতমের মুখে হাতেম দারাজ দিল
বলিল, 'যাব সে শা'জাদার খোঁজে বাঁকা পলে সর্পিল।
গমজারি ছেড়ে থাকো কিছু দিন এই ইঁদারার ধারে;
যদি খুঁজে পাই, পাঠাব আবার পলাতক শা'জাদারে।'
এই কথা বলে ঝাঁপ দিল কূপে এলাহির নাম নিয়ে
ক্ষণিক আশার বিদ্যুৎ যেন মিলালো চমক দিয়ে !

কী আশ্চর্য ! তারপর দেখে হাতেম কূপের তলে
সব্‌জা পরীর দেশ অপরূপ, সুশোভন ফুলে ফলে !
গুলিস্তানের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সোজা পথ,
কিছু দূর যেয়ে দেখিল সে এক সুবিশাল ইমারত,
দেখিল সেখানে শা'জাদা সুরৎ তরুণ নৌ- জোয়ান।
হাতেম তা'য়ীকে দেখে বিস্ময়ে চম্‌কালো তার প্রাণ;
খোশ আমদেদ জানায়ে তবুও টেনে নিল য়েমনীকে ;
দেখিল হাতেম বিলাস রাতের আঞ্জাম চারদিকে।।

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ী ও পলাতক শাহ্‌জাদা

শাহ্‌জাদা

পরীর মুলুকে আমি ছাড়া নাই দ্বিতীয় 'আদম জাত'
জানি না কি ভাবে কেটে যায় দিন, ফুরায় স্বপ্ন রাত,
পেয়েছি পরীকে ; এ জীবনে আর কোন আফসোস নাই।
কার কাছে তুমি পরীর দেশের সন্ধান পেলে ভাই?

হাতেম

আনতে জওয়াব শেষ সওয়ালের চলেছি এলাহি ভেবে,
জানি না কোথায় পাব উত্তর, কে তার জওয়াব দেবে !
হাতছানি দেয় মরু, বন আর পথপাশে ডাকে ডেরা,
গুলশান আর গুলিস্তানের বুকে কাঁদে স্বপ্নেরা,
তবু চলি আমি দূরান্ত দূরে নিয়ে আল্লার নাম;
জওয়াব না জেনে থেমে গেলে হব ব্যর্থ মনস্কাম।

শাহ্‌জাদা

বুঝেছি জ্ঞানের সন্ধানী তুমি সীমাহীন দুনিয়াতে,
কিন্তু কি কাজে, কি আশায় এলে এখানে আবছা রাতে?

হাতেম

আনতে জওয়াব শেষ সওয়ালের বাদগর্দ হাম্মামে
চলি 'দক্ষিণ-পশ্চিম দেশে' যখন খোদার নামে
দেখি পথে এক অতল কূপের পাশে জনতার ভিড়,
সকলের মুখে দেখি শংকার কাল ছায়া সুনিবিড়।
জেনেছি শুধায়ে সেই মুলুকের শাহা যিনি নামদার

www.pathagar.com

তাঁর ফরজন্দ সে অন্ধ কূপে হারায়েছে বেকারার।
ছিল জ্ঞানী গুণী সে নওজোয়ান সকলের আঁখিতারা
জানি না কি দেখে শহরের ধারে হলো সে সংজ্ঞাহারা !
ঘরে ফিরে আর গেল না শা'জাদা, বেহুঁশ বেহাল থেকে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে অন্ধ অতলে হারালো সে কারে ডেকে !

শাহ্‌জাদা

ঝাঁপ দিয়ে কূপে নেমেছি এখানে আমি সে বাদশাজাদা,
সারা মন ছিল তখন আমার পরীর ঈশ্‌কে বাঁধা,
হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লো আমাকে যে দিন সে নিভৃতে
পারি নাই আমি রূপমুগ্ধ, সে পরীকে ফেরায়ে দিতে ;
ঝাঁপ দিয়ে তাই পড়ছি এখানে কখন অন্যমনা !
মনে ক্ষোভ নাই, পেয়েছি পরীকে ; মিটায়েছে সে বাসনা।

হাতেম

পেয়েছ পরীকে ! ক্ষোভ নাই মনে ! তুমি সে নওজোয়ান
ভেবে দেখ শুধু কাঁদায়ে এসেছ পৃথিবীতে কত প্রাণ।

শাহ্‌জাদা

জানি না সে কথা, ভাবিনি ; সংজ্ঞা হারায়ে পরীর রূপে
পৃথিবী ছাড়ায়ে ছিলাম পাতালে নিভৃত নিশ্চুপে।
কেন তুমি এলে ভেঙে দিতে সেই স্বপ্নের মায়া ডোর,
এখনো পিপাসা মেটেনি আমার, কাটেনি নেশার ঘোর।

হাতেম

কামনা মুগ্ধ তুমি চলে এলে বেহুঁশ পাগল পারা,

www.pathagar.com

তোমার জয়িফ পিতার দু'চোখে ঝরে শ্রাবণের ধারা,
সন্তানহারা জননী তোমার মরে আজ মাথা কুটে ;
তোমার সঙ্গী বন্ধুর দল দশ দিকে মরে ছুটে।
সেই আহাজারি শুনে কাঁদে যত পরেন্দা প্রাণী কূল!
তুমি চলে এলে, তোমার জাতির আশা হলো নির্মূল।
সবার কান্না শুনে আমি একা নেমেছি অন্ধ কূপে,
দেখেছি পরীর লালসা-বহ্নি জ্বলে মৃত্যুর রূপে।

শাহ্‌জাদা

ফিরে যেতে তুমি বলো না আমাকে দূর-দেশী মুসাফির,
তৃণের শিয়রে যে শিশির তার আয়ূ শুধু রাত্রির।

হাতেম

আগুন খেলায় পেয়েছ পরীকে, পাওনি হৃদয় খুঁজে,
মৃত্যুমুগ্ধ তবু তার পিছে চলো তুমি চোখ বুজে !
রাতের আঁধারে জ্বলে যে চিরাগ বিলায় রোশ্‌নি তার,
যে আলো প্রেমের করে সত্তাকে উন্নত অনিবার।
কোথায় পাবে সে আলো আলেয়ার, লালসার ইন্ধনে ?
অতল আঁধারে নামাবে সহসা টেনে সে সংগোপনে।

শাহ্‌জাদা

জানি না পরীর প্রেম কতটুকু, জানি আমি অন্তত
আমার এ প্রেম অন্তবিহীন মরু পিপাসার মত।

হাতেম

বোলো না এ প্রেম, তুমি পলাতক পৃথিবীর ভীরু প্রাণী,
পারোনি কাটাতে লালসা,— পরীর সামান্য হাতছানি।

www.pathagar.com

এই কামনার প্রান্তরে শুধু শ্বাপদের আনাগোনা,
এই কামনায় পুড়ে হবে ছাই, হবে না কখনো সোনা।
যত কাপুরুষ, ভীরু, অমানুষ পাশবিকতায় লীন
তোমার পথেই লালসা মেটাতে চায় তারা চির দিন,
পায় না তৃপ্তি, পায় না শান্তি, তবু চলে ও পথেই
সম্ভোগ আশা অথবা লালসা মেটে না তো কিছুতেই !
এ-তো প্রেম নয়, এ শুধু তোমার আত্মপ্রবঞ্চনা,
পৃথিবী, মানুষ ছেড়ে নির্জনে আছো তাই আনমনা।
বৃদ্ধ পিতার আকাঙ্ক্ষা আর মায়ের স্বপ্ন ফেলে
অচেনা পরীর এক ইশারায় নিম্নাবর্তে এলে,
পিষে এলে তুমি বন্ধুর আশা, কওমের তক্‌দির
জাতির ভাগ্যে নামলো আঁধার ব্যর্থতা ; জিঞ্জির।
দায়িত্ব ছেড়ে তুমি পলাতক হে লালসাগত প্রাণ
এই পলায়নী বৃত্তি তোমার মানুষের অপমান।

শাহ্‌জাদা
ফিরে যাবো, আমি ফিরে যাবো সেই ফেলে আসা দুনিয়ায়
ঘুরব না পিছে আলেয়া শিখার,— রাত্রির প্রচ্ছায়।
ক্ষমা চাই আমি, রূপ-লালসায় ছিলাম এখানে ভুলে,
যাব সুকঠিন সাধনার পথে, দায়িত্ব নেব তুলে,
কেটেছে ভ্রান্তি, পেয়েছি পথের দিশারী কুতুব তারা,
জাগে সম্মুখে মুক্তির পথ ;— মুক্ত আলোর ধারা ॥

www.pathagar.com

রাহাগির

"তারপর সেথা হৈতে হইয়া বিদায়।
বাদগর্দ হাম্মামের তল্লাশেতে যায়।"

পলাতক শাহ্‌জাদা ফিরে গেল। নির্ভীক দিলীর
চলে একা তা'য়ী পুত্র হাম্মামের পথে রাহাগির।
অজানা নারীর মত দেখে এক অজানা শহর।
অচেনা জয়ীফ তাকে ডেকে বলে রাহার উপর
'দূর দেশী মুসাফির মেহেরবানি করে একবার
'রুখাখানা' এক মুঠা খাও এসে ডেরায় আমার।'

শেষ হলে খানাপিনা শুধালো সে বৃদ্ধ মেজবান,
'কোথায় দৌলৎখানা, চলেছ কোথায় নৌ-জোয়ান?'
শুধালো স্নেহের সুরে ; কত দূরে, কোন দেশে ঘর?
বলিল হাতেম নাম, য়েমনের দিলো সে খবর।
তারপর শুধালো সে প্রাচীন বৃদ্ধকে, 'মেহেরবান
যদি জানো দাও তবে বাদগর্দ হাম্মাম সন্ধান।'

হাতেমের কথা শুনে পীর মর্দ হলো বেকারার,
চিন্তার জটিল রেখা দেখা দিল পেশানীতে তার,
বলিল সে কিছু পরে, 'কে তোমার দুশ্‌মন জানের
পাঠালো মৃত্যুর পথে খোঁজ নিতে ঐ হাম্মামের ?
যারা গেছে বাদগর্দ হাম্মামের মাঝে একবার
আসেনি কখনো ফিরে পরিচিত পৃথিবীতে আর।
হাম্মামের মুসিবত জেনে শাহা হারিস কাতান
রেখেছে পাহারাদার সে মুল্‌কে লক্ষ পাহ্‌লোয়ান

www.pathagar.com

সামান ঈরাক নাম দ্বার রক্ষী সেই হাম্মামের
লক্ষ চৌকিদার নিয়ে পাহারায় থাকে সে পথের ;
কেননা হাম্মামে সেই সর্বনাশ ছাড়া কিছু নাই, —
ও পথে যায় না কেউ ; এই একথা তোমাকে জানাই।'

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'যে কারণে বাদগর্দ যাই
তার হকিকত আজ মুখ্‌তাসার তোমাকে শোনাই।
শোন তুমি মেহেরবান! ... তন্বী এক সূরাত জামাল
বন্দী যার মুহব্বতে শাহ্‌জাদা মুনীর কাঙাল
পড়ে আছে পেরেশান দীওয়ানার হালে রাত্রি দিন
শেষ প্রশ্ন সে নারীর হাম্মামের আঁধারে বিলীন।
করেছি করার আমি শাহ্‌জাদা মুনীরের ঠাঁই
প্রশ্নের উত্তর দেব ; তাই আজ অন্য পথ নাই।'

বলিল তখন বৃদ্ধ, 'বোলো তাকে হাতেম মর্দানা,
যাদু তেলেস্‌মাতে ঘেরা মওতের সেই কারখানা,
এর চেয়ে বেশী কেউ জানেনি, জানে না নামদার !
আশিক মাশুক পাবে ; পূর্ণ হবে প্রতিজ্ঞা তোমার।'

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'এ কেবল কথার বাহানা,
মিথ্যা বঞ্চনার মাঝে চিরদিন যেতে আছে মানা।'

বলে বৃদ্ধ পেরেশান, "এই কথা বলি বারবার
প্রাণ নিয়ে ফিরে যাও, খুঁজো না সে হাম্মামের দ্বার,
মূর্খের খেয়াল ছেড়ে নাও তুমি পথ সুবুদ্ধির ;
অন্যথায় তক্‌দির হবে সেই ভেক দম্পতির।'
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'বল সে কাহিনী নেককার,
তোমার বাড়ুক নেকি ; অভিজ্ঞতা বাড়ুক আমার।'

www.pathagar.com

ভেক দম্পতির কাহিনী

বলিল সে পীর মর্দ, 'ভেবো না এ কথার মিছিল,
শুনেছি জ্ঞানীর মুখে — শাম দেশে ছিল এক ঝিল,
মিঠা পানি ভরা সেই দিগন্ত-বিস্তৃত স্বচ্ছ ঝিলে
শান্তি প্রিয় ভেক দল ছিল সুখে এক সাথে মিলে।
ছিল না অশান্তি সেই নির্বিরোধ স্বাধীন জীবনে ;
ভোরের রোশ্‌নির মত মুহব্বত ছিল মুক্ত মনে।

একদা দুর্বুদ্ধি মনে এল এক ভেক দম্পতির,
জানালো পুরুষ ভেক সঙ্গীদল মাঝে সে অধীর,
'দীর্ঘ কাল থাকি যদি এই ঝিলে পাব না আহার;
উপরন্তু এ পানিতে নিরানন্দ জীবন আমার।
চল যাই দল বেঁধে অন্য দেশে এক সাথে মিলে
হয়তো আনন্দ পাব ঢের বেশী অন্য কোন ঝিলে।'

নির্বোধ ভেকের কথা শুনে তার দোস্ত বেরাদর
হাজার লানত দিয়ে বলে তাকে, 'মুর্খ বে-খবর
ছেড়ে যেতে চাও তুমি কি কারণে নিজের ওয়াতান,
কোথায় আনন্দ পাবে; পাবে তুমি এমন সম্মান?
খোরাক পাই না পাই, আছি তবু আপন মুলুকে ;
গোলামের তক্‌দির নিতে চাও কেন নতমুখে?
গোলামিতে রুদ্ধ হয় জীবনের সম্ভাবনা, আর

www.pathagar.com

গোলামি জিঞ্জিরে শুধু অপমৃত্যু আবদ্ধ সত্তার।
অন্য দেশে গেলে হব মুখাপেক্ষী, রায়ত অন্যের ;
প্রতি পায়ে বাধা দেবে অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জের।
ছাড়ো এ দুর্বুদ্ধি তুমি, ছাড়ো এই মূর্খতার পথ,
পরিচিতি বস্‌তি ছেড়ে দূরে গেলে পাবে না ইজ্জত।'

নিল না সুবুদ্ধি ভেক, পত্নী আর সন্ততির সাথে
সম্পূর্ণ অচেনা ঝিলে চলে গেল দূরের বাসাতে,
সেখানে ক্ষুধিত সাপ ছিল জেগে হাজার হাজার
শিকার বিহনে ক্ষিপ্ত, চলমান মূর্তি হিংস্রতার !
সম্মুখে খোরাক দেখে এল তীব্র গতিতে সর্পিল,
শিকারের আর্তনাদে মুহূর্তেই পূর্ণ হলো ঝিল।

ভেক-পত্নী, সন্ততিরা হলো সব সাপের শিকার ....
ফিরে এল বৃদ্ধ ভেক পুরাতন সে ঝিলে আবার !
পেল সে চরম শিক্ষা ছেড়েছিল সে নিজ ওয়াতান ;
যার দুর্বুদ্ধির ফলে মারা গেল সহস্র সন্তান।
অতএব দূর-দেশী ভেবে দেখো হাম্মামের পথে
নিজের ওয়াতান ছেড়ে যেতে চাও কোন বুদ্ধি মতে।'

ভেক-দম্পতির কথা শুনিয়া হাতেম নামদার
প্রাচীন বৃদ্ধের কাছে খুলিল হৃদয় আপনার,
বলিল, 'কাহিনী তুমি শোনালে যা আজ মেহেরবান,
সব উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ পাবে তাতে পথের সন্ধান।

www.pathagar.com

যে ছাড়ে স্বজন, দেশ— দুনিয়ার জান্নাত সহজে
প্রতিফল পায় ফিরে, কোন দিন ভুল তার বোঝে।
চলিনি ওয়াতান ছেড়ে চিরতরে, ভুলিনি বিপুল
জাতির দায়িত্ব ; শুধু চাই না সে মারাত্মক ভুল
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে টেনে রাখে যে ভ্রান্তি বিষম;
বৃহত্তর পৃথিবীকে ভোলায় যে বিভ্রান্তি নির্মম।
নিজের সৌভাগ্য নিয়ে গৃহে বন্দী যে কর্ম বিমুখ
সুখের প্রাচীরে ঘেরা, আমি নই সে কূপমণ্ডুক !
কিংবা দূরান্তের ডাকে ভয়ে যার হৃদয় অস্থির,
পরিতৃপ্ত ক্ষুদ্র বনে— আমি নই সে ভীরু তিতির।
ফিরে যাই যদি আজ ব্যর্থ হবে প্রতিজ্ঞা আমার,
আশিক মুনীর শামী মারা যাবে দিল বেকারার
তারপর কী আনন্দ, কী প্রশান্তি পাবে এই প্রাণ
কারার খেলাফ করে হই যদি ঘৃণ্য, বেঈমান ?
বান্দা আমি এলাহির, তাঁর নামে করেছি শপথ
নেব না কখনো লোভে, প্রাণভয়ে অসত্যের পথ,
মখলুকের খিদমত জানি আমি দায়িত্ব আমার,
নেব সে দায়িত্ব তুলে হোক তা কঠিন গুরুভার,
ক্ষয়, ক্ষতি, মৃত্যু যদি সে দুর্গম পথে আসে ; ধীর
নির্ভয়ে আল্লার নামে একা আমি হব রাহাগির।'

হাতেমের কথা শুনে বলে বৃদ্ধ, 'সাবাস হিম্মত,
সাবাস মর্দমি, খাস ইনসানের পেয়েছ ইজ্জৎ।

www.pathagar.com

পারে না যে পথে যেতে শংকা-ম্লান ভীরু, বেঈমান
সে পথে নির্ভয়ে যাও তা'য়ী পুত্র-বীর সুমহান
আল্লাকে মদদগার পাবে দুঃখে দুর্দিনে তোমার
আসুক সে পথে বাধা ; মুসিবত লক্ষ ; ..... বেশুমার !
সত্য ও ন্যায়ের পথে নিঃস্বার্থ, নির্ভীক রাহাগির
অসত্য, অন্যায়, মিথ্যা ধ্বংস করে যাও তুমি বীর,
সম্পূর্ণ অজানা দেশে যেয়ো তুমি হুশিয়ার হয়ে ;
'আল্লাহ্ নেগাহ্বান হোন '— এই দোওয়া যাই আমি কয়ে।'

পথের নিগূঢ় বার্তা জেনে নিয়ে সাহসী দিলীর
দুর্গম সড়কে ফের তা'য়ী পুত্র হলো রাহাগির।।

www.pathagar.com

জ্বিনের জুলুম

"ওজুদ উপরে ছের আছে কোন কামে।
নাম রবে কাটা গেলে এলাহির নামে।"

এক

দূর হাম্মামের পথে দেখিল হাতেম নামদার
আজিম শহরে এক ঘরে ঘরে শাদীর আঞ্জাম,
তাম্বু, শামিয়ানা দেখে, বাজে বাদ্য নৌবত সাহানা;
শহরের অধিবাসী নিরানন্দ তবু ! গমগীন
অজ্ঞাত কি বেদনায় ঘোরে সব বাশিন্দা বস্তির
মুখে হতাশার ছায়া ! তায়ী পুত্র শুধালো বিস্ময়ে,
'কেন, কি কারণে আজ এক দিনে শাদীর আঞ্জাম
প্রতি ঘরে ; কি কারণে গমগীন রয়েছ সকলে?'

উত্তর করিল বৃদ্ধ সুপ্রাচীন, 'শোন দূর দেশী
মুসাফির ! ভয়াবহ মুসীবত আমাদের পরে।
প্রতি সালে এই দিনে আসে এক আজদাহা বিশাল
এই শহরের প্রান্তে, মানুষের রূপে দেখি তারে
মুহূর্ত নগর কেন্দ্রে ! যেখানে কুমারী কন্যা আছে
আদম-সূরতে সাপ যায় সেই ঘরে, কেড়ে নেয়
ইচ্ছা হয় যাকে। জানি না কোথায় তাকে নিয়ে যায়,
মেলে না কখনো আর সুন্দরী সে কন্যার সন্ধান।

বর্ষ শেষ হলে পাপ আসে ফিরে সুনির্দিষ্ট দিনে
কুমারী কন্যার খোঁজে, দাগা দিয়ে কলিজায় ফের

www.pathagar.com

আবার সে কেড়ে নেয় কোন এক দুর্ভাগা পিতার
সম্ভ্রম ;— চোখের আলো। ঘরে ঘরে শাদীর রসম
আনন্দের সরঞ্জাম, রাহাগির ! যত দেখ চোখে
সাপের জুলুমে শুধু। যদি কেউ না করে আঞ্জাম
মরে সেই হতভাগ্য সাপের আক্রোশে। আজ তাই
আনন্দের দিন নয় ; মজলুমের মাতমের দিন।'
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'সয়ে যাও কেন এ জুলুম
শয়তানের? কেন সও অত্যাচার জালিম পাপীর ?
যত সয়ে যাবে পাপ, অত্যাচার সয়ে যাবে যত
জালিম প্রশ্রয় পাবে ; অত্যাচার বাড়াবে ততই।'
বলিল তখন বৃদ্ধ, জোরওয়ার শুনি সে এমন
কেউ যা দেখেনি চোখে, কৌশলে সে সুকৌশলী আরো।
যে যায় সম্মুখে তার মুহূর্তেই হয় পলাতক
প্রাণ ভয়ে ; পারে না বিতর্কে কিংবা বাযুর কুঅতে !'
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'জেনে রাখো ছদ্মবেশী জ্বিন
জুলুম চালায়ে যায় সুকৌশলে, নির্বোধ মজলুম
সয়ে যাও নত শিরে নিয়ে শুধু আশ্চর্য ভীরুতা।
যদি হয় শক্তিমান জালিম, তা' হলে শক্তিশালী
হও আরও, যদি হয় সুকৌশলী তবে সূক্ষ্মতর
কৌশলের হাতিয়ার নাও ; বদলা নাও জুলুমের
জালিমের তাজা খুন নিয়ে।'

ম্লান মুখে, হতাশ্বাস
বলিল তখন বৃদ্ধ, 'পারি না আমরা কমজোর,
কব্জিতে কুয়ত নাই, হারায়েছি হিম্মত দিলের।
বেঁচে আছে মুখে মুখে কওমের মর্দমীর কথা,

www.pathagar.com

—মনে হয় অর্থহীন অস্তমিত সূর্যের কাহিনী।
আছে ঢের নৌ-জোয়ান এ মুলুকে তোমার মতন
শক্তিমান, কিন্তু নাই কোনখানে প্রকাশ প্রাণের,
দাঁড়াতে পারে না কেউ সঙ্গীহীন একাকী ; অথবা
দলবদ্ধ। প্রত্যেকে বচসা করে কিন্তু বিপদের
সম্মুখে যায় না কেউ, নিরাপদ দূরত্বের তীরে
বেঁচে থাকে নৌ-জোয়ান লজ্জাহীন ; এই জনপদে
ক্লান্ত মর্সিয়ার সুরে খোঁজে কেউ সান্ত্বনা প্রাণের।'
বলিল হাতেম তা'য়ী, 'অবিশ্বাসী, আস্থাহীন যারা
করে অত্যাচার কিংবা অত্যাচার সয়ে যায় শুধু
মুখ বুজে নীরবে, নিভৃতে। কাঁদে ক্লীব, কাপুরুষ
ইজ্জত, সম্ভ্রম তার শেষ হয় যখন পাপীর
পদপ্রান্তে; জালিমের পথ ছাড়ে প্রতিরোধ ভুলে।
মানি না এ দুর্বলতা, মানি না কখনো অসম্ভ্রম
আশরাফুল মখ্‌লুকাত ইনসানের। জানে না আপোস
এখানে সংগ্রামী সত্তা দীনতায়, আত্মসমর্পণে;
বুঝি না সুদীর্ঘ কাল্‌ সয়ে যাও কেন এ লাঞ্ছনা !
আল্লার সৃষ্টির প্রতি যে করে জুলুম, অশান্তি যে
আনে এই জনপদে, আমি তার দুশমন জানের ;
জুলুমের দাদ নেব কিংবা হবো শহীদ এখানে।'

দুই

গোধূলি আঁধারে এল সেই সাপ,— আজদাহা দারাজ
আস্‌মানে ওঠায়ে শির, পুচ্ছ তার পড়ে না নজরে;
দানব অথবা দেও তুচ্ছ তার কাছে। পাহাড়ের
বিপুল প্রত্যঙ্গে যেন গড়া সেই সাপের শরীর

www.pathagar.com

রাত্রি কাল (প্রচণ্ড শক্তিতে বক্র অথবা সর্পিল,
মৃত্যু-জিজ্ঞাসার মত কখনো সে দৃঢ় কুণ্ডলীতে
সঙ্কুচিত, কখনো বা প্রসারিত চলে ঝড় বেগে,
উল্কা তীব্র দৃষ্টি মেলে সম্মোহিত করে সে সহজে
জনপদ; দুর্বল শিকার যারা ধরা দেয় ত্রাসে
আতঙ্কিত)।

শহরের প্রান্তে এসে আজদাহা যখন
ছাড়িল প্রশ্বাস (যেন ঝড় বয়ে গেল বৈশাখের
আদিগন্ত মাঠে), মূর্ছাহত জনপ্রাণী সে প্রশ্বাসে
সুতীব্র ঝঞ্ঝার মুখে উড়ে গেল ছিন্নপত্র যেন
লক্ষ্যহীন অন্ধকারে ! সবিস্ময়ে দেখিল হাতেম
জমিনে লুটায়ে সাপ তারপর হলে কী কৌশলে
রূপায়িত আদম সূরতে ! মূর্তিমান বিভীষিকা
রূপ নিল শা'জাদার (অপরূপ সে রূপ কুমার
দৃষ্টি আর যায় না ফেরানো) !

বুঝিল হাতেম তা'য়ী
ইব্‌লিসের যে খান্দান করে ধ্বংস শান্তি ও সুষমা
সেই ভয়ঙ্কর পাপ রূপ নিল আশ্চর্য সুন্দর।

তিন

আদম-সূরতে জ্বিন ঘরে ঘরে কুমারীকে দেখে
ফেরে মূর্তিমান পাপ। নিঃশব্দ অশ্রুর বন্যা বয়
সব মজলুমের চোখে, ... কাঁদে কন্যা নীরবে নিভৃতে
অশ্রু ভারাক্রান্ত প্রাণ ব্যর্থতার দুঃসহ ব্যথায়,
অন্তহীন বেদনায় কেঁদে মরে কন্যার জননী,

www.pathagar.com

কাঁদে পিতা, কাঁদে ভ্রাতা সীমাহীন অক্ষমতা নিয়ে
মুখ বুজে সর্প ভয়ে। বর্ষে বর্ষে হয়েছে এমন,
বর্ষে বর্ষে সয়ে গেছে সে জুলুম বোবা বেদনায়
সংখ্যাহীন নারী নর উৎপীড়িত ; নিশ্চেষ্ট তবুও
(চায়নি সরাতে পাপ ; সমষ্টির মুসীবত জেনে
আত্মরতিমগ্ন প্রাণ প্রতিবাদ করে নাই ভয়ে)।
জালিমের দুঃসাহস দেখিল হাতেম নামদার
আগ্নেয়গিরির মত (ধূমায়িত নিরুদ্ধ বহ্নিতে)।

চার

চলিল যখন জ্বিন সাথে নিয়ে সুন্দরী কুমারী
(শংকায় বিমর্ষ, ম্লান, মূর্ছাহত কুঁড়ি গোলাবের),
বিক্ষুব্ধ তখন সেই নির্লজ্জের দুঃসাহস দেখে
দাঁড়ালো হাতেম তা'য়ী পথ জুড়ে পাহাড় যেমন
অটল, উন্নত শীর্ষ উচ্ছৃঙ্খল বন্যার সম্মুখে।
দাঁড়ালো আল্লার নামে সে নির্ভীক (মদদে খোদার
ন্যায়নিষ্ঠ চিরজয়ী প্রতিপক্ষ জালিমের পরে)।

মধ্য পথে অতর্কিত বাধা পেয়ে ছদ্মবেশী জ্বিন
ধরিল স্বরূপ তার (ঝরে গেল শা'জাদার সাজ);
দৈত্যের বিশাল মূর্তি নারী নর দেখিল সভয়ে।
শংকিত শহরবাসী দেখিল বিস্ময়ে সেই সাথে
বনি আদমের শক্তি খঞ্জরের মত তীক্ষ্ণধারে
শাণিত বুদ্ধিতে আর বজ্রদৃঢ় বাজুর কুয়তে।

www.pathagar.com

পাঁচ

আশ্চর্য সংঘাত দেখে নারী নর ধূর্ত শয়তানের
আর মুক্ত মানুষের (ঘূর্ণী ঝড় উঠে এল যেন)!
যেমন অরণ্যচারী মুক্ত সিংহ বিপুল আক্রোশে
হানা দেয় শংকাহীন ক্ষিপ্ত বন্য মহিষের পরে
নির্ভয়ে, হাতেম তা'য়ী হানা দিল শয়তানের পরে
প্রচণ্ড শক্তিতে মুক্ত মানুষের জেহাদী কুয়তে !
পদোৎক্ষিপ্ত ধূলি মেঘে পূর্ণ হলো প্রান্তর সহসা।
মিলালো কখনো তারা ধূলি ধূমে, কখনো অস্ত্রের
দীপ্ত ফলা দেখা দিল, শ্রাবণের বিদ্যুত যেমন
ঘন আবরের বুক দীর্ণ করে সর্পিল গতিতে
পলকে মিলায়ে যায় দিকপ্রান্তে হারাতে আঁধারে।

প্রথম প্রহর রাত্রি কেটে গেল সংঘর্ষের মুখে
কম্পমান ; জয়, পরাজয় কিংবা বিরতি যুদ্ধের
হলো না সে রণক্ষেত্রে (দুই পাশে জালায়ে আগুন
জাগিল জনতা ভয়ে রুদ্ধশ্বাস জঙ্গের ময়দানে)!
তারপর সবিস্ময়ে দেখিল সে বাশিন্দা বস্তির
হাতেম হয়েছে জয়ী, বন্দী জ্বিন পাত্রের ভিতরে
আক্রোশে গর্জন করে, ভেঙে পড়ে স্তব্ধতা রাত্রির।

বলিল হাতেম তা'য়ী (বৈশাখের মেঘ বজ্রস্বরে
কথা বলে যেন), 'এবার আগুন জ্বালো, ক্লীবত্বের
শঙ্কা ভুলে আনো শুষ্ক অরণ্যানী, পৃথিবীতে জালো
অগ্নিশিখা লেলিহান, পুড়ে যাক প্রচণ্ড আগুনে

www.pathagar.com

শয়তানের শেষ চিহ্ন, মিটে যাক নাম ও নিশানা
অত্যাচারী জালিমের পাপ-মুক্ত পৃথ্বিতল থেকে।'
নিষ্কম্প আদেশ শুনে বজ্রকণ্ঠে লক্ষ নারী নর
জ্বালালো প্রলয় শিখা ভয়াবহ নৈশ নগরীতে;
পাত্র এনে ফেলে দিলো জ্বলন্ত ইন্ধনে। মুহূর্তেই
ছাই হয়ে গেল পাপ ভয়ঙ্কর আতশী প্রদাহে,
মুছে গেল চিরতরে জালিমের নাম ও নিশানা॥

www.pathagar.com

হাম্মামের পথে

"উতারিয়া চলে মর্দ ময়দানে ময়দানে।
আল্লার কুদরত কত দেখে সেইখানে।।"

এক

গুমোট রাত্রির কালো দু'পাখা গুটালে আজাজিল
দেখা দিল দীপ্ত দিন— 'জমর্রু দি পাখা জিব্রিলের ;
ডাকিল ভোরের পাখী প্রশান্তির নীড়ে।
যুদ্ধ শেষে
যখন প্রশান্তি এল জনপদে, যখন জ্বিনের
কদর্য লালসা থেকে মুক্তি পেল উৎপীড়িত প্রাণ
সংখ্যাহীন, তখন হাতেম তা'য়ী হাম্মামের পথে
হলো ফিরে রাহাগির। ঝরোকায় কুমারী কন্যারা
তাকালো কৃতজ্ঞ চোখে, মুক্তি পেয়ে শিকারী বাঘের
কঠিন কবল থেকে চায় ভীরু হরিণী যেমন
কালো চোখে ;— দৃষ্টি নিস্পলক। শোকরিয়া জানালো, আর
কিম্মতী সওগাত ঢের দিল এনে সেই শহরের
নারী-নর। নিল না হাতেম তা'য়ী (নিঃস্বার্থ খাদিম),
বলিল, 'দুর্নীতি আর জালিমের অত্যাচার থেকে
যদি মুক্ত কর দেশ, মুক্ত হও যদি ক্লীবত্বের
নিস্ক্রিয় ভীরুতা থেকে ;— মানি তবে সার্থক প্রয়াস।
চাই না খেলাত আমি, নিয়ে যাও ইনাম ; আল্লার
বান্দা আমি চাই শুধু রেজামন্দি তাঁর। আমি চাই
সব মানুষের সাথে পরিপূর্ণ শান্তি পৃথিবীতে।

www.pathagar.com

লোভ-লালসার পংকে ডুবে চলে যে ভ্রষ্ট পিশাচ
সে শুধু ছড়িয়ে চলে আবর্জনা ক্লেদ। কিংবা যারা
মেনে নেয় নতশিরে দুর্নীতির জিঞ্জির জীবনে,
অন্যায় অসত্য-পাপে শৃঙ্খলিত মরে অন্ধকূপে,
ঈমান, ইজ্জত ভুলে করে ভীরু আত্মসমর্পণ
অত্যাচারী পিশাচের পদপ্রান্তে, জানি দুর্নীতির
বাহন তারাই,— ক্লীব; শত্রু তারা সমাজ সত্তার।
নিয়ো না তাদের পথ, মুক্ত হও অত্যাচার থেকে;
শেষ কথা বলে যাই বাদগর্দ হাম্মামের পথে।'

দুই

যখন পথের বাঁকে মিশে গেল ছায়া বিদেশীর,
দরদী বন্ধুকে ছেড়ে ফিরে এল জনতা শহরে
বিমর্ষ, অজানা দেশে চলিল হাতেম নামদার
নিঃসঙ্গ ; আল্লার নামে।

পাহাড়ের পথ ঘুরে একা
পার হয়ে মাঠ, বন; মিঠা আর নোনা পানি দেখে
বহু দরিয়ার, দু'রাহায় দাঁড়াল সে দ্বিধাগ্রস্ত।
নিল না সহজ রাহা (যে সড়কে চলে সওদাগর
নিরাপদ সমতলে মন্থর গতিতে, রোমাঞ্চিত
ভাব বিলাসীরা চলে স্বপ্নালস ঝর্ণার প্রস্বনে
বিমুগ্ধ যে পথে; গেল না হাতেম তা'য়ী সে রাহায়)
চলিল নিঃশংক প্রাণ সব চেয়ে দুর্গম সড়কে।
পার হলো একে একে সরিসৃপ-সংকুল বনের
দীর্ঘ পথ, অষ্ট ধাতুময় মাঠে গেল ক্ষতপদ,

www.pathagar.com

দুর্গম বাবুল বন পার হলো আপ্রাণ প্রয়াসে ;
তারপর বহু শ্রমে এল শ্রান্ত শহর কাতানে।

তিন

হাতেম তা'য়ীকে ফিরে বহুবার বোঝালো হারিস
(বাদশা কাতানের), বলিল, অলক্ষ্যে যত মুসাফির
গেছে, কেউ ফেরে নাই ; যারা যায় হাম্মামের মাঝে
সন্ধ্যার মেঘের মত মিশে যায় রাত্রির আঁধারে;
কখনো পায় না কেউ নিশানা তাদের। ফিরে যাও
নিজের মুলুকে তুমি রাহাগির সহি সালামতে,
এখনো সময় আছে ; শেষবার দেখো তুমি ভেবে।'
বলিল হাতেম তা'য়ী 'বাধা তুমি দিয়ো না আমাকে,
যদি যায় যাবে প্রাণ, তবু এই প্রতিজ্ঞা আমার
দেখে যাব কী রহস্য সংগোপন রয়েছে হাম্মামে।'
বলিল হারিস শাহা, 'লিপি তবে নাও নামদার
দ্বাররক্ষী সে পথের সামান ঈরাক যার নাম
এ লেখন দেখে পাবে যে মুহূর্তে নির্দেশ আমার
ছেড়ে দেবে সহজে সে বাদগর্দ হাম্মামের দ্বার।'

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর প্রতি সামান ঈরাক

"তবু তারে বারে বারে বুঝায় সামান।
এখন ফিরিয়া যাও বাঁচাইয়া জান।"

এ কথা শুনেছি আমি, বাদগর্দ হাম্মামের মাঝে
(তৈমুস্ শাহার যাদু — এ টুকুই আছে শুধু জানা)
তেলেস্‌মাতি তূতী কণ্ঠে যারা তীর করেছে নিশানা
ব্যর্থতায় কেঁপে উঠে পাথরের মূর্তি হয়ে আছে।
বিকায়েছে যারা সস্তা পৃথিবীর, প্রবৃত্তির কাছে
পায়নি সেখানে তারা জিন্দেগীর নতুন ঠিকানা,
বিভ্রান্ত হয়েছে, কেউ অন্ধকারে হয়েছে দিউয়ানা;
ধূলায় লুটেছে কারো কৌতূহল ব্যর্থতার লাজে।
সপ্তম প্রশ্নের কথা হাম্মামের নিকষ ছায়াতে
হারাবে তোমার শূন্যে ঘূর্ণমান জুল্‌মাতের মত।
য়েমনের শাহ্‌জাদা ! ফিরে যাও, হোয়ো না বিক্ষত
অজানার অন্ধকারে ; — অন্তহীন যাদুর মায়াতে।
আশিক মুনীর শামী পেরেশান, পিপাসায় নত;
হূরের মতন কন্যা থাক তার অশেষ তৃষ্ণাতে।।

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর জওয়াব ও হাম্মামে যাত্রা

'আল্লার বান্দার কামে যায় যাবে জান।
সেই ভাল থাকে যদি বাহাল ঈমান।।
মাফ কর মুঝে আর না করিও মানা।
এয়ছাই কহিয়া খাড়া হইল মর্দানা।।'

বলিল হাতেম তা'য়ী, 'অনিবার্য মৃত্যু একদিন
দেখা দেবে জিন্দেগিতে ; কেন তুমি হও বে-চঈন?
সৃষ্টির প্রথম থেকে যে কখনো মানে নাই মানা,
আমার চলার পথে যদি সে পাঠায় পরোয়ানা
মর্দে মুমিনের সেই আকাংক্ষিত মৃত্যুকে মহান
টেনে নেবে হাসি মুখে দূরান্তের পথে এই প্রাণ।
দিয়ো না আমাকে বাধা, শোন দোস্ত, শোন দিলদার
শেষ সওয়ালের পথে জেগে আছে প্রতিজ্ঞা আমার,
ফিরে যাই যদি আজ, কিংবা ভুলি সংকল্প এখানে
'ঘৃণ্য মিথ্যাবাদী' নাম রটে যাবে দুনিয়া জাহানে,
হাজার মৃত্যুর চেয়ে সে কুখ্যাতি, গ্লানি সে দুঃসহ ;
মিথ্যুকের পরিণতি দু'জাহানে জানি ভয়াবহ।
আল্লার বান্দার কাজে যদি যায় তবে যাক প্রাণ,
মৃত্যুর সম্মুখে যেন থাকে দৃঢ়, অটুট ঈমান,
কোরো না আমাকে মানা ; মাফ করো গোস্তাখি আমার!'
দাঁড়ালো এ কথা বলে নির্ভয়ে হাতেম নামদার।

হাতেমের কথা শুনে প্রহরী সামান শেষবার
বলিল, 'হাতেম তা'য়ী, ভেবে দেখো তক্‌দির তোমার,

www.pathagar.com

হাম্মামের মুসিবত ভেবে তুমি দেখো রাহাগির।
হারাবে ; পাবে না খুঁজে পরিচিত চিহ্ন পৃথিবীর।'
বলিলো হাতেম তা'য়ী, 'মাফ করো সামান ঈরাক,
অচেনা হাম্মাম মাঝে ধূলিতলে যদি হই খাক,
বেবাহা ময়দানে যদি মিটে যায় নিশানা আমার
যাবে না কখনো তবু এ প্রতিজ্ঞা—কঠিন করার।'

হাতেমের কথা শুনে সামান ঈরাক বে-চঈন
হারিস শাহার কাছে এই লিপি লিখিলো সে দিন
হাতেম মানে না মানা ; দৃঢ় সে অটল প্রতিজ্ঞায়।

লিখিলো হারিস শাহা, যেতে দাও হাম্মামখানায়,
সত্যের সন্ধানে যারা পৃথিবীতে চলে মুক্ত প্রাণ
রয়েছে তাদের তরে আল্লার রহ্‌মত অফুরান।

বাদশার হুকুম পেয়ে সামান ঈরাক তারপর
হাতেম তা'য়ীকে ডেকে শোনালো। সে পথের খবর।
অনেক লশ্‌কর, ফৌজ সাথে নিয়ে চলিলো সে; আর
দেখিল সপ্তাহ্ শেষে অবরুদ্ধ হাম্মামের দ্বার।

দরজা খুলিল দ্বারী সামানের ইঙ্গিতে যখন
দেখিলো হাতেম তা'য়ী ঊর্ধে তার ওঠায়ে নয়ন
আসমান সমান উঁচা সে বুলন্দ শাহী দরজায়
মর্মরে খোদিত লিপি সূর্যালোকে যেন ঝলসায় !
রহস্যের তীরে এসে দূরান্তের পথিক তখন
অজানা বিস্ময়ে একা পড়িল সে আশ্চর্য লেখন ...

www.pathagar.com

শিলালিপি

: গড়েছে তৈমুস্ শাহা এ হাম্মাম তেলেস্মাত দিয়ে,
পেরেশান মুসাফির ! ফিরে যাও ভীরু প্রাণ নিয়ে ।।
: যাদুর হাম্মাম মাঝে যাবে যারা, তারা কোন দিন
পাবে না মুক্তির পথ সঙ্গীহারা ; সান্ত্বনা বিহীন ।।
: হায়াত রয়েছে যার যতো দিন ; জিন্দানখানার
ঘূর্ণাবর্তে ঘুরবে সে দ্বন্দ্ব নিয়ে নৈরাশ্য আশার ।।

www.pathagar.com

বাদগর্দ হাম্মামের রহস্য

এক

“যাইতে হইল মুঝে হাম্মামের বিচে।
হইবে যে কিছু লেখা নছিবেতে আছে।।”

অপূর্ব লেখন দেখে তা'য়ী পুত্র ভাবিল তখন,
‘রহস্যের অন্তরালে হবে খেলা জীবন মরণ,
মওতের দেখা পাবো অথবা আমার জিন্দেগানি
প্রমুক্ত জ্ঞানের স্পর্শে হবে আজ রওশন, নূরানী;
খোদার রহমত পেলে দেবো আমি সঠিক জওয়াব;
অজ্ঞতার অন্ধকারে কোন দিন মেলে নাই লাভ।’
এই কথা ভেবে মনে সকলেরে করিয়া বিদায়
অচেনা হাম্মামে চলে রাহাগির ভাবিয়া খোদায় ....

পঞ্চাশ কদম চলে দেখিল সে তাকায়ে পশ্চাতে
মানুষের চিহ্ন নাই ফেলে আসা সেই দরজাতে,
কোথায় দরজা আর কোন্‌খানে বন্ধু সে সামান
চারপাশে শুধু তার পড়ে আছে বেবাহা ময়দান!

লক্ষ্যহারা মুসাফির ঘোরে তবু একা চার দিন
কিন্তু পায় না সে খুঁজে হাম্মামের দরজার চিন্‌
খা খা করে শূন্য মাঠ, কোন দিকে আর কিছু নাই;
অন্তহীন বিয়াবানে বেকারার ঘোরে সর্ব ঠাঁই।
ভাবে শ্রান্ত রাহাগির, ‘মৃত্যু বুঝি এলো এত দিনে,
মওতের রাহ্‌বার এতদিনে এলো পথ চিনে,

www.pathagar.com

তবু যাব এক মনে যতক্ষণ বুকে আছে দম;
শেষ নিঃশ্বাসের সাথে সর্বশেষ বাড়াবো কদম।'

সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে তা'য়ী পুত্র এক দিকে যায়,
আদম সূরত এক অকল্পিতে দেখিবার পায়,
লেবাস পোশাক আর দেখে তার সাজ-সরঞ্জাম
বুঝিল হাতেম তা'য়ী ঃ পেশাদার এ হবে হাজ্জাম।
ডাক দিয়ে রাহাগির তারপর শুধালো যখন
বলিল সে, 'হাম্মামের না-চীজ খাদিম একজন,
রাহী মুসাফির ডেকে প্রতি দিন করাই গোসল,
এইভাবে দিন যায় ; এই শুধু আমার সম্বল।'

হাতেম বলিল তাকে, 'যাব আমি হাম্মাম খানায়।'
দেখিল গম্বুজ এক মুহূর্তে সে দিগন্ত ছায়ায় !

পলকে গম্বুজ দেখে (উঁচা যেন আসমান সমান)
শুধালো হাতেম তা'য়ী হাজ্জামেরে দ্বিধাগ্রস্ত প্রাণ !
বলিল হাজ্জাম, 'কেন ভয় পাও? বাদগর্দ নাম
আস্‌মান সমান উঁচা জেনো এই আশ্চর্য মকাম।'

হাতেম তা'য়ীকে নিয়ে বহু পথ পার হয়ে এসে
হাম্মামের দরজায় হাজ্জাম দাঁড়াল অবশেষে,
খুলিল আপনি দ্বার (কি আশ্চর্য) পাহাড় সমান।
হাজ্জামের সাথে গেল তা'য়ী পুত্র সংশয়িত প্রাণ।
তিন লোটা পানি এনে যে মুহূর্তে গায়ে দিল তার
উঠিল আওয়াজ, আর স্নানাগার হলো অন্ধকার,

www.pathagar.com

চোখের পলকে যেন মুছে গেল নিমেষে হাজ্জাম;
দেখিল হাতেম তা'য়ী চারপাশে নিরুদ্ধ হাম্মাম!

পানির সয়লাব এল হাম্মামে তখন আচম্বিতে,
পলকে প্রবল বন্যা ছড়ায়ে পড়িল চারিভিতে !
ক্রুদ্ধ আজদাহার মত ক্রমাগত ওঠে স্ফীত হয়ে,
হাতেম তাকায়ে দেখে সেই বন্যা শংকা ও বিস্ময়ে।
তারপর সিনা তক সেই পানি উঠিল যখন
তেলেস্‌মতি সে মহলে করিল হাতেম প্রাণপণ,
ভাবিল, 'হাম্মামে আর কোন দিকে নাই মুক্তি পথ,
জানা গেল এ মকামে মওতের এই আলামত।'

যখন উঠিল পানি আরো উচ্চে মাথার উপরে
হাতেম সাঁতার দিল তখনি সে অবরুদ্ধ ঘরে,
যখন উঠিল পানি আরো ঊর্ধে গম্বুজ সমান
(ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মুখে হাতেম তখন ভাসমান)
কড়ি কাঠ ধরে বীর করিল সে আল্লাকে স্মরণ।
সহস্র বজ্রের শব্দ জেগে ওঠে হাম্মামে তখন ...

বিস্ময়ে তাকায়ে দেখে তারপর ... হাম্মাম, গম্বুজ
পলকে মিলায়ে গেছে, ... আছে এক অরণ্য সবুজ ...
আর পড়ে আছে পাশে অন্তহীন কোশাদা ময়দান ...
খোদার দরবারে ফের শোক্‌রিয়া জানায় মুগ্ধ প্রাণ।

www.pathagar.com

দুই

"তিন দিন তিন রাত রহে সেইখানে।
বড় এমারত এক দেখিল ময়দানে।"

তিন দিন তিন রাত্রি হাতেম রহিল সেইখানে,
বড় ইমারত এক তারপর দেখিল ময়দানে।
ভাবিল হাতেম তা'য়ী ঃ সম্মুখে পাবে সে আবাদানি,
পাবে ইন্সানের দেখা ; দূরে যাবে সব পেরেশানি।
শেষহীন আশা নিয়ে চলিল হাতেম ইমারতে
আজিম দরজা এক (মুক্ত দ্বার) পেল তার পথে,
মহলের চারপাশে দেখে 'সব্জা পাকিজা বাগান'
বহু পথ পার হয়ে হাতেমের স্নিগ্ধ হলো প্রাণ।

কিন্তু কী আশ্চর্য (দেখে তা'য়ী পুত্র তাকায়ে পশ্চাতে)
বুলন্দ দরজা সেই মিলায়েছে কোন ইশারাতে।
ফিরিবার পথ নাই, যেতে হবে সম্মুখে যাদুর ;
শুনিল হাতেম তা'য়ী পদধ্বনি নিকষ মৃত্যুর।
দেখিল সে চারদিকে সংখ্যাহীন মূর্তি মানুষের
(জমাট পাথর সব পড়ে আছে দু'পাশে পথের),

নিস্তব্ধ সে মূর্তি দল জাগায় বিষণ্ন অনুভূতি !
বোঝে না হাতেম তা'য়ী পাথরের নীরব আকুতি
(কারা যেন মানা করে, কারা যেন নিষেধ জানায়
শূন্যতার ক্লান্ত স্বর ঘুরে মরে হাওয়ার ডানায়)।
শুধাবে সে কার কাছে? 'পাথরের সরে না জবান।'
অসংখ্য মূর্তির মাঝে শিহরায় হাতেমের প্রাণ।

www.pathagar.com

তিন
"উপরে কোঠায় দেখে তুতী জানওয়ার।
পিঞ্জিরাতে টাঙ্গা আছে কেহ নাহি আর।।"

পাষাণ মূর্তির মাঝে তারপর দেখিল সেখানে
শুধু এক তোতা পাখী জেগে আছে মৃত বিয়াবানে,
উপরে, কোঠার প্রান্তে অপরূপ পিঞ্জরের পাখী
দূর দেশী পথিকেরে এই কথা বলিল সে ডাকি,
'এখানে এসেছ কেন প্রাণ দিতে শুধু অকারণে?
ফিরে যাও মুসাফির, কিংবা দেখ নিস্তব্ধ নির্জনে
মানুষের পরিণতি ; -দেয়ালের নির্ভুল লেখন ...'

বিস্ময়ে তাকায়ে ঊর্ধে তা'য়ী পুত্র দেখিল তখন
পাষাণ ফলকে এক লেখা আছে এই সমাচার,
'এখানে এসেছ কেন প্রাণ দিতে ভ্রান্ত, বেকারার?
এসেছ এখানে যদি পাবে না কখনো সালামত;
জেনে রাখ তবু তুমি হাম্মামের এই হকিকত :
অনেক মুদ্দত আগে একদা তৈমুস্ নামদার
আশ্চর্য কিম্মতী হিরা পেল এক পথে আপনার
(আদমের আউলাদ দেখেনি যা কখনো স্বপনে)!
নিল সে আলমাস তুলে শাহ্জাদা পরম যতনে,
বানায়ে হাম্মাম এক ঘূর্ণমান— বাদগর্দ নামে
তেলেস্মাত করে হিরা রেখে দিল যাদুর হাম্মামে।
তূতীর শেকমে আছে সেই হিরা অমূল্য পাথর ...
সাচ্চা দিল যদি কেউ থাকে এই দুনিয়ার 'পর,
তূতীকে নামাতে যদি পারে কেউ তীরের আঘাতে
কিম্মতী সে আলমাস সত্যসন্ধ পাবে তার হাতে,

www.pathagar.com

ব্যর্থ যদি হয় তীর ; প্রতিফল সেই আঘাতের
মিথ্যাময় প্রাণ নিয়ে জড় মূর্তি হবে পাথরের।'
অসংখ্য মূর্তির মাঝে দেখে সেই আশ্চর্য লেখন
শুনিল হাতেম তা'য়ী সে নৈঃশব্দে বক্ষের স্পন্দন,
নির্জন মহলে সেই মনে হলো ফিরে বহুবার
: এখানে অসংখ্য প্রাণ হলো এক মিথ্যার শিকার,
এসেছিল যারা মাঠে হাম্মামের রহস্য সন্ধানে
পাথরের মূর্তি হয়ে আছে তারা যাদুর বিধানে
(চোখ আছে দৃষ্টি নাই, বক্ষ আছে মেলে না হৃদয়,
শিলীভূত জড়তায় নাই তপ্ত প্রাণের সঞ্চয়
মৃত্যু আর জীবনের মাঝখানে অবরুদ্ধ গতি);
বুঝিল হাতেম তা'য়ী ব্যর্থতার এই পরিণতি !

মৃত্যুস্তব্ধ সে মহলে দেখে সেই আশ্চর্য লেখন
ভাবিল হাতেম তা'য়ী, 'প্রশ্ন আজ জীবন মরণ,
ফিরি যদি প্রাণ ভয়ে ব্যর্থ হবে প্রতিজ্ঞা আমার,
আশিক মুনীর শামী মারা যাবে দিল বেকারার।
আর যদি ব্যর্থ হই জড় মূর্তি হবো পাথরের,
রবে না নিশানা নাম ;— কোনখানে চিহ্ন হাতেমের।
তবু দেখে যাব শেষ, শেষ চেষ্টা মৃত্যুর সম্মুখে
করে যাব এ জীবনে দ্বিধাহীন অকম্পিত বুকে।'
এই কথা ভেবে মনে কঠিন হিম্মতে বেঁধে বুক
তুলিলো হাতেম তা'য়ী ময়দানের তীর ও ধনুক।
পিঞ্জরের নীচে এসে তা'য়ী পুত্র তাকায়ে উপরে
হানিল প্রথম তীর ...

উড়িল বিহঙ্গী শূন্য স্তরে

www.pathagar.com

ব্যর্থতায় নতমুখ তা'য়ী পুত্র ফেরায়ে নজর
দেখিল পলকে তার 'জানু তক হয়েছে পাথর',
শক্তি নাই চলিবার ... যেন এক বৃক্ষ বদ্ধমূল
জমিনে (অবাধ গতি মুহূর্তেই হয়ে গেছে ভুল)।

শূন্য স্তর ঘুরে ফের তোতা পাখী বসিল পিঞ্জরে,
বাঁকায়ে সবুজ গ্রীবা বলিলো সে নির্জন প্রান্তরে,
'প্রাণ নিয়ে ফিরে যাও মাঠ থেকে মূর্খ মুসাফির !
অকারণ অপচেষ্টা আর ব্যর্থ কোরো না ফিকির।'

ভাবিল হাতেম, 'ভয়— জিন্দেগিতে পাইনি কখনো
অর্ধ পথে থেমে গেলে পাব না মুক্তির রাহা কোন।'
এই কথা ভেবে মনে 'য়েমনের মুক্ত মুসাফির
হানিল দ্বিতীয় তীর লক্ষ্য করি কণ্ঠ সে তূতীর।

আসমানে উড়িল তূতী (ব্যর্থ হলো দ্বিতীয় আঘাত)!
ভাবিল হাতেম তা'য়ী 'এতো দিনে এলো অপঘাত।'
অসংখ্য মূর্তির মাঝে দেখিল সে ফেরায়ে নজর
জনশূন্য মাঠে তার 'নাভি তক হয়েছে পাথর।'

শূন্যে ঘুরে তোতা পাখী শংকাহীন বসিল পিঞ্জরে !
খোদার মদদ চেয়ে তা'য়ী পুত্র নির্জন প্রান্তরে।
ভাবিল, 'চরম মৃত্যু আসে যদি, আসুক এখানে
রব তবু নিঃসংশয়, বজ্রদৃঢ় অটুট ঈমানে।
জঙ্গের ময়দানে যদি জাগে কারো প্রাণের দরদ,
যদি সেই মিথ্যাবাদী ; মৃত্যুভীত ক্লীব, না-মরদ
পলাতক হয় ভয়ে ; থাকে তার কুখ্যাতি জাহানে !
ভীরুর জিন্দেগি আমি চাই নাই, কুণ্ঠাহীন প্রাণে
চেয়েছি শহীদী মৃত্যু আজীবন ; আজ তাই ভাবি

www.pathagar.com

মর্দে মোমিনের মৃত্যু অথবা এ পথে কমিয়াবি।'
এই কথা ভেবে মনে ভারমুক্ত প্রাণ রাহাগির
নাম নিয়ে এলাহির হানিল সে সর্বশেষ তীর।

খোদার হুকুমে তীর লাগিল তৃতীর হলকুমে,
পিঞ্জরের সেই পাখী পড়ে গেল সমাচ্ছন্ন ধুমে,
উড়ে গেল সে মুহূর্তে হাম্মামের গম্বুজ বিশাল,
জুলমতের কাল ছায়া নেমে এলো ক্ষুধিত, ভয়াল,
পৃথিবী উঠিল কেঁপে ভূকম্পনে, ঝড়ের পাখায়
কো'কাফের লক্ষ দেও উড়ে এল ক্ষুব্ধ হিংস্রতায়,
পলকে আঁধারে ছেয়ে গেল সারা দুনিয়া জাহান ;
ঝঞ্ঝা ঝড়ে বজ্র রবে ডুবে গেল জমিন আসমান।
যায় না সম্মুখে দেখা, কিছু আর পড়ে না নজরে ...
খোদার মদদ চায় তা'য়ী পুত্র একাগ্র অন্তরে...
কেটে গেল সে আঁধার তারপর রহ্‌মতে খোদার,
দেখিল হাতেম তা'য়ী হাম্মামের চিহ্ন নাই আর,
রয়েছে হিরক পড়ে যেন এক রওশন আফতাব;
খোদার রহম জেনে তুলে নিল আলমাস সেতার॥

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর প্রত্যাবর্তন

"বাদগর্দ হাম্মামেতে হাতেম পাইল ফতে
দেলে তার বাড়িল হেকমত।
তুড়া গেল তেলেস্‌মাত মতলব হইল হাত
মিটে গেল দেলের হসরত।।"

য়েমনী হাতেম তা'য়ী ফতে পেল যাদুর হাম্মামে
(বাদগর্দ নাম যার), চূর্ণ হলো সব তেলেস্‌মাত;
সকল মিথ্যার ছায়া গেল দূর হয়ে। আর যারা
আচ্ছন্ন, অসাড় হয়ে ছিল বন্দী যাদুর ফেরেবে
অন্ধ জড় মূর্তিদল মুক্তি পেল সে কুহক থেকে।
পেল তারা মুক্ত দৃষ্টি, হৃদয়ের অনুভূতি; আর
চেতনার তপ্ত স্পর্শ পেল ফিরে সুপ্তোত্থিত মনে।

মুহূর্তে প্রাণের স্পর্শে কেটে গেল জড়তা তাদের।
যেখানে ছিলো না আলো, ছিলো শুধু যেখানে বিস্বাদ
অন্ধ অপমৃত্যু আর অজ্ঞতার নৈরাশ্য অশেষ
সেখানে অবাধ আলো— রোশ্‌নি এলো প্রদীপ্ত সূর্যের !
বিস্ময়ে তাকালো ফিরে সুপ্তোত্থিত বহু সওদাগর,
হাজার শা'জাদা ;— যারা এসেছিল অচেনা ময়দানে
প্রলুব্ধ হিরার খোঁজে ; ছিলো যারা জড় মূর্তি হয়ে
মুক্ত চেতনায় তারা তাকালো বিস্ময়ে— অন্ধকারে
আচ্ছন্ন, অসাড় থেকে রুদ্ধ গতি পাখীরা যেমন
ভোরের আলোকে চায় মুখ তুলে পাড়ি দিতে ফের
দিগন্ত সুদূর (হলো প্রাণোচ্ছল তেমনি পলকে) !

www.pathagar.com

কিংবা অতলান্ত এক সমুদ্রের আঁধার নিতলে
বন্দী থেকে দীর্ঘকাল বারি বিন্দু অসংখ্য, অশেষ
যেমন উল্লাসে ফের আসে মুক্ত আকাশের নীচে,
সকল জড়তা, বাধা দূর হয় যখন উদ্দাম
গতিভঙ্গে, তেমনি অসংখ্য প্রাণ মুক্তির আশ্বাসে
উঠে এলো জড়তার সুপ্তি মুছে উন্মুক্ত কান্তারে।

তখন হাতেম তা'য়ী সেই সব মুক্ত প্রাণ নিয়ে
হাম্মামের মাঠ ছেড়ে যাত্রা শুরু করিলো আবার
দূরান্তের পথে শাহাবাদে। ঘুরিল সে দীর্ঘ দিন
উত্তর, দক্ষিণ, পুবে রাহা খুঁজে ঘন অন্ধকারে
যেমন হারায়ে দিশা ঘোরে এক বিভ্রান্ত নাবিক
সহস্র মাল্লার সাথে রাত্রির সায়রে, (তেমনি সে
ঘুরিল বেবাহা মাঠে; তারপর পেল সে পশ্চিমে
পথ চিহ্ন খুঁজে। সামান ঈরাক ছিলো চৌকি দিয়ে
লক্ষ প্রহরীর সাথে যে দুয়ারে, পৌঁছিল হাতেম
একদা সে দিক প্রান্তে। মুর্দা যদি আসে গোর ফুঁড়ে
যেমন হয়রান হয় নারী নর, নির্বাক সামান
তাকালো শুধু সে তার বিস্ফারিত চোখে। হাম্মামের
আশ্চর্য কাহিনী বলে নিলো ফের শা'জাদা বিদায়
উজ্জ্বল দিনের প্রান্তে দীপ্ত সূর্যালোকে। তারপর
সাত দিন, সাত রাত্রি শেষে গেল শহর কাতানে
সঙ্গী দল নিয়ে।

সেখানে হারিস শাহা (বাদশা কাতানের)
নাম শুনে হাতেমের এল ছুটে শাহী তখ্‌ত ছেড়ে

www.pathagar.com

জনতার মাঝে রাজপথে; শেষ হলো পেরেশানি
পথের সকল কথা শুধালো সে হাতেম তা'য়ীকে।

উজীর, নাজির আর সহস্র জ্ঞানীর মজ্‌লিসে
বলিলো দানেশমন্দ তা'য়ী পুত্র তামাম কাহিনী
হাম্মামের। ... কিভাবে হাজ্জাম তাকে নিয়ে গেল, আর
পানির সয়লাব এলো কি ভাবে হাম্মামে, গম্বুজের
কড়ি কাঠ ছুঁয়ে পানি মুহূর্তেই মিলালো কিভাবে,
অসংখ্য মূর্তির মাঝে ঘুরিল কিভাবে পেরেশান,
কিভাবে সে তোতা পাখী মারা গেল, তৈমুস্‌ শাহার
আল্‌মাস কিভাবে এলো হাতে তার ঝড়-ঝঞ্ঝা শেষে
বলিলো হাতেম তা'য়ী একে একে রাত্রির মহ্‌ফিলে।
বিস্ময়ে শুনিল বাদশা হারিস কাতান, নিষ্পলক
দৃষ্টি মেলে শুনিল তা হাজেরান মজ্‌লিস সেখানে
পাথরের মূর্তি যেন (প্রাণ মন আছে অন্য দেশে)!
শেষ হলে সে কাহিনী, স্তব্ধ থেকে সুদীর্ঘ সময়
বলিলো হারিস্‌ শাহা, 'বারিতা'লা আল্লার দরবারে
জানাই শোক্‌রিয়া আমি, কুহকের কালচক্র ছিঁড়ে
সাফল্য দিলেন যিনি তাঁর এক বান্দার জীবনে।'

কাতান শহরে থেকে তিন দিন শাহার মেহ্‌মান
সঙ্গী দল নিয়ে (যারা ছিল বন্দী হাম্মামে কয়েদ)
চলিল হাতেম তা'য়ী ঘোড়ায় সওয়ার (হারিসের
ডেরা, ঝাণ্ডা, শামিয়ানা আর নিয়ে রসদ, সামান
সিপাহী সর্দার চলে বেশুমার সাথে সাথে তার)।

www.pathagar.com

জঙ্গের ময়দান থেকে ফিরে চলে যেমন দিলীর
গণিমত নিয়ে ঢের, তা'য়ী পুত্র চলিল তেমনি
শহর কাতান ছেড়ে জৌলুসের সাথে। সরঞ্জাম,
মালমাত্তা বেশুমার, আর নিয়ে সিপাহী লস্কর
চলে রাহা সারা দিন, ডেরা তাম্বু তুলে ঠাঁই ঠাঁই
আনন্দে কাটায় রাত্রি ময়দানের 'পরে। ... এইভাবে
পথ চলে দীর্ঘ দিন পৌছিল হাতেম শাহাবাদে।

[আখেরী সওয়াল সমাপ্ত]

www.pathagar.com

শেষ খণ্ড

www.pathagar.com

[সপ্তম ও শেষ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর হুস্‌না বানু জ্ঞানী-দীপ্ত মানসের অধিকারিণী হন। সংশয়ের যে তিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব এত দিন তাঁকে পৃথিবী-বিমুখ করে রেখেছিল সে সংশয় অপসৃত হয়। তিনি হাতেম তা'য়ীর অভিপ্রায় অনুযায়ী মুনীর শামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। হুস্‌না বানুর সঙ্গে বিবাহের পর আশিক মুনীর শামী তাঁর পিতা, মাতা ও দেশবাসীর প্রতি বিপুল দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং হাতেমের অনুমতিক্রমে হুস্‌না বানুকে সঙ্গে নিয়ে য়েমনের পথে রওয়ানা হন।

আল্লাহ্‌ তায়ালার সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত প্রাণ হাতেম তা'য়ী কুল মখ্‌লুকের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন।]

www.pathagar.com

শাহাবাদে

"হাতেম পৌঁছিল শাহাবাদ।
শাহ্‌জাদা মুনীরের বানু আর হাতেমের
তিন দেল হইল আবাদ।"

দরিয়া সাহারা মাঠ পাড়ি দিয়ে,— সহস্র ঝড়ের
ঝাপট ওড়ায়ে পক্ষে ফিরে আসে যে স্বর্ণ ঈগল
বহু মৌসুমের দীপ্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বনাঞ্চলে,
ফিরিল বিজয়ী বীর তা'য়ী পুত্র বাদগর্দ থেকে
শহর কাতান ছেড়ে প্রজ্ঞা নিয়ে সেই বিহঙ্গের
(দিগন্তর পাড়ি দিয়ে শাহাবাদ পৌঁছিল হাতেম)।
শা'জাদা মুনীর শামী হুস্‌না বানু আর সফরের
যাত্রী সে নির্ভীক পেল অচিন্তিত প্রশান্তির স্বাদ,
দেখা দিল আলো পূর্বাশার। যেখানে মুনীর শামী
শয্যালীন, ছিল জেগে দীর্ঘকাল সরাইখানায়
(কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে প্রতীক্ষার তীরে ক্ষীয়মান
যেমন বিশীর্ণ চাঁদ নৈরাশ্যের নিকষ ছায়ায়
নিঃসঙ্গ);— হাতেম তা'য়ী গেল সেই আশিকের কাছে।
জানালো সাফল্য তার অন্তহীন শোক্‌রিয়া জানায়ে
বারিতা'লা আল্লার দরবারে। তারপর গেল ফিরে
সহস্র সঙ্গীর সাথে মধ্য দিনে বানুর মহলে।
দ্বাররক্ষী ছিল যত এলো ছুটে। তাজিমের সাথে
বসায়ে কুর্সীতে, তারা নিয়ে গেল খুশীর পয়গাম
জানাতে অন্দরে। হাতেম তা'য়ীর বার্তা শুনে বানু
বলিল, 'এ কথা আমি বুঝেছি জীবনে মনে প্রাণে

www.pathagar.com

এমন দারাজ দিলো, দুঃসাহসী নাই পৃথিবীতে।'
বানুর হুকুমে তারা নিয়ে এলো হাতেম তা'য়ীকে,
বসালো তখ্‌তের 'পরে সমাদরে। জানায়ে সালাম
শুধালো তখন নারী হাম্মামের অজানা কাহিনী।
আশ্চর্য রওশন হিরা তোহ্‌ফা দিয়ে বানুকে তখন
বলিলো হাতেম তা'য়ী একে একে সফরের কথা :
কিভাবে অসংখ্য বাধা পার হয়ে পৌঁছিল একদা
শহর কাতানে, আর কিভাবে পেলো সে ফরমান
হারিস বাদশার, পৌঁছালো সামান তারে কোন পথে
হাম্মামের রুদ্ধ দরজায়, কিভাবে খুলিল দ্বার,
কিভাবে অসংখ্য বাধা পেলো সেই নিভৃত হাম্মামে,
কিভাবে পেলো সে হিরা ময়দানের লক্ষ্য ভেদ শেষে
বলিল হাতেম তা'য়ী একে একে হাসিন বানুকে।
শেষ হলে সে কাহিনী হুস্‌না বানু জানায়ে সালাম
বলিল, 'এ জিন্দেগির শেষ হলো সওয়াল তামাম।।'

www.pathagar.com

আলাপ

"হাতেম তামাম বাত শুনাইল তার।
দেলেতে ভরসা বিবি করে আপনার।"

হাতেম

শীতের কুয়াশা পর্দা রাখে ঘিরে সূর্যকে যেমন
রাত্রিশেষে, তেমনি অসত্য, যাদু রেখেছিল ঘিরে
সত্যের ঐশ্বর্য এক অজানা আঁধারে; অন্তহীন
যাদুর কুহক কেটে পেয়েছি যা রহমতে খোদার।
হাম্মামের আল্‌মাস, আর মুক্ত প্রাণ সংখ্যাহীন
নিস্পন্দ, নিঃসাড় হয়ে ছিল যারা যাদুর ফেরেবে
অন্ধ জড় মূর্তিদল— মুক্তি পেল সত্যের আলোকে
(মিথ্যার প্রভাব থেকে মুক্তি পায় সত্যান্বেষী যারা);
জেনে রাখো হুস্‌না বানু প্রশ্নের উত্তর।

হুসনা বানু

শোক্‌রিয়া
জানানোর ভাষা নাই, প্রতীক্ষায় ছিলো জেগে প্রাণ
সাত সওয়ালের পথে, মিটে গেছে পিপাসা, জটিল
প্রশ্নের বাঁধন থেকে আজ মুক্ত আমি। শুধু বলি
আশ্চর্য হিম্মৎ আর আশ্চর্য মর্দমি ! দেখেনি যা,
ভাবেনি কখনো কেউ, অথবা স্বপ্নেরও অগোচর
যে রহস্য ; — এনে দিলে তুমি অর্থ তার। সমস্যায়
দিলে সমাধান। আমার জীবন ছিলো অজ্ঞতার

www.pathagar.com

আঁধার জিন্দানে বন্দী, অকারণ ভ্রান্তি, অবিশ্বাস
তুলেছিল শুধু এক সংশয়ের প্রাচীর কঠিন
মানুষের মাঝখানে। কেটে গেছে সেই অন্ধকার,
সংশয়-বন্ধন মুক্ত আজ আমি এই পৃথিবীতে ;
কৃতজ্ঞতা জানানোর তবু ভাষা নাই।

হাতেম

নাই তার
প্রয়োজন। খোদার দরবারে শুধু জানাও শোক্‌রিয়া,
— কামিয়াবি দেন যিনি বান্দার জীবনে। শুধু শোন,
সংশয়-বন্ধন থেকে মুক্তি যদি পেলে তুমি আজ
আরজ আমার।

হুসনা বানু

সে নির্দেশ বয়ে যাব প্রাণপণে
হাতেম দানেশমন্দ্‌ ! দাও শুধু তোমার ইশারা।

হাতেম

অনেক বৎসর আগে য়েমনের বন-প্রান্তে এক
পড়েছিল মুসাফির, ক্লান্তি-কীর্ণ দুই চোখে তার
ঝড়-শ্রান্ত ব্যর্থতার ছায়া আর শীতের নদীর
নিষ্প্রাণ শূন্যতা দেখে ছুটে যাই আমি তার কাছে।
পেল সে চেতনা ফিরে সামান্য চেষ্টায়। খিদমতের
অধিকার চাই আমি যে মুহূর্তে, শুধালো পথিক
— 'কি লাভ তোমার ?' জানায়েছি তাকে আমি সেই দিন,
আল্লার বান্দার কাজে জিন্দেগানি রেখেছি আমার,

www.pathagar.com

এলাহির রেজামন্দি পাই যাতে আমি এ জীবনে
অথবা মৃত্যুর পারে। জানালো তখন সেই মুসাফির
তস্‌বির দেখায়ে এক অপরূপ ; তাজ তখ্‌ত ছেড়ে
কেন বনে, বনান্তরে ঘোরে ব্যর্থ সওয়ালের পথে।

হুসনা বানু

জানি তার পরিচয়। খরজমের শাহ্‌জাদা সেই
পটে-আঁকা ছবি দেখে এসেছিল শাহাবাদে, আর
পহেলা সওয়াল শুনে চলে গেছে, আসে নাই ফিরে;
আনে নাই প্রশ্নের উত্তর। শুনেছি এ কথা আমি
খরজমের শাহ্‌জাদা রাজ্যপাট, তাজ-তখ্‌ত ছেড়ে
ভ্রাম্যমান বনে-বনান্তরে।

হাতেম

তার ব্যর্থতার ব্যথা
দোলা দিল জীবনে আমার। মনে হলো প্রেমিকের
বিক্ষত প্রাণের মূল্য ! মনে হলো হাতেমের মত
লক্ষ প্রাণ বিনিময়ে যদি বাঁচে আশিক হৃদয়
তবু তার আছে সার্থকতা। জানে না প্রদীপ্ত শিখা
যখন পতঙ্গ মরে জ্বলে তার উজ্জ্বল আগুনে
শান্তিহীন ; তাই সে দেয় না দাম। কিন্তু আশিকের
হৃদয় চিনেছে যারা দেয় তারা সে মূল্য সহজে।
পৃথিবীর চেয়ে ঢের কিম্মতী যে হৃদয়ে জ্বলেছে
প্রেমের দুর্লভ আলো,— কি করে জানাবো মূল্য তার?
কি করে জানাবো আমি মূল্য সেই কস্তরী মৃগের
অশান্ত দহনে যার রক্ত বিন্দু হয়েছে সুরভি

www.pathagar.com

নাভি মূলে ? কি করে জানাবো এক আশিক হৃদয়
জ্বালায়ে জীবন তার অনির্বাণ আতশী দহনে
মূল্য দেয় প্রাণের,— প্রেমের !— মনে হলো বারম্বার
— মহান প্রেমিক সেই, খরজমের তাজ-তখ্‌ত ছেড়ে
পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য মুছে ফেলে যে চলেছে তার
প্রিয়ার নির্দেশ মেনে সওয়ালের মৃত্যু-তিক্ত পথে।
দেখেছি লালসাতুর প্রাণী আমি দেশ-দেশান্তরে
পথ-কুক্কুরের চেয়ে আরও ঘৃণ্য, — যারা শুধু জানে
মেটাতে পাশব ক্ষুধা প্রবৃত্তির !— কিন্তু প্রেমিকের
অশেষ মর্যাদা জাগে হৃদয়ে আমার। তাই আমি
মুনীরের সে দায়িত্ব, সওয়ালের সব গুরুভার
বয়েছি বৎসর, মাস এলাহির রেজামন্দি চেয়ে।
যায়নি খরজমে ফিরে সে এখনো ; সরাইখানায়
পড়ে আছে শাহ্‌জাদা অন্তহীন প্রতীক্ষার তীরে।
প্রশ্নের উত্তরে যদি হুস্‌না বানু তৃপ্ত তুমি আজ
পৃথিবীতে, সংশয়ের অন্ধকার যদি কেটে থাকে
হৃদয়ের, রাখো তবে প্রেমিকের মর্যাদা, প্রেমের
মূল্য দাও এ জীবনে।

হুস্‌না বানু

মেনে নেব নির্দেশ তোমার
হাতেম দানেশমন্দ,— জিন্দা দিল দুনিয়া জাহানে।

www.pathagar.com

কাহিনীর পরিণতি

"যেমন দস্তুর ছিল সেই রূপে বিয়া দিল
আরশি দেখাইয়া দুই জনে।"

আদিগন্ত দরিয়ায় দুই ধারা বিচ্ছিন্ন যেমন
মিলে যায় এক সাথে, তেমনি বিচ্ছিন্ন দুই প্রাণ
সওয়ালের শেষে পেলো পূর্ণ জীবনের কলতান ;
পূর্ণ জীবনের তীরে দুই মন হলো এক মন
(শেষ হয় প্রতীক্ষার ক্লান্তি-কীর্ণ শর্বরী যখন
সুবে উম্মীদের বাণী আনে বয়ে খুশীর পয়গাম,
আনন্দের সে মুহূর্তে পূর্ণ হয় প্রাণের আঞ্জাম
গোলাবের গুলশান বিলায় সুরভি অনুক্ষণ)।

প্রতীক্ষিত সে মুহূর্ত এলো ফিরে যখন হাসিন
সওদাগর-জাদী নিল শাহাবাদে হাতেম তা'য়ীর
নির্দেশ আনত শিরে, এলো ফিরে পূর্ণতার দিন,
ফুটিল আর্শিতে দুই মুখচ্ছবি (আর কাহিনীর
পরিণতি দেখ চেয়ে শাখাঞ্চলে গোলাব রঙ্গিন;
স্পর্শ যার পেলো খুঁজে হুস্‌না বানু আশিক মুনীর)।।

www.pathagar.com

মিলান্তক কথা

"মেঘ যেন পাইল ময়ুরী।"

প্রিয় মিলনের রাত্রি (রাত যেন শবে বরাতের,
যখন রওশন দীপ দুই হৃদয়ের শামাদানে
বিলায় সুরভি আলো সম্মোহিত, ভাব-মুগ্ধ প্রাণে
মনে হয় মায়াময় নিষ্পলক দৃষ্টি দু'চোখের।
প্রশ্নের সকল পর্দা উঠে যায়, গ্লানি সংশয়ের
অন্ধকার যবনিকা ভেসে যায় আলোর তুফানে,
দুই দীপ জ্বলে দুই পরিপূর্ণ হৃদয়ের টানে)
ইঙ্গিতে দেখায় পথ স্বপ্নময় পূর্ণ জীবনের;

অথবা সে মিলান্তক কথা ছুঁয়ে গোধূলি ললাট
পূর্ণিমার মত জাগে শুকা সাঁঝে সীমান্তে রাত্রির,
যখন সম্মুখে পথ ডাক দেয় আকাশ যাত্রীর
দক্ষিণ হাওয়ার তাপে শুরু হয় পরীদের নাট,
খুলে যায় একে একে অবরুদ্ধ সকল কপাট
জীবনের সে অধ্যায় পেল বানু ; আশিক মুনীর॥

www.pathagar.com

বন্ধুকৃত্য

"তাহার খাতের দারি
কিরূপে করিতে পারি।"

তবু সেই মুগ্ধ রাত্রে হুস্‌না বানু বলিল, 'মুনীর,
প্রশ্ন কন্টকিত শাখে দিলো এনে যে মধু, মৌচাক
মনে হয় শুনেছে সে অন্য কোন দিগন্তের ডাক ;
শাহাবাদ ছেড়ে যেতে আজ তাই হয়েছে অস্থির।
য়েমনের শাহ্‌জাদা— তা'য়ী পুত্র, মুক্ত রাহাগির
বন্ধু সে দারাজ দিলো, দুর্দিনের সঙ্গী সে উদার,
আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে রাখো টেনে জীবনে তোমার
যেমন মৃত্তিকা-প্রান্ত চায় প্রাণে প্রবাহ নদীর।'

বলিল মুনীর শামী, 'ভেবেছি সে কথা বহু বার,
যে দিন রহস্যভেদ হয়ে গেছে সাত সওয়ালের
জানি, সেই দিন থেকে হাতেম— শা'জাদা 'য়েমনের
উন্মানা ; স্থগিত যাত্রা নদী খোঁজে দিগন্ত কিনার !
জানি না কোথায়, কোন পথ-চিহ্ন খোঁজে দূরান্তের ;
জানি না অশেষ ঋণ শোধ করি কি উপায়ে তার।।'

www.pathagar.com

শেষ আলাপ

" আমাকে বিদায় দেহ।"

হাতেম

সাত সওয়ালের শেষ জওয়াব পেয়েছো— আল্‌মাস।
আশিক মুনীর শামী, তুমি আর হুস্‌না বানু আজ
সুখী হও রহ্‌মতে খোদার। সাত সওয়ালের পথে
হয়েছে অনেক দেরী, ব্যথাতুর আশিক পেয়েছো
অনেক যন্ত্রণা ; আজ দীর্ঘতম প্রতীক্ষার শেষে
খোদার রহ্‌মত যেন নামে শতধারে। দুঃখ-রাত্রি
শেষ হয়ে গেল যদি পূর্ণ সুবে উম্মীদের তীরে,
সুখী হও দুনিয়া জাহানে। আমাকে বিদায় দাও।
আবার দূরান্তে যেতে হবে।

মুনীর

রক্তক্ষরা প্রাণ এক
ছিল পড়ে পথ প্রান্তে বুকে বেঁধে তস্‌বির যে দিন,
সে দিন দারাজ দিল অসংশয়ে নেমে এলে তুমি
ব্যথিত প্রাণের কাছে, তুলে নিলে সাত সওয়ালের
দায়িত্ব বিপুল। জানি না কি ভাবে দূরে কাটায়েছো
দীর্ঘ বার সাল পথে, অন্তহীন লক্ষ মুসীবতে
এনে দিতে প্রশ্নের উত্তর। জ্ঞানশূন্য, সংজ্ঞাহারা
বুঝিনি তখন আমি, কিন্তু আজ আরজ আমার
হাতেম দারাজ দিল ! থাকো তুমি, থাকো এ মঞ্জিলে !
খিদমত করার ভাগ্য এত দিন আসেনি জীবনে।

www.pathagar.com

হাতেম

যে নিজে খাদিম, তার প্রয়োজন নাই খিদমতের;
সেই খিদমতগার করে সেবা সৃষ্টিকে আল্লার।

হুসনা বানু

জানি তা দারাজ দিল, জানি দীর্ঘ বার সাল তুমি
কিভাবে কাটালে পথে তুচ্ছ করে জীবনের সুখ,
কিভাবে সহস্র ঝড় কাটায়েছো বাঁচাতে জীবন
আশিকের ; কৌতুহল মেটাতে আমার। মিটে গেছে
জানার পিপাসা আজ সর্ব শেষ প্রশ্নের উত্তরে।
যেমন কুতুব তারা জেগে থাকে নিঃসীম রাত্রির
অন্তহীন অন্ধকারে,— স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে নিস্পলক
'য়েমনের শাহ্‌জাদা দাঁড়ায়েছ তেমনি আঁধার
মনের দিগন্তে পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে মুক্ত মানুষের।

হাতেম

প্রশংসা, গৌরব যত জেনেছি আল্লার। জানি আমি
প্রেমের বিধানে তাঁর নিয়ন্ত্রিত হয় যে আলম
বিপুল দায়িত্ব ভার ইনসানের সে বিশ্ব জগতে;
চলেছি ইঙ্গিতে সেই সামান্য এ খিদমতগার।

মুনীর

সে ইঙ্গিত মেনে নেব, মেনে নেব জ্ঞানীর ইশারা।
স্বার্থান্ধ, অলস আমি এত দিনে বুঝেছি নিজের
অকর্মণ্য জীবনের ত্রুটি সংখ্যাহীন। বলে দাও
সাত সওয়ালের পথে জেনেছো যা ; নির্দেশ তোমার
দাও কুণ্ঠাহীন মনে কর্মময় পৃথিবীর পথে।

www.pathagar.com

হাতেম

ঘুরেছি বৎসর, মাস হাবেদার মরু মাঠ থেকে
ঘূর্ণমান হাম্মামের পথে ও প্রান্তরে, জুল্‌মাতের
সঘন সিয়াহি থেকে দেখেছি ভোরের উজ্জ্বলতা ;
দেখেছি স্বর্ণাভা আমি উদয়াস্তে পৃথিবীর তীরে।
দেখেছি রাত্রি ও দিন আলো ছায়া মনের মহলে,
কখনো বিক্ষুব্ধ, হিংস্র অন্ধকারে, কখনো তারার
উজ্জ্বল আলোকে; শান্ত নিশান্তের দুয়ারে কখনো।
জেনেছি সত্যের দ্বন্দ্বে অসত্যকে পায়ে পিষে যারা
চলে মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে পায় কামিয়ারি, পায় না যা
দুর্বল, ভীরু ও ক্লীব কিংবা যারা প্রবৃত্তি পূজারী।
সাত সওয়ালের পথে যা দেখেছি, যা পেয়েছি আর
প্রশ্নের উত্তর, যদি মনে রাখো, যদি জিন্দেগীতে
রূপ দাও সে জ্ঞানের পাবে খুঁজে প্রশান্তি জীবনে।
পহেলা সওয়াল শুধু দিল এই আশ্চর্য ইঙ্গিৎ
: মিথ্যার, মৃত্যুর তীরে বল্গাহীন যে তীব্র লালসা
পরিতৃপ্ত হয় না সে জীবনে কখনো; অশান্তির
পঙ্ক কুণ্ডে যতক্ষণ না মরে আঁধারে। সওয়ালের
দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি পূর্ণ মনস্কাম সেই জন
— সঞ্চয় বিলালো তার, যে আল্লার সৃষ্টির খিদমতে।
তিস্‌রা সওয়ালের পথে পিঞ্জরের অন্ধ আত্মা এক
জানালো লোভের ফল— দৃষ্টিহারা ব্যর্থতা অশেষ।
চৌথা সওয়ালের পথে দেখি মূল্য সাচ্চা জবানের,
জেনেছি সত্যের পথ— অবিশ্রান্ত সাধনার পথ
পঞ্চম প্রশ্নের পথে দেখি আমি দুনিয়া জাহানে

www.pathagar.com

চলেছে প্রাণের খেলা মরণের পটভূমিকায়;
জেনেছি অপরিহার্য মৃত্যু সব সৃষ্টির জীবনে।
পেয়েছি মোতির জোড়া শশম সওয়ালে, মখ্‌লুকের
আশ্চর্য সুন্দর আর যুগ্মরূপ দেখি আমি চেয়ে;
আল্লার কুদরত দেখি শান্তিময় দুই যুক্ত প্রাণে।
সত্যের ঐশ্বর্য্য পাই বাদগর্দ হাম্মামের মাঝে
সপ্তম সওয়ালে। কিন্তু যা জেনেছি, যা দেখেছি আমি
পিপাসা মেটেনি তাতে তৃষিত প্রাণের, রয়ে গেছে
এখনো অনেক বাকী,— পূর্ণ জ্ঞান আমি পেতে চাই;
জীবনের অভিজ্ঞতা চায় শুধু খিদমত সৃষ্টির।

হুস্‌না বানু
শাহাবাদ ছেড়ে তুমি চলে যাবে দূরে, দূরান্তরে
জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে ইনসানের খিদমতের পথে
মুক্ত প্রাণ ! জানি না তোমার দেখা পাব কি পাব না;
পথের নির্দেশ তাই চাই আজ অচেনা জগতে।

হাতেম
রূপ নিল মহ্‌লুকাত যে মহান মুহব্বত থেকে,
যার আকর্ষণ এই ধুলিম্লান পৃথ্বিতল হতে
গ্রহে ও তারায়, কৃষ্ণা রাত্রি পার হয়ে ঘুরে আসে
যে প্রেমের আকর্ষণে চাঁদ, রয়েছে ইশারা তার
প্রতি মানুষের আর মানবীর বুকে (তুলে নেয়
পূর্ণতার পথে যারা দুর্গত আত্মাকে, আকর্ষণে
সমুন্নত করে সত্তা বিক্ষত এ পৃথিবীর বুকে)!

www.pathagar.com

হাভিয়ার জ্বালা ভুলে নীড় তাই বাঁধে বেদুঈন
মরু প্রান্তে। গড়ে তোল সেই ডেরা—পৃথিবী নূতন
প্রশান্তি, সুষমাময়, পরিপূর্ণ প্রেমে ও সেবায়।

মুনীর

সুদূর দিগন্ত হতে ডাক আসে যখন যাত্রীর
মৌসুমের শেষে পাখী উড়ে যায় যখন সুদূর
বনান্তরে; পড়ে থাকে চিহ্ন শুধু। ভুলে যায় পাখী,
ভুলে যায় মুসাফির ; ভোলে না নির্জন নদী তীর
অথবা ভোলে না পথ স্মৃতি সে যাত্রীর ! পড়ে থাকে
এক প্রান্তে নিয়ে তার পরিত্যক্ত নিশানা পায়ের।
শেষ কথা বলি তাই, — জীবনের দুর্গম সড়কে
দোওয়া করে যাও তুমি বিদায়ের আসন্ন আঁধারে;

হাতেম

ঘুরেছি অনেক দেশ, বহু মাঠ, অরণ্য পাহাড়
পার হয়ে গেছি, আর ভাগ্যবলে পেয়েছি সাক্ষাৎ
বিজ্ঞের, নিভৃত কক্ষে জ্বেলে যে আলোক অনির্বাণ
নিঃশেষ ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর মানুষের তরে।
জেনেছি প্রজ্ঞায় তার মৃত্যু সত্য জীবনের মত
সমস্ত প্রবহমান গতি স্রোতে নিশ্চিত বিরতি;
কিংবা সে দুর্লঙ্ঘ্য পথে অনিবার্য রূপ ব্যর্থতার।
কিন্তু যে মহান কর্মী চলে ঈমানের দীপ্তি নিয়ে,
যার প্রেমে, মুহব্বতে প্রাণ পায় বঞ্চিত জীবন
পায় সে সাফল্য খুঁজে। নির্ধারিত সময়ের পারে

www.pathagar.com

সকল মানুষ পায় যে প্রেমের উত্তরাধিকার
জামানার ঘূর্ণাবর্তে যুগে যুগে। ভুলো না এ কথা
সীমাবদ্ধ এ জীবনে। রাত্রিশেষে যাব দূরান্তরে,
এখন সন্ধ্যার তীরে দাঁড়ায়েছি আমরা ক'জনে,
হয়তো বা দেখা হবে কোন দিন ; হয়তো হবে না !
এই দোওয়া করি তাই বারিতা'লা আল্লার দরবারে
—তোমাদের জিন্দেগিতে প্রেম যেন হয় অগ্রগামী
সর্বক্ষণ, জান্নাতের ছবি যেন জাগে পৃথিবীতে,
খালেস্ খিদমত পায় তোমাদের হাতে যুক্ত প্রাণ
আল্লার পিয়ারা সৃষ্টি আশরাফুল মখ্লুক ইনসান ॥

www.pathagar.com

শেষ কথা

"যে দেশে পয়দাশ যার সে দেশে ইজ্জৎ।"

শেষ কথা বলা হলে (শেষ হলে সঙ্গীত যেমন
রেশ জেগে থাকে তবু শ্রোতার হৃদয়ে), বিচ্ছেদের
সুর এনে দিল প্রাণে অচিন্ত্য বেদনা। হুসনা বানু
ভাবিল অতন্দ্র রাত্রে ফেলে-আসা জীবনের কথা
দুঃখে-সুখে; আনন্দ-অশ্রুতে। মনে হলো শৈশবের
দিনগুলি মধুময় দূর খোরাসানে, মনে হলো
নির্বাসিত তিক্ত দিন সংশয়ের সুকঠিন পথে,
মনে হলো সেই সাথে— মহাপ্রাণ য়েমনী হাতেম
সুদীর্ঘ বৎসর মাস ভ্রাম্যমান দেশ-দেশান্তরে
প্রশ্নের উত্তর সাত এনে দিলো কিভাবে পথিক;
কি ভাবে মুনীর শামী হলো তার সঙ্গী জীবনের
ভাবিল সে (মধ্য রাত্রি পাড়ি দিয়ে আদম সূরাত
কখন অলক্ষ্যে তার মিশে গেলো দিগন্তের পারে)।

তেমনি মুনীর শামী ভাবিল সে সুপ্তিহারা রাতে
বিগত দিনের কথা; পটে আঁকা তন্বী রূপসীর
ছবি দেখে কিভাবে সে ছেড়েছিল নিজের ওয়াতান,
কিভাবে সে পেয়েছিল ব্যর্থতার দিনগুলি তার,
কিভাবে হাতেম তা'য়ী দিলো এনে প্রশ্নের উত্তর
মনে পড়ে গেল তার সেই রাত্রে। মনে হলো আরও
দূর খরজমের কথা (যেখান জয়ীফ-বৃদ্ধ পিতা
রয়েছেন ইন্তেজারে আশাহত প্রাণে, বৃদ্ধা মাতা

www.pathagar.com

অক্ষম, পুত্রের শোকে অন্ধ-দৃষ্টিহারা; বন্ধু দল
জাগে আজও অন্তহীন প্রতীক্ষার তীরে)। ভাবিল সে
ফিরে যাবে জন্মভূমি খরজমের মাটিতে আবার;
ভাবিল 'যে দেশে জন্ম মানুষের ইজ্জত সেখানে।'

বিদায়ের শেষ রাত্রে মুনাজাত করিল হাতেম
(আত্মজিজ্ঞাসার মুখে পেয়েছিল যে পথ-নির্দেশ),
মুনাজাত করিল সে সারা রাত্রি আল্লার দরবারে
সৃষ্টির কল্যাণে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজে যে পথিক
জেনেছিল জীবনের গূঢ় অর্থ সফরের পথে
মুনাজাত করিলো সে অশ্রুভরা চোখে

: হে মহান
রহমান, রহিম, রব— স্রষ্টা তুমি কুল মখ্‌লুকের
সহজে পূর্ণতা দাও অসম্পূর্ণ সত্তাকে, রাত্রির
ঘন অন্ধকার থেকে নিয়ে যাও দিনের রোশ্‌নিতে।
যা কিছু অসত্য, মিথ্যা, ব্যর্থতার ঘূর্ণাবর্ত যত
সেই মত দীর্ণ করে নিয়ে যাও সত্যের মঞ্জিলে;
সব ব্যর্থ প্রাণে তুমি দাও কামিয়াবি। তোমারি তো
এ বিশ্ব আকাশ আর তারার মহ্‌ফিল, তোমারি তো
মালিকানা তামাম আলমে। তুলে নাও, তুলে নাও
সংকীর্ণ এ গণ্ডি ভেঙে সম্পূর্ণ সৃষ্টির মাঝখানে,
প্রজ্ঞার বিশাল রাজ্য খুলে দাও সম্মুখে সবার,
সফলতা দাও তুমি সব প্রার্থী প্রয়াসী জীবনে।
জড়তা, স্থানুত্ব ভুলে হয় যেন আদম সন্তান
জীবন্ত নদীর মত গতিমান, উদ্দাম, চঞ্চল

www.pathagar.com

মাজারের মৃত্যু-ঘুম যত দিন না আসে ঘনিয়ে
কর্ম-ক্লান্ত দুই চোখে। নারী নর একাগ্র প্রয়াসে
প্রবাল কীটের মত গড়ে যেন মানবিকতার
এ মঞ্জিল এক মনে, যেন জানে সকল ইনসান
শ্রমের মর্যাদা ; আর রক্তপায়ী যত প্রতারক
ধ্বংস হয় যেন তারা এখানে সমূলে। খান্দানের
মিথ্যা অহমিকা যেন দেশে দেশে না জ্বালে আগুন
অশান্তির। মিথ্যা শরাফত আর কৌলিন্য কুহক
বর্ণের বৈচিত্র্যে যেন দাবানল না পারে জ্বালাতে।
মানুষের এ সংসারে ভ্রাতৃত্বের পরিপূর্ণ সুর
বাজে যেন একতানে, পায় যেন ইজ্জত ইনসান
হে মহান! কেবল তোমারি বন্দেগীতে।

: অসত্যের,

অশান্তির মূল যেন উৎপাটিত হয় পৃথিবীতে,
সকল আঘাত আর ক্ষত থেকে যেন নিরাপদ
থাকে মানুষের প্রাণ, শান্তি ও সম্ভ্রম। মুসাফির
ঘোরে যেন পৃথিবীতে নির্বিরোধ ভ্রাতৃত্বের তীরে
বিলায়ে অকুণ্ঠ প্রেম, দুনিয়ার সব বন্দরের
সকল জাহাজ যেন যায় সব দেশে; মানুষের
প্রেম, প্রীতি অবরুদ্ধ যেন আর না থাকে জিন্দানে।
সকল কৃত্রিম বাধা, সকল মিথ্যার অন্তরাল
লুপ্ত হয়ে যায় যেন মুমীনের দীপ্ত প্রাণাগ্নিতে;
সকল মজলুম যেন মুক্তি পায় সব জালিমের
সঙ্গীন, শৃঙ্খল থেকে, শোষণের কারাবন্ধ থেকে;
ত্রাসণের মৃত্যু-মাঠ থেকে। সব আত্মা, সব প্রাণ
যেন পায় পৃথিবীতে পূর্ণ বিকাশের অধিকার,

www.pathagar.com

বিশাল সংসার যেন পূর্ণ হয় মাধূর্যে প্রাণের।
জ্ঞানের দিগন্ত যত আবিষ্কৃত হয় নাই আজও
শান্তি ও প্রেমের রাজ্যে খোলে যেন রহস্য-নেকাব !
সকল অপূর্ণ সত্তা পায় যেন পূর্ণতা জীবনে।
প্রতি দিন মানুষের হয় যেন মুবারক আর
প্রতি রাত্রি হয় যেন রাত প্রশান্তির।

: অনাগত

সন্ততিরা, — আসে নাই যারা আজও পৃথিবীর বুকে
(অস্পষ্ট আলোর মত দেখি আমি নিশানা যাদের
দূর নীহারিকা লোকে), মুক্তি যেন পায় সে আউলাদ
সকল বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার, অবিচার থেকে।
বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত মানুষের বিচ্ছিন্ন সমাজে
সকল বিভেদ মুছে করে যেন শান্তির আবাদ
সকল বিশ্বাসী প্রাণ— ইনসানে কামিল। আর যারা
পড়ে আছে লুণ্ঠিত ধূলায়, নির্যাতিত সেই সব
মজলুমান পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার;
সব মানুষের সাথে জীবনের পূর্ণতার পথে
চলে যেন সে মিছিল কেবলি সম্মুখে। (এই ভাবে
মুনাজাত করিল সে অতন্দ্র নিশীথে)।

রাত্রি শেষে

দাঁড়ালো দুয়ারে এসে হুসনা বানু, মুনীর যখন;
আবার করিল দোওয়া শান্তি চেয়ে সে দারাজ দিল
অন্তহীন পৃথিবী কিনারে ! আনন্দ ব্যথায় পূর্ণ
যাবে ওরা এক সাথে যুক্ত প্রাণ খরজমের পথে
পরিপূর্ণ নীড়ের সন্ধানে (দুই স্রোত এক হয়ে

www.pathagar.com

যেমন জীবন্ত নদী যায় পূর্ণ প্রাণের সায়রে,
দুই শিখা এক হয়ে রওশন যেমন শামাদানে
বিলায় উজ্জ্বল আলো;— পেল ওরা পূর্ণতা তেমনি
সাত সওয়ালের শেষে প্রতীক্ষার তীরে)।
এতো দিনে
নতুন ইশারা পেল তা'য়ী পুত্র (জিন্দেগির মানে
বুঝেছিল যে পথিক সুদুর্লভ প্রজ্ঞার আলোকে
নিঃসংশয়), যেমন জ্যোতিষ্ক এক খুঁজে পায় তার
পথের ঠিকানা, লক্ষ্য;— তেমনি সে মুক্ত মুসাফির
পেল মঞ্জিলের দিশা! পেল তার পথের ঠিকানা
পৃথিবীর মাঠে অন্তহীন ! ... য়েমনী হাতেম তা'য়ী
আল্লার আলম মাঝে দেখেছিল দেশ যে দিলীর
মখ্‌লুকের খিদমতে চলিল সে বান্দা এলাহির ॥৭চ

[তামাম শোদ]

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জি

১৯১৮ জন্ম: ১০ই জুন; গ্রাম :মাঝআইল; মাগুরা, যশোর। পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। পিতা : খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী। মাতা : রওশন আখতার। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান।

১৯২৪ মাতার মৃত্যু।

১৯৩৭ 'রাত্রি' শীর্ষক প্রথম কবিতা প্রকাশিত হ'লো মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ্ [বাহার]- সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৪৪)। এ-মাসেই 'পাপ-জন্ম' কবিতাটি প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ আকরম খাঁ- সম্পাদিত 'মোহাম্মদী'তে। প্রথম গল্প 'অন্তর্লীন' প্রকাশিত হয় 'মোহাম্মদী'পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪৪)। অন্যান্য প্রকাশিত গল্প: 'বিবর্ণ', 'মৃত বসুধা', 'যে পুতুল ডলির মা', 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' লিখলেন ১৩৪৪-৪৬ সময় পরিসরে। প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা নিজ গ্রামের পাঠশালায়। পরবর্তীতে কলকাতা মডেল এম.ই. স্কুল ও বালিগঞ্জ হাই স্কুলে অধ্যয়নশেষে এ -বছরই খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কুল-জীবনে শিক্ষক হিশেবে সংস্পর্শ লাভ করলেন কবি গোলাম মোস্তফা, কথা-সাহিত্যিক আবুল ফজল ও কবি আবুল হাশিমের। শিক্ষক আবুল ফজল কলকাতা যাচ্ছে শুনে হুইটম্যান-এর "লীভ্‌স্ অব গ্রাস" আনার জন্যে অনুরোধ করেন। সাহিত্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'লো কবি আহসান হাবীব, কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ্ কবি আবুল হোসেন প্রমুখের সঙ্গে। কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী এঁদের পেলেন শিক্ষক হিশেবে। এ-সময় বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লো কবি-র গুচ্ছ-কবিতা।

১৯৩৮ এফ. আহমদ নামে 'ব্যায়াম শিক্ষককে মোহাম্মদ জনাব আলী' শীর্ষক একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হ'লো (মোহাম্মদী', আশ্বিন ১৩৪৫)। কবি- দার্শনিক আল্লামা ইকবাল-এর ইন্তেকাল। কবি লিখলেন ইকবাল-কে নিবেদিত কবিতা 'স্মরণী'। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন-সম্পাদিত মাসিক

www.pathagar.com

সাহিত্যপত্র 'সওগাতে' প্রথম কবিতা 'আঁধারের স্বপ্ন' (পৌষ ১৩৪৪)। ১৯৪৭ (১৩৫৪) পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সওগাতে' নিয়মিত লিখেছেন।

১৯৩৯ আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ.-তে ভর্তি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফতেহ্ লোহানী-কে পেলেন বন্ধু হিশেবে। শুরু হ'লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৯৪১ স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি। 'কাব্যে কোরআন' শিরোনামে 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' বেশ কিছু সুরা-র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশিত। ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কবি-র মতাদর্শগত পরিবর্তন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন।

১৯৪২ বিয়ে হ'লো খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের সঙ্গে। বিয়ে উপলক্ষে কবি লিখলেন 'উপহার' শীর্ষক একটি কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হ'লো 'সওগাতে' (অগ্রহায়ণ ১৩৪৯)। জাতীয় জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম আক্রান্ত হলেন অনারোগ্য ব্যাধিতে।

১৯৪৩ কলকাতা আই.জি.প্রিজন অফিসে চাকরিতে যোগদান। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে'র সপ্তম অধিবেশনে কবি আবৃত্তি করলেন 'দল-বাঁধা বুলবুলি' ও 'বিদায়' শীর্ষক কবিতা। শুরু হ'লো "সাত সাগরের মাঝি", "সিরাজাম মুনীরা", "কাফেলা" প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্গত কবিতার রচনা। ফররুখ এ-সময় রচনা ক'রে চলেছেন ১৩৫০ এর মন্বন্তর বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ।

১৯৪৪ কবি-র প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি", প্রকাশিত। সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "আকাল" এ সংকলিত 'লাশ' শীর্ষক কবিতা। আই.জি. প্রিজন অফিসের চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন কলকাতা সিভিল সাপ্লাই অফিসে। পিতা সৈয়দ হাতেম আলীর মৃত্যু : ১০ নভেম্বর ১৯৪৪।

১৯৪৫ পি.ই.এন. আয়োজিত রাইটার্স কনফারেন্স-এর 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অগ্রণী নায়ক কাজী আবদুল ওদুদ ফররুখ- কাব্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। আবদুল কাদির ও রেজাউল

www.pathagar.com

করীম- সম্পাদি "কাব্য-মালঞ্চে" সংকলিত হ'লো কবিতাত্রয় 'শিকার', 'হে নিশানবাহী' ও 'সাত সাগরের মাঝি'। সংকলনের ভূমিকায় গুরুত্ব লাভ করলো ফররুখ-কাব্যপ্রসঙ্গ। যোগ দিলেন 'মোহাম্মদী'তে। একটি অপ্রীতিকর ঘটনার দরুন প্রায় বছরখানেক পর 'মোহাম্মদী' অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

১৯৪৬ "আজাদ করো পাকিস্তান" কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশিত। কলকাতা বেতারে আবৃত্তি করলেন 'নিজের রক্ত' শীর্ষক কবিতা। প্রসঙ্গত, আকাশবাণী-র 'গল্পদাদুর আসরে'ও কবি অংশগ্রহণ করতেন। জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে অল্প কয়েক দিন চাকরি করেন।

১৯৪৭ 'মোহাম্মদী' অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দানের পর থেকে কবি বেকারজীবন যাপন করছেন। এ বছরেই কবি আবদুল কাদির-রচিত 'নবীন কবি ফররুখ আহমদ' নিবন্ধটি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন শ্বশুরবাড়ি-দুর্গাপুর, যশোর। 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত (সওগাত', আশ্বিন ১৩৫৪)। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। অর্জিত হ'লো '৪৭ -এর স্বাধীনতা।

১৯৪৮ কলকাতা থেকে সপরিবারে ঢাকায় চ'লে এলেন। ঢাকা বেতারে অনিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগদান। বেতারের প্রযোজনে কবি এখান থেকেই নিয়মিত গান রচনা শুরু করলেন। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, হাম্‌দ-নাত প্রভৃতি গানের পাশাপাশি কথিকা, নাটিকা, গীতিনাট্য, গীতিনকশা-এসব রচনাও শুরু। পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা শুরু। গদ্যনাটিকা "রাজ-রাজড়া" প্রকাশিত (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত-মুনীর চৌধুরী প্রমুখ এই নাটকে অভিনয় করেন।) শুরু হ'লো ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন।

১৯৫১ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ইকবাল-জয়ন্তী অনুষ্ঠান বর্জন, তরুণ লেখকদের আমন্ত্রণ না-করার প্রতিবাদে।

১৯৫২ "সিরাজাম মুনীরা" প্রকাশিত। ঢাকা রেডিওর নিজস্ব শিল্পী হিসেবে বহাল হলেন। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সালাম, জব্বার, রফিক, শফিকের শাহাদাতের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে, ঢাকা বেতারেই

www.pathagar.com

১৯৫৩ ফররুখ আহমদ-কে (পনেরো জন শিল্পীসহ) ছাঁটাই করা হ'লো। বেতারশিল্পীদের সতেরো দিন-ব্যাপী ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে ফররুখ (অন্যান্য শিল্পীসহ) চাকরিতে পুনর্বহাল।

১৯৫৭ সিপাহী বিপ্লবী শতবার্ষিকী সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। ঐ উপলক্ষ্যে কবিতা ও গান রচনা।

১৯৫৮ ঢাকা বেতার থেকে "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্য প্রচারিত। এই নাটক প্রযোজন করেন ও নায়ক চরিত্র অভিনয় করেন খান আতাউর রহমান।

১৯৬০ প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' লাভ করলেন। এ বছরই বাংলা একাডেমীর পুরস্কার প্রাপ্তি (কবিতা) ও একাডেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত। বাংলা একাডেমী উদ্‌যাপিত নাট্য-সপ্তাহে "নৌফেল ও হাতেম" মঞ্চস্থ।

১৯৬১ কাব্যনাট্য "নৌফেল ও হাতেম" প্রকাশিত। এ সময়ে সরকারি সফরে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলা ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে ঢাকা হলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা বাসরে প্রাণঢালা সংবর্ধনা পেলেন কবি। ফররুখ সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ। কবি-র কবিতা আবৃত্তি করলেন শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বদরুল হাসান, সালমা চৌধুরী, শবনম মুশ্‌তারী প্রমুখ। আবদুল আহাদ পরিচালিত কবি রচিত সংগীত -বিচিত্রা অনুষ্ঠিত। সংবর্ধনা-বাসরে কবিকে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

১৯৬৩ "মুহূর্তের কবিতা" প্রকাশিত। এ-বছরই ফারুক মাহমুদ-সম্পাদিত "ধোলাইকাব্য" সংকলনগ্রন্থে কবি-র ছদ্মনামে লেখা ব্যঙ্গ -কবিতা সংকলিত। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে চর্যাপদ থেকে ফররুখ আহমদের কবিতা পর্যন্ত আবৃত্তির আয়োজন করা হয়েছিল। এতে কবির 'ডাহুক' কবিতাটি আবৃত্তি করেন অধ্যাপক

www.pathagar.com

রফিকুল ইসলাম।

১৯৬৫ শিশু-কিশোর কবিতাসংকলন "পাখীর বাসা" প্রকাশিত। পাক-ভারত যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কবি রচনা করলেন 'জঙ্গ জোয়ান চল বীর', 'শহীদের খুনরাঙা কাশ্মীর', 'জেহাদের ময়দানে চল যাই' প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক গান।

১৯৬৬ "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশিত। এ-বছরই "পাখীর বাসা" কাব্যের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার ও "হাতেম তা'য়ী" কাব্যের জন্য আদমজী পুরস্কার পেলেন। শেষবারের মতো ঢাকার বাইরে, অগ্রজ সৈয়দ সিদ্দিক আহমদের সঙ্গে দেখা করতে ফরিদপুরে গেলেন। ফিরে এসে লিখলেন বৈশাখ', 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাটে' প্রভৃতি সাড়া-জাগানো কবিতা। দেশপ্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রদত্ত 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

১৯৬৮ শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ "হরফের ছড়া" প্রকাশিত।

১৯৬৯ শিশু-কিশোর কাব্যগ্রন্থ "নতুন লেখা" প্রকাশিত। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত গবেষণাগ্রন্থ "কবি ফররুখ আহমদ" প্রকাশিত। প্রখ্যাত শিল্পী মোস্তফা আজীজ এ-বছর (২৯ জুলাই) কবি-র একটি পোর্টেট আঁকলেন। দেশব্যাপী শুরু হ'লো উনসত্তরের গণ-আন্দোলন।

১৯৭০ ছড়াগ্রন্থ "ছড়ার আসর" (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হ'লো। দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিক কাল ব্যাপী কবি ঢাকা বেতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলেন। এ বছরই ঢাকা বেতারের মুখপত্র পাক্ষিক 'এলানে'র (বর্তমান 'বেতার বাংলা') নভেম্বর (১ম পক্ষ) ১৯৭০ সংখ্যার প্রচ্ছদ ও প্রসঙ্গকথায় কবি ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গ গুরুত্ব লাভ করলো। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৯৭১ কবি ঢাকা বেতারে শেষবারের মতো কবিতা আবৃত্তি করলেন। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

১৯৭৩ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চাকরি ক্ষেত্রে কবি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। এ সময়ে 'ফররুখ আহমদের কি অপরাধ' (গঠকণ্ঠ' ১ আষাঢ় ১৩৮০) শীর্ষক তীব্র, তীক্ষ্ম প্রতিবেদন লিখলেন আহমদ ছফা। এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে পুনবর্হাল।

www.pathagar.com

১৯৭৪	মৃত্যু ১৯ অক্টোবর ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
১৯৭৫	"ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" প্রকাশিত।
১৯৭৭	একুশে পদক।
১৯৮০	স্বাধীনতা পুরস্কার।
১৯৮৪	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় তাঁর যে-সব কবিতাগ্রন্থ, শিশু-কিশোরতোষগ্রন্থ ও পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে-সবের সংস্করণ হয়েছিল, তার পরিচয় এই।-

কবিতা

১। সাত সাগরের মাঝি। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৪৪। প্রকাশক : বেনজীর আহমদ, নওরোজ পাবলিশিং হাউস, ১০৬-এ সার্কাস রোড, কলিকাতা। মূল্য : দুই টাকা।

প্রচ্ছদশিল্পী : জয়নুল আবেদীন। উৎসর্গ :

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার,
দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইক্‌বালের
অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে-
তোমার নয়নে দীপ্তি সিকান্দার শাহার মতন।
নতুন পথের মোহে তৃপ্তিহীন তোমার অন্বেষা
(জিন্দিগীর নীল পাত্রে উচ্ছ্বসিত ঘন রক্ত নেশা
অনির্বাণ শিরাজীর) পাড়ি দেয় মরু, মাঠ, বন,
অথই দরিয়া তীর। হে বিজয়ী। তবু অনুক্ষণ
ধ্যান করো কোন্ প্রথম, কোন্ রাত্রি অজানা তোমার,
এক নেশা না মিটিতে সাড়া আসে দ্বিতীয় নেশার;
এক সমুদ্রের শেষে জাগে অন্য সমুদ্র স্বনন।
যেথা ক্ষীয়মান মৃত পাহাড়ের ঘুমন্ত শিখরে
জীবনের ক্ষীণ সত্তা মূর্ছাতুর, অসাড়, নিশ্চল;
মুহূর্তের পদধ্বনি জাগে না সে সুষুপ্ত পাথরে,
জ্বলে না রাত্রির তীর, নাহিজাগে স্বপ্ন সমুজ্জ্বল
প্রাণবন্ত মাদকতা; সে নির্জিত তমিস্রা সাগরে
দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছ হ স্বর্ণঈগল॥

সূচিপত্র : ১. সিন্দবাদ ২. বা'র দরিয়ায় ৩. দরিয়ায় শেষ রাত্রি ৪. শাহরিয়ার ৫. আকাশ নাবিক ৬. বন্দরে সন্ধ্যা ৭. ঝরোকায় ৮. ডাহুক ৯. এইসব রাত্রি ১০. পুরানো

www.pathagar.com

মাজারে ১১. পাঞ্জেরী ১২. স্বর্ণ-ঈগল ১৩. লাশ ১৪. তুফান ১৫. হে নিশানবাহী ১৬. নিশান ১৭. নিশানবরদার ১৮. সাত সাগরের মাঝি।

এই সংস্করণের প্রকাশকের কথা বলা হয়েছে :

সারা পৃথিবী যখন ধ্বংস ও মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই সোনার বাংলার আমরা সোনার চাঁদের, সোনার ধানের অতি প্রাচুর্য্যে যখন নিত্য স্বর্গ যাত্রার ভীড় লাগাইয়া রাখিয়াছি এবং সর্বোপরি এই কোটি-পৌতিক সুলভতার দিনে হঠাৎ পুস্তক প্রকাশ-বিশেষ করিয়া কাব্যপুস্তক প্রকাশের এই উৎকট বিলাসিতা কেন সে প্রশ্ন স্বত:ই জাগা স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে সবিনয়ে আমরা সুধু এই কথাই বলিব রাতের অন্ধকারতম অংশই অদূররাগত ছুবে-ছাদেকের নকীব এবং এই সময়েই মোয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরে ঊষার আজানের তকবির ধ্বনি জাগার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের অধিকাংশ কাব্যই মৃত্যুর বন্দনাগীতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাঁহারই ভাষায় বলিতে চাই : ওগো বন্ধু। যদি তোমার তহবিলে কাব্যের তন্‌খা থাকিয়া থাকে মৃতুহীন জীবনের পরশপাথরে তাহাকে ছোঁয়াইয়া নাও। পরিচ্ছন্ন-দৃষ্টি চিন্তাধারাই কর্মপথের সন্ধানী দূত-যেমন বজ্র বর্ষণের পূর্বে আসে বিজুলি চমক। ফররুখ আহমদের কাব্যে সেই ঊষার আজানের সুর, জীবনদায়িনী পরশ আর বজ্রগর্ভ বিজুলীর জ্যোতির্জ্বালা আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্যই তাঁহার এই কাব্য প্রকাশের আমাদের এই দুরূহ প্রয়াস। এই পুস্তকের সংশোধন ব্যাপারে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যাপক বিখ্যাত রেখাশিল্পী মি: জয়নুল আবেদিন এই পুস্তকটির প্রচ্ছদটি আঁকিয়া দিয়াছেন। তাঁহার খেদমতে আমাদের অসংখ্য শুকরিয়া।

সাত সাগরের মাঝি। [দ্বিতীয় সংস্করণ] তমদ্দুন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫২। রচনাকাল : ১৯৪৩-৪৪। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : তৈয়েবুর রহমান, এম. এ. তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান। সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের। দাম : দু টাকা আট আনা।

প্রচ্ছশিল্পী : কামরুল হাসান। পৃষ্ঠা ৮৩। উৎসর্গ ও সূচিপত্র প্রথম সংস্করণের অনুরূপ।

২। আজাদ করো পাকিস্তান। প্রথম প্রকাশ : [১৯৪৬]। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে : আজাদ করো পাকিস্তান / ফৌজের গান ও অন্যান্য কবিতা। প্রকাশক: কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ ও এস.এম. বাজলুল হক, মৃত্তিকা গ্রন্থনি বিভাগ ১০-বি

www.pathagar.com

তারক দত্ত রোড, বালিগঞ্জ কলকাতা। মুদ্রাকর : কালিপদ নাগ, ভারতী প্রেস, ৫ সানিআত সেন স্ট্রিট, কলকাতা। মূল্য : রাজসংস্করণ : এক টাকা, সুলভ সংস্করণ: আট আনা। ক্রাউন সাইজ, পৃষ্ঠা ২০। উৎসর্গ:

[ইসলামের জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে]

সূচিপত্র : ১. ফৌজের গান ২. আজাদ করো পাকিস্তান ৩. ওড়াও ঝাণ্ডা ৪. কায়েদে আজম জিন্দাবাদ ৫. নতুন মোহাররম ৬. পথ ৭. পাকিস্তানের কবি (আল্লামা ইকবাল) ৮. রাত্রির অগাধ বনে ৯. কারিগর ১০. জালি ও মজলুম।

প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছিল এই কথাগুলি :

'আজাদ করো পাকিস্তান' : এ দাবী ভারতের। ভারত-গৌরব কবি মহাম্মদ ইকবাল বলে গেছেন : ' ভারতের মুসলিমের জন্য পাকিস্তান চাই।' কায়েদে আজম জিন্নাহ বলেছেন : 'পাকিস্তান আমাদের জন্মগত দাবি। -যে জ্বলন্ত কামনা আজকের মুসলমানের অন্তরে-তার অপূর্ব নিদর্শন নতুন সূর-যোজনায় আর অনুপম চিন্তা-বৈদগ্ধতায় কবি ফররুখ আহমদ উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাঁরও দাবি : ' আজাদ করো পাকিস্তান।'

৩। সিরাজমা মুনীরা [প্রথম প্রকাশ] প্রথম তমদ্দুন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫২। রচনাকাল : ১৯৪৩-৪৬। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : তৈয়েবুর রহমান এম.এ. তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান। সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের। দাম : দুটাকা আট আনা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা ৮৮।

উৎসর্গ :

পরম শ্রদ্ধাভাজন

আলহাজ্জ মৌলানা আবদুল খালেক সাহেবের দস্ত মুবারকে-

যে আলোক শামাদানে জ্ব'লেছিল অম্লান বিভায়
অফুরান প্রাণৈশ্বর্যে সমুজ্জ্বল করি অন্ধকার,
তারি আলাকণা বহি দীপ জ্বলে দীপাগ্নিতে; আর
প্রাণ পায় প্রাণের পাথেয়। নিশান্তের প্রত্যাশায়
জাগে সে অপূর্ব দ্যুতি প্রভাতের বর্ণসুষমায়
নিরন্ধ্র রাত্রির বক্ষে, নিস্প্রাণ মৃত্যুর কালঘুমে
(বিদ্যুৎ চমকে যেন-অথবা দূরন্ত সাইমুমে)
সিরাজাম মুনীরার জ্যোতির্লেখা মুক্ত ঝরোকায়।
তৌহিদী মশাল বহি চলে গেছে যারা যাত্রীদল

www.pathagar.com

-পাথর চাপানো ভার আঘাতের ভারী বোঝা টেনে,
অবিশ্বাসী শর্বরীর শিলা-বক্ষে সূর্যতীর হেনে
অগণ্য মৃত্যুর মাঝে নিষ্পম্প, নির্ভীক অচঞ্চল;
তাদের কাফেলা মাঝে নিঃসংশয় অভিযাত্রী জেনে
মানুষের মুক্ত স্বপ্ন রেখে যাই অশ্রু সমুজ্জ্বল।

সূচিপত্র : ১. সিরাজাম মুনীরা ২. আবুবকর সিদ্দিক ৩. উমর দারাজ দিল ৪. ওসমান গনি ৫. আলী হায়দার ৬. শহীদে কারবালা ৭. মন ৮. আজ সংগ্রাম ৯. এই সংগ্রাম ১০. প্রেমপন্থী ১১. অশ্রুবিন্দু ১২. গাওসুল আজম ১৩. সুলতানুল হিন্দ ১৪. খাজা নকসবন্দ ১৫. মুজাদ্দিদ আলফেসানী ১৬. মৃত্যু-সংকট ১৭. অভিযাত্রিকের প্রার্থনা ১৮. মুক্তধারা ১৯. ইশারা।

৪। নৌফেল ও হাতেম। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৬১। প্রকাশক : পাকিস্তান লেখক সংঘের পক্ষে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, বর্ধমান হাউস, ঢাকা ২। মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। প্রচ্ছদশিল্পী : নূরুল ইসলাম আলপনা।

নৌফেল ও হাতেম। দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৬৭। প্রকাশক : মোহাম্মদ নাসির আলী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলা বাজার, ঢাকা ১।

নৌফেল ও হাতেম। চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৯। প্রকাশক : মহিউদ্দীন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা ১। মূল্য : তিন টাকা। পৃষ্ঠা : ৪+৯২।

৫। মুহূর্তের কবিতা। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৩। প্রকাশক : এফ আহমদ, বার্ডস এ্যান্ড বুকস, ৪ ফোল্ডার স্ট্রীট, ঢাকা ৩। মুদ্রক : এম. এ. কাদের, দি ইম্পিরিয়াল প্রেস, ১০ হাটখোলা রোড, ঢাকা ৩। মূল্য : তিন টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী। পৃষ্ঠা : ৮+১০০।

উৎসর্গ:
পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির শ্রদ্ধেয় কর্মী ও সদস্যদের উদ্দেশ্যে
(কয়েকটি আদর্শ -দীপ্ত দিনের স্মরণে-
সে সব উজ্জ্বল দিন আজ শুধু স্মৃতির সঞ্চয়,
শেষ মঞ্জিলের দিন আজ শুধু স্মৃতির সঞ্চয়,
শেষ মঞ্জিলের পথে যাওয়ার সে সুতীব্র প্রয়াস,
প্রতি পায়ে সংগ্রামের সে দুর্বার চেতনা, বিশ্বাস
উন্মুক্ত দিনের সেনা ভুলেছে সে কাহিনী দুর্জয়।

www.pathagar.com

এখন মন্তর স্রোতে জেগে ওঠে ক্লান্তি ও সংশয়,
দূরান্তে নহর দেখে আজ প্রাণ খোঁজে না আশ্বাস,
ঘূর্ণী হাওয়া ব'য়ে আনে সেদিনের সুরভি সুভাস
প্রতি পদক্ষেপে তবু জেগে ওঠে আঁধারে ভয়।
সাত মঞ্জিলের রাহা পাড়ি দিয়ে রুস্তম যেমন
আলোকিত বিশ্ব ছেড়ে মাজেন্দ্রান গিরিগুহা মুখে
থেমেছিল অন্ধকারে, অতর্কিতে তখন সম্মুখে
বিশাল সফেদ দেও জেগেছিল মৃত্যুর মতন
জরাচিহ্ন জড়তার আজ এই আঁধার তেমন
মৃত্যু-বিভাষিকা নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়ায়েছে ঝুঁকে॥

সূচিপত্র: ১. মুহূর্তের কবিতা ২. মুহূর্তের গান ৩. দুর্লভ মুহূর্ত ৪. কবিতার প্রতি ৫. কোকিল ৬. ফাল্গুনে ৭. বৈশাখী ৮. ঝড় ৯. বৃষ্টি ১০. বিষণ্ন চাঁদ ১১. ময়নামতীর মাঠে: এক ১৮. ময়নামতীর মাঠে : দুই ১৯. ময়নামতীর মাঠে, তিন ২০. ময়নামতীর মাঠে: চার ২১. গাথা গান ২২ দীউয়ানা মদিনা ২৩. সন্ধ্যায় ২৪. রাত্রির কবিতা ২৫. রাত্রির ঘটনা ২৬. রাত্রিশেষের কাহিনী ২৭. সন্ধ্যায় ২৪. রাত্রির কবিতা ২৫. রাত্রির ঘটনা ২৬. রাত্রিশেষের কাহিনী ২৭. রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে ২৮. হাত-ঘড়ি ২৯. যান্ত্রিক ৩০. 'গোধুলি-সন্ধ্যার সুর ' ৩১. শতাব্দী ৩২. ফেরদৌসী ৩৩. রুমী ৩৪. জামী ৩৫. সাদী ৩৬. হাফিজ ৩৭. সমাচ্ছন্ন ৩৮. মোতিঝিল ৩৯. জিঞ্জিরা ৪০. লালবাগ কেল্লা ৪১. সোনার গাঁও ৪২. ইতিহাস ৪৩. বন্দরের স্বপ্ন ৪৪. নদীর দেশ ৪৫. ধানের কবিতা ৪৬. চিরাগী পাহাড় ৪৭. জালালী কবুতর ৪৮. সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত ৪৯. 'অশেষ ঐশ্বর্য' ৫০. বাংলা ভাষার প্রতি ৫১. চলতি ভাষার পুঁথি ৫২. শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ৫৩. শাহ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে ৫৪. পুঁথির আসর ৫৫. পুঁথি পড়া : মুহর্রাম মাসে (১) ৫৬. পুঁথি পড়া : মুহর্রাম মাসে (২) ৫৭. শহীদে কারবালা ৫৮. তাজকেরাতুল আউলিয়া ৫৯. কাসাসুল আম্বিয়া ৬০. শাহ্নামা ৬১. আলিফ লায়লা ৬২. চাহার দরবেশ ৬৩. হাতেম তা'য়ী ৬৪. কোহে-নেদা ৬৫. নাস্তিকের প্রার্থনা ৬৬. শবে-কদর উপলক্ষে ৬৭. শবে-বরাত উপলক্ষে ৬৮. সাতান্নর কবিতা : এক ৬৯. সাতান্নর কবিতা: দুই ৭০. শহীদ-স্মরণে ৭১. পূর্বসূরীর প্রতি ৭২. কর্মীর প্রতি ৭৩. কবির প্রতি ৭৪. সাম্পান মাঝির গান : এক ৭৫. সাম্পান মাঝির গান : দুই ৭৬. কুতুব তারা ৭৭. সন্ধ্যাতারা ৭৮. মুশতারি সিতারা ৭৯. পূর্ণিমা ৮০. লোকসাহিত্যের নায়িকা ৮১. দ্বীপের রহস্য ৮২. বিষণ্ন মুহূর্তের সুর ৮৭. প্রাচ্যের

www.pathagar.com

একটি বিধ্বস্ত শহর ৮৮. একটি আধুনিক শহর ৮৯. রক পাখী ৯০. অশান্ত পৃথিবী ৯১. 'হিংস্র ক্ষুধাতুর রাত্রি' ৯২.প্রার্থনা : এক ৯৩. প্রার্থনা : দুই ৯৪. ভোরের গান ৯৫. একটি সূর্যোদয় ৯৬. স্বর্ণঈগল ৯৭. অশেষ ৯৯. পত্যয় ১০০. শেষ কথা।

৬। হাতেম তা'য়ী। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬৬। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা। মুদ্রক : এ্যাবকো প্রেস, ৬/৭ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা ১। প্রচ্ছদশিল্পী : আবদুর রউফ। মূল্য : আট টাকা। পৃষ্ঠা : ৮+৩২৮ উৎসর্গ:

প্রাচীন পুঁথিরচয়িতাদের উদ্দেশ্যে-

[বহু যুগের সাধনায় যাঁরা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার ঐতিহ্যবাহী চলতি ভাষার পুঁথিতে সমৃদ্ধ করেছেন]

কাহিনী শোনার সন্ধ্যা মিশে যায় দূরে ক্রমাগত
নাতেকা পাখীর মত রঙধনু দিগন্তের পারে,
সহস্র সংশয় এসে হানা দেয় বক্ষে বারেবারে;
হাজার সওয়াল এসে তনু মন করে যে আহত।
যুগান্তের ঘূর্ণাবর্তে বেড়ে যায় হৃদয়ের ক্ষত,
মেলে না সান্ত্বনা, শান্তি-বাদগর্দ হাম্মামের ধারে,
অজানা মুক্তির পথ রুদ্ধ এক রাত্রির দুয়ারে
খুঁজে ফেরে অন্ধকারে শতাব্দীর কাহিনী বিগত।
নির্বাক বিস্ময়ে দেখি বিস্মৃত প্রাণের ব্যাকুলতা
সঞ্চারিত এ মাটিতে, এই পাক বাংলার প্রান্তরে,
অথবা রাত্রির পটে জীবনের নব রূপকথা
পদ্মা মেঘনার দেশে বহমান ক্লান্তির প্রহরে।
পুঁথির পৃষ্ঠায় ম্লান মানুষের আর্তি;-মানবতা
উজ্জ্বল হিরার মত দেখি জ্বলে রাত্রির প্রহরে॥

সূচিপত্রে: সূচনা খণ্ড, পহেলা সওয়াল, দুসরা সওয়াল, তিসরা সওয়াল, চাহারম সওয়াল, পঞ্চম সওয়াল, শশম সওয়াল, আখেরী সওয়াল, শেষ খন্ড॥

— o —

www.pathagar.com

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com